পঞ্চম বেদ

বা

মহাভারত

নাট্যকাব্য।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিরচিত।

২৪নং বিডন্ ষ্ট্রীট্ হইতে

শ্রীদ্বিজপদ ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ।"

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

Calcutta:

PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS.
AT THE FULL MOON PRINTING WORKS
No. 24, Beadon Street. E. C.
1899.

পরিলাম নিজ নিজ পরিধেয় বাস ;
—দেখ দেখ পাপিয়সী
সর্ব্বনাশ করিল নিজের।
সর্ব্বনাশী শর্ম্মিষ্ঠা রাক্ষসী
দেখ দেখ বস্ত্র মোর করে আকর্ষণ।
ওই শোন পাপিনীর স্পর্দ্ধার বচন
বলে—আমি "চোর,"—
চুরী ক'রে পরি বস্ত্র তার।
আমি "চোর" এ কথা সে স্পষ্টই ব'লেছে,
স্পষ্টই ব'লেছে আমি "নৃপতি নিন্দক"।—
যদি প্রাণ থাকে, তবে কাণ দিয়ে শোন
কি কথা ব'লেছে ভুজঙ্গিনী,—
বলে,—আমি "ভিখারীর মেয়ে,"
পিতা মোর "দৈত্য ভৃত্য"—"দৈত্যের স্তাবক।—
এ সব স্মরণ হয়—বুক যেন ফেটে যায়,
ইচ্ছা হয় বুক থেকে প্রাণ ছিঁড়ে ফেলি!
তার পর দেখ দেখ আচরণ তার।
হাজার হাজার তারা,—
আমি একা—কত বল বলগো আমার?
হাজার হাজার মেলি তারা
নির্দ্দয় প্রহার করি
হস্ত পদ বাঁধিয়ে আমার,
ওই ওই অন্ধকূপে ফেলে দিয়ে গেল।
তার পর কোন এক দেবতা-পুরুষ
আমারে উদ্ধার করি বাঁচালেন প্রাণ!
অন্ধকূপে পড়িবার আগে
দেবী ছিল,—দেবীতে দেবীত্ব পূর্ণ ছিল,
আর দেবী নাই,

এখন সে ভীষণা বাঘিনী!—

শুক্রাচার্য্য। শেষ—পরিণাম—চরম—অন্তিম—
এইবার এতদিনে দেখালে দানব!
বাসরের মনস্কাম পূর্ণ হইবার
এইবার এতদিনে হইল সুযোগ।
ধিক্ রে সংসার!
এ হেন কৃতঘ্ন-জনে বক্ষে ধ'রে রাখ?
এ হেন দৈত্যের হাতে হ'য়েছ বন্দিনি?
হা ধরণি! আর কেন?
প্রলয়ে প্লাবিতা হও,
একার্ণব জলে ডুবে যাও—
দেখে যাও—দেবীর দুর্দ্দশা।
—দেবযানি—অসীম-মহিমাময়ি—
আনন্দরূপিনি মা আমার!
কেন আর ভুলাস্ আমায়?
কেন মা করুণারাণি—মহাদেবি দেবযানি!
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি কেন ধর?
কেন ঘোর অন্ধকার করালরূপিণি—
কেন হেন ভয়ঙ্কর ক্রোধে উন্মাদিনী?
কেন—ত্রিসংসার সংহারিণী মহামূর্ত্তি তোর?
রাখ্ মা রাখ্ মা মম ভাষ,
ভুলে যা মা বিশ্ব-নাশ আশ;—
রাজরাজেশ্বরী রূপে দাঁড়া মা সম্মুখে!
মাগো শান্তিময়ি!
শান্ত হ'মা—শান্তি দে'মা প্রাণে।

দেবযানী। তবে কি শর্ম্মিষ্ঠা বাক্য—সমস্তই হ'ল সত্য?
তবে কি সত্যই আমি স্তাবকের মেয়ে?
তবে কি সত্যই আমি চোর?

তবে কি গো প্রাণদণ্ড উপযুক্ত মোর ?
যদি আমি সত্য তাই হই,
ত্যাগ কর ত্বরায় আমারে ;
যাই আমি শমির গোচরে,
তার হাতে পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করি।
তার পর দেশে দেশে
জলন্ত ভাষায় প্রকাশি গে,—
"মিথ্যা-কথা ! শুক্রাচার্য্য দৈত্যগুরু নয়,
মিথ্যা-কথা ! শুক্রাচার্য্য পথের ভিখরী,
শুক্রাচার্য্য দানবের চাটুকার শুধু।
তার মেয়ে দেবযানী, সে ত ভিখারিণী !
সে মেয়ে সমস্ত দিন আহার পায় নি,
উপবাসে ম'রে গেল ;—
কোথা আছ গৃহস্থ দয়াল !
এক মুষ্টি ভিক্ষা দাও তারে !—"
কেমন—এই ত কথা ?
ব্যাজ কেন ? চল পিতা,
তোমার প্রভুর কাছে চল ত্বরা যাই,
মহাব্যথা তথায় জুড়াই,
এই দেখ হ'য়েছি প্রস্তুত।

শুক্রাচার্য্য। শান্ত হও শান্তশীলা সুশীলা তনয়ে !
স্থির হ'য়ে শুন শুন আমার বচন ;—
প্রতিগ্রহ-উপজীবী আমি কি স্তাবক ?
না না বৎসে, ইহা অতি কলঙ্কের কথা !
পিতা তব কাহারও নহে চাটুকার,
বরঞ্চ অপরে তারে স্তব ক'রে থাকে।
বৃষপর্ব্বা, ইন্দ্র আর নহুষ-নন্দন,
জানেন এ তিন জন,

অচিন্ত্য নির্দ্বন্দ্ব
পরব্রহ্মই সহায় আমার।
স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পরিতুষ্ট হ'যে
এই বাক্য দিয়াছেন মোরে,
পৃথিবীতে অথবা ত্রিদিবে
যে কোন পদার্থ বিদ্যমান,
আমিই ঈশ্বর হব;
প্রজাদের প্রিয়কার্য্য হেতু,
আমিই অজস্র-ধারে বারি বরষিযে
ওষধি সকল পুষ্ট করি,—
মৃত্যুমুখ মৃত্যুঞ্জয় বচনে আমার।
প্রাণপুত্রি!
ক্রোধ বশে আমারে কি বিস্মৃত হইলি?

দেবযানী। এত যদি মহান্ পুরুষ তুমি পিতঃ,
তবে তুমি কি কারণ—অসহ্য এ কুবচন,
শির'পরে তুলে নিতে যাও?
তবে তুমি কি কারণে কন্যা ঘাতিনীরে
প্রতিফল নাহি দিয়ে ক্ষমা দিতে যাও?

শুক্রাচার্য্য। ওই কথা,—দেবযানি! তুই যা বলিলি,
ওই কথা,—ওই ক্ষমা-কথার কারণ।
ওই কথা বড় জাগে প্রাণে,
তাইতে এখনো বাছা,
ক্ষমা দিয়ে মন বেঁধে আছি।
যে জন মার্জ্জনা গুণে
শত্রুর ঘৃণিত বাক্যে উপেক্ষা দেখান,
তিনি পূজ্য—শ্রেষ্ঠ জগতের,
জগত আয়ত্ত রহে তাঁর করতলে।
অশ্ব [illegible] জনে বলি না সারথি,

কেন না, অশ্ব ত তাঁর সম্পূর্ণ অধীন ;
কিন্তু যিনি উত্তেজিত উদ্দীপিত রোষে
অশ্ব প্রায় বশীভূত করিতে পারেন,
প্রকৃত সারথি তিনি,
গম্য-পথ সদা তাঁর কণ্টক-বিহীন।
দীপ্ত ক্রোধানলে যিনি
ক্ষমা-বারি করেন সেচন,
স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই ত্রিজগৎ
সদা তাঁর জয়াধীন বাছা!
সর্পের নির্ম্মোক ত্যাগ প্রায়,
স্বচ্ছন্দে করেন যিনি রোষ পরিহার,
বিশ্বপতি তুষ্ট তাঁর প্রতি।
সন্তপ্ত হইয়া যিনি ধৈর্য্যবান হন,
তাঁহারি সর্ব্বার্থ সিদ্ধি—তিনি সর্ব্বজীত ;
অক্রোধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগত পূজিত।
শিশুমতি বালকবালিকা,
বিবেক অভাব হেতু, ক্রোধ বশে
পরস্পর করে যা বিরোধ,
প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি কার দোষ করিবে বিচার ?

দেবযানী। সত্য বটে জ্ঞানহীনা আমি গো বালিকা,
তথাপি জেন' হে তাত!
সত্যের ধর্ম্মের মর্ম্ম করিতে বিচার,
আমি কভু অসমর্থ নহি।
ক্রোধ, ক্ষমা, উভয়ের বলাবল জ্ঞান,
আমা হ'তে কভু পিতঃ নহেক অন্তর।
কিন্তু একি দেখ গো অন্যায়,—
শিষ্য হ'য়ে আচরণ অশিষ্যের প্রায় ?
প্রাণ দণ্ড কথায় কথায় ?

বুদ্ধিমান হেন জনে ক্ষমাবান হ'বে?
এই ভ্রষ্টাচার দেশে করিতে নিবাস,
কিছু মাত্র অভিলাষ নাহিক আমার।
চল পিতা, সেই দেশে যাই,
হিংসা দ্বেষ কলহ-কুটীল-শূন্য যথা,
চল পিতা, চল তথা যাই!
কৌলীন্যাদি রীতি-নীতি আচার ব্যাভার ল'য়ে
যে সকল লোক সদা পরনিন্দা করে,
তাদের সে পাপ-মুখ আর দেখে কাজ নাই,
স্বেচ্ছায় কি হেতু পুণ্য পাপার্ণবে ঢাল?
কেন জ্বাল হৃদি মাঝে প্রলয় অনল?
শর্ম্মিষ্ঠার বজ্রাগ্নি নির্ম্মিত কটুবাণী,
হে মুনি চূড়ামণি! সর্ব্বদা হৃদয় দগ্ধ করে।
অধিক কি বলিব তোমায়,
যৎকিঞ্চিৎ লাভ প্রত্যাশায়
যে জন ধনাঢ্যগণে করে উপাসনা,
সে দুর্ভাগ্য, মৃত্যু তার শত অংশে ভাল।

শুক্রাচার্য্য। সার কথা—এই যুক্তি কথা,
এ না হ'লে হইবে না দৈত্যের দমন,
দেবীর হৃদয়-বহ্নি হ'বে না নির্ব্বাণ।
আয় মা আয় মা দেবযানি!
এই মহা-সূত্র ল'য়ে,—প্রলয়ে ডুবাই দৈত্য-দেশ!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(দৈত্যরাজ-সভা)

বৃষপর্ব্বা, মন্ত্রীগণ ও দৈত্যগণ প্রভৃতি।

বৃষপর্ব্বা। চারিদিকে জলে জলময়,
একাকার ব্যোমদেশ জলাকার সনে,
দুস্তার এ পারাবার পারাবার-হীন!
এ হেন দুর্গম জলপথে.
সমগ্র সংসার ল'য়ে এ ভগ্ন তরীতে
চলি আমি তরিতে পাথার।
হায় হায়.—ওই আসে অন্ধকার করি
ভীষণ করাল মেঘরাশি!
দেখ দেখ ভয়ঙ্করী পৃথিবীর গতি!
স্থির স্থির নাহি চলাচল,—
প্রশান্ত গম্ভীর দিক্‌দল!
জলরাশি নীরব নিথর,
ভয়ঙ্কর ভাবি দুর্লক্ষণ!
এখনি যে উঠিবে দারুণ মহা ঝড়!
মেশামেশি রবিশশী—মেশামেশি মেঘরাশি—
চমকিত দিশি দিশি দামিনী ঝলকে!
পলকে পলকে—অশনি ঘোষিবে ভীমরব,
স্তম্ভিত সব গর্জ্জন শ্রবণে!
এখনি উত্তাল রঙ্গে দিগন্ত আবরি
তরঙ্গ ছুটিবে ওরে বিক্ষোভিত হ'য়ে,

ভাঙ্গা তরী কেমনে বাঁচিবে ?
অকূলের কর্ণধার হা দেব-দেব !
এই কি হে ছিল তব মনে ?
তরীভরা সাজান সংসার
অনন্ত অতল-তলে ডুবাইয়ে দিলে ?

মন্ত্রী। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান জন
বিপদে অধীর কেন দানব-রাজন ?
বিধির বিধান যাহা তাই সিদ্ধ হ'ল।
কুমারীরে উপলক্ষ করি
কুমারীর হাতে দেবযানী হইবে নিহতা ;
ইহাই বিধির বিধি,
ইথে কেবা অপরাধী হইবে রাজেশ ?

বৃষপর্ব্বা। হা মন্ত্রীন্ !
তন্ত্র মন্ত্র যুক্তি যুক্ত বাদ প্রতিবাদ,
মহাজ্ঞানী মহামুনি শুক্রাচার্য্য জ্ঞানে
কিছু নাহি অগোচর,
এ যুক্তি কি তাঁর কাছে খাটে ?
হা অমাত্য ! সত্য সত্য কহিতেছি আমি,
কাল শর্ম্মিষ্ঠার হেতু
ব্রহ্ম-কোপে দৈত্যবংশ ধ্বংস হ'য়ে গেল।
হায় হায়, কি করি কি করি !
কি উপায় ধরি !
ব্রহ্ম-বজ্রাঘাত হ'তে কেমনে হে তরি ?

(১ম দূতের প্রবেশ)

১ম দূত। অবধান দৈত্যনাথ !
অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনা !
এই মাত্র শুনিলাম ঘূর্ণিকার মুখে,

দেবযানী পুনর্জ্জীবিতা—
পিতা সনে পুনঃ সংমিলিতা !

বৃষপর্ব্বা। রে রে মিথ্যা কথা !—কে আছ রে হেথা !—

দূত। দৈত্যপতি ! ক্ষম এ কিঙ্করে ;
সত্য বিনা মিথ্যা যদি কই,
ঘূর্ণিকার সনে
সমুচিত রাজদণ্ড নিব শিরোপরে।

বৃষপর্ব্বা। দেখ মন্ত্রি, বিধাতার দুশ্ছেদ্য বিধান,
দেবযানী পুনঃ প্রাণ পাইল বিধি বলে !
দেবযানী এইবার সংহারিণী বেশে
দুরন্ত সংহার সঙ্গে ল'য়ে
এ সংসার দিবে রসাতলে।
এইবার পিতা পুত্রী দোঁহে একে মিলে,
প্রজ্বলিত ব্রহ্ম রোষানলে
আহুতি দিবেন দৈত্যকুল।
অকুলের কোথা হে কাণ্ডারি !
সবংশে নির্ব্বংশ হই রক্ষ অভাগায় !

(২য় দূতের প্রবেশ)

আরে দূত ! কি তোর সংবাদ—

২য় দূত। শূন্যে উড়ে তাম্রবর্ণ জটাজুট জাল,
ভ্রুকুটী কুটিল ভীম ভঙ্গিম ভয়াল !
জ্বল জ্বল লাল নেত্র হ'তে
সংবর্ত্তক বহ্নি হেন ঝরে !
মূর্ত্তিমান ক্রোধ অবতার—হায় হায়
রুদ্র মূর্ত্তি শুক্রাচার্য্য সমাগত প্রায়।
সঙ্গে তাঁর জীবন্ত নন্দিনী—
প্রলয় প্রলয়—ক্রোধময়ী দেবযানী—

উন্মাদিনী—সংহারিণী বেশ !
নিশ্বাসে নিশ্বাসে অগ্নি খেলে—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে বিশ্ব জ্বলে—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে
দৈত্যদেশ টলে রসাতলে !
কি বলিব হে দৈত্য-পালন !
এ হেন, ভীষণ-মূর্ত্তিযুগ
কোন যুগে কেহ কভু করেনি দর্শন !
নিস্তব্ধ গম্ভীর ব্যোমপথে
বিশ্বনাশী মহাবজ্র করিয়া সহায়
উন্মাদিনী সৌদামিনী আসিছে ছুটিয়ে !
দৈত্যনাথ ! দৈত্যদেশ করুন ধারণ।

মন্ত্রী। মহারাজ !
আসন্ন সঙ্কট তব হ'তেছে নিকট !
ধৈর্য্য ধরি—বজ্রে বুক বাঁধি
ধীরি ধীরি মহাকার্য্য করুন সাধন।
আক্রোশ অথবা রোষ
পরিতোষে করি পরিহার,
প্রত্যুত্তর করুন সংগ্রহ।

(শুক্রাচার্য্য ও দেবযানীর প্রবেশ।
সকলের সসম্ভ্রমে উত্থান)

বৃষপর্ব্বা। সভক্তি প্রণাম মম আচার্য্যের পদে।

(প্রণত)

শুক্রাচার্য্য। এ প্রণামে আশীর্ব্বাদ নাই !
স্বেচ্ছায় প্রণম্য জনে পদাঘাত করি,
প্রণাম যেমতি সিদ্ধ নাহি হয় তার,

সেইরূপ তোমার প্রণাম পরিণাম
বর হীন,—সেইরূপ আশীর্ব্বাদ হীন!

বৃষপর্ব্বা। দীন হীনে ক্ষমা কর হে দীনতারণ!

শুক্রাচার্য্য। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
কি বিপদ—কি পাগল—কি মনস্তাপ!
তুমি দীন? ক্ষমা চাও তুমি?
ও কথা ব'লনা,—চুপ কর!
তুমি রাজা—মহারাজা—চক্রবর্ত্তীরাজা,
রাজ-মুখে এ কথা কি সাজে হে ধার্ম্মিক?
আমি দীন, পথের ভিখারী,
কেবল মুখের দু'টো আশীর্ব্বাদ করি
মুষ্টিমাত্র অন্ন ভিক্ষা পাই,
তাহাতেই পিতা পুত্রী জীবন বাঁচাই!
তস্করের পিতা আমি, আমি চাটুকার,
আমারে প্রণাম?
রাজা হ'য়ে দীন কাছে দীনতা দেখাও?
—দুরাত্মন্! এত স্পর্দ্ধা—এত অহঙ্কার?
লঘু গুরু কর না বিচার?
আমার কৃপার বলে ইন্দ্রত্ব পাইয়া
অবশেষে আমাকেই এত অপমান?
অতি তুচ্ছ ছার—তৃণাদপি তৃণ হ'য়ে
ব্যোমস্পর্শি-মহীধর হ'তে শ্রেষ্ঠ আশ?
আরে আরে ছল-চূড়ামণি!
আমি কিরে কিছুই বুঝিনি?
কন্যা দিয়ে আমার কন্যার প্রাণ নাশ?
সুশীল শুশ্রূষাপর ধর্ম্মপরায়ণ
মহাভক্ত বৃহস্পতি-সুত
শিষ্য হ'য়ে এসেছিল আশ্রমে আমার,

তুই তারে বিনাদোষে
বার বার করিলি সংহার ;
তোর এত অত্যাচার আমার উপর ?
আরে দৈত্য ! দৈত্যের ব্য'ভার চখে দেখ্ ;—
ননীর পুত্তলি প্রায়—
প্রাণ হ'তে প্রিয়তমা দেবযানী বালা,—
দেখ আজ কি দুর্দ্দশা তার !
আমার দেবীর প্রাণ বিনাশের তরে
ওরে রে গভীরতর কাল-অন্ধকূপে
দম্ভময়ী কন্যা তোর দিয়াছিল ফেলে !
পূর্ণ পূর্ণ দানব প্রশ্রয় ধরাতলে,
পূর্ণ পূর্ণ দৈত্য-অত্যাচার !
রাজা হ'য়ে—সিংহাসন নিয়ে
থাক্ দুরাচার ! তুই প্রকম্পিত প্রাণে !
আজি হ'তে দৈত্যকুল কৈনু পরিত্যাগ !

বৃষপর্ব্বা। সুপ্রসন্ন হও গুরুদেব !
কোথা যাও ফেলি অনুগতে ?
পদাশ্রয় সম্বল যাহার,
তাহারে বর্জ্জন প্রভো ! এই কি বিধান ?
ভগবান ! ভক্তে কেন কর অকল্যাণ ?
সম্বরণ কর রোষরাশি,
নেত্র-অগ্নি করহ নির্ব্বাণ,
পতিতে উদ্ধার কর,
প্রাণ দাও পতিতপাবন !
ভক্তজনে দাও বরাভয়।

শুক্রাচার্য্য। দৈত্যের ছলনা মায়া দেবের অজ্ঞাত,
ছলনায় বিশ্ব বশীভূত !
দৈত্যের ছলনা-জালে বচন চাতুর্য্যে ·

কি আশ্চর্য্য ! শুক্রাচার্য্য হইতে পতিত ?
মূঢ় ! এত দূর মদে মত্ত তুমি—
সত্যতার অবহেলা কর ?
মম সদালাপ—প্রলাপ ধারণা কর মনে ?
আর আমি কোন কথা শুনিব না তব,
অদ্যই এ স্থান হ'তে প্রস্থান করিব।
তা না হ'লে লোক শিক্ষা হ'বে না কখন;
দুর্জ্জনতা বেড়ে যাবে—ধরা রসাতলে যাবে—
সোণার এ মর্ত্ত্য রাজ্য একাকার হ'বে।
স্বর্গের প্রতিভাময়ী—দেবযানী মা আমার !
স্বর্গ দেশে চল্ মা দু'জনে চ'লে যাই,
পাপ পৃথিবীর মুখ আর না দেখিব !

বৃষপর্ব্বা। রাখ রাখ রাখ হে মিনতি ;
পায়ে ধরি রক্ষা কর গুরো !
বংশ রাখ—প্রাণ রাখ—সিংহাসন রাখ !
কোথা যাও—বজ্রাঘাত কেন কর বুকে ?
এ সব কটূক্তি যদি কভু ক'রে থাকি,
এখনি বর্জ্জন কর মোরে।
পরম ধার্ম্মিক তুমি সত্য-পরায়ণ,
তব তত্ত্ব ক্ষুদ্রমতি কেমনে বুঝিব
অশ্রদ্ধেয় ঘৃণ্য তুমি দেব ?
গুরুদেব ! আমা হ'তে এই আশা কর ?
দেবদেব মহাদেব জ্ঞানে
সদা আমি পূজা করি তোমা ;
প্রেম ভরে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী
নিরন্তর ঢালি
মহাপূজ্য শ্রীপদে তোমার,
এ ভাব কি অবিদিত তব ?

দৈত্যকুল অকূলে ভাসিয়ে
কোথা যাবে ওহে ধর্ম্মাত্মন্?
ভগবন্! ধন রত্ন রাজ্য সিংহাসন,
হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি জীবশালা—
সমস্তই তব অধিকারে,
অধমের প্রাণ-দাতা তুমি,
আমারে মার্জ্জনা কর নাথ!

শুক্রাচার্য্য। বৃষপর্ব্বা, উঠ উঠ শুনহ বচন;
সুরগুরু বৃহস্পতি
যেমতি হে দেবেন্দ্রের যোগক্ষেমকর,—
আমিও তদ্রূপ সদা
যোগক্ষেম সম্পাদন ক'রে থাকি তব!
অতএব আমারে যদ্যপি
রাজ্যে তব রাখিতে বাসনা থাকে মনে,
মানময়ী দেবীরে প্রসন্ন কর তবে;
নতুবা দেবীর কোপে রাজত্ব না রবে।

দেবযানী। হে জনক!
যদি তুমি দানব-ঈশ্বর,
তুমি যে দানব-প্রাণ-দাতা,
তাহা নিজে মোর কাছে
বৃষপর্ব্বা করুন স্বীকার,
নচেৎ আমার মন না মানে প্রত্যয়!

বৃষপর্ব্বা। গুরুকন্যে! প্রণমি তোমায়;—
রোষবশে জ্ঞানহারা হ'য়ে—
আজি একি হইলে নূতন!
দানবের মস্তকের মণি—
পিতা পুত্রী তোমরা উভয়ে;
এ কথা কি বিস্মৃত হইলে?

দেবযানি—হে চারুহাসিনি!
বল কিবা তব অভিলাষ?
কি দিয়ে করিব পূজা তোমা দোঁহাকারে?
কি দিয়ে রক্ষিব মন দু'টি?
কি আছে অভাব মম স্পষ্ট বস্তু সনে?
বল বল কিসে মান থাকে,
এ বিপাকে কিসে ত্রাণ পাই,
পৃথিবীর কোন্ বস্তু কর গো কামনা?

দেবযানী। কেবল মুখের কথা শুনিতে না চাই।
মুখেতে সারল্য ভাব মুখেতে বিশ্বাস,
মুখেতে ঈশ্বর ভাবে পূজায় প্রকাশ,
এ সব অনেক বার দিয়েছ আভাস;
দৈত্যজাতি বিশ্বাসঘাতক,
এ বিষয়ে স্পষ্ট আমি পেয়েছি প্রমাণ,
তাই হে মুখের কথা শুনিতে না চাই।
যদি তুমি ব্রতী হও বাসনা পূরাতে,
তবে বিধিমতে
সত্যে বদ্ধ হও আগে তুমি;
চেয়ে দেখ সম্মুখে তোমার,
উন্নত বিরাট বপুঃ জটাজূটধারী,
ব্রহ্ম তেজে পূর্ণিত শরীরি,
নিষ্কাম সংসারী যোগী ত্রিপুরারি সম,
যাঁহারে মহেশ ভেবে পূজা কর তুমি,
যিনি মোর জন্মদাতা—দেবতা আমার,
তাঁর শ্রীচরণ দু'টি সত্য সাক্ষ্য করি,
বাক্‌দান করহ ধীমান্!
এই তব দাঁড়ায়ে সম্মুখে মন্ত্রীগণ,
ইহাদের মন্ত্র সাক্ষ্য করি,

সত্যে বদ্ধ হও দৈত্যনাথ!
ঈশ্বরের প্রতিনিধি হ'য়ে—
রাজদণ্ড হাতে ল'য়ে
বসে আছ রাজসিংহাসনে;
এ সকলে সাক্ষ্য রাখি
আকিঞ্চন করহ পূরণ;—
নতুবা মুখের কথা কে করে প্রত্যয়?

বৃষপর্ব্বা। সমুদয় করিনু স্বীকার;
সমুদয়ে সত্য সাক্ষ্য রাখি
বদ্ধ হ'য়ে সত্যের শৃঙ্খলে
সমুদয় নি'নু শির পাতি!
বল বল কি দিলে নিবিবে রোষানল?

দেবযানী। নিবিবে না কভু এ অনল!
একবার বক্ষ মাঝে জ্বলেছে যখন—
তখন নির্ব্বাণ আর হ'বে না কখন!
প্রতিশ্রুত-পাংশু দিয়ে করহ ছাদন—
উপশম হ'বে কিছুক্ষণ!—
—ও কথায় কাজ নাই আর,—
শোন সত্য অবতার!
আমার অনল জ্বালা বক্ষে তুলে নাও,
পূরাও আমার আশা।—
—এই শোন;—
যে আমায় বিনা অপরাধে
কালানল জ্বালিয়ে দিয়েছে মম হৃদে;
যে আমায় বিনা অপরাধে
চৌর্য্য অপবাদ দেছে
পিতৃনিন্দা ক'রেছে আমার;
যে আমায় বিনা অপরাধে

প্রাণ বধে প্রতিজ্ঞা করিয়ে
বৃথা ক্রোধে বশীভূত হ'য়ে
অন্ধতম কালকূপে নিক্ষেপ ক'রেছে,—
সেই মহা দম্ভময়ী তনয়া তোমার
সেই সহস্রেক পাপ-অনুচরী সনে
আজীবন দাসী হ'য়ে রহুক্ আমার!
দেখি দেখি সমস্ত জীবনে যদি তার
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়,—
দেখি দেখি, সমস্ত জীবনে
আমারো অনল জ্বালা যদি নিবে যায়,—
দেখি দেখি, একের কারণে
সমস্ত দানব রক্ষা পায় কি না পায়,—
দেখি দেখি, পাপ বিসর্জ্জনে
ধার্ম্মিকের পাপ-বাঞ্ছা যায় কি না যায়!!!
—আরো শোন, চমকিত হয়োনা ধার্ম্মিক!
যবে আমি বিবাহিতা হ'য়ে
স্বামি-গৃহে করিব গমন,
তখনো অগ্রজা তব কিঙ্করী হইয়ে
অঙ্গ রক্ষা করিবে আমার—
আগুসার হ'য়ে
পরিষ্কার করিবে আমার গম্য পথ

বৃষপর্ব্বা। তাই হ'বে;
গুরুকন্যা, কন্যাপণ দিয়ে
সত্য হ'তে ধর্ম্ম হ'তে হইব উদ্ধার,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে এইরূপে—
দেবযানি! তাই হ'বে!
শর্ম্মিষ্ঠা কিঙ্করী হ'বে,
'রাজকন্যা' নাম ডুবে যাবে,

পিতা পুত্রী তোমরা দু'জনে
অধমের প্রতি তুষ্ট থাক।
—মন্ত্রীবর! হয়োনা অধীর,
অন্তঃপুরে যাও,
শর্ম্মিষ্ঠারে নিয়ে এস হেথা,
মহাব্যথা ঘুচাও আমার,
দেবীর কিঙ্করী পদে অভিষেক করি।

মন্ত্রী। দৈত্যনাথ!—

বৃষপর্ব্বা। কেন মন্ত্রী, রুদ্ধ কণ্ঠে দিতেছ উত্তর?
বাষ্প চোখে কেন চাও—
কেন মোহে ভাসাও আমায়?
জান না জান না—
বিড়ম্বনা এখনো বোঝনা,
সৌভাগ্য মান না হে সচিব?
এ পাপের এ ত শাস্তি নয়,
তার পক্ষে সৌভাগ্য উদয়!
গুরুর কিঙ্করী হ'বে,
গুরুকন্যা দেবীর চরণ ধ'রে রবে,
নারীহত্যা পাপ ধুয়ে যাবে—
অন্তিমে সে ভাগ্যবতী হ'বে।
যাও যাও মন্ত্রীবর!
শর্ম্মিষ্ঠারে আনহ এখনি,
দেবীর শ্রীপদে বেঁধে দিই।

মন্ত্রী। শর্ম্মিষ্ঠা দেবীর দাসী হ'ল?
ধন্য বিধি! বিধান তোমার!

(প্রস্থান)

বৃষপর্ব্বা। আজি কিবা দৈত্যকুলে ভাগ্য-বিবর্ত্তন!
দৈত্যকুল নিরাকুল হ'ল,

ব্রহ্মশাপ হ'তে তরে গেল !
ধন্য কৃপা গুরো হে তোমার,
হেন অনুগ্রহ যেন থাকে চিরদিন।
কিন্তু গুরুদেব !
শমি ত উচিত মত শাস্তি পাইল না !
কুমারী দেবীর দাসী হ'বে,
তার পক্ষে এত দণ্ড নয়,
মহাবর দিলে যে তাহায়।
বল বল, তার তরে আমিও প্রস্তুত আছি,
আমারে কি দণ্ড দিলে দেব ?

শুক্রাচার্য্য। ঈশ্বর সহায় করি
সুশাসনে রাজদণ্ড করহ ধারণ,
পুত্র-নির্ব্বিশেষে কর প্রজার পালন,
ভেদ, মোহ, অভিমান হও বিস্মরণ,
গো ব্রাহ্মণে হোক্ মতি-গতি।
অরাতি-অন্তক হ'য়ে
আধি-ব্যাধি-পরিশূন্য হ'য়ে,
দীর্ঘজীবি হ'য়ে
মর্ত্ত্য রাজ্য নিরাপদে সুখে কর ভোগ।
সুশীল সুবোধ শিষ্য গুরুর নিকটে,
এ অপেক্ষা আর বাক্য কিবা পেতে পারে ?

বৃষপর্ব্বা। ধন্য আমি সার্থক জীবন !

(মন্ত্রীর সহিত সখীগণ-পরিবৃতা শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। গুরুদেব ! শ্রীচরণে প্রণিপাত করি।
গুরুবালে ! প্রণমি তোমায়।
—নারীহত্যাকারিণীপাপিনী
উপযুক্ত রাজদণ্ড নিতে

রাজার শ্রীপদ পাশে পড়িল লুটিয়ে।
জন্মদাতা মহারাজ!
বিচার-অধিনী কন্যা এসেছে তোমার,
সুবিচার কর তার প্রতি!

বৃষপর্ব্বা। গুরুদেব! আজি আমি তোমারি কৃপায়
শিখিলাম আত্মজারে রাজদণ্ড দিতে;
তোমারি আজ্ঞায় আজি দেখাব জগতে,
রাজার নন্দিনী, সেও বিচারে বন্দিনী,
বিচারে রাজার কন্যা নাহি পার পায়!
শুনি পুত্রি!
স্ব-ইচ্ছায় গুরুকন্যা-মরণে মনন,
অকারণ গুরুনিন্দা ক'রেছ বিস্তর,
দৈত্যকুলে বিস্তার ক'রেছ মহাপাপ,
'নারীহত্যাকারিণী' কিনেছ দুর্নাম;
এই হেতু শোন রে বন্দিনি!
দেবযানী-চরণে বিক্রীতা হ'লে তুমি,
দাসী হ'য়ে দেবীর শ্রীপদ সেবা কর।
আপনারে ভাগ্যবতী ভাবি,
অগর্ব্বিতা ভাবে—সহস্র সঙ্গিনী নিয়ে,
দাস্য কর্ম্ম করহ দেবীর।
চরণ সেবায় তাঁর
বক্ষের রুধির যদি হয় প্রয়োজন,
তা'ও দিয়ে তখনি করিবে সম্পূরণ।
দেবযানী বিবাহিতা হ'লে,
সহস্রেক অনুচরী সহ
আগে আগে পথ দিয়ে করিবে গমন।
ইথে যদি ঘটে ব্যতিক্রম,
তোমার দোষের হেতু

দৈত্যকুল বিলুপ্ত হইবে,
তখন সে পাপে তব না রবে নিস্তার।
—যাও মা শর্ম্মিষ্ঠে! যাও—দাসী হ'তে যাও,
শিক্ষকে পরীক্ষা দাও;
তুমিও জগতে শিক্ষা-মূর্ত্তিমতী হ'য়ে
প্রকাশ'রে জলন্ত ভাষায়,—
"নিমেষে রাজার মেয়ে ভিখারিণী হ'ল!
পিতার অভয় কোল হ'তে
প্রাণাপেক্ষা কন্যা তার
দাসী বেশে বনবাসে গেল!—"

শর্ম্মিষ্ঠা। রাজদণ্ড শির'পরে লইলাম তুলি,
রাজভোগ রাজস্পৃহা দিনু জলাঞ্জলী,
আজি হ'তে দেবীর চরণ-দাসী আমি।
আমা হেতু জ্ঞাতিকুল যদি রক্ষা পায়,
আমা হেতু দৈত্যনাথ যদ্যপি নির্ভয়,
আমা হেতু শুক্রাচার্য্য আর দেবযানী
দৈত্যকুল পরিহার করেন যদ্যপি,
তবে গো আমাতে পিতঃ কিবা কাজ তব?
এই ছার মস্তকের মুকুটাভরণ,
প্রভুর চরণে হের দিনু বিসর্জ্জন।
অমূল্য হীরার হার, এই কৈনু পরিহার,
হের মুকুতার মালা, দেবী পদ করে আলা,
অহঙ্কার-অলঙ্কার একত্রে মিশিয়ে,
দেবীর চরণ তলে পড়িল লুটিয়ে।
—দেখ সবে নয়ন উন্মীলি,
স্বেচ্ছায় অমূল্য রত্নচয়
প্রভুর চরণে দিনু ঢালি!
প্রভু মম অলঙ্কার-হীনা,

আমি তবে সালঙ্কারা কেন ?
দেরে দে সখীরা—সব গহনা ফেলে দে,
এমন সুখের দিন পাবি না কখন,
শর্ম্মিষ্ঠা তোদের নিয়ে দেবী-দাসী হ'ল !
সকলে প্রণাম কর্ প্রভুর চরণে।

(দেবযানীর পদে সকলে লুণ্ঠিতা হওন)

চল তবে প'রে আসি ভিখারিণী বেশ !
মহাপূজ্যা প্রভু আমাদের
গৈরিক-বসন-পরিধানা,
আমরা এ বেশে কেন তবে ?
আয় সবে আনন্দে মাতিয়ে,
গৈরিক-বসন পরি যোগিনী সাজিয়ে,
প্রভু সনে হেসে হেসে বনবাসে যাই !

(সখীগণের সহিত প্রস্থান)

(দৈত্যরাণী ও ভরণার প্রবেশ)

দৈত্যরাণী। মহারাজ ! মহারাজ !
আমার বুকের ধন কোথা ?
নয়নের মণি—দুখিনীর অমূল্য রতন
কোথায় আমার বাছাধন ?
ওগো, তারে কতক্ষণ ছেড়ে আছি আমি,
কতক্ষণ মুখখানি দেখিনি তাহার !
তারা যে অনেকক্ষণ এসেছে হেথায়,
কোথা গেল ?
বল বল,—তারে তুমি কিবা সাজা দিলে ?
আহা, সে দুখের মেয়ে ননীর পুতুল,

রাজার কোপেতে প'ড়ে কোন্ সাজা পেলে ?
মহারাজ ! বল বল, চুপ ক'রে কেন ?
প্রাণ ত রেখেছ তার ? ওগো বল বল,
আমার মেয়েকে কোথা লুকিয়ে রেখেছ ?
অধোমুখে কেন রাজা রয়েছ নীরব ?
ছল ছল কেন আঁখি হেরি ?
তবে কি হে, 'প্রাণদণ্ড' আজ্ঞা দিয়ে তারে,
অনুতাপে মনে মনে কাঁদ ?
মহারাজ, পায়ে ধরি—আর না সহিতে পারি,
প্রাণ দিব তব পদতলে !

(পাদ মূলে পতিতা হওন)

বৃষপর্ব্বা। উঠ উঠ কন্যা-প্রাণা শোক-পাগলিনি !
শোক মোহ করি পরিহার
দূর কর চিত্তের বিকার।
বহু ভাগ্য-ফলে হেন পেয়েছ শ্রীগুরু,
বহুভাগ্যে পাইয়াছ শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণ।
নহে, রাজার বিচারে
জীবনঘাতিনী কোথা পেয়েছে জীবন ?
প্রাণ মন স্থির কর দেবি !
গুরুর সহায়ে
দেবযানী অনুমতি ল'য়ে,
রাজ-আজ্ঞা এই তব পেয়েছে কুমারী ;—
'যতদিন দেহে তার রহিবে জীবন,
ততদিন তনয়া তোমার,
বনবাসে সহস্র কিঙ্করী সনে
দেবীর চরণ সেবি' করিবে যাপন ;
'রাজকন্যা' নাম তার হইল বিলোপ,

"শর্ম্মিষ্ঠা দেবীর দাসী" এই দণ্ড তার।'

দৈত্যরাণী। এই কি বিধির মনে ছিল অবশেষে
বনবাসে রাজকন্যা যাপিবে জীবন ?
এই কি শমির ভাগ্যলিপি
বনবাসে দাসী হ'য়ে রবে ?
হা মহারাজ! কি হ'বে কি হ'বে—
শর্ম্মিষ্ঠা আমায় ছেড়ে যাবে ?
না না না না—জীবন থাকিতে
তা'ত কভু হ'বে না রাজন্ ?
—গুরুদেব! বাঁচাও আমায়!
একবার ক্ষমা কর,
আমার মেয়েকে ফিরে দাও!
ওগো, সে যে কিছুই জানে না,
মা ছেড়ে কেমনে মেয়ে রবে ?
তার বিনিময়ে,
শ্রীচরণে ছার প্রাণ—দিতেছি হে বলীদান,
কেবল তাহারে রক্ষা কর!
নহে গুরো, আমি দাসী হ'ব,
শ্রীচরণে জীবন বিকাব,
আজীবন দেবীর চরণ সেবিব গো!
—দেবযানি!
তুমি ত মা কতবার মিনতি রেখেছ
আজি কেন রয়েছ নীরবে ?
দাও দাও, মেয়ে ভিক্ষা মাগি তব পায়,
বঞ্চনা ক'র না তায়।
হায় হায়, সে যে অতি শিশু!
দাস্যবৃত্তি কখন করেনি!
দেবযানি, ধর মা আমার বাণী,

নির্দয়া হয়োনা তার প্রতি।
তাহার বদলে
আমারে চরণে রাখ তুলে—
আমা হ'তে কত কাজ পাবে!

মন্ত্রী। মহারাণি!
ভবিতব্য কে করে খণ্ডন?
বৃথা এ বিলাপে আর কি ফল ফলিবে?
এ হেন জটীল লিপি কুমারীর ভালে,
তাহে কেবা করিবে লঙ্ঘন?
সন্তানের নিবেদন ধর মা জননি!
স্থির কর চঞ্চল পরাণী।
দেখ মা, তোমার কাতরতা
সভাস্থ সবার ওহো মর্ম্মভেদ করে।
গুরুদেব অধোমুখে—
গুরুকন্যা ছল ছল চোখে—
মহারাজ মহাদুখে আছেন নীরব;—
আর এ অভাগা মন্ত্রী,
যন্ত্র-পুত্তলিকা প্রায়
নিষ্পন্দ হইয়া দেখে শোক অভিনয়!

দৈত্যরাণী। দ্যাখ্‌লো ভরণা দ্যাখ্‌!
ওই কি আমার মেয়ে আসে?
দেখরে—দেখরে—
রাজকন্যা যোগিনী সেজেছে,
হীরা মুক্তা অলঙ্কার কোথায় ফেলেছে!
মা মা শর্ম্মিষ্ঠা আমার!
কি হ'বে রে—
বুক থেকে বনবাসে মেয়ে চ'লে যায়।

(পতন ও মূর্চ্ছা)

(যোগিনী বেশে অনঙ্গ প্রভৃতি সখীগণের
সহিত শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

সখীগণের গীত।

তিলকখামোদ—খৎ।

সুখের বিলাস চেয়ে সেই ভাল বনবাস,
বসন ভূষণ চেয়ে এই বেশ চিরবাস।
স্বভাবের কোলে বসি, স্বভাব সুষমা রাশি
হেরিব, হৃদয়ে হ'বে স্বভাবের পরকাশ।
সংযম নিয়ম রাখি, গহনে মুদিয়া আঁখি,
সমীরে হৃদয় ঢেলে—সমীরে মিশাব শ্বাস ;—
যোগিনীরে যোগ দিয়ে, যোগ-খেলা-ধূলা নিয়ে,
যোগিনীরে পূজা দিব, দিয়ে যোগ ফুলরাশ।

ভরণা। শমিরে! কি বেশে আজ বিশ্বে দেখা দিলি!
শর্ম্মিষ্ঠা। কেন দিদি, বজ্র সম লৌহ শূল চেয়ে,
এ বেশ কি ঘাতকীর সুখকর নয়?
ভোগ লিপ্সা বিলাসিতা রাণী বেশ চেয়ে,
সাত্তিকী যোগিনী বেশ একি ভাল নয়?
দিবানিশী রাজকন্যা হ'য়ে,
হাজার দাসীর সনে বিলাসের চেয়ে
যোগিনীর দাসী হওয়া একি ভাল নয়?
মণি মুক্তা অলঙ্কার চেয়ে,
রুদ্রাক্ষ বিভূতি ভস্ম একি ভাল নয়?
কেন তবে বিহ্বলা হ'তেছ?

আমি আর দাঁড়াতে না পারি।
দেখ দিদি, প্রভু মম আছেন একাকী,
আর মোরে দিওনা লো বাধা।
মা আমার মোহাচ্ছন্না লুটান ভূতলে,
আজি তাঁরে শান্ত করি,
কাল প্রাতে এই বেশে আসিও আশ্রমে।
—শ্রীচরণে করি প্রণিপাত,
আমার আশীষ কর তাতঃ
আমি অজ্ঞান বালিকা,
যে ব্রতে দীক্ষিত আজি করিলে আমারে,
যেন তাহে উদযাপিতে পারি,
মন যেন প্রভুর চরণে বাঁধা রয়,
ভোগ আশে আর যেন ফিরে নাহি চায়।

বৃষপর্ব্বা। সম্মুখে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত তোমার,
যাও মা নিঃশঙ্ক মনে পবিত্র হইয়ে।
কর্ম্ম ক্ষেত্রে কর্ম্ম কর—কর্ম্মে প্রাণ পূর্ণ কর,
কর্ম্ম সনে ধর্ম্ম যোগ রাখ।
কর্ম্ম বিনা কোথা হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন ?
কর্ম্ম দিয়ে পরীক্ষা দেখাও,
পরীক্ষক তুষ্ট হ'ন্ তোমার উপর।
শ্রীগুরুর পদধূলি দিনু শিরে তুলি,
এই ধূলি বলে,
অনা'সে এ ক্ষেত্র হ'তে হইবে উদ্ধার।
যাও বাছা যাও,
গুরুর নিকট হ'তে অনুমতি নাও।

শুক্রাচার্য্য। আয় বাছা, আয় বুকে আয়,
কন্যার অধিক তোরে করিব যতন।
আয় মা রাজার মেয়ে নবীনা-যোগিনি!

তোরে দেখে কর্ম্ম জ্ঞান শিখি।
আজি হ'তে শোন জগজ্জন!
শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী দুই কন্যা মম।

শর্ম্মিষ্ঠা। আচ্ছন্না কন্যার শোকে তুমি মা জননি!
বুঝি মা পাষাণ-ভেদী
কন্যা-বিসর্জ্জন দৃশ্য দেখিতে না পেরে,
পড়ে আছ পাষাণ-শয়নে।
ভাল আছ—ভুলে আছ,
বিদায়-বিপদ তাই নাহি বোধ হয়;
তা না হ'লে মা আমার।
তোমার চখের জল নাহি মুছাইয়ে,
যাইতে না পারিতাম মাতা।
জ্ঞান পেয়ে কেঁদ'না মা!
কেঁদে কেঁদে মহারাজে ক'রনা ব্যাকুল।
তুমি বিনা সান্ত্বনা করিতে দৈত্যনাথে,
দৈত্যপুরে কেহ না রহিল।
যাই মাগো যাই, চরণে লুটাই;—
মা—মা—মা—মা!
আশীর্ব্বাদ কর মা সন্তানে,
নিরাপদে কর্ম্মক্ষেত্র হই যেন পার!
কর্ম্ম শেষ হ'লে
আবার এ পাদমূলে উপস্থিত হ'ব।
ভরণে! তোমার হাতে আজিকার মত,
শোকাকুলা জননীরে সঁপে দিয়ে গেনু,
কাল প্রাতে এস দিদি, ভুলোনা আমায়।
গুরুদেব! গুরুকন্যে! হ'য়েছি প্রস্তুত।

বৃষপর্ব্বা। যে যথায় ব'সে আছ, দেখ—চোখ্ মিলে দেখ,
শর্ম্মিষ্ঠার পরিণাম সবে মনে রাখ!

আয় রে কে যাবি আয়, আমার সহিত আয়,
বনবাসে রাজকন্যা বিসর্জ্জন যায়!
আয় রে কে যাবি আয়, আমার সহিত আয়,
রাজকন্যা দাসী হ'য়ে বনে চ'লে যায়,
এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য কে দেখিবি আয়!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজোদ্যান)

যযাতি।

যযাতি। নিদাঘ উত্তাপে শুষ্ক নিখিল প্রকৃতি,
বাতাস জ্বলন্ত শ্বাস ঢালে অবিরত,
রসহীনা জ্বালাময়ী অখিল মেদিনী।
নিঝুম নীরবে পক্ষী পাদপের কোলে,
দেহ ঢেলে বিচেতন প্রায়!
জনহীন তেপান্তর মাঠ,
উত্তাপ-কল্লোল শুধু ডাকে।
এ হেন জ্বলন্ত-স্থানে মৃগয়ার শ্রমে
উত্তাপিত পিপাসিত পরিশ্রান্ত হ'য়ে,
শান্তি-জল ইতস্ততঃ করি অন্বেষণ।

হেরিনু অদূরে এক কূপ বিদ্যমান,
প্রাণ মন আশ্বস্ত হইল,
অমনি ছুটিনু সেই দিকে।
—কি দেখিনু—আহা মরি মরি!
কূপ মাঝে একি অপরূপ রূপ জলে!
মেঘভরা অন্ধকার আকাশের কোলে,
দেখেছি চমকি জলে দামিনী মোহিনী,
পথ-হারা পথিকের পথ-প্রদর্শনী,
কিম্বা মেঘ আবরিত নিশিথিনী-মণি!
নাম তার দেবযানী;
আহা মরি কি মধুর নাম!
ধরাধামে আছে কি সুন্দরী তার সম?
অনুপম লাবণ্য মাখান'
ঢল ঢল লাবণ্যের জলে
সুতন্বীর ভাসে তনুখানি,
মৃগমদে ভাসে আঁখি দু'টি,
পলকে নলকে সৌদামিনী।
আমি ভ্রান্ত—পরিশ্রান্ত
পিপাসায় অন্ধ প্রায় হ'য়ে
চপলার আলো দেখে আপনা ভুলিনু,
রূপসীর রূপ-সরে নিমগ্ন হইনু!
তৃষা গেল,
কিন্তু একি প্রবল পিপাসা বুকে এল!
এ পিপাসা কভু কি মিটিবে?
না—না পিয়াস-আগুনে ছাই হ'বে!
তারে ত পাবার নয়,
ব্রহ্মানলে জলে দেবযানী,
আমি কাট,—সে অনলে স্বেচ্ছায় ঝাঁপিনু।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। অনবরত　　রব করত
জ্ব'লে মরত—কাল ভ্রমর,
আঁখি আয়ত　　সদা নাড়ত
হেরি আগত—পর নাগর।
তবু নড়েনা　　কোথা ওড়েনা,
সাড়া করেনা—কাছে আসিল,
মুখ চুমিতে　　এল ত্বরিতে
বালা ভয়েতে—আঁখি মুদিল।

যযাতি। আমি যাব,—
আর একবার তারে নয়নে দেখিব!
নয়ন-অনলে তার পুড়ে যাই যাব,
তবু তারে বারেক দেখিব।
প্রাণ দিয়ে দেখিব না তারে,
কাছে নয়—কাছে নয়,
দূরের আড়াল থেকে
কেবল চোখের দেখা দেখে,—
কিন্তু কিন্তু সে কি ভাল হয়?
মরমে যে সরম পুষেছি!

নিত্যানন্দ। তা হোক্—তা হোক্ কি জানেন্ মহারাজ!
মরমের এও একটা কাজ।
বলি, সরম মরম আর ধরম,
এ তিন্‌টেই কেমন গোল্‌মেলে রকম,
এর ধরণ্ কিছু বুঝ্‌তে পারি না!
এই ধরম কত্তে গেলে,
মরম জানা চাই আগে,
আর মরম দিতে গেলে,

ধরমটা ত আগে ভাগে,
আর অম্‌নি সরম ভায়া পেছনে এসে লাগে।
এ সব কথা দূর হোক্‌গে,—
সবার সেরা করম করাই ভাল,
বসে বসে ভাবার চেয়ে যাওয়াই এখন ভাল!

যযাতি। একি—নিত্যানন্দ?
কোথা হ'তে কতক্ষণ আগমন তব?

নিত্যানন্দ। অনেকক্ষণ আগমন,
হে রাজন্‌!
অনেকক্ষণ অনেক দেখে হেথায় আগমন!

যযাতি। তবে তব অদর্শন কেন এতক্ষণ?

নিত্যানন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—
ক্ষণাক্ষণের শুন্‌বেন কারণ?
এই দেখুন,—
মানুষের চোখ্‌ যদি না থাক্‌ত,
ত বেশ হ'ত।
ক্ষণাক্ষণ থাক্‌ত না,
দর্শনাদর্শন হ'ত না,
ওঠা নাবা মান্‌ত না,
আর মরণ বাঁচন জান্‌ত না,—
কেমন কিনা?
এই চোখ্‌টাই যত আপদ যত বিপদ!
সত্য মিথ্যার প্রমাণ নিন্‌;
আপনার এই পটল চেরা চোখেতে,
একটা কি—'যানী'র ছানি পড়েছে,
তাই ধাঁধাঁ খেয়েছে;
সে 'যানী'র এমনি ছাওয়া, হাওয়া আটক রেখেছে!
তাইতেই ত ক্ষণ বুঝে,

চোখের দৃষ্টি গেছে বুজে।
মহারাজ! আমি আছি,
আপনি যে কানা,
আমাকে ত দেখ্‌তে পাবেন না?

যযাতি। আরে রে প্রলাপি!
এ তীব্র প্রলাপ-অর্থ
কিছুই যে বুঝিতে পারি না!
'যানী'—'যানী'—এ কথার অর্থ কি তোমার?

নিত্যানন্দ। 'যানী' কথার অর্থ করা একি মুখের কথা?
এটা পরমার্থ কথা!
অভিধান খুঁজে দেখুন, 'যানীর' মানে নেই।
মহারাজ! ছেড়ে দিন্,
আমার বড় পিয়াস লেগেছে!

যযাতি। কোথা যাবে? সবিশেষ অর্থ ক'রে যাও!

নিত্যানন্দ। অহ—অহ—কি গ্রহ!
এখনো কি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?
পিয়াস পেলেই 'যানী'র মানে হয়।

(নৃত্য করিতে করিতে)

—'যানী' আর কিছুই নয়,
'য্যনী' পিয়াস পেলেই হয়।

যযাতি। নিত্যানন্দ! সদানন্দ তুমি;
তোমার আনন্দ-ভাব
সাধ্য নাই করিতে গ্রহণ।
আমার অন্তর-ভাব
দেখিতেছি সমস্তই জান,
বল ভাই, 'যানী' নাম কোথায় শিখিলে?

নিত্যানন্দ। দেখুন—আমি সব জানি,
তাইতে 'যানী'র নামও জানি।
যযাতি। রাখ পরিহাস,
প্রকাশ করহ মন-ভাব।
নিত্যানন্দ!
অকূল ভাবনা হ'তে কর মোরে ত্রাণ!
নিত্যানন্দ। আচ্ছা, তবে একে একে জিজ্ঞেস্ করে যান্!
যযাতি। —যখন শিবির দ্বারে বসায়ে তোমায়
একা আমি মৃগয়ায় হইনু বাহির,
তার পর কি করিলে তুমি?
নিত্যানন্দ। আপনার সটান লম্ফ দেখে,
আমারো ঝম্প উঠ্‌ল চেগে।
আপনার ত কাজ মন্দ নয়,
একলা থাকা আমার কি সয়?
আপনার সাফাই লাফাই দেখে,
আমারো ঝাঁপাই গেল বেড়ে!
আমিও অমনি উঠ্‌লুম বেড়ে!
দৌড়—দৌড়—দৌড়—
শেষে মহারাজ!
ধপ্ ধপ্ এক্ খোলা খোলা পড়্‌লুম মাঠের মাঝ!
কেউ কোথাও নাই,
সাঁই সাঁই কত্তেছে বাতাস,
সেথায় গিয়ে পড়্‌ল দমার শ্বাস!
ও বাপ্‌রে! বুকে ব্যথা—ক্ষয় কাশ!
যযাতি। —অতঃপর কি দেখিলে তথা?
নিত্যানন্দ। থর্‌থরে একটা মিশ কাল মাথা!
সে মাথার এমনি ধার,
যেই বুঝ্‌লেন মাথার ধারের কার,

অমনি হ'লেন স্কন্ধ-কাটা—
আর হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা!

যযাতি। আরে দুষ্ট! আবার রহস্য?

নিত্যানন্দ। ওইতেই ত বলছে না,
তাইতেই ত মিলছে না ঠিকানা!
কানা ম'শাই,
কাণটা খাড়া ক'রে,
শুনুন তার পরে;—
—এদিক্ ওদিক্ হিড়িক্ দেখি,
আর গরম দেখে ঠেকে শিখি;—
এমন সময় চারখানা হাত পা তুলে
আপনি আসেন তেড়ে;
অমনি আমি উঠে প'ড়ে
বস্‌লুম গিয়ে গাছের ডালে।
দেখ্‌লুম, আপনি বড্ড পিপাসী,
গোপ্পা খেয়ে বেড়ান্ দিশি দিশি।
তাপ পরে?

(সুর করিয়া)

তাইরে—নাইরে—তাইরে—না,
তেল মেখে কেন নাইলে না?

যযাতি। আবার আবার পরিহাস?

নিত্যানন্দ। যাঃ—আমার থেই হারিয়ে গেল!
আপনিই কেন ব'লে যান্‌না তার পরে কি হ'ল?

যযাতি। নিত্যানন্দ! বুঝিলাম বিদ্রূপে তোমার,
কৌশলে সমস্ত তুমি আছ অবগত।
হিরন্ময়ী রমণী উদ্ধারের পর,
হায় মম ভগ্ন-প্রাণে ফিরে আসা'বধি,

কতক্ষণ আছিলে তথায় তুমি ভাই ?
কতক্ষণ রূপসীর—
রূপরাশি চক্ষে দেখে কৃতার্থ হ'য়েছ ?

নিত্যানন্দ। তা অনেক ক্ষণ,
দেখ্‌লুমও অনেক রকম!
রূপের কথা বল্‌ছেন মহারাজ ?
দেখে দেখে আঁখ্‌টা ক্ষ'য়ে গেছে,
প্রাণটা জ্ব'লে গেছে!
নমস্কার! মাথায় থাকুন তিনি,
খুব চিনেছি গুণমণি!
মহারাজ!
সে বাবা মেয়ে—জ্যাঠা মেয়ে—মেসো মেয়ে!
এমন মেয়ে ভূ-ভারতে নেই!
ইয়া কোমর বাঁধা—ইয়া গলা সাধা!
পঞ্চম সপ্তম—থন্ থন্ ঝন্ ঝন্!
হুড়-হুড়—দুড়-দুড়—
এ হাসি-দাঁতকপাটী—এই কেঁদে ভিজ্‌ল মাটী—
বলিহারী—বলিহারী!
—সে মেয়ে যার চাপ্‌বে ঘাড়ে,
ঘাড় খাবে তার এক কামড়ে,
শিউরে শিউরে সর্‌বে ভব ছেড়ে!

যযাতি। দূর হও দুষ্টমতি!
আচার্য্য-কন্যারে কটুভাষে নিন্দা কর ?

নিত্যানন্দ। হরিবোল হরি!
আমি ত বরং কাছে,
আমাকে ত কেউ দেখে না আঁচে!
আপনি যে আমার চেয়েও
বহুদূর ঠিক্‌রে প'ড়েছেন!

পা গুলো ভেঙ্গে গেছে,—এখন হামা দিয়ে আসেন !

যযাতি। নিত্যানন্দ ! আদ্যোপান্ত সমস্ত জেনেছ,
সমস্ত বুঝেছ তুমি ভাই,
যাহা হয় কর প্রতিকার।
বিষম বিকারগ্রস্ত হ'য়েছি উন্মাদ !
ললনায় এনে দাও মোরে,
প্রাণ রাখ প্রাণের সুহৃৎ !

নিত্যানন্দ। ব্যাচার চেয়ে কেনা বড় সহজ ;
কিন্তু ও ব্যাপারি !
কেনার পরে যদি তারে
আর তোমার না মনে ধরে,
তখন কি
আবার তারে সস্তা দরে ছাড়্‌বে সখের হাট বাজারে ?

যযাতি। নির্ম্মল পরশমণি,—
নারীকুল-শিরোমণি,—
প্রেমময়ী দেবযানী ;
তারে পেতে প্রাণ যদি হয় প্রয়োজন,
অকাতরে তাও আমি দিব বিসর্জ্জন !
কিন্তু কিন্তু সকলি স্বপন,
দেবযানী ব্রাহ্মণ-নন্দিনী,
আমি ক্ষত্র,—মিলনের কোথা আছে আশা ?
ওরে—একি বাসনার দুরন্ত পিপাসা !

নিত্যানন্দ। বুকখানাও পিপাসায় ফাট্‌ল,
জলাশয়ও আশায় নিকট হ'ল ;
টানাটানির কার জোর বেশী,
আড়-নয়নে দেখি হেথায় বসি !

যযাতি। দিবা রাত্র যন্ত্রণার অস্থিরতা চেয়ে,
ইচ্ছা-স্রোতে দেহ ঢালা অবশ্য বিধান।

যা করেন ভগবান, যা থাকে কপালে,
যাই এবে অস্ত্রাগারে ;
মৃগয়ার সাজে—পুনঃ গিয়ে হই সুসজ্জিত।
মৃগয়ায় পেয়েছি দর্শন,
মৃগয়ায় পাইব মিলন :
নিত্যানন্দ ! দিওনা হে বাধা,
প্রকৃতই হ'য়েছি উন্মাদ।
মৃগয়ায় পুনঃ আমি যাইব একাকী,
তৃষাতুর কণ্ঠ তালু,
মৃগয়ায় করিব শীতল।
মন্ত্রীরে কহ গে' সথে রাজ্য রক্ষিবারে,
রাজ-পরিবারবর্গে রাখে সাবধানে ;
আমি যাই—
কত দিনে ফিরিব নিশ্চয় নাহি তার !

(প্রস্থান)

নিত্যানন্দ। চমৎকার—চমৎকার !
এমন মজা কেউ কি দেখেছ ?
মজার ওপর বাড়্‌বে মজা, যখন গড়াবে।
সন্ধি-পূজার বলীদান,
দেখ্‌তে এখন চল প্রাণ,
মোক্ষ পায় কি গর্ত্তে যায়,
চল এখন পায় পায় !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বনপথ)

অনঙ্গ ও ভরণার প্রবেশ।

ভরণা। অনঙ্গ! তুই যে চ'লে এলি?
অনঙ্গ। একবার ডাক্‌ছেড়ে কাঁদিব বলিয়ে!
ভরণা। অনু দিদি! কি করিবি বল্?
ডাক্‌ছেড়ে কাঁদিলে কি ভাই,
এ যাতনা হ'বে উপশম?
এ জ্বালা কি জুড়াবার?
এ জ্বালা মরণাবধি জলিবে জীবনে!
অনঙ্গ। দেখ দিদি, বোধ হয়,
এর চেয়ে প্রাণদণ্ড বেশ ভাল ছিল।
যদি বল, শমি ত সবার কাছে আছে;
আমি বলি তার চেয়ে
দূরে যদি থাকিত কুমারী,
তা হ'লে এ দাসী-পনা দেখিতে হ'ত না,
প্রাণে হেন জ্বালা বাড়িত না।
ভরণা। কুমারীর দাসী-পনা দেখিতে নয়নে,
ভগবান দিয়াছেন আঁখি,
চিরদিন আঁখিতে দেখিতে হ'বে ভাই!
আমাদের কোন হাত নাই,
আমরা কেবল দিদি যন্ত্রের পুতুল,
প্রভুর কৌশলে চলি বলি,

হাসি খেলি প্রভুর আদেশে।
তা' না হ'লে দেখ ভাই, রহস্য কেমন,
আজ—দৈত্যরাজ-রাজেশের প্রাণের প্রতিমা—
কাঙ্গালিনী—দীনহীনা—দাস্যবৃত্তি করে ?
তা না হ'লে আশ্চর্য্য দেখ না,
রাজার তনয়া—
দায়ে প'ড়ে যোগিনী সেজেছে,
দায়ে প'ড়ে সংসার ভুলেছে,
দায়ে প'ড়ে বসন ভূষণ ফেলে দেছে !
যাই হোক্,—কাঁদিলে কিছুই ফল নাই।
দিন দিন ক্রমে ভাই, সব ভুলে যাবে,
সময়ে আবার এও সুখকর হ'বে।

(প্রভাতী ও ঊষার প্রবেশ)

ওমা, তোরা সবাই যে চ'লে এলি হেথা,
তোরা যে শিশুর চেয়ে শিশু হ'য়ে গেলি !

প্রভাতী। দিদি গো, তোমার পায়ে পড়ি,
একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচি !
একটু দেখিয়ে দাও স্থান,
আমরা ক'জনে গলা ধরাধরি ক'রে,
গলাছেড়ে খানিক কেঁদে নি !

ভরণা। না বাপু, তোদের আমি পারিনা বুঝাতে।
একটু আল্‌গা যদি পেলি—
কেঁদে কেঁদে বুক খানা অম্‌নি ভাসালি !
তোদের কি জ্ঞান বুদ্ধি কিছুতে হ'বে না ?
শর্ম্মিষ্ঠা একটু সুস্থ সুস্থির হ'য়েছে,
তা আবার তোদের চোখেতে জল দেখে,
মনে মনে নীরবে কাঁদিয়ে সারা হ'বে !

ওলো, তোরা ক্ষমা দে রোদনে,
কি হ'বে ? কাঁদিলে কিরে যাতনা জুড়াবে ?
অনঙ্গ, আমার কথা শোন,
প্রভাতী, উষারে নিয়ে ত্বরা চ'লে যাও,
হয় ত কুমারী কত খুঁজিছে তোদের।

অনঙ্গ। আর তুমি যাবে না ভরণা ?

ভরণা। আমার একটু কাজ আছে,
কাজ সেরে এখনি যাইব।

(সখীগণের প্রস্থান)

কতদিন—
আর কতদিনে তারে দেখিতে পাইব ?
সে বিনে যে কোন কাজ হয় না আমার,
সে বিনে যে দশধার দেখি অন্ধকার।
সে আমার ভাবের পাগল,
কি জানি পড়েছে কার ভাবে.
কার ভাবে আমারে ভুলেছে।
যা আছে কপালে তাই হ'বে,
দিছি ত ঘটনাস্রোতে কায়মন ঢেলে,
দেখি ব'সে ঘটনা কি বলে !

(প্রস্থান)

(যযাতির প্রবেশ)

যযাতি। মনে পড়ে মৃগয়ার কথা,
এই সেই প্রীতিপ্রদ ছায়াময় স্থান ;
এই স্থানে পিপাসিত প্রাণ,
কিছুক্ষণ স্থির হ'য়েছিল।
স্নিগ্ধ দামিনী গায়ে মাখি,

বিকাইয়ে প্রাণ মন আঁখি,
ব্যাধ-ব্রত বিসর্জ্জন দিয়ে,
প্রেম-ব্রতে হৃদয় সঁপিয়ে,
তপ্ত-প্রাণ শীতল করিতে,
এই স্থানে স্থির হ'য়ে ব'সেছিনু আমি!
—মরি মরি কিবা সরলতা!
সরলার খনি কুরঙ্গিনী,
মাত্র শুধু একবার মোর মুখ পানে
সচকিতে চেয়েছিল যেন;
ওহো! প্রাণ শিহরিয়া উঠে,
শিরায় শিরায় তাড়িত-প্রবাহ যেন ছুটে!
—কি চাহনী ভুবন-ভুলান!
পৃথিবীর শত শত দেখেছি সুন্দরী;
কিন্তু হেন অনিন্দ্য-মূরতি,
পাপ-চক্ষে কখন পড়েনি!
দেবযানি—প্রাণেশ—
—আরে রে উন্মাদ! কি কর কি কর!
কারে কর হেন সম্ভাষণ?
দেবযানী মহাপূজ্য শুক্রের নন্দিনী,
তারে হেন কেন রে বাসনা?
নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় জাতি হ'য়ে,
বর্ণ-শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণীরে ধারণে কামনা?
দেবযানী দেবতা-দুর্লভা,
দেবযানী স্বর্গের রমণী;
আরে রে পরাণি!
তারে পেতে কর আকিঞ্চন?
—কিন্তু সে ত ভুলিবার নয়;
অন্তরের অন্তঃস্তরে সে যে রে স্থাপিত!

—যাই দ্রুত যাই—
যথা পাই সন্ধান করিব,
প্রাণ পূরে একবার দেখিব তাঁহারে।
বনে বনে করিলে ভ্রমণ,
বনদেবী দেবযানী ধনে
অবশ্য দেখিতে পাব।
—যদি তাঁরে নিষ্কাম-নয়নে দেখা যায়,
কি দোষ তাহাতে রয় ?
কিছুই চাহিনা আমি,
দর্শনের ভিখারী কেবল।
—গৈরিক-বসনপরা-মনোহরা—
কা'রা এ যোগিনী বেশে আসে বনপথে ?
অন্তরালে থাকি, চুপি চুপি দেখি
ইহাদের অভিপ্রায় কিবা।

(অন্তরালে অবস্থান ও একদল যোগিনীর প্রবেশ)

গীত।

ভৈরবী কীর্ত্তনমিশ্র—একতালা।

যোগিনী সখি ! বনে বনে ঢুঁরি আয়না লো।
সে মুখ লুকায়ে,—স্মরণ ভুলিয়ে রে,
বনে প্রকাশি সখি রে !
বসন ভূষণে—রাজভোগ সনে,
দেবী-দরশন, পায়না—পায়না—পায়না লো !
সুখাবাসে যদি মিলে পরমেশে,
তা' হ'লে রাজবালা কেন বনবাসে ?

দিকবাসে হের,—বাস পরিহর',
বাসে নিবাসি' সখিরে!
দরশ পরশ, পায়না—পায়না—পায়না লো—

(প্রস্থান)

(যযাতির পুনঃ প্রবেশ)

যযাতি। সত্য,
সুখের সম্পদ চেয়ে শোকের বিপদ
এ সংসারে সর্ব্ব অংশে ভাল।
ভগবান সুখের ত' নন্?
সুখাবাসে সুখবেশে যাপি,
দিকবাসে কে কবে ভেকেছে?
ভোগীর বিরাগ-বাঞ্ছা যোগীশ্বরে নয়,
রাজবেশে দেবদেবী-সঙ্গ কভু পায়?
মহাদেবি—দেবযানি! কোথা তুমি?
তোমার দর্শন পাব বোলে,
আঁখি জলে ভাসি দিবানিশী,
দিশি দিশি করি পর্য্যটন,
আসার আশায় বুক বাঁধি;
এই দেখ যোগীসাজ এনেছি সুন্দরি!
ব্রত যদি হয় হে নিস্ফল,
এই বেশে বনবাসে তব রূপ-ধ্যানে,
কাটাইব জীবনের অবশিষ্ট কাল।
—একি! ধীর কোলাহল কাকলী লহরী সম
কেন পশে শ্রবণ বিবরে?

যেন শান্ত অসংখ্য মিশ্রিত বামারোল,
সুধীর কল্লোল তুলি চলে বনপথে।
—একি একি! কোটী চন্দ্র ভূতলে উদয়!
অগণিত রূপবতী দল
বনভাগ করিতেছে আলো!
কোথা হ'তে এল?
একি স্বর্গে অপ্সরীর সভা?
অথবা এ বন মাঝে
মূর্ত্তিমতী বনদেবী বন খেলা খেলে?
হস্তে চারু বীণাযন্ত্র শোভিছে কেমন,
মরি মরি দৃশ্য অতুলন!
বিশ্বে হেন হেরিনি কখন,
সহস্র যোগিনী যেন মত্ত যন্ত্রযোগে।
—ওকি ওকি! ফুল সিংহাসনে
সন্ন্যাসিনী কেবা ও কামিনী?
সৌন্দর্য্যে শশাঙ্ক নিবে গেল!
—একি হ'ল! ভগবন্! একি হে স্বপন?
একি মূর্ত্তি দেখালে সহসা?
এ যে সেই দেবযানী,
প্রাণময়ী শুক্রকন্যা জীবনসর্ব্বস্ব
এ যে সেই শান্তিময়ী দেবী।
সন্ন্যাসিনি! মহারাণি! যৌবনে যোগিনি!
একি এ যোগিনী নিয়ে যোগ-খেলা খেল?
নবীনা-যোগিনী-রাণি!
ব্রত মম হইল পূরণ,
আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হ'ল,
অনায়াসে পাইনু দর্শন।
—পুনঃ কেন আকর্ষণ কর?

দৃষ্টি-তৃষা মিটায়ে আমার,
সঙ্গ-তৃষা কেন হে বাড়াও
আমি যাব,—বাক্য সুধা পিব,
সুধাংশু-মণ্ডলে বসি জ্যোতিঃ নিরখিব।
রাজবেশ দূর হ'য়ে যাক্,
যোগী হ'য়ে যোগিনী দেখিগে—

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দেবীকাননাশ্রম।

—দেবীকুঞ্জ—

ফুল সিংহাসনে ফুলরাণী দেবযানী।

(পাদমূলে শর্ম্মিষ্ঠা)

ফুলতোরণদ্বয় সম্মুখ।

এক পার্শ্বে ভরণা ও অন্য পার্শ্বে অনঙ্গ।

চতুর্দ্দিকে যোগিনীগণ।

বন্দনা গীতি।

ভৈরবী—ত্রিতালী।

ফুল-প্রফুলদল ঢাল বিমল মনে,
নম নম লো অনুপম দেবী-চরণে।
মালা ভকতি গাঁথি, দেবী-প্রেমেতে মাতি,
সবে—গাও গাও দেবী-গুণ দেবী-গীতি ;
দেবী প্রকৃতি মহাসতী বিশ্ব ভুবনে,—
নম নম লো অনুপম দেবী-চরণে।

শর্ম্মিষ্ঠা। প্রভাত উদয় হ'লে,
দেবীদেহ করি পরিস্কার,
দেবীর চরণামৃতবারী করি পান,
প্রাতঃকৃত্য করি সমাধান,
বসি আমি দেবীকুঞ্জে যুথীকার তলে।
বিমল ভকতি প্রাণে,
শ্রীদেবীর গুণগানে হইয়ে মগন,
একমনে গাঁথি আমি যুথীকার মালা।
আজি সেই সাধের যুথীকা-ফুলহার,
অয়ি দেবী মহারাণি!
পাদপদ্মে দিতে উপহার,
সারাদিন ব'সে আছি পাদপদ্মতলে।
দাসীরে আদেশ দাও যদি,
দাসী যদি বৃন্তহীন কুসুম মালাটি,
কুসুম-ঈশ্বরী পদযুগে—
প্রাণ ভোরে ঢেলে দিতে পায় গো সাহস,
দাসী জন্ম হইবে সার্থক,
সার্থক করিব দাসী নাম,—
শর্ম্মিষ্ঠার মুখোজ্জ্বল হ'বে।

দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠার শুধু নাহি হ'বে মুখোজ্জ্বল,
সেই সঙ্গে শর্ম্মিষ্ঠার 'কল্যাণ-পালিনী—
দেবযানী' নাম বেড়ে যাবে,
সেই সঙ্গে দেবীরও মুখোজ্জ্বল হ'বে।
'শর্ম্মিষ্ঠা দেবীর দাসী' দেখেছে জগত,
আবার 'শর্ম্মিষ্ঠা সখী' দেবযানী পায়ে
পুষ্পাঞ্জলী দিবে, তা'ও জগত দেখিবে।
মম দু'টি পায়ে,
ফুলহার দাও পরাইয়ে।

শর্ম্মিষ্ঠা। বুকে তুলে নি'নু পা দু'খানি,
মালাটি পরায়ে দি'নু,
আমার কামনা পূর্ণ হ'ল,
ফুলমালা সার্থক হইল।—

(পাদু'খানি বক্ষে ধারণ করিয়া জড়াইয়া দেওন)

ভরণা। (স্বগত) এও এক অপূর্ব্ব রহস্য,
অপরূপ দৃশ্য!
দেবযানী রাণী হ'য়ে ফুলাসনে ব'সে,
পাদদেশে দাসীবেশে শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী।
দেবযানী পাদু'খানি ধরি,
রাজবালা ফুলমালা পরাইয়া দিল।
এক চোখে হাসি ক্ষরে,
আর চোখে অশ্রু ঝরে,
এমন দাসীত্ব ওগো কেউ কি দেখেছ?

(পূর্ব্বদৃশ্যোক্ত যোগিনীগণের প্রবেশ)

১মা। দেবীরাণি! প্রণমি চরণে।
—দেখিলাম, উপবন-প্রান্ত-ভাগে বসি
যোগীবেশে জনেক পুরুষ,
শ্রান্তি দূর করিছেন সমীর-সেবনে।
কথাছলে অভিপ্রায় বুঝিনু তাঁহার,
তিনি বড় ক্ষুধিত পিপাসু।
বাসনা তাঁহার, দেবীরাণীর নিকটে
আজি তিনি আতিথ্য লভেন।
কি আদেশ হ'বে দাসী প্রতি?

দেবযানী। (শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) দেখ গিয়ে কে এল অতিথি,
বিধিমতে শ্রদ্ধাভরে করিয়ে যতন,

আন তাঁরে কানন-আশ্রমে।

শর্ম্মিষ্ঠা। পাদ্য অর্ঘ্য ঠিক্ ক'রে রাখ গো ভগ্নী।

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্থান)

(যোগীকে লইয়া শর্ম্মিষ্ঠার পুনঃ প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। ওই যিনি দেবীমূর্ত্তি কুসুম-প্রতিমা,
বিলায়ে মহিমা-ভাতি
দশদিক সমাচ্ছন্ন করি
সমাসীনা কুসুম-আসনে ;
এই যাঁর আজ্ঞাকারী সহস্র কিঙ্করী
আজ্ঞা পালে অবনত শিরে ;
যৌবনে যোগিনী রাণী
মহামুনি শুক্রের নন্দিনী,
আমাদের শিরোমণি উনি(ই) দেবযানী।
পাদ্য অর্ঘ্য কুশাসন সম্মুখে সাজান',
তপোধন, পরিগ্রহ করুন আসন,
অতিথি সৎকার করি।

যোগী। প্রকৃতই শান্তি দেবী বিরাজিতা হেথা।
দেবীস্থানে কৈলে আগমন,
রোগ শোক দূর হ'য়ে যায়,
শ্রান্তি ক্লান্তি পিপাসা না রয়।
যোগিনী-সমাজ সন্দর্শনে, জ্ঞান হয়—
কৈলাসে কৈলাসেশ্বরী
যোগেশ্বর-যোগে মগ্না যোগিনীর সনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হ'য়ে গেল,
পুলকিত হইল পরাণী।
—জয় হ'ক্ দেবীরাণি !

হেরিলাম সমাজ তোমার,
ছু'নয়ন পরিতৃপ্ত হ'ল।
ধরাধামে গুণ গ্রাম তব,
নিরন্তর হ'তেছে ঘোষণা,
পরিপূর্ণ হ'য়েছে বাসনা।
পাদ্য অর্ঘ্যে নাহি প্রয়োজন,
আবাহন-আয়োজনে তৃপ্ত হইয়াছি।
ধন্য ধন্য! যেমন রূপসী তুমি,
সেইরূপ গুণরাশি
অলঙ্কৃত তোমাতে সুন্দরি।
বিদায় আদেশ দাও মোরে,
যাই স্থানান্তরে,
দেশে দেশে জনে জনে সুচরিত গাথা,
কীর্ত্তন করিগে রাগালাপে।

দেবযানী। এ'ত নহে আশ্রম ধরম?
আশ্রমীর সৌভাগ্যের বশে,
পূজ্যতম অতিথির
শুভ পদার্পণ যদি হইল আশ্রমে,
তাঁহারে বিমুখ করিবারে,
আশ্রমীর ক্ষমতা ত' নাই?
হে মুনি গোঁসাই!
অতিথির দরশন পেয়েছি যখন,
তাঁহারে না করিলে সৎকার,
অতিথি-বিমুখ-পাপে হইব মগন।
কৃপা ক'রে দিন অনুমতি,
অতিথি-সৎকার-ব্রতে হই সবে ব্রতী।

যোগী। গুণবতি! অলৌকিক ক্ষমতা তোমার,
ধন্য তব বাক্য-আকর্ষণ!

আমার সর্ব্বস্ব তুমি করিলে বন্ধন,
পরাজয় করিলে আমায়।

(কুশাসনে উপবেশন)

মনে বড় হ'তেছে সংশয়।
অনুপম সরলতাময়ী
এই যে কিঙ্করী তব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,
যাঁরে হেরি সুকুমারী রাজপুত্রী সম,
দাস্য কার্য্যে তোমার কি হেতু নিয়োজিতা?
তারাকারা চতুর্দ্দিকে সুন্দরী মণ্ডলী,
কুতূহলী আনন্দে বিভোরা,
ইঁহাদের পরিচয় কিবা?
নবীনা যোগিনী হেরি, জ্ঞান হয় মম
কোন পাপে শাপভ্রষ্টা সুকুমারী দল।
প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিয়ে,
ফুলরাণি, সবিশেষ কহ প্রকাশিয়ে।

দেবযানী। সংসার পরীক্ষা-গৃহে
কিরূপে সংসারী জন
পরীক্ষায় রূপান্তর পায়,
মম কিঙ্করী নিচয়,
তাই শিক্ষা দেন এ সংসারে।
—এই যে মহিমাময়ী প্রধানা কিঙ্করী,
ইনি দৈত্যেশ কুমারী,
পরীক্ষায় স্বাধীনতা বিকায়েছে মোরে!
—এই মম অগণ্য অধিনী,
এঁরা সবে এঁর সনে সমপাঠী বোলে,
সমশ্রেণী ক'রেছে আশ্রয়।
আমি যে সবার প্রভু, তাও পরীক্ষায়,

পরীক্ষায় 'দেবীরাণী' পেয়েছি উপাধি।
(সোচ্ছ্বাসে)—আর ওহে—
জটাবৃত কাল্পনিক নবীন সন্ন্যাসী!
তুমিও কি পরীক্ষায় তাপস সেজেছ?
অজ্ঞান রমণী বোলে
এতই কি অন্ধ দু'নয়ন,
রূপান্তর—মূর্ত্তিভেদ পারিনা বুঝিতে?
রাজ-ঋষি!
অভ্র দিয়ে ভাস্করে আবৃতে কেন সাধ?
ভস্ম দিয়ে হুতাশন কেন হে ছাদন?
একবার যিনি প্রাণ দিয়াছেন মোরে,
যাঁর ধার সর্ব্বস্ব অর্পণে
জনমেও শোধা নাহি যায়,
আজি সেই মহামতি নৃপতি যযাতি,
যতি সাজে অতিথি হইয়ে,
না জানি কি ভাগ্য ফলে
এ আশ্রমে ক'রেছেন শুভ পদার্পণ।
এ পরীক্ষা কেন হে রাজন?
উঠ উঠ হে ভূপ-সপ্তম!
কুশাসন আসন কি তব?
চক্রবর্ত্তী মহারাজ!
যোগী সাজ কেন হে তোমার?
পরিহর' জটাজূট জাল,
পর হে প্রবালময় উজ্জ্বল উষ্ণীষ।
ফেল ফেল হাড়মালা রুদ্রাক্ষ নিচয়,
গলে তোল হীরকের হার,
হেরে প্রাণ জুড়াক্ আমার।
গৈরিক মলিন বেশ ত্যজ হে রাজেশ,

রাজ বেশে হও বিভূষিত।
ত্রিপুণ্ড্রক মুছে ফেল,
রাজটীকা আঁক হে কপালে।
নৃপমণি! দীনা হীনা আমি ভিখারিণী,
রাজার পূজার যোগ্য কোন দ্রব্য নাই,
আছে মাত্র প্রেম, আর ফুল সিংহাসন।
নিজগুণে স্বর্ণাসন ভাবি,
অধিষ্ঠান হোক ধার্ম্মিকের!
প্রজা মোরা সহস্র কামিনী,
মহারাজ! আধিপত্য করুন বিস্তার।

যযাতি। আসিয়াছি যোগিনী সমাজে—যোগী সাজে;—
কোন্ লাজে রাজবেশ ধরি দেবীরাণি?
কে কবে দেখেছে কোথা—কে হেন পামর,
দেবী স্থানে দেবী-সন্দর্শনে আসে
ধরিয়ে প্রকৃত-বেশ?
মহাদেবি—মহারাণি! ক্ষমা কর মোরে,
দেবীর দেবীত্ব ভাব সাধ্য কি বুঝিব?
কত শিক্ষা হ'য়েছে আমার—
তোমার পরীক্ষা নি'ব দেবি?
তুমি বিদ্যা—ভারতী সমান,
বিদ্যার প্রমাণ আমি কি নি'ব ভারতি?
লহ মম পরীক্ষা শ্রীমতি!
স্বেচ্ছায় নৃপতি নাম করিয়ে বর্জ্জন,
রাজ্য ধন সিংহাসন হ'য়ে বিস্মরণ,
স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী সাজি,
সন্ন্যাসিনী দেখিব বলিয়ে,
এসেছি হে সন্ন্যাসিনী পাশে।
এত গুণ আছে কি আমাতে গুণময়ি!

তব সিংহাসনে বসি রাজত্ব করিব?
জাননা কি—
অয়ি মান্যা—অসামান্যা—শুক্রকন্যা সতি!
রাজদর্প চূর্ণ হয় যোগিনীর যোগে?
রাজ-ভোগ যোগাশ্রমে সাজে?
তুমি দেবীরাণী;
রাজযোগ শিখাও ধরণীধামে,
এ অধীন জনে
যোগের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখ।
জয় জয় হে যোগিনী রাণি!
যোগে পূর্ণ হইল পত্নাণী,
যোগে প্রেমে সংমিশ্রণ হ'ল,—
মূর্ত্তি মাত্র পৃথক রহিল!

(গাত্রোত্থান)

দেবযানী। একাধারে প্রেমযোগ যথা অভ্যুদয়,
মূর্ত্তিভেদ হয় কি তথায়?
যোগে যোগে বদ্ধ যথা যুগ,
যুগান্তর বিপর্য্যয় কেমনে সম্ভবে?
না হইতে স্থিতি—প্রলয় উদিত?
সৃজন যদি না হ'বে—লয় কোথা যাবে?
তবে কি মিশ্রণ ভেঙ্গে যায়?
প্রাণ দিয়ে সৃজন করিলে;
যদি না প্রাণের ক্রিয়া নিলে,
প্রাণ তবে কি কাজ করিল?
প্রাণ দেছ—ঈশ্বর হ'য়েছ,
আকর্ষণে অধিকার দেছ,
মহাদানে প্রতিদান তবে কি দেখাব?

এস এস সিংহাসনে,
এস দোঁহে রাজারাণী হ'য়ে,
প্রেম রাজ্য পৃথিবীতে
প্রেম যোগ একাধারে স্থাপি!
কোমলে কঠিনে মিশে যাক্,
নূতন জগৎ সৃষ্টি হোক্!

যযাতি। মহিয়সি জগন্মোহিনি!
ক্ষমা কর এ দারুণ পণে!
সংসার ভুবনে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সনে
বসেছে কভু কি একাসনে?
হীন বর্ণ আমি হে ক্ষত্রিয়,
এ সম্বন্ধ বর্ণ-শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ অপ্রিয়,
সংসার ঘৃণিত,
তাকি তুমি অবিদিত দেবি?
কেন ভোল আপনায়?
ক্ষত্র সহবাসে কেন আশ?
কেন হে বিনাশ সাধ মোর?

দেবযানী। (স্বগত) জন্মাবধি সেবিলাম প্রেমের চরণ,
প্রেম নিয়ে জন্মাবধি আমি উন্মাদিনী,
প্রেমের বিরহে আমি চির বিরহিনী,
প্রেমের মিলন—কখন ত হ'ল না আমার?
যায় যাবে যাক্ কুলমান,
প্রাণ চেয়ে প্রেম চেয়ে বড় কি সংসারে?
প্রাণ যারে প্রেম দিতে চায়,
প্রেম যারে প্রাণ ঢেলে দেয়,
সেই পতি, সেই তার প্রাণের ঈশ্বর।
কুল মান না ত্যজিলে,

সত্য প্রেম নাহি মিলে ;—
বর্ণ ভেদ হয় হ'বে,
প্রেম কেন ফিরে চাবে ?
প্রেম কেন বর্ণের ব্যাঘাৎবুকে নিবে ?
যাক্ ধর্ম্ম—যাক্ বর্ণ—মর্ম্ম স্থির রবে।

যযাতি। অনুমতি কর দেবীরাণি !
স্বস্থানে প্রস্থান করি আমি।
দেবী সনে মানব মিলন,
দ্বিজ সনে ক্ষত্রিয় মিশ্রণ,
অধিক কি, মুখে মুখে প্রত্যুত্তর হেন,
এ দাসে না সাজে হে ষোড়শি !
দেব-পূজ্য—দৈত্য-পূজ্য বিশ্ব-পূজনীয়
শুক্রাচার্য্য জনক যাঁহার,
পতি হ'বে তাঁহার ক্ষত্রিয় ?
নিন্দনীয়া হ'বে তুমি ব্রাহ্মণ সমাজে,
নিষ্কলঙ্ক শুক্রাচার্য্য কুল
কলঙ্কে পতিত হ'বে।

দেবযানী। ত্যজ ভ্রম ওহে ভূমিপতি !
ভূদেব ভূপতি সনে কিছু না প্রভেদ।
ক্ষত্রিয় সংহতি দ্বিজ সংশ্লিষ্ট সদাই ;
পূর্ব্বাপর উভয়ের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ
প্রচলিত আছে ত্রিজগতে।
বিশেষতঃ তুমি ঋষি, ঋষির নন্দন,
এ মিলন নিন্দনীয় নহে।
চারি বর্ণ এক হ'তে উৎপন্ন যখন,
তবে আর পৃথক্ কোথায় ?

যযাতি। সত্য বটে চারি বর্ণ একের অঙ্গজ,
কিন্তু দেখি, পরস্পরে বৈষম্য বিস্তর।

ব্রাহ্মণের আচার প্রণালী,
ধর্ম্মনীতি—ব্রহ্ম জ্ঞান,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব বর্ণ হ'তে।
অতএব হীনবর্ণ হ'য়ে,
কিরূপে শ্রেষ্ঠের কন্যা করিব গ্রহণ ?

দেবযানী। ন্যায় যুক্তি বাদ অনুবাদ—
তর্ক দ্বারা মীমাংসিত হয় না কখন,
মত ভেদ সর্ব্বরূপে সর্ব্বলোকে আছে,
সত্যমত কার সাধ্য কে করে নির্ণয় ?
প্রেমে যদি পাত্রাপাত্র থাকে,
প্রেম তবে যাক্ রসাতলে;
চিরদিন মত শাস্ত্র হউক বিলোপ,
শাস্ত্র যদি হেন বিধি দেয় হে বিধান।
মনে কি পড়ে না মহাভাগ ?
কূপ হ'তে মম পাণি করিয়ে গ্রহণ
তুমিই ত ক'রেছ উদ্ধার,
তুমিই ত পাণি রক্ষা ক'রেছ আমার ?
তবে হেন কেন প্রতারণা ?
আমি তব শরণা ললনা;
তুমি পতি, পতিতে উদ্ধার কর নাথ!
প্রণয়ের আমি ভিখারিণী,
প্রেম সুখ কখন পাইনি,
চিন্তামণি, অধিনীর ধর্ম্ম রক্ষা কর।

যযাতি। বক্ষ কাঁপে,
তবু বক্ষে তুলে নিব বক্ষের রতনে;
প্রাণ শিহরয়,
তবু প্রাণে মিশাইব প্রাণেশ্বরী ধনে;
গুরু-ভারে শির মম হয় অবনত,

তবু শিরে উষ্ণীষ করিয়ে
আজীবন ধরিয়ে রাখিব।
আজি হ'তে দেবযানি ! তুমি হে আমার,
আমি তব প্রেমাধীন আজ্ঞাকারী দাস।
নারায়ণ সত্য,
আজি হ'তে একমাত্র পত্নী দেবযানী।

দেবযানী। প্রেমময় সত্য,
আজি হ'তে প্রেমাধিনী তব দেবযানী,
আজি হ'তে যযাতির দাসী দেবযানী।
শুন শুন ভরণা স্বজনি !
যাও ত্বরা পিতার গোচরে,
কহ তাঁরে,
'কোন এক সবিশেষ প্রয়োজন হেতু
মম কাছে অবিলম্বে আসিতে হইবে'
যাও তাঁরে এই কথা বল।

ভরণা। যথা আজ্ঞা দেবীরাণি !

(ভরণার প্রস্থান)

দেবযানী। অভয়ে ! অভয় দাও বনবাসিনীরে,
চির দিন ভাসে দুঃখ-নীরে,
আজি তার প্রতি,
মুখ তুলে দেখ হৈমবতি !
মাগো সংসার ঈশ্বরি !
সংসার সর্ব্বরী দে মা কাটায়ে আমার !
দিবানিশী সংসারের অত্যাচার সহি,
দিবানিশী দহি,
সুখের কেমন মুখ কখন দেখিনি।
ভবভয় ভেঙ্গে দে মা ভবভয়-হারা,—

কুল দেখা কুল-কুণ্ডলিনী তারা!
বলহীনা আমি মা বালিকা,
সংসারের একা;
সহজে উচ্ছ্বাস উঠে মনে,
সে উচ্ছ্বাসে প্রাণ ভেসে যায়,
ঘাত-প্রতিঘাতে মাগো মরি যাতনায়।
আজি পুনঃ দুরন্ত এ দুর্দ্দম উচ্ছ্বাস
উঠেছে মা মানস মাঝারে,
তরী দিয়ে তরা গো আমারে।

(ভরণার সহিত শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ, সকলে উত্থিত হইয়া প্রণত)

শুক্রাচার্য্য। জনার্দ্দন করুন কল্যাণ।
দেবীরাণি,
কেন মা সহসা আজি ডাকিলি আমারে?
কুশল ত সকলি তোমার?

দেবযানী। পিতা পদ স্মরি' দিবস সর্ব্বরী যাপি,
অমঙ্গল রহে কি আমার?
জান ত জান ত পিতঃ,
উন্মাদিনী আমি চির দিন,
কখন কিরূপ প্রশ্ন উঠে গো মানসে,
আমিই মীমাংসা তার করিতে না পারি।
আজি কোন তত্ত্ব কথা জেগেছে অন্তরে,
তাই পিতঃ, অসময়ে ক'রেছি স্মরণ।

শুক্রাচার্য্য। অদ্যাবধি প্রশ্ন তব বুঝিতে পারিনি,
মীমাংসাও করিতে পারিনি।
তবু বল জিজ্ঞাস্য তোমার,—
সঠিক উত্তর তার হ'বে কিনা হ'বে,

তার কিন্তু দায়ী নই বাছা।

দেবযানী। যথার্থ যে জন উপকারী,
প্রকৃতই হিতাকাঙ্ক্ষী যেই মহাজন,
তাঁর প্রতি প্রতি-উপকার
কিরূপে করিতে হয়, তাই শিক্ষা দাও।

শুক্রাচার্য্য। অকপটে নিষ্কাম অন্তরে,
পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে,
সাধ্যমত যেরূপে যে কোন কালে হ'ক,
উপকার-প্রতিদান ইহাই বিধান।

দেবযানী। আর যে মরণোন্মুখ শমন-অতিথি
কাল-গর্ভে নিপতিত প্রায়
মুমূর্ষু দশায় গণে কাল;
এ হেন পতিত জনে যেই মহোদয়
প্রাণ দিয়া বাঁচান তাহায়,
তাঁর পক্ষে প্রতিদান কিরূপ বিধান?

শুক্রাচার্য্য। এ দয়ার মহিমার
প্রতি-উপকার কভু হয় না নন্দিনি!
এ দানের প্রতিদান নাহিক জগতে;
তবে ইথে একমাত্র আছে মা বিধান।
সংসার সর্ব্বস্ব নিয়ে,
তাঁর দত্ত জীবন বিকায়ে,
গভীর গভীরতর কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে
প্রাণ দিয়ে প্রতিদান প্রতি-উপকার,
ন্যায়-শাস্ত্রে যুক্তি-শাস্ত্রে এই যুক্তি সার।

দেবযানী। ধন্য পিতা—ধন্য জ্ঞান মীমাংসা তোমার,
পাইনু পরম শিক্ষা তোমার নিকটে!
আজি সেই শিক্ষার প্রমাণ,
পরীক্ষা মহান্

দিব দেব, তোমার সম্মুখে।
অন্ধকূপে অন্ধ হ'য়ে অবস্থিতি কালে,
কাল মূর্ত্তি নিকট কালীন,
এ মহাত্মা—এই দেব নহুষ-নন্দন
মহারাজ-অধিরাজ ধীমান যযাতি
সহৃদয় হ'য়ে,
কূপ হ'তে মম পাণি করিয়ে গ্রহণ
প্রাণ দিয়ে করেন উদ্ধার ;
তদবধি ইনিই আমার প্রাণদাতা।
তুমি পিতা জন্মদাতা দেবতা আমার,
মহাপ্রাণ-প্রতিদান শিখাও আমায়,
তনয়ারে সঁপে দাও যযাতির করে।

শুক্রাচার্য্য। একি একি! মহাপ্রাজ্ঞ নহুষ আত্মজ
মহারাজ যযাতির আগমন হেথা ?
আহা, আমি বড় ভাগ্যবান,
অনা'সে আশ্রম মাঝে পাইনু দর্শন!
কন্যা মম বড় ভাগ্যবতী,
পাণি পীড় ক'রেছ তাহার,
জামাতার উপযুক্ত সৎপাত্র তুমি।
কিন্তু একি! কহ হে রাজেশ,
যোগীবেশ হেরি কেন তব ?

যযাতি। মহামুনে,
যোগভূমি মাঝে—যোগিনী সমাজে
যোগী সাজে তাই এসেছি হে।
শান্ত দান্ত মূর্ত্তিমতী দয়া-দেবী স্থানে,
বিলাসী-উদ্ধত বেশ রাজবেশে আসা,
ইহা কি প্রশস্ত বিধি দেব ?
ভগবন্!

আমা হ'তে ভাগ্যবান কে আছে ভুবনে ?
যযাতি সর্ব্বার্থসিদ্ধ-শুক্রের জামাতা,
যযাতি করুণাময়ী-দেবী-পরিণেতা।
কিন্তু দেব, ক্ষত্র হ'য়ে ব্রাহ্মণ-সুতায়
কিরূপে বরণ করি ?
তা হ'লে বর্ণ-সঙ্কর ঘটিবে আমার,
গুরু পাপে হইব পতিত।

শুক্রাচার্য্য। নাহি ভয় শুন নরনাথ!
আমি স্বয়ং দিতেছি হে বিধি,
এ সম্বন্ধে কলঙ্ক হ'বে না।
অর্শে যদি কোন পাপ,
আমি নিজে করিব গ্রহণ,
নিষ্পাপ হইয়া তুমি রহিবে সংসারে;
ভগবান বিশ্বানথ কাছে
এই শুভ প্রার্থনা আমার,
উভয়ে পবিত্র মনে সংসার আশ্রমে
পবিত্র সংসার ধর্ম্ম করহ পালন।
—কিন্তু ওহে ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যপ্রিয় রাজা!
আমার নিষেধ বিধি শুনহ শ্রবণে,—
কদাচ অসুর-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা বালায়
ভুলেও নয়নপাত করোনা সুমতি,
তা হ'লে অধর্ম্মনীরে ডুবিবে নৃপতি!
সে পাপের দায়ী নই বৎস,—
ইনি তব পূজনীয়া মহা-মাননীয়া।

যযাতি। শিরোধার্য্য মহা-মন্ত্র আদেশ তোমার।

শুক্রাচার্য্য। রাজ করে সমর্পিনু দুহিতা তোমার,
রাজার দয়িতা হ'লে।
এত দিন শূন্য-প্রাণা দেবীরাণী ছিলে,

রাজত্ব করিতেছিলে আপনার সনে ;
আজি তুমি পূর্ণপ্রাণা পূর্ণ প্রেমময়ী,
পূর্ণজ্ঞানে পশিলে সংসারে,—
আজি হ'তে মহারাণী পাইলে উপাধি।
দেখো দেখো কাঙ্গালের নিধি !
নাম রেখো মহারাজ ধামে।
দরিদ্রের কন্যা তুমি—তুমি ভিখারিণী,
দেখো মা দেখো মা রাজরাণি !
ঐশ্বর্য্য পাইয়ে যেন জগৎ ভুলোনা,
মাতোয়ারা হ'য়োনা কল্যাণি !
—পতি-ধর্ম্ম—পতি-কর্ম্ম—পতিই দেবতা,
এই কথা সদা মনে রেখো ;
পতি-ধ্যান—পতি-জ্ঞান—
পতি-প্রেমে হ'য়ে অনুরতা,
পতি-ধর্ম্ম পাল মা পবিত্রা !
প্রকৃতি যোগিনি !
রাজ-যোগে হও গে যোগিনী,
রাজ-যোগেশ্বর যোগে,
রাজরাণী হ'য়ে—যুগল রূপেতে
শত যুগ করহ যাপন।
—কাঙ্গালিনি—রাজার নন্দিনি !
সহস্র সঙ্গিনী নিয়ে
যাও মা দেবীর সনে যাও রাজধামে,
নিষ্কামে করম কর,
অন্তিমে স্বর্গের দ্বার খুলুক তোমার।
—মহারাজ ! শুন মম মন্ত্র উপদেশ ;—

অভেদ্য প্রপঞ্চপূর্ণ পার্থিব সংসারে,
পশহে পবিত্র মনে নবীন সংসারি!
এতদিন ছিলে তুমি সমুদ্রের তটে,
বিশাল উদার দৃশ্য দেখনি নয়নে,
শোন নাই গভীর গর্জ্জন, দেখ নাই—
উত্তাল তরঙ্গ খেলা পর্ব্বত প্রমাণ!
এতদিন উদাসীন ছিলে মহারাজ!
উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় কিছুই ছিল না;
কিন্তু আজ, দেখ দেখ মানস-দর্পণে
দূর-ভবিষ্যত-ছায়া পড়েছে তোমার।
মনশ্চক্ষে চেয়ে দেখ ভাবুক হইয়ে,
সম্মুখে অপারসিন্ধু রয়েছে পতিত,
সেই কর্ম্ম-সিন্ধুমাঝে করিলে প্রবেশ।
কর্ম্মকর, কর্ম্মপূর্ণ পরীক্ষা-সাগরে,
অবহেলে পার হ'বে ভব-পারাবার,
তখন গোষ্পদনীর ভাবিবে রাজন্!
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ধর হে সুধীর,
নারায়ণে ভাবি কায়মনে কর্ম্ম কর,
পবিত্র দাম্পত্য-রাজ্যে অধীশ্বর হ'য়ে,
সস্ত্রীক সংসারে রহ স্বর্গীয়-বন্ধনে।
জগদীশ! রক্ষা কর রাজ-দম্পতীরে।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"দেবযানী ও যযাতি-সংবাদ" সমাপ্ত।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

দেবযানী।

(তৃতীয় ভাগ)

নিত্যানন্দ-সংবাদ।

"ধর্ম্মজ্ঞঃ সন্মহারাজ যোঽধর্ম্মমকৃথাঃ প্রিয়ম্।
তস্মাজ্জরা ত্বা মচিরাদ্ধর্ষমিষ্যতি দুর্জ্জয়া॥"

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥"

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজোদ্যান)

ভরণা।

ভরণা। উঃ! আজ হাজার বৎসর হ'য়ে গেল,
কোন কাজ হ'ল না আমার!
দেবযানী মহারাণী হ'য়ে
রাজার উপরে রাজ্য করে,
আজ সে দু'ছেলে কোলে নিয়ে
কি আনন্দে ব'সে আছে;
আর—আমাদের স্নেহময়ী শর্ম্মিষ্ঠা কুমারী
জীয়ন্তে বৈধব্য-জ্বালা করিছে সম্ভোগ।
দেবযানী বিবাহিতা হ'য়ে
রাজগৃহে আসিবার কালে,
রাজকন্যা আগে আগে পথ দিয়ে আসে,
পথ পরিষ্কার ক'রে চলে!

এ দেখে, যযাতি রাজা দয়ালু হইয়ে
শর্ম্মিষ্ঠার যোগিনীর সাজ খুলে নিয়ে,
বিভূষিতা করিলেন বসন ভূষণে,
অশোক-কাননাশ্রম করিলেন দান ;
আমরা এ বেশে তাই হ'য়েছি সজ্জিত।
রাজকন্যা আমাদের নিয়ে
হায় রে বন্দিনী মত যাপেন বিজনে !
—দূর ছাই ! আবার নয়নে জল আসে,
আবার সে সব কথা মনে প'ড়ে যায়।
আমার পাগল কোথা গেল ?
সে কেবল যযাতির কাছে কাছে থাকে,
কেবল কি চুপি চুপি দেখে !
আমি কিন্তু বুঝেছি সকল ;
পেতেছে ভাবের জাল,
যে তার ভাবের লোক হ'বে,
ঘাড় ধোরে তখনি পাড়িবে।
ভাব ভরে ওই আসে ভাবের পাগল,
অন্তরালে থাকি
দেখি তার ভাবের সীমানা।

(প্রস্থান)

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। যাক্, এখন ত সব হ'ল !
যোগাড় যোগাড় মাল্ মসলা সব ত'য়ের হ'ল।
কেবল পথ চেনাতে পা ফেলাতে
দম্ শেখাতে মন্ বসাতে পাল্লেই এখন হয়।
এক্ দিক্‌টা বেশ সোজা আছে,
তা আমি বুঝ্‌তে পারি আঁচে,

তুড়ি দিলেই তিড়িক্ তিড়িক্ নাচে,
বোঝাটা ফেল্‌তে পাল্লেই বাঁচে ;
কিন্তু আছে, রও বাবা—
সে খান্‌টায় বড্ড গোলমাল,
লালে লাল—জঞ্জাল,
মস্ত রোগের পাল্লা ধ'রে আছে।
ও সব হ'বে, ও তে আর কি যায় আসে ?
কাণ টান্‌লে মাথাও ট'লে পড়ে,
আধখানা কে বল থাকে ছেড়ে ?
তবে একটা কথা কি তা জান ?
একায় বড় সুসার হ'য়ে ওঠেনা,
দম্‌টা বড় বেশী ছোটেনা।
এক কথা বল্‌তে কি ভাই নিতে !
একা তুমি, কিছুই হ'বে না,
দু'টো দু'ঠাঁই হ'বে না,
জ্বালা পোড়াও ঘুচ্‌বে না।
তার যোগাড়ও ক'রেছি,
মস্ত মানুষ ধ'রেছি,
বড্ড ফাঁদে পা দিয়েছে সে,
এখন দেখি হারে কে,
কোথায় গিয়ে পড়ে কে।
একবার তারে রসান দিয়ে রসাল ক'রে ডাকি ;—
—আমার মনের মানুষ ! কোথায় তুমি ভাই ?
দেখা দাও প্রাণ জুড়াই !
একা আমি কোন্ দিক্‌টা রাখি ?
আমার যে ভাই একটা আঁখি,—
এক্ দিক্‌টাই দেখ্‌তে পাই !
দু'দিক্ বজায় রাখ,

একবার এসে দ্যাখ।
কোথায় আমার ভরণা,
একবার এসে দেখনা ;
বিরহটা থামা দিয়ে রাখি,
কোথায় আমার মধুমুখি !
একবার এসে চোখোচোখী কর,
শক্তি প্রাণে ভর,
দু'দিক্ চেয়ে দুর্গ জয় করি।

(ভরণার প্রবেশ)

এই যে আমার ভরণা এসেছ ?—
আঃ বাঁচিয়েছ !
আমি ত আর পারিনা,
আমার ভাল লাগ্‌ছেনা।
যা হয় তুমি কর,
হয় আমায় মার—নয় তুমি মর !

ভরণা। আঃ এরি মধ্যেই হাঁপালে—
এরি মধ্যেই কোঁপালে ?
আরে ছিঃ—এ কেমন তোমার পিরীত করা !
একটু খানি ছাড়া হ'য়ে থাকি,
আর অম্‌নি ডাকাডাকি ?
এমন—পাত্‌লা লোক নিয়ে আমার কাজ হ'বে কি ?
যে কাজ ক'রে ব'সেছ,
এখন কে হ্যাপা রাখে বল ত ?
সাধে তোমায় দেখ্‌তে পারিনা,
সাধে তোমার কাছে আসি না ?
গাছে তুলে সিঁড়ি কেড়ে নাও,
সরল বুকে গরল ঢেলে দাও।

খানিকটা এগিয়ে দিয়ে
আপনি ফের পেছন নিয়ে।
তার পর সাধাসাধি,
পায়ে প'ড়ে কাঁদাকাঁদি।
অমনতর কর যদি, আমি আর আস্‌ব না,
যেথায় ছিলেম সেথায় রব, তোমাকে আর দেখ্‌ব না।

নিত্যানন্দ। ওই দুঃখেই ত তোমায় ডাকিনা!
আমি ত জানি,
যখন তুমি এসেছ,
মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছ।
এখন আর ক্ষ্যেপনা,
আর ভাল দেখায় না।
বলি শোন,
এদিক্‌কার দিন গুণ্‌ছ কেমন?

ভরদা। আমি তা জানি না.
হেঁয়ালী বুঝ্‌তে পারি না।
ওগো, তোমার পায়ে পড়ি আমি বেশ আছি,
আর ক'র না চেঁচামেচি,
মিছিমিছি কেন ভোগাও বল?
দেখ, আমি বড্ড আছি ভাল,—
কোন গোলেমালে নেই,
রাখ্‌তে হয় না কিছুর খেই—

নিত্যানন্দ। বা—হা—রে! বড্ড বাহার যে!
দু'দিনেই যে শেকড় ফেলেছ,
দু'দিন এসেই হুম্‌ড়ে মরেছ?
আরে ছ্যোঃ—
মেয়ে মানুষের মন্‌টা কেমন,
বাঁধের জল যেমন;

শীতল—নির্ম্মল—সরল,—
আর বাঁধ যদি ছাপালেন, ত রোক দেখে কে!
তখন যে কি,
তা আর বল্‌তে হ'বে কি?
—বলি শুন্‌ছ কি ধরাবাঁধার জল্?
একটুখানি হও সরল!
বলি কতদূর—
এগুলে কতদূর!

ভরণা। তা অনেক দূর!
তা কি তুমি পার্‌বে?
হেসেই দিন কাটাবে।
কথায় কাণ দাও;
যেমন ছিলে তেমনি এখন হও।
আর বেশী বাড়িও না,
কিছুই কত্তে হ'বে না;
তা না হ'লে বন্‌বেনা;
পিরীত করা হ'বে না।

নিত্যানন্দ। কি বল না,
তোমার যে ভাব বুঝতে পারি না।
ও আমার তাইরে না—
ও আমার নাইরে না—
ও সোণার কুঁচী কিরণকণা ভরণা!
কি কত্তে হ'বে বল না?

ভরণা। রসিকতা রাখ—দাঁতকপাটি ঢাক;
তুমি কি আস্‌তে বল্‌তে জান না?
ভরণা—আমার পিণ্ডিখেজুর ভরণা!
আমার মুখে নুড়ো জেলে দাও না
পোড়ার মুখ কিনা!

এই ঠাণ্ডা হ'য়ে শোন ;
আমি এখন আসি,
ঐ অশোকগাছটার তলায় গিয়ে বসি।
ব'সে ব'সে রাজায় লক্ষ্য করি
ভাবের গান ধরি ;
সেই গানেতে রাজাকে মাতাও,
খুব প্রেমের ভাব লাগিয়ে দাও।
আমার মন্‌টা বেশ বুঝেছে,
রাণীর সঙ্গে একটু কিছু ঘটেছে !
দেখ্‌তে পাওনা ছেমো ঢাকা কেমন ছম্‌ছমে !
ওই রাজা আস্‌ছেন বেগে,
আমি যাই কাঁদুনি গাইগে !

(প্রস্থান)

নিত্যানন্দ। চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই,
কথায় যা বলে তাই।
একা চোরে রক্ষে নেই যুগল চোরের উদয়,
এখন মাল্‌ সরাতে পাল্লে হয়,
তা হ'লে বড়ই কাজ হয়।

(যযাতির প্রবেশ)

যযাতি। নিত্যানন্দ ! হেথা যে একাকী ব'সে আছ ?
একি ! তুমি চক্ষু মুদে ধ্যান কর নাকি ?
ভাল, ভাল, যোগে মন হ'ল কত দিন ?

নিত্যানন্দ। এঁ্যা—কেও মদন ?
এতদিনে দিলে ভাই দর্শন ?
তুমি ত নির্দয় ভারি !
আমি যার তোমার জন্যে মরি,
থাকতে নারি তোমায় পাশরি !

যযাতি। একি তব উন্মত্ত প্রলাপ!
নিত্যানন্দ, এ তোমার কিসের বিকার?

নিত্যানন্দ। এমন গুমর তোমার?
রও তোমার হুল ফুটিয়ে কচ্ছি ঘরের বার!
আহা হা!
আবার ফুলের সাজে আসা হ'য়েছে
ফুলের ধনুক পিঠে বেঁধেছে!
দেখ, তোমায় আমি চাই না—
তোমার মুখনাড়া আর সয়না,
বাণ ঝাড়া আর সয়না
আবার নাম ধ'রেছেন ঋতুরাজ!

যযাতি। কি বিপদ! একি তব তুরন্ত সমাধি!
নিত্যানন্দ! তুমি কি মদন-যোগে যোগী?

নিত্যানন্দ। ও হরি! আপনি মহারাজ?
আমি বলি বুঝি ঋতুরাজ—
চড়াই মাথে বাজ তুলেছেন।
মহারাজ! আমাকে আর কেন?
আমি আপন মনে থাকি,
আপন মনে একলা কাটাই রাতি,
আমার বুকে বাতি জ্বালান্ কেন?

যযাতি। আজ তব একি অভিনয়!
কেন ভাই, মদনে কি হেতু অনুরাগ?

নিত্যানন্দ। অনুরাগ যেখানেই
রাগটাও সেখানেই,
পাল্টা পাল্টি ঘুরে বেড়ায় শুধু;
আমি জানি—আপনিও তা জানেন,
জানা জানি হ'য়ে গেছে খরচ লিখে নেন্!
—চুপ চুপ ওই আস্‌ছে।

যযাতি। কে আসে—কাহার কথা বল!

নিত্যানন্দ। একটু খানি ঠাণ্ডা হ'তে দিন,
সে একটা ব্যস্ত ব্যাপার—
ঘুরে গেছে মস্তক আমার!

যযাতি। পুনরায় পরিহাস কর রে যদ্যপি,
নিশ্চয় তোমার সঙ্গ করিব বর্জ্জন,
সঠিক উত্তর দাও ত্বরায় প্রকাশ।

নিত্যানন্দ। কি বল্‌ব মহারাজ,
সরম বাজ হান্‌ছে সদা বুকে,
বলা বেরয় না মুখ ফুটে।
চুপটি ক'রে মুখখানি বুজিয়ে
ব'সে আছি আকাশ পানে চেয়ে;—
এমন সময়
(গাটা আঁৎকে উঠে ঘর্ম্ম ছুটে গায়ে!)
কোথেকে এক ঢেউ উঠ্‌ল,
ঢেউ সঙ্গে সুর ছুট্‌ল,
শুনে তার সে মধুর স্বর,
প্রাণ ভর্‌ ভরপূর!
পেছন ফিরে চেঁচিয়ে চেয়ে দেখি,
একটা পদ্মপলাশআঁখি
ঝাপ্‌টা মেরে নজর দিয়ে গেল।
এমন রং দেখিনি—তো—এমন ঢং দেখিনি।
সেই অবধি ছেমোর চেপে আছে।
চোখ্‌ বুজিয়ে ধ্যান-ধারণা করি,
রতি সেজে অনঙ্গকে ধরি।
ওই মহারাজ! ওই সে বুঝি আসে!
ওই ধ'রেছে গান,
হায় হায়—ওই ছুট্‌ল প্রাণ!

নেপথ্যে গীত।

ঝিঁঝিট-মিশ্র—একতালা।

শেষে মনে যদি ছিল ছলনা,
তবে ব'লে গেলে কেন বলনা?
এত ভালবাসা—এত দিয়ে আশা
শেষে কাঁদান কি হ'ল ভাল?
প্রেম নিরবধি যদি না দিলে,
তবে দেখা দিয়ে কেন বধিলে?
আমি একাকিনী—ছিনু আমোদিনী
তাহে বাদী হওয়া সে কি ভাল?
প্রেম না বুঝে কখন ক'র না,
প্রেম গলে গিয়ে ঢেলে দিওনা,
প্রেমে বড় জ্বালা প্রেমে বড় ছলা,
ছিছি! ধিক্ প্রেম জলে ঢাল'।

নিত্যানন্দ। ওই আবার সে তান ধ'রেছে,
কোথায় বুঝি উদয় হ'য়েছে!
আবার যদি আসে, তবেই পড়্‌ব ফাঁসে?
যযাতি। আহা মরি—কি মধুর স্বর!
কি মধুর ভাব ভরা গান!
না জানি এ কোন্ বিরহিনী।
নিত্যানন্দ। জেনে কাজ নি' নৃপমণি!
ওরা সব ডাকিনী;
অমনি ক'য়ে ডেকে ডেকে মজায় পরাণী!

যযাতি। চুপ কর—উন্মত্ততা কর পরিহার।
দেখ, গিয়ে এ কোন্ পক্ষিণী
উদাসিনী, উদাস বিরহ গান গায়।

নিত্যানন্দ। হায় হায় কোথায় যাব গা!
আমার যে উভয় সঙ্কট!
রাজা যে জোর ক'রে তার জালের মধ্যে ফেলে!—
প্রাণ যে আমার ছট্‌ফটিয়ে জ্বলে!
মহারাজ! ওরা সেই—

যযাতি। কে ওরা নিশ্চয় ক'রে বল।

নিত্যানন্দ। (সুর করিয়া) ওরা ভস্ম দিয়ে আগুন চেপে রাখে,
ওরা ধূলো দিয়ে চোখ দু'খানা ঢাকে!
ওরা আঁচল কোণে উজল সোণা বাঁধে,
ওরা মর্‌লে হাসে জন্ম দিলে কাঁদে!
ওরা কেশ দিয়ে বেশ মন্দা ঘোড়া হাঁকে,
ওরা গতিক দেখে পেছিয়ে পড়ে ফাঁকে!
ওই সে আবার ডাকে—আমায় কেবা এসে রাখে।

নেপথ্যে গীত।

কীর্ত্তন-মিশ্রিত—একতালা।

কেন মেঘের আড়ালে সই রে! আমার
ডুবে গেল হৃদয়-চাঁদ,
আমি প্রাণ দিয়ে তারে ভালবাসি ব'লে—
তাই কি এমন বাদ?
ওলো, তার কথা আমি মনে মনে ভাবি,
গোপনে কবিতা গাঁথি,

স্মরি মধুর মিলন মধুময় প্রেম
আপনা আপনি মাতি।
তবে কেন লো আড়ালে—কার কাছে বলে
আমি কি ক'রেছি দোষ,
হ'বে দু'দিনে এমন না জানি কখন
এত প্রেমে এত রোষ।

যযাতি। বিরহিনী কেবা এ রমণী?
মরি মরি!
এমন মধুর কণ্ঠ কখন শুনিনি!
যথার্থই বিরহিনী;
না হ'লে বিমল প্রাণে হেন ভাষা উঠে?
গায়িকার গানের ঝঙ্কারে
স্বর্গের সৌন্দর্য্য ছেয়ে দেয়!
মরি রে, এমন কণ্ঠ যার,
না জানি সে কতই সুন্দরী।
কাহার হৃদয় শশী?
না জানি সে কোন্ ভাগ্যধর,
বুকে যার এ হেন সহস্র শশী জ্বলে!
না জানি সে কোন সুরসিক,
মেঘের আড়ালে বসি
এ শশীর ব্যাকুলতা দেখে!
"হ'বে দু'দিনে এমন—না জানি কখন—
এত প্রেমে এত রোষ।"
বাস্তবিক সুন্দর কবিতা,
দেখে আসি কোন্ বিরহিনী।

(প্রস্থান)

নিত্যানন্দ। সবই লেখা—কিছুই দেখা নয়,
সবই শোনা—দেখা মোটেই নয়!
চ'খের দেখা—বিষম দাগা,
চ'খের দেখা—ঘুমিয়ে জাগা,
চ'খের দেখা থাকে না—কাণের দেখা থাকে,
মুখের কথা থাকে না—শোনার কথা থাকে!
—আকাশের বৃষ্টিফোঁটা! বড় বোকা।
সামন পেছন জানে না,
ঠিক্ ঠিকানা মানে না,
যেথায় সেথায় ঝুপ্ ঝুপিয়ে ঝরে,
যাকে তাকে অঙ্গ দিয়ে মরে।
—আর নিজের ভরে রাজার ঘরে
গঙ্গারাণী রাজ্য করে,
তরঙ্গে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে এসেছে,
পতিত জনে উদ্ধারিছে।
বৃষ্টির জল গঙ্গার জল স্বর্গে ছিল এক কায়ে,
মর্ত্ত্যে এসে দ্যাখ্ রে শেষে পৃথক্ দু'জন্ দুই ধায়ে!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান মধ্যে পথ)

ভরণার প্রবেশ।

গীত।

কীর্ত্তন-মিশ্রিত।

আমি ভিখারিণী—পথের কাঙ্গালিনী,
যতন নাহি জানি,—
তোমায় কি দিব হে ও রতনমণি !
কি আছে আমার—কি দিব তোমায়
আছে শুধু হৃদি খানি,
তাহে বসাইয়ে প্রেম পূজা দিয়ে
দান দিব প্রেম খনি।
তুমি মদন মোহন রমণী রমণ,
ভিখারিণী মহানিধি,
আমি কিছু নাহি চাই দেখা যেন পাই,
বুকে রাখি নিরবধি।

(দ্রুত প্রস্থান)

(যযাতির প্রবেশ)

যযাতি। দূরবংশীধ্বনি শুনি কুরঙ্গের প্রায়,
ধায় প্রাণ আশার ছায়ায়।
লক্ষ্য ভ্রষ্ট হই প্রতিপদে,
গতি কিন্তু না মানে বারণ!
কোথা তুমি বিরহিনি—বিরহব্যাকুলা?
ত্যজ ছলা, দেখা দাও দেখিব তোমায়,
পারি যদি ঘুচাইব বিরহ তোমার।
প্রাণ যার মিলনে নির্ম্মিত,
সে কভু ত বিরহ দেখিতে নাহি পারে!
কি উদ্দেশে আসিয়াছ মম অধিকারে,
কেবা তুমি—কাহার বিরহে বিরহিনী?
আমি রাজা,—অভাবনাশন মম নাম।
মম রাজ্যে আসি
অভাব যদাপি কর না হ'ল বিনাশ,
'রাজা' নামে কলঙ্ক রটিবে,
কর্ম্মে মম ব্যাঘাত পড়িবে!
—কেন কেন না পাই উত্তর,
গীত ধ্বনি শুনিতে না পাই,
একি মম চিত্তের বিভ্রম—
অথবা মোহের জালে হ'তেছি পতন?
ওই সে—ওই সে মায়াবিনী;
আমার পলক-দৃষ্টি
পলকে না পড়িতে পড়িতে
বিদ্যুৎ চমকে সরে গেল!
শুভ্রদেহ শুভ্রবস্ত্রাবৃতা
বদনে বসন-আবরণ—

চিনিতে না পারি কোন্ জন।
ওই দেখ, বাতাসে মিশিল!
সন্ধান প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয় লইব।
অবশ্য এ নিগূঢ় রহস্য ভেদ করি
অন্তরের সন্দেহ ঘুচাব।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অশোক কাননাশ্রম।

(অট্টালিকার ছাদ)

শর্ম্মিষ্ঠা ও ভরণা।

ভরণা। শুন শখি,
বসন্ত সমীর সম নারীর হৃদয়।
অনুকূল গতি যদি পায়
নানা ছাঁদে বসন্ত তরঙ্গ ঢেলে রয়,
অন্তর শীতল তায়
কতই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়।
কিন্তু হায়, কোনরূপে যদি
সে বসন্তে দুরন্ত উত্তাপ ভাব পড়ে,
তখনি সে ভাব ভেঙ্গে যায়,
লহমায় মূর্ত্তি বিনিময়।
তাই বলি, শুন লো কুমারি!

খোলা খোলা ভাব—বসন্ত-স্বভাব তব
কার্য্য হেতু হও বিস্মরণ।
বীরনারি! বীরভাব ধর,
জলন্ত উত্তাপ প্রাণে ভর,
সম্বর, সরম রাশি।
রণোল্লাসে বীরবেশে
আসে বীর আশায় আশায়।
বীরাঙ্গনে, মাতলো সমরে,
কটাক্ষে সমর জয় কর;
মরি রে! মলিন বেশ ত্যজি,
রাণীবেশে রাজপাশে ব'স সুকেশিনি!

শর্ম্মিষ্ঠা। কি জানি, মোহিনী-জালে পাতিত করিতে,
তাহে যদি আমি নিজে হই লো পতন,
কৌশল কপাল গুণে হয় লো বিফল,
পরিণামে হলাহল বিনা
সুধাবিন্দু পাব না দেখিতে।
ভরণা, মিনতি রাখ,
দেবীর ভারতী ভেবে দেখ।
মনে পড়ে? সর্ব্বনাশ হইবার আগে,
রাজকন্যা হ'য়ে সহস্র সঙ্গিনী নিয়ে
স্নান হেতু চলি যবে উপবন-পথে,
তখন দেবীর কথা পড়ে কি লো মনে?
তাঁহার চরণপদ্মে করিনু প্রণাম,
আশীষ না করিয়ে আমায়,
শূন্য প্রাণে শূন্যাকাশে রহিলেন চাহি।
এই দেখে তুমি তাঁরে কহিলে তখন,
—'আশীর্ব্বাদ করিলে না দেবি?'
দেবযানী কহিলেন সুধীর বচনে—

—'কামনায় কাজ কি ভরণা ?
কামনায় বড় আশা বাড়ে,
কামনায় বড় জ্বালা জ্বলে ;
ও কথায় কাজ নাই ভাই,
যা পেয়েছ তাই নিয়ে থাক,
আপনার প্রতি দৃষ্টি রাখ।'
ভাব দেখি, ভাব ভরা কি গভীর গাথা !
যা পেয়েছি তাই নিয়ে থাকি,
মনে রাখি অবস্থা আমার !

ভরণা। কিন্তু সেই দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসিনী বালা—
সন্ন্যাস সংসার গর্ভে করিয়ে নিক্ষেপ
সংসারে স্বামীর সনে এবে বিলাসিনী।
সেই উদাসিনী দেবী ;—
যাকে দেখে মনে হ'ত
এ মুরতি সংসারের নয়,
যাকে দেখে মনে হ'ত
এ বুঝি জগতে আসি নিষ্কাম শেখাতে
সমস্ত জগৎখানা আয়ত্তে রেখেছে ;
স্ত্রী পুরুষ একাধারে এক মূর্ত্তি সাজি
এ বুঝি এসেছে বিশ্বে কোন স্বর্গ হ'তে।
দেখ শমি, স্থির চিত্তে মনে ভেবে দেখ,
সে দেবীর কিবা বিপর্য্যয়।
অভেদ্য-বিরহ সেই অন্ধকারে বসি,
কল্পিত সন্ন্যাসী হেরি কুহকে ভুলিল।
ভাব দেখি—এ ভাব (ও) কি রহস্য মিশ্রিত !
তুমিও ত সেই লো রমণি,
দেবী ছাড়া তোমাতে ত অন্য বৃত্তি নাই !
সেই প্রেম—সেই বৃত্তি—আকাঙ্ক্ষা—আবেগ

প্রাণ মাঝে সদা প্রবাহিত,
সেই লো দুর্দ্দম রিপু তোমাতে বসতি।
বিরহ গীতিকা সুধা
ঢেলে দি'ছি নরপতি কাণে।
দিব্যচক্ষে দেখি আমি
ধরাস্বামি সন্নিকট প্রায়;
কণ্ঠআকর্ষণীশক্তি ক'রেছি বিস্তার,
প্রাণনাথ বিজড়িত তায়।
কণ্ঠের ঝঙ্কার শুনি—বংশীস্বর অনুমানি—
এখনি আসিবে তব প্রেমের কুরগ;
ধর ধর রাথ মে বচন,
বুক বাঁধি ব'স স্থির হ'য়ে,
যযাতির রাণী হ'য়ে রহ রাজপুরে।

শর্ম্মিষ্ঠা। চৌর্য্য অপবাদ মাত্র দিনু শ্রীদেবীরে,
সেই দোষে দাসীবেশে বনবাসে আমি,
সেই সত্য চৌর্য্যবৃত্তি করিব সাধনা—
ছলনায় কিনিব প্রণয়,
প্রতারণা করিব লো রাজারাণী সনে?
ভাব দেখি—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে করিব?
তুমি চিরসঙ্গিনী আমার,
চিরদিন জান ত আমায়,
তবে আজি এ সব কথায়
উত্তেজিত কেন কর দিদি?
আকর্ষণী মহাশক্তি অভ্রান্ত তোমার,
অটুট মোহিনীজাল তব।
তাহাতে নৃপতিবরে কেন লো পাতিত কর?
ঘৃণাকরে এ ঘটনা
উঠে যদি দেবযানী কাণে,

ভাব দেখি কি বিপদ ঘটিবে তখন ?

ভরণা। পড়ুক্ হৃদয়ে কোটী বিপদ-অশনি,
বুকে যদি একবার হেন মণি জলে!
হউক জগতবাসী বিরুদ্ধ তোমার,
ওলো শর্মি, পাও যদি বুকে
এ হেন পুরুষরত্ন নিমেষের তরে!
এতে যদি দেবযানী হন প্রতিবাদী,
নাহি ক্ষতি
পরীক্ষা দেখাবে সতী পতির সম্মুখে।
যযাতি তোমার পতি,
মনে মনে কর তাঁরে আত্ম-সমর্পণ,
কোন দোষে কোন পাপে হ'বে না পতন।
যার রূপ হেরে
দ্বিজ কন্যা সাধ ক'রে ক্ষত্রিয়ানী হ'ল,
সাধ ক'রে বর্ণভ্রষ্টা হ'ল,
বামপার্শ্ব অলঙ্কৃত করিবারে তার
মহামহিম-সাগর
দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বা-বালা
শর্ম্মিষ্ঠা কি উপযুক্তা নয় ?
সামান্যা ব্রাহ্মণকন্যা রাজরাণী হ'বে,
আর ওরে রাজকন্যা পদেতে বসিবে ?
না না না না—তা হ'বে না—হ'তেই পারে না।
তুমি রাণী – মহারাণী—
দেবযানী সন্ন্যাসিনী,
এ হ'বে—আমার তবে যন্ত্রণা জুড়াবে।
বুক বাঁধ—তা না হ'লে বুক কেঁপে যাবে,
হাব ভাবে মেজে রাখ পদ্ম আঁখি দু'টি,
তা না হ'লে জলে ভেসে যাবে!

ধীরতা নম্রতা প্রাণে ভর,
তা না হ'লে মহা ভারে প্রাণ ভেঙ্গে যাবে।
গুচ্ছ গুচ্ছ হাসিমাখা খরশাণ বাণ,
অম্লান-পঙ্কজ-মুখ তূণে,
সাজাইয়ে রাখ লো সুন্দরি!
ঋতুস্নাতা তুমি লো যুবতি,
ধর্ম্মরক্ষা কর আজি নরপতি কাছে,
নাহি পাপ শাস্ত্রীয় বিধান।
এ দুর্গ যদ্যপি আজি পার জিনিবারে,
নাহি ভয়, চিরদিন জয় হ'বে তবে।
হাতে রত্ন হ'তেছে উজ্জ্বল,
অনুমতি দেহ লো সরলে,
বুকে তুলে দিই সে রতন।
চুপ ক'রে কেন আছ দিদি?
তবে দিলে লো সম্মতি,
তবে তুমি দিলে অনুমতি?
দ্যাখ্ লো—দ্যাখ্ লো রূপবতি!
দ্যাখ্ দ্যাখ্ ক্ষমতা আমার?
স্থির হ'য়ে ব'স্,
রতি পাশে এনে দিই রতি-প্রাণপতি।

গীত।

সুরট-(কীর্ত্তন)—একতালা।

ব'সে বঁধুয়ার পাশে, গলা ধ'রে হেসে হেসে,
আধ আধ প্রেম ভাষে,—ব'লে গেল সে।
"যাবত জীবন রবে, জীবন তোমারি হ'বে,"
আর যে কতই কথা ব'লে গেল সে।
তখন সে কথা শুনে বিশ্বাস হইল মনে—
প্রেমে বাঁধি নিরবধি থাকিবে দু'জনে ;—
কত দিন হ'ল গেল, কত রাতি পোহাইল,
বঁধুয়া বিবশা হ'ল— কই এল সে ?—

ঔষধ ধরিল—মন্ত্র সার্থক হইল।
ওই দেখ বনপথে
কনক মুকুট ভাতে ;
ওই দেখ ভাবোন্মাদ ভাবুক নরপতি ;
ভাসি মহা কুতূহলে
গীত লক্ষ্য করি চলে।
কেন ভয় ভাব লো ভাবিনি ?
চল যাই নিম্নতলে,
ভ্রম-জালে জড়াই রাজেশে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কুঞ্জদ্বার)

শর্ম্মিষ্ঠা ও ভরণার প্রবেশ।

ভরণা। ওই শোন—কাণ পেতে শোন কাতরতা!
লক্ষ্য ভ্রষ্ট রাজা
চারিদিক করেন সন্ধান,
কিন্তু হায়, না পান সন্ধান লক্ষ্য স্থান!
স্থির হ'য়ে ব'স শমি, কিছু দূর গিয়ে আমি,
পুনরায় গীতস্বরে করি আবাহন।
শব্দ ভ্রমে তব কাছে হ'বেন উদয়,
বুদ্ধিমতি! সাবধানে মাতাও তাঁহায়।

(প্রস্থান)

গীত।

গৌরী—একতালা।

নেপথ্যে। চাঁদবদনে চাঁদহাসি খসিল,
মরি যুগলচাঁদ মিশিল ;
কে দেখে মিলন—কোথা সেই জন,
যে জন—ধরা দেছে চাঁদ-ফাঁদে।
ভুরু ভুরু উড়ে ফুল-সৌরভ
আপনা গৌরবে রে,

ধন্য স্বজনি, ধৈরজ তব,
ফুলহাসি হের অবাধে!
কোকিলা কুহরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
উচ্ছসিত প্রাণ শিহরে রে,—
পঞ্চম তান—পঞ্চম গান
কামনা কেবল চাঁদে।

নেপথ্যে যযাতি। কে তুমি রূপসি বসি, উজলিয়ে দশ দিশি,
বিরহ সাগরে কেন ভাস?
কেন হে প্রকাশ'—জ্বালা-গীতিকা তোমার?
সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনি,
বীণাপানি ভ্রম হয় মম!
সন্ সন্ সমীরণ সনে,
সুর উঠে সপ্তম সুতানে,
সেই সুরে অন্ধপ্রায় আমি!
জানি না—তুমি হে কোন্ স্বর্গের রমণী
মর্ত্ত্যে এসে মানবে ভুলাও!
সুর শুনে আত্মহারা হ'য়েছি সুন্দরি!
কৃপা করি পরিচয় দাও।
—অন্ধকার নির্জ্জন প্রদেশ!
লাবণ্য-জ্যোতিতে, আর—
সুধাময়ী মধুর সুতানে,
আলো-ছায়া একত্র-মিশ্রণে
পূর্ণ-মূর্ত্তি পাই না দেখিতে!
লো মোহিনি!
কি মোহ ঢেলেছ প্রাণে,

কি সুধা ঢেলেছ কাণে,
দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা তাহে!
অনুমতি পাই যদি স্বভাবসুন্দরি!
প্রাণভরি হেরি রূপরাশি,
কর্ণ ভরি শুনি সুরগাথা;
আর যদি ক্ষমতার অধিকার পাই,
অভাব বিরহ-ব্যথা করিয়ে শমতা
নাম রাখি ললনা সকাশে।

শর্ম্মিষ্ঠা। নিরন্তর মনে হয়
অসীম আকাশ সম প্রেমের আধার
প্রেমের মূরতি মম প্রেমময় স্বামি—
বাতাসে মিশিতে চায়—আকাশে উড়িতে চায়;—
হায়, হায়, প্রাণের দেবতা, সে আমার।
কোথা তুমি? প্রাণ ফেটে যায়!
দেখা দিয়ে কেন হে বধিলে?
কেন হে অনলে ফেলে দিলে?

(যযাতির প্রবেশ)

যযাতি। অন্যায় প্রবেশ হেতু ক্ষমা কর মোরে।
চিনিয়াছি তোমারে সুন্দরি!
তুমি দৈত্যেশ কুমারী,
রাণীর প্রধানা সখী তুমি!
আমি রাজা, চেয়ে দেখ শুভে!
মধুর সঙ্গীত-আকর্ষণে
আকর্ষিত হ'য়ে,
হে শর্ম্মিষ্ঠে! এসেছি হেথায়!
মম অধিকারে তব হ'য়েছে বসতি,
কহ রূপবতি,

প্রচুর আনন্দ ভোগ পাও ত হেথায়?
কোন রূপে কোন ক্লেশ হয় না ত তব?
গুপ্ত বেশে তথ্য নিতে
আসিয়াছি তব সন্নিধানে,—
নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক মনে
আমূলন্ত সমুদয় কহ প্রকাশিয়ে!

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজা যযাতির আশ্রিতা যে জন,
তার সুখ বিধির বিধান।
আপনার অনুগ্রহে,
নিরাপদে মহাসুখে আছি।
বিপদ অভাব বাধা কিছু নাহি মম,
অনুপম সুখের লাবণ্য-জলে ভাসি।

যযাতি। কি কারণ তবে হে রূপসি!
কাকলি ঝঙ্কার রাশি বিরলে বরিষ'?
সৌরভিত দিশি দিশি
কেন তব পঞ্চম-সৌরভে?
যযাতির অশোক-আশ্রমে
যদি তুমি মহাসুখে আছ,
কেন হে বিরহ মাথা শোকের আভাষ?
সমস্ত জগৎআলোকরা
তমোহরা চন্দ্রিকাসুন্দরী,
পিপাসিত পথহারা চঞ্চল চকোরে
রাখি আহা দুর্গম আঁধারে
কেন এ বিজনবাসে বিরহে বন্দিনী?
ক্ষম মোরে সুকেশিনি!
প্রীতি শ্রদ্ধা সম্বোধনে করিনু বিরূপ,
উদ্দাম উচ্ছ্বাস বশে আত্মহারা প্রাণ!
বিবেক ভাণ্ডারে নাহি জ্ঞান,

গান শুনে উন্মাদ হ'য়েছি!
পুনঃ বলি, যদি হে বিপদ বাধা নাই,
কেন লো মিলনময়ী সুখিনীর প্রাণে
অভাবের উদ্দীপনী রস?
কেন বশ স্বভাব-সোহাগে?

শর্ম্মিষ্ঠা। স্বভাব দেখিনি প্রভো! জানিনি স্বভাব,
স্বভাবের পরিণাম কখন ভাবিনি,
স্বভাব সোহাগ-মূর্ত্তি কখন দেখিনি!
স্বভাব কৃপায় তবে এই মাত্র জানি,
স্বভাব স্বপ্নের রাজ্যে বস-বাস করি,
নাম ধরি রাজার কুমারী;
সহচরী সহস্রেক নারী,
অপূর্ব্ব সুন্দরী!
মেজে ঘ'ষে রাখে,
জ্যোৎস্না দিয়ে মুখখানি মুছাইয়া দেয়!
এই মাত্র জানি, রাজার নন্দিনী;
স্বপ্নের এ বেলা টুকু
বুঝি প্রভো, স্বপ্ন কেটে যায়!
স্বপ্নের কৃপায় দেব আরো জানিয়াছি,
স্বপ্ন বুঝি এক ভাবে সঙ্গে যায়নাক!
স্বভাবের সুস্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেল,
চারিদিক অন্ধকার হ'ল,
জ্যোৎস্না মাখা মুখখানি নীরবে নিবিল,
জ্যোৎস্নার যবনিকা যেন পড়ে গেল।
হীরার খচিত হার স্বভাবের গলে,
এই মাত্র জানি নরদেব!
মহাপ্রেম
স্বভাব আমার তারে উপহার দিল।

তার পর মনে হয় ওহে প্রজানাথ!
স্বপনের স্বভাব-স্মৃতির রাজ্য মাঝে,
নিস্বরে প্রজা হ'য়ে রই।
ঘোর ভেঙ্গে গেছে,
কিন্তু আছে এখনও স্বপনের স্মৃতি;
তাই হে নৃপতি!
স্মৃতির মূরতি দেখিতে হে!
বিরহিনী হ'য়ে
বিরহ ঝঙ্কার করি সদা।
নতুবা দেবীর রাজ্যে দীন কোন্ জন?
যযাতির কৃপাদৃষ্টিহীন
কেবা আছে ভাগ্যহীন রাজত্বে তাঁহার?

যযাতি। নাহি জানি তুমিও কি স্বপ্নের প্রভাবে
স্বপ্নাতুরে বাঁধিয়াছ স্বপনসুন্দরি!
স্বপন অলীকছায়া জাগ্রতে বিলীন,
স্বপন পলকময়ী পূর্ব্বাবধি জানি।
কিন্তু আজ হে অমৃতময়ী স্বপ্নরাণি!
তোমা হ'তে সে ভ্রম ভাঙ্গিল।
জানিলাম—স্বপ্নমূর্ত্তি না হয় নিলীন,
জানিলাম—মূর্ত্তিমতী স্বপ্নের বিকাশ,
জানিলাম—অভ্রান্ত স্বপ্নের সুমিলন,
জানিলাম স্বপ্নঘোর জাগ্রতে জীবিত।
আপন প্রভাবে তুমি থাক সুখে থাক!
স্বপ্ন-ঘোরে জগজ্জনে কর লো উন্মাদ,
সাধে বাদ সাধ,
সুখাদ তৃষ্ণার জলে আকর্ষিত জনে
তৃষাতুর ক'রে মগ্ন রাখ,
সে যেন জলের সাধ না পায় কখন।

শর্মিষ্ঠা। কিন্তু রাজা, আমার ত' ঘোর কেটে গেছে!
আমার' ত পিপাসা কখন মিটিল না?
আজিওত পূরিল না আশার ভাণ্ডার?
আশার পিপাসে পিপাসিনী,
এ পিপাসা কবে ঘুচে যাবে?
আজ বড় ভাগ্য মম সুপ্রসন্ন বিধি,
বিজনে পেয়েছি মহারাজে।
অজ্ঞান বালিকা আমি জ্ঞান নাই মম,
জ্ঞানময় নিজ গুণে ক্ষমা কর মোরে!
বল বল কি দোষ আমার?
কি দোষে বিজন বাসে থাকি?
কি দোষে রমণী জন্ম একা কেটে যাবে?
নরনাথ, ধরি পায়,
সদুত্তর করুন প্রদান!
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনো কি হ'ল না?
শ্রীদেবীর অভিরোষ এখনো কি গেল না?
স্বামিনীর তুমি হে স্বামিন্!
এখনো যে জীবনের বহু দিন আছে!
কত দিন রব একাকিনী?
দেখ দেখ যৌবনের বসন্ত উদয়,
এ বসন্ত শুধু কি বর্ষায় কেটে যাবে?
দেখ দেখ অচুম্বিত প্রস্ফুট গোলাপ,
প্রলাপ-হিল্লোলে ঝরে যায়;
দেখ দেখ শতদলসন্নিভহৃদয়,
বিচিত্র আসন রচি'
পৃথিবীর কোন্ কোণে শূন্যে পড়ে আছে!
রাজকন্যা হ'য়ে,
দিবানিশি অনন্ত যাতনা সয়ে,

কত দিন রব হে জীবিত ?
প্রজার সর্ব্বস্ব প্রাণ তুমি,
একান্ত কর্ত্তব্য তব প্রজার রক্ষণ।
সে প্রজা সলিলাভাবে, পিপাসায় মরে যাবে,
তুমি রাজা—ধর্ম্মাসন হ'তে,
কি মতে নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখ হে দয়াল ?
সবিনয়ে করি নিবেদন,
পাণিরক্ষা করুন আমার।
রাজ-রত্ন, রাজ-ধন; রাজ-সিংহাসন,
কভু নহে মম আকিঞ্চন,
সাধ নাই রাজরাণী হ'তে,—
কেবল ও কৃপাদৃষ্টিভিখারিণী আমি।

যযাতি। ক্ষম মোরে সুশীলা সুন্দরি!
সৎকুলোদ্ভবা তুমি,
রূপ তব কোন রূপে নহে নিন্দনীয়!
কিন্তু শুভে, জান ত সকলি,
মহাতপা শুক্রবাক্য সদা মনে জাগে!

শর্ম্মিষ্ঠা। মহারাজ! বলিলে সকল কথা খুলে,
হয় ত কতই পাপে হইব পাতকী।
শুক্রাচার্য্য মহাজ্ঞানী হ'য়ে
এ বিধি কি তাঁর পক্ষে উচিত বিধান ?
ন্যায় যুক্তি সঙ্গত কি এ আদেশ তাঁর ?
এ কেবল কন্যার ভবিষ্য সুখ আশা,
কেবল কন্যার মুখ রাখা।
রাজনীতি-সুনীতিজ্ঞ তুমি ও ত' প্রভো!
অকপটে বলুন প্রকাশি'
দাসী হ'লে পদে পদে এতই কি দোষী ?
বিবাহে, প্রাণ-সঙ্কটে, পরিহার কালে,—সর্ব্বনাশ হলে,

অথবা পত্নীর মনোরঞ্জন কারণ,
মিথ্যাভাষ কভু ত হে নহে পাপাবহ ?
ইহাও ত শাস্ত্রীয় বিধান ?
মহারাজ, মূর্খ আমি, আমি কি বুঝাব ?
সর্ব্বশাস্ত্রবান তুমি সর্ব্বগুণবান,
কর হে করুণাকণা দান !

যযাতি। যুক্তি তব অকাট্য নিশ্চয়,
কিন্তু হে সুন্দরি ! জেন' স্থির,
প্রজার দৃষ্টান্ত স্থল সর্ব্বথা নৃপতি,
মিথ্যাবাদী রাজারও নাহি প্রতিকার।
অতএব এ দারুণ অর্থকষ্ট স্থলে,
অনৃতে সম্মত হ'ব কিরূপে সুশীলে ?

শর্ম্মিষ্ঠা। পুনরায় নিবেদি নৃপতি ;
স্বজন কাহার নাম ?
যে জন সুখের সুখী হয় দুখে দুখী,
প্রাণে প্রাণে একাত্মায় মিলিত যাহায়।
কেমন—এইত কথা ?—তবেই দেখুন মহারাজ !
তোমার পত্নীর আমি প্রধানা স্বজনী,
চির সুখে চির দুখে সম সমান ভাগিনী ;
তবে হে নৃমণি !
তাঁর এই অবিচ্ছিন্ন মহাপ্রেমসুখে,
কেন আমি হ'ব না ভাগিনী ?
নিশ্চয় আমার ইথে অংশ আছে দেব !
সখীর পতির সনে আপন পতির
কোথায় প্রভেদ প্রভো ?
যখন হে সহৃদয় ভূপ মহোদয় !
প্রাক্তাদুর্ল্লভউচ্চরাজবামপাশে,
পূজনীয়া সখীরে আমার দেছ স্থান,

ওহে নৃপ!—কৃপা দানে তবে হে কৃপণ কেন মোরে?
ধর্ম্ম সাক্ষি!—এক মাত্র পতি তুমি পতিতপাবন!
চরণে পতিতা হের অধঃপতিতা!
পবিত্র হৃদয়ে প্রভো, প্রেম ভিক্ষা চায়,
ক'রনা হে বঞ্চনা তাহায়!
ধর্ম্মের শপথ ক'রে বলি,
স্বর্গীয় নিষ্কাম প্রেম চাই,
পুত্র চাই, ওগো আমি পুত্র কাঙ্গালিনী।

যযাতি। অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ অবশ্য উচিত,
তা না হ'লে রাজ নামে দায়ীত্ব কোথায়?
রাজসহবাস রত্ন নে রে ভিখারিণি!
দাসী নাম ঘুচিল রে তোর।
দূর হও কঠোরতা!
দূর হ রে বজ্রমাখা নির্ম্মম শপথ!
শত ধারে ছিন্ন হোক্ অধীনতা ডুরি।
হরি হরি! কে বলে একের তরে প্রেম?
প্রেম কামনার নদী;—এ প্রেম যখন উছলায়,
যারে পায় প্রেম দিয়ে যায়।
এ হেন স্বাধীন প্রেম যে গড়েছ তুমি,
কোথা তুমি প্রেমময়!
সাক্ষী থাক,—

শর্ম্মিষ্ঠা দ্বিতীয়া পাঠরাণী।—

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(উপবন)

দেবযানী ও যযাতি।

যযাতি। চল প্রিয়ে, চল গৃহে যাই,
হের, অমাময়ী যামি সমাগতা,
বৃথা আর উদ্যান-ভ্রমণ!

দেবযানী। কেন প্রিয়বর,
হেরি আজি হেন ভাবান্তর?
ক্রমে যত হই অগ্রসর,
বিচঞ্চল কেন হেরি তোমা'?
মনোলোভা উদ্যানের শোভা নিরখিয়ে,
পরিশ্রান্ত রাজার হৃদয়—
কেন নাথ না হয় সুস্থির?
প্রতিদিন মনে করি,
দানব-কুমারী শর্ম্মিষ্ঠারে
তব সনে উদ্যান-ভ্রমণ-ছলে—
সমাদর সম্ভাষণে আলাপ করিব।
আহা, কতদিন দেখি নাই তারে!
তব সনে রাজপুরে প্রবেশ অবধি,
একদিন(ও) দেখি নাই তারে!
কোন্ দিকে অশোক-আশ্রম মহারাজ?

যযাতি। এখনো অনেক দূর প্রিয়ে!
ক্রোশাধিক ব্যবধান।
আজ নয়,—অন্য এক দিন,—
যে দিন তোমার মন হ'বে,
অনায়াসে সেই দিন যাবে?—
এত আর,—

দেবযানী। না না মহারাজ, আজ(ই) চল,
আজ(ই) তারে দেখিয়া আসিব।
ক্রোশাধিক ব্যবধান?
এ আমার বহুদূর নয়।
দেখিতে দেখিতে মোরা—
এই ত অনেক দূর আসিয়া পড়িনু!

যযাতি। এ কি প্রিয়ে, মহারাণী-মত কথা হ'ল?
এতই গোপনে তুমি যাবে অশোক-আশ্রমে?
তুমি মহারাণী,
এমন নীরবে যাওয়া তোমার উচিত?

দেবযানী। তা হউক মহারাজ,
এ'তে মোর কিছুই নাহিক অপমান।
তুমি প্রাণপতি যবে গমনের সাথী,
সহস্র সঙ্গিনী আর—
লক্ষ লক্ষ অনুচর বিনা
কিছু মাত্র নাহি মোর ইথে অপমান।
জান ত জান ত প্রাণাধিক!
চিরদিন বিজনবাসিনী আমি?
বিজন-ভ্রমণে মোর কত সাধ আশা,
তা কি তুমি জান না প্রাণেশ?
গুপ্ত বেশে যাব,
গুপ্ত ভাবে এক সঙ্গে দেখিলে মোদের,

কত যে সুখিনী হ'বে শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী,
একবার অনুভবে ভাব দেখি নাথ ?

যযাতি। জানি প্রিয়ে, জানি চিরদিন,
বেগবতী মনের প্রবাহ তব।
এতই বাসনা যদি চল তবে যাই !

(উভয়ের প্রস্থান ও নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। বড় কেউ কেটা নয়,
আমি আছি সঙ্গে সঙ্গে পেছনে পেছনে !
এঁ্যা ! এঁ্যা ! মাগী কি কল্লে ?
এক কথায় মহারাজের মন ফিরিয়ে দিলে ?
ওহে ও রসের সাগর—নটের নাগর !
এখন কি ঠাওরাচ্ছ ?
এখন ত দিব্য একখানি
ফাঁদের মধ্যে জেনে শুনে পড়্ছ !
ও মাগী কি কম ধড়ীবাজ ?
এই ভরা সাঁজে মহারাজে ফেল্লে বিষম ফেরে !
এখন খোঁটা নেড়ে মন বুঝ্লে হ'বে কি ?
যখন ও বাঁকা পথে নিয়ে চ'লেছে,
তখন সব জেনেছে !
আপনিও মজ্লে,
সংসারটাকে দেখ্ছি মজালে !
শর্ম্মিষ্ঠা আর নয় বিজনবাসিনী,
এখন সে ছোটরাণী ;
রাজপুত্র কোলে নিয়ে ঘর আলো ক'রে
ব'সে আছে মহা আমোদভরে !
গিয়েই দেখ্বে চিত্তির,
তখন কি আর থাক্বে কিছু ফিকির ?

ভরণা এখন ক'চ্ছে কি ?
এ সংবাদটা কেমন ক'রে দি' ?
মনের মত গতি আমার যাই ত্বরায় চ'লে,
ফুঁ দিয়ে এই আগুনখানা আরো তুলি জ্বেলে !

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অশোক-কাননাশ্রম।

(আশ্রম-সম্মুখস্থ পথ)

ভরণা ও নিত্যানন্দের প্রবেশ।

ভরণা। এঁ্যা ! বল কি ? সত্যি নাকি ?
নিত্যানন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ভরণা !
এখনো আঁচ কর্‌তে পাচ্ছ না—
সত্যি কি মিথ্যে ঘটনা !
ভরণা। সত্যি বল্‌ছ ?
রাজারাণী গুপ্তবেশে—
অশোক-আশ্রমে আসে ?
নিত্যানন্দ। তাঁবা তুলসী ছুঁতে বল—না অঙ্গ ছুঁতে বল ?
যা বল্‌ছি, তা সত্যি ভেবে বিশ্বাস ক'রে চল !
রাজপুত্তুর নিয়ে এস, কোলে ক'রে ব'স,
মহারাণীর কোলে তুলে দাও,
দেখ দেখি চেলীর জোড় পাও কি না পাও ?
ভরণা। ন্যাকাপনা রেখে দাও !
মাথাটা ঘুরে গেল, কি করি এখন তবে ?

নিত্যানন্দ। মিছে কেন মরছ এখন ভেবে ?
শর্ম্মিষ্ঠারে শীগ্‌গির গিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও,
যদি ভাল এখন চাও !
রাজারাণী এল ব'লে,
আমি থাকি অন্তরালে,—তুমিও যাও চ'লে !

(উভয়ের প্রস্থান ; অনঙ্গ প্রভৃতি সখীগণ
সমভিব্যাহারে ভরণার
পুনঃ প্রবেশ)

অনঙ্গ। বল কি ভরণা দিদি ?
শুনে যে আমাতে আমি নাই !
কেন ভাই রাজারাণী ছদ্মবেশে আসে ?
ভরণা। কেন আসে ?
হায় বোন্, এখনো বোঝনা ?
আমাদের সর্ব্বনাশ করিবারে আসে !
শর্ম্মিষ্ঠার সুখ স'বে কেন ?
শর্ম্মিষ্ঠা হ'য়েছে পুত্রবতী,
দেবযানী এতে কি সুস্থির হ'তে পারে ?
অনঙ্গ। শর্ম্মিষ্ঠা হ'য়েছে পুত্রবতী,
দেবযানী কেমনে জানিল ?
ভরণা। কেমনে জানিব বোন্,
কালামুখী সর্ব্বনাশী কিরূপে জানিল !
অনঙ্গ। এখন উপায় ?
ভরণা। উপায় এখন ভাই ঈশ্বরের হাত !
দেখি তবে,
বুদ্ধিবলে কতদূর করিবারে পারি !
শোন্ অনু, শোন্ তোরা সবে,

রাজারাণী চুপি চুপি ছদ্মবেশে আসে,
লোক জন অনুচর সঙ্গে কেহ নাই।
যেমন আসিবে দোঁহে,
তোমরা প্রথমে যেন চিনিতে পারনি,
সবাই এমনি ভাবে করিবে সম্ভাষ।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রের সংবাদ,
কোন ছলে প্রথমেই বলিয়া ফেলিবে।
শুনে দেবযানী
অবশ্যই মহা রুষ্টা হ'য়ে,
পুত্রের উৎপত্তি কথা করিবে জিজ্ঞাসা।
সে কথায় কোনরূপ উত্তর না দিয়ে,
বারবার পরিচয় নিতে যাবে সবে ;
যখন তাহারা নিজ মুখে
মহান্ গৌরবে আত্ম-পরিচয় দিবে,
তখনি জুড়িয়া সবে পাণি,
মহান্ সম্ভ্রমে সবে স্তোত্র গীত গাবে।
তোমরা সবাই বুদ্ধিমতী,
তোমাদের বেশী কথা শেখাতে হ'বে না।
সকলে রহিলে মুখপানে,
ফুকিপাকে ফে'লনা শর্ম্মারে!
ওই দূরে ক্ষণপ্রভা চকিতে চকিল,
বজ্রপাত হইবার নাহিক বিলম্ব।
যাই আমি শর্ম্মিষ্ঠারে রক্ষা করি গিয়ে।
রাজ্যের কুশল-গান,
রাজার বন্দনা-তান তোল বসি সবে।

(ভরণার প্রস্থান)

অনঙ্গ প্রভৃতি সখীগণের

গীত।

গৌরী ——— যৎ।

কি দিব তুলনা তব হে যযাতি মহারাজ।
তোমার প্রতাপ-তেজে পুরন্দর পা'ন লাজ।
জয় জয় দেবযানি!
মহারাণি—প্রেমরাণি!
তোমার করুণা-গুণে অনাথার রাণীসাজ;—
চিরঞ্জীব রহো দোঁহে ভারত-সমাজ-মাঝ।

(যযাতি ও দেবযানীর প্রবেশ)

যযাতি। কে তোমরা সুধাময়ীগণ!
সুধার সমুদ্রে ভাসি সুধামাখা তানে
মোহিতেছ দিগঙ্গনাগণে?
পরিচয় দেহ মোরে,
কাহার সঙ্গিনী সবে?

অনঙ্গ। সে কথায় বিশেষ নাহিক প্রয়োজন!
পর-নারী-পরিচয় পর-পুরুষের
পরিচর্য্য কোন কালে নহে!
আমরা যে হই, তাহে—
আপনার জানিবার অধিকার কিবা?
যদিও অবস্থা ভেদে,

কিঞ্চিৎ কাঠিন্য-রসে প্রত্যুত্তর হ'ল ;
তবুও সুধাই আমি,
কেবা তুমি ? কোথায় গমন ?
কোথা হ'তে আগমন তব ?
আঁধারে আবৃত এই নিশীথিনী প্রায়
ধীরি ধীরি আগুয়ান কেন হে তোমার ?
সঙ্গে নারী যুবতী সুন্দরী,
এ'ত এ রাজ্যের রীতি নয় !
তুমি কি হে বিদেশী প্রবাসী কোন জন ?

যযাতি। সত্য সত্য, বিদেশী প্রবাসী আমি।
আসিয়াছি শর্ম্মিষ্ঠার অশোক-আশ্রমে,
মোরা দম্পতি যুগল—
আশীর্ব্বাদ করিবারে তাঁরে !
ছেড়ে দাও পথ,
বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই !

অনঙ্গ কি করিব মহাশয় - মার্জ্জনা করুন,
আপনার অনুরোধ রাখিতে নারিনু।
মহারাজ যযাতির—
এরূপ আদেশ নাই আমাদের প্রতি,
বিদেশী অপরিচিত যেই কেন হোন্—
রাজ-অনুমতি বিনা প্রবেশ নিষেধ।

দেবযানী। (যযাতির প্রতি)
মহারাজ! একি ভাব ? একি ছল-খেলা ?
বাল্যকাল হ'তে
জানি আমি ইহাদের সবিশেষ রূপে,
আজ আমারেও এরা চিনিতে পারে না ?

যযাতি। প্রিয়ে,—তখনি ত ব'লেছিনু আমি,
এত সংগোপন বহু-অনর্থের হেতু ?

তুমি মহারাণী, আমি রাজ্যের ঈশ্বর!
এরূপ নিশীথ-কালে আত্ম-সংবরণে,
আসিলে হে এমত অপরিচিত-স্থানে
হ'বেই ত অপমান?
হ'য়েছে ত পূর্ণ মনস্কাম?
এবে চল স্বস্থানে ফিরিয়ে মানে মানে।
(স্বগত) ভগবন্! রক্ষা কর,
নহে আজ অনর্থ ঘটিবে!

দেবযানী। একি মহারাজ!
সংগোপনে ছদ্মবেশে আসিয়াছি বলি,
মহারাজ মহারাণী মাহাত্ম্য ঘুচিবে?
হ'ব হে অবমানিত কিঙ্করীর হাতে?
তবে বুঝি তোমার রাজ্যের এই বিধি?
রাজারাণী কেহ নয় ক্রীড়ার পুত্তলি?
তারে তারে গাঁথা র'বে প্রজাদের হাতে?
একি খেলা? এমন ত কথন দেখি নাই?
আজি অপরাহ্ন হ'তে
আদ্যোপান্ত সমস্ত স্মরিলে—
মনে হয়, কি এক ছলনা-চাপা ভাবে
ভুলাইয়ে রাখিছ আমারে!
তুমি যেন মহারাজ,
কদাচ তোমারে দেখে, তা'ও রাজবেশে,
অকস্মাৎ চিনিলেও না চিনিতে পারে;
কিন্তু, আমারে কেমনে ভুলাইবে?
আমি যে এদের জানি বাল্যকাল হ'তে,
মোরেও করিবে প্রত্যাখ্যান?
তোমাদের এই কি রাজ্যের বিধি বল?
প্রবাসী, বিদেশী, অভ্যাগত,

এইরূপে হয় হতাদর ?

অনঙ্গ। এইরূপ ; অন্ততঃ এ আশ্রমের বিধি !
আশ্রমের মহতী আশ্রমী যিনি,
কোন দৈব-শুভ ঘটনায়—
তিনি পুত্রবতী,
পুত্র সনে অহোরহ যাপেন বিজনে ;
লোক-সমাগমে
মন তাঁর সদাই বিরত,
এই হেতু বিশেষ না প্রয়োজন হ'লে,
সহসা কেহই তাঁর সাক্ষাৎ না পায়।
তাঁহার দর্শন যদি একান্তই প্রয়োজন,
তবে দোঁহে পরিচয় দিন্,
যাই গিয়ে জানাই তাঁহারে,
তার পর তাঁর অভিমতে কার্য্য হ'বে।

দেবযানী। কি বল কি বল—
শর্ম্মিষ্ঠা হ'য়েছে পুত্রবতী ?
আকাশ-কুসুম সম এও কি সম্ভব ?
মহারাজ ! একি কথা শুনি ?
কি বল রে অনঙ্গ-মোহিনি !
কুমারী শর্ম্মিষ্ঠা এবে পুত্রের জননী ?
না না না না,—এও এক ব্যঙ্গ-নাট-ছলা !
যেমন তোমরা সবে
রাজারাণী চিনিতে পারনা,
জানিয়া শুনিয়া—
যেমন তোমরা সবে
অন্ধমূক বধির সেজেছ,
অসম্ভবে ক'রেছ সম্ভব,
সেইরূপ শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রের উদ্ভব !

অনঙ্গ। মহারাজ ? মহারাণী ?
সুপূজ্য শ্রীপদ ধ'রে সাধি,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—
অজ্ঞান কিঙ্করীগণে ;—
এরূপ অজ্ঞাতসারে অভিনব-বেশে
রাজারাণী সমাগম হ'বে অকস্মাৎ,
হীনমতি দাসীগণ কেমনে বুঝিবে ?

দেবযানী। বুঝেছি বুঝেছি চুপ কর,
ছলমাখা—স্তোক-ভাষে
ভুলাতে কি পারিবে আমায় ?
মহারাজ, কথা কও, মৌন ভাবে কেন ?
অন্তঃপুর-অবরোধে থাকি'
অনু-দিন শুনি লোক-মুখে,
বিমল-চন্দ্রিকা-ফল সাম্রাজ্য-শাসন,
সাম দান ভেদ দণ্ড ন্যায়—
শাসনের একতা-শৃঙ্খলে
সমগ্র ভারত-রাজ্য বদ্ধ ধর্ম্ম সনে,—
এই কি হে প্রমাণ তাহার ?
তোমার আশ্রয়ে থাকি অনূঢ়া কুমারী
চুপি চুপি সুসন্তান প্রসব করিল ?
যখন রাজার ঘরে—
এ হেন বীভৎস-কাণ্ড ঘটিতে চলিল,
তবে আর জন-সাধারণে
সমাজ-শাসন-শক্তি কেমনে মানিবে ?

যযাতি। তাই ত—তাই ত,
আমার রাজত্ব-মাঝে
এরূপ বীভৎস-কাণ্ড ঘটে ?
এ ত আমি কিছুই জানি না !

(ভরণার প্রবেশ)

ভরণা। মহাপূজ্য মহারাজ মহারাণী পদে
কোটী কোটী প্রণাম আমার!

দেবযানী। এস এস বুদ্ধিমতী প্রাচীনা স্বজনি!
কুশলে আছ ত ?
শারীরিক মানসিক মঙ্গল তোমার ?
তোমার স্নেহের রত্ন অনূঢ়া কুমারী,
উত্তম সন্তান কোলে ক'রে—
সুখের সংসার নিয়ে
চুপি চুপি ভাল ত আছেন ?

ভরণা। অবশ্য, বিশ্বাস করি জন-প্রবাদেরে,
এইরূপ তিরস্কার মনে আসে বটে ;
আচম্বিতে এ সংবাদ শ্রবণে শুনিলে,
না জানি কি সর্ব্বনাশ মহাকাণ্ড ভাবি'
শিহরিতে হয় বটে দেবি!
কিন্তু, আকর্ণ শুনিলে পরে সমস্ত ঘটনা,
স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ হ'লে পর,
সে সংবাদ ততটা নির্ঘাত বলি হায়,
অন্তরে থাকে না কভু আর!
দয়াময়ী শ্রীদেবীর
এত দূর দয়া হ'ল যদি,
শুভ পদার্পণ করি এই বন্দীপুরে
এ ঘটনা আমূলত করেন শ্রবণ,
সমস্তই করেন দর্শন,
তবে মহারাণি,
এ কাহিনী এত দূর দূষ্য নয় বলি'
হয় ত হৃদয় হ'তে,

হ'লেও হইতে পারে দূর।

দেবযানী। বটে বটে? এমন সুন্দর দেবলীলা?
ইহার ভিতর এত দেবী-ভাব আছে?
আগেতে কেমনে বল জানিব ভগিনি?
হ'লেও 'জননী' অবিবাহিতা—কামিনী—
এমন পবিত্রা হ'তে পারে,
আমাদের অপবিত্র মন—
হটাৎ কেমনে বল প্রত্যয় মানিবে?
এ দেবীর দেব কোন্ জন?
এত কি সাহস আছে জিজ্ঞাসিতে পারি?

ভরণা। ভবদীয়া মহারাণী মহিমাময়ীর
প্রতিবাক্যে, সমান উত্তর দিতে পারি,
এত স্পর্দ্ধা—এতই সাহস—
আমা হ'তে হ'তেই পারে না।
কৃপা ক'রে আসুন আশ্রমে,
যথাবিধি রাজারাণী অর্চ্চনার পর
বলিব সকল কথা খুলে!

দেবযানী। ভাল চল,—
আসুন আসুন মহারাজ!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শর্ম্মিষ্ঠার কক্ষ)

শিশুক্রোড়ে শর্ম্মিষ্ঠা।

শর্ম্মিষ্ঠা। না জানি কি আছে আজ কপালে আমার!
মহারাজ মহারাণী আগমন শুনে,
মহাভয়ে হইয়াছি ভীতা!
কি হ'বে, এ সব কথা কেমনে লুকাব?
শিশুটিরে কেমনে বাঁচাব!
কেমনে বাঁচাব পাপ প্রাণ!
আরে আরে অভাগিনি শর্ম্মিষ্ঠা পাপিনি!
কেন তুই জননীর গর্ভে মরিলি না?
দুঃসহ যাতনা সহিবারে
কেন এলি জগত-মাঝারে?
হা বিধি! হা নিদারুণ বিধি!
আর কত মনে আছে তব?
কি ঘোর আঁধার মাঝে ফেলেছ আমারে,
একবারো মনে কি ভাবনা?
অতুল ঐশ্বর্য্যবতী রাজকন্যা আমি—
কি অভাব বল দেখি মম?
হা নিষ্ঠুর! পথের যে ভিখারিণী
সেও যে সুখিনী আমা চেয়ে!
সকলি ত জান প্রভো! অন্তর্যামী তুমি!

কোন্ পাপে এ শাস্তি আমার ?
ধ্যানে জ্ঞানে যযাতি বিহনে
কখন অপর মূর্ত্তি পড়েনি পরাণে,
ধর্ম্মমতে যযাতিই এক মাত্র পতি !
পতির ঔরসে আহা,
পুন্নাম-নরকত্রাতা পুত্র লভিয়াছি,
সে পুত্রে কি দোষারোপ হ'বে ?
প্রভো ! পরমেশ—পতিতপাবন—
বিপদবারণ সনাতন !
আজ আমি বড়ই বিপদে প'ড়েছি হে !
মোরে আজ রক্ষা কর দয়াময় !
দেবীর নয়নানলে দেখো দেব দেখো,—
পুত্র সনে হই না হে যেন ভস্মীভূত !
বড় সাধ ক'রে—
পেয়েছি হে একটি রতন,
সে রতন-হারা ক'র না হে !

(প্রভাতীর প্রবেশ)

প্রভাতী। কি হ'বে কুমারি !
দেবযানী, যযাতির সনে
যেইরূপ শ্লেষাত্মক মনে
মুখে হাসি অন্তরে গরলরাশি জ্বালি'
আসিতেছে অতি দম্ভভরে—
না জানি কি সর্ব্বনাশ করে !
আমারে ভরণাদিদি নয়ন-ইঙ্গিতে
এইরূপ দিলেন আভাষ ;—
'শর্ম্মিষ্ঠা সুস্থির শান্ত হ'য়ে,
বেশ যেন অর্থবোধে করে প্রত্যুত্তর।

যতদূর শিখায়ে এসেছি,
তার চেয়ে কখনই অধিক না হয়!'

শর্ম্মিষ্ঠা। চুপ কর!

(দেবযানী, ভরণা ও যযাতির প্রবেশ)

দেবযানী। এই যে শর্ম্মিষ্ঠা-সতী পুত্র কোলে ক'রে
ঘর আলো ক'রে ব'সে আছ?
মরি মরি কি সুন্দর শিশু?
রাজপুত্র লাজ পায়!
তুমি নিজে, রূপবান এই শিশু,
আর যে মহাপুরুষ এ শিশুর পিতা,
এ সবার সনে তুমি ভাল আছ সখি?
মহারাজ! কোলে কর,
ভাল ক'রে চেয়ে দেখ!

যযাতি। আগে শোন সমস্ত কাহিনী,
তার পর স্নেহবাণী যত মুখে ধরে,
একে একে করিও প্রকাশ!

দেবযানী। সকলি ত শুনিয়াছি ভরণার মুখে!
ভরণা প্রাচীনা বুদ্ধিমতী,
এর চেয়ে শর্ম্মিষ্ঠা কি বলিবে অধিক?
কেন গো সন্তানবতি, কথা নাই কেন?
চিনিতে পারনি বুঝি আমা দোঁহাকারে?
আমরা এসেছি সংগোপনে,
রাজারাণী বেশে নই,
সঙ্গে নাই চতুরঙ্গ সেনা,—
তবে কিসে সপ্রমাণ হ'বে?
তাই বুঝি? চিনিতে পারনি বুঝি?

শর্ম্মিষ্ঠা। সে কি কথা মহারাণি!
আমরণ-কিঙ্করী তোমার আমি,
আমারে এমন বাণী কেন?
হীনচেতা মূঢ়া নারী এরা,
রাজদম্পতির তাই শুভ আগমন—
এতই নীরবে বলি'
হীনজ্ঞানে বুঝিতে পারেনি!
আমারে এমন ক'রে বলিলে শ্রীমতি,
পুত্র সনে আমারই যে অকল্যাণ হ'বে!

দেবযানী। তা বটে—তা বটে,—
অনূঢ়ার পুত্রোৎপত্তি কথা,
জিজ্ঞাসা করিলে বটে অকল্যাণ হয়!
এখন কি সুধাইতে পারি—
কুমারী গর্ভেতে ধরে কেমনে সন্তান?
মহারাজা যযাতির—
সুকঠিন শাসনের মাঝে,
হইয়াও সুকঠিন
দুর্ভেদ্য এ প্রহরী-বেষ্টিতা,
দাসীপণে আপনা-বিক্রীতা,
কোন্ মহাপুরুষের অব্যর্থ-ঔরসে,
মোর মাথা খেয়ে
লাজ ধর্ম্ম জলাঞ্জলী দিয়ে
চুপি চুপি হইলে প্রসূতি?
একি পাপ অনুষ্ঠান তব?
এত বল—এতই সাহস?
একবারো ভাবিলে না মনে,
একদিন অবশ্য এ সংবাদ জানিব?
বল—সত্য ক'রে বল,

কেবা তব নায়ক দুর্জ্জন ?

শর্ম্মিষ্ঠা। আগে শোন দয়াময়ী দেবি !
এ সন্তান পাপের সন্তান যদি হয়,
আমারে পুত্রের সনে
যাহা দণ্ড দিবে তাই শিরোধার্য্য হ'বে।
সুপূজ্য শ্রীপদ দু'টি স্পর্শ করি' কহি,
নহি আমি স্বধর্ম্মে পতিতা,
নহি নহি কুল-কলঙ্কিনী —
পাপের ঔরসে জন্ম নন্দনের নয় !
সুখদ-বসন্তকালে—
রমণীয় নিকুঞ্জ-কাননে ব'সে আছি,
ছিনু ঋতুস্নাতা—অতীব পবিত্রচেতা !
দৈবযোগে আসিলেন জনেক তাপস,
জ্যোতির্ম্ময়-দেহী—বেদবেদাঙ্গপারগ—
মহামুনি, অবিরাম মুখে ব্রহ্মবাণী !
ভক্তিভরে করিলাম আতিথ্য-সৎকার,
নারীধর্ম্ম রক্ষা হেতু,
মনোবাঞ্ছা করেন পূরণ।
অন্য কোন ভাব মনে ছিলনা ছিলনা,
ভুলি নাই প্রতিজ্ঞা আমার !
সুখৈশ্বর্য্য অভিলাষ কি আছে আমার ?
আমি চিরসন্ন্যাসিনী কিঙ্করী তোমার ;
এতই সাহস মোর বুকে—
তোমার বিরুদ্ধবাদী হ'ব ?
যেমন জন্মিল পুত্র, সেই দিন প্রভো,
রাজপদে করিতাম সন্তান অর্পণ,
অকপটে সব কথা বলিতাম খুলে,—
এই কার্য্য সর্ব্বাগ্রে উচিত ছিল মম ;

কিন্তু মহারাণি!
কোন মতে হ'ল না সাহস,
এতদিন তাই আছি নীরব হইয়ে।
আজ বড় সৌভাগ্য আমার,
গৃহে ব'সে রাজারাণী পাইনু দর্শন।
আমি ভিখারিণী,
রাজ-পূজনীয় যোগ্য—
মণি-মুক্তা-প্রবাল-জড়িত,—
কোথা পাব রাজ-সিংহাসন?
তুমি যা দিয়ে'ছ কৃপা ক'রে,
তাহাতেই ব'স দেবি, ব'স নরদেব!

যযাতি। আহা, আহা,
কঠিন পর্ব্বত গ'লে যায়
শর্ম্মিষ্ঠার মধুর কথায়!
আর আমাদের ক্রোধ নাহি তোমা প্রতি,
বড় প্রীত হইনু আমরা!
প্রাণ খুলে করি আশীর্ব্বাদ,
সুসন্তান কোলে করি চির-নির্ব্বিবাদে,
অপার সত্যের সিন্ধু পার হও সতি!

দেবযানী। শোন সখি!
নারী-ধর্ম্ম সংরক্ষণ আশে,
মহাধর্ম্ম মনে মনে পূজি'
এই ধর্ম্ম ক'রে থাক যদি সম্পাদন,
তাহাতে আমারো আর নাহিক আক্রোশ,
পরম পুলকে পরিতোষে
কহি আমি শুন লো রূপসি!
জন্ম জন্ম পুত্র কোলে করি,
করহ যাপন এই সংসার-শর্ব্বরী।

কিন্তু হে সুন্দরি!
মনে বড় হয় কৌতুহল,
সে ঋষির গোত্র, নাম, আভিজাত্য কিবা?
দেবশিশু সম—
অনুপম নন্দন তোমার,
কোন্ কুল ক'রেছে উজ্জ্বল?
এ সকল আছে ত সংগ্রহ?

শর্ম্মিষ্ঠা। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রায় জ্যোতিষ্মান হেরে—
ঋষিবরে, এ সকল জিজ্ঞাসা করিতে
একবারো হ'ল না সাহস;
দেবমায়া মহিমা প্রভাবে—
অন্তর্ধান হ'লেন নিমেষে।

দেবযানী। ভাল,
তাহাতেও কিছু মাত্র নাহি ক্ষোভ মম।
বুঝিলাম বচনে তোমার,
পরম ঔরসশ্রেষ্ঠ—
অবশ্য হ'বেন তিনি কোন মহাজন।
মন খুলে মার্জ্জনা করিনু তোমা!

শর্ম্মিষ্ঠা। তবে—তবে ধর মহারাণি!
এক বিন্দু প্রেম উপহার!
আমি গো পথের কাঙ্গালিনী—
এ সংসারে কি আছে আমার বল,
যাহা তব পা দু'টিতে তুলে দিতে পারি?
অভাগিনী-হৃদয়ের এই মণিমালা,
এই বিন্দু স্নেহের প্রাণের রত্নটিরে—
পায়ে ফেলে দি'নু,
পা হ'তে কোলেতে তুলে নাও,
একবার দেখি—প্রাণ পূরে আঁখি ভ'রে দেখি,

দুখিনীর জনম সার্থক হ'ক আজি !

দেবযানী। কেন ভগ্নি, এত কথা বল ?
তুমি কি আমার পর ?—
তোমা চেয়ে তোমার সন্তান
আমার অধিক আপনার !
আহা,
পুত্র তোর বুকে ক'রে হৃদয় জুড়াল !
মহারাজ ! দেখ ক্রমে রজনী বাড়িল,
আজ আর রাজপুরে গিয়ে কাজ নাই,
এস এস শর্ম্মিষ্ঠার হই হে অতিথি !

শর্ম্মিষ্ঠা। আহা, আমি বড় ভাগ্যবতী,
এত দয়া দেবীরাণি ! কিঙ্করীর প্রতি ?
বড় ভাগ্য—বড় ভাগ্য মম,
ধন্য আমি সার্থক জনম।

দেবযানী। রাজপুরে পাঠাও সংবাদ মহারাজ,
ধাত্রীরে বিশেষ ক'রে বলিয়া পাঠাও,
যদু ও তুর্ব্বসু অতি শিশু,
মা ছেড়ে রহিবে তারা আজ,
কোন ক্লেশ নাহি পায় যেন !

সকলে। জয় জয় মহারাজ—জয় মহারাণি !

—

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শয়ন-কক্ষ)

(দেবযানী নিদ্রিতা, ধীরে ধীরে যযাতি জাগরিত হওন)

যযাতি। এই ত নির্ব্বাক নিশী ঘুমে বিমোহিনী,
বিমোহিনী দেবযানী নিদ্রায় বিভোরা!
সুসময় এই ত আমার—
যাই তবে একবার দেখে আসি তারে,
একবার শর্ম্মিষ্ঠারে বুকে ধ'রে আসি।
উঃ—সে দিন কি বিপদের ভয়ঙ্কর দিন!
শমী মহা বুদ্ধিমতী,
কেমন কৌশল ক'রে কাতরে বিনয়ে—
দেবীরে ভুলায়ে দিল,
তা না হ'লে সেই দিন(ই) দেবযানী-কোপে—
শর্ম্মিষ্ঠা শিশুর সনে ভস্মসাৎ হ'ত,
আমাকেও বিষম গঞ্জনা পে'তে হ'ত।
এক মাত্র ভরণার অব্যর্থ কৌশলে
এতকাল র'য়েছে গোপন।
সেই দিন হ'তে দেবযানী,
প্রতি পদক্ষেপ মোর করিছে গণনা,

অহর্নিশী চোখে চোখে রাখে ;—
এমনি অলক্ষ্যে চেয়ে দ্যাখে,
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠি!
যাই হোক্—কপালে যাহাই থাক্,
আজ একবার যাব,
চুপি চুপি বনবৃক্ষ অন্তরাল দিয়ে—
আমার সৃজিত সেই নবপথ ধ'রে,
নিমেষের তরে দেখে আসি।
ইতিমধ্যে যদি দেবী জেগে উঠে পড়ে,
তা হ'লে ত বিষম বিভ্রাট!
এ নিশীর অন্তর্দ্ধান কেমনে বোঝাব?
দেখিতে দেখিতে আহা, শর্ম্মিষ্ঠা যুবতী,
পুত্রত্রয় হইল প্রসূতি,
এ সংবাদ কিছুই জানে না দেবযানী,
ছি ছি! আমি বড় অবিশ্বাসী!

(নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি)

একি একি!
শান্তিময়ী ঘুমন্ত-হিল্লোল জাগাইয়ে,
কেন উঠে দূর বংশীধ্বনি?
প্রেমের পুলকভরা আবাহন-গান—
গোপনের নায়ক-নায়িকা-মিলনের—
অতি ধীর মৃদু মন্দ সাঙ্কেতিক তান!
দূর-বংশীধ্বনি শুনি—
কেন এ জড়তাময় নিদ্রিত হৃদয়খানি
হইতেছে পুলকে নর্ত্তন ঘন ঘন?
দেখি দেখি গবাক্ষ হইতে,
কোন কিছু দেখিতে পাবনা?

(গবাক্ষ দিয়া দর্শন)

যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু অন্ধকার!
উপস্থিত নয়নের তীক্ষ্ণতার চেয়ে,
শ্রবণের ক্ষমতা অধিক।

(নেপথ্যে পুনঃ পুনঃ বংশীধ্বনি)

অনুমান সত্য কি আমার?
শর্ম্মিষ্ঠার আশ্রমের দিকে
দূর-বংশী বাজিয়ে উঠিল!
তবে কি আমারো মত বিরহ উত্তাপে—
ঝলসিতা হ'য়েছে কোমলা?
মিলনের আশে বংশীস্বরে
করিছেন আবাহন মোরে?
তবে যাই—ছুটে যাই;—
অবশ্য ভরণা দূতী নিকটেই আছে,
তার মুখে সকলি শুনিব।

(দেবযানীর নিকটে আসিয়া)

বিষম ঘুমের ঘোরে প্রণয়িনী মোর,
বিভোর বিভোর অচেতনা!
কতক্ষণ দেরী হ'বে? এখনি আসিব!

(প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। অবাক্—অবাক্!
রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, বাক্য, নাম গন্ধ—
কিছু নাই—কিছু নাই।

মজা কেবল আপন মনে থাকা একাকী—
নৈলে—চোখ্ বুজেছ কি,
অম্‌নি দে'ছে ফাঁকি!
যখন—এমন তাড়াতাড়ি,
যখন এমন বাড়াবাড়ি,
তখন—জানাজানির আর কি থাকে বাকী?
এঁ্যা, ফস্ ক'রে জাগিয়ে দেব নাকি?
ব'লে ফেলি চেঁচিয়ে,
মাগী মরুক খানিক হাঁপিয়ে!
না বাবা চেপে যাই,
এখন অত গোলযোগ ক'রে কাজ নাই।
ঝাঁ ঝাঁ ক'চ্ছে রাত নিশুতি,
ছেলে নিয়ে ঘুমায় যত পোয়াতী,
এখনি একটা হুলস্থূল প'ড়ে,
রাতটা যাবে ছিঁড়ে খুঁড়ে।
যে উগ্রচণ্ডা মাগী,
করিয়ে দেবে এখনি সর্ব্বত্যাগী!
ভাবটা ছিল কতই তখন অপার অগাধ,
এখন একেবারে হাতখানেক আর সম্নি' সম্নি' কাঁদ!
আজ্‌কের কাণ্ড দেখে,
বোধ হ'চ্ছে থুয়ে রেখে—
হেঁটে না হোঁচোট খেয়ে মত্তে হয়!

(দেবযানীর ঘুমন্ত-পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন)

এই—এই! সাম্লে রে সাম্লে,
চোখ্ চেয়ে ফেল্লে বুঝি ফেল্লে!
দুর্গা বল—দুর্গা বল—
কপাল ভাল—কপাল ভাল,

অগ্নি হ'য়েই জুড়িয়ে গেল!
এখনো ত দেখ্‌ছি অনেক রাত,
অনেক দেরী এখনো প্রভাত!
মিছে কথায় আর কাজ নাই,
দেবযানীরে মায়ায় ভোলাই,
খানিক ভাবের খেলা খেলি।

(দেবযানীরে ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া)

মা! মা!

দেবযানী। কেন বাবা!

নিত্যানন্দ। কেমন আছ মা?

দেবযানী। একদিন(ও) ভাল নই বাবা!

নিত্যানন্দ। কেন—কেন?
এত কি অসুখ মা তোমার?

দেবযানী। আদ্যোপান্ত জান ত সকলি,
কোন্ কালে কোন্ সুখে হ'য়েছি সুখিনী?

নিত্যানন্দ। জ্ঞানের প্রারম্ভ হ'তে অদ্যাবধি বাছা,
একদিন(ও) পাওনি' কি সুখ?

দেবযানী। কি মোহ কি প্রপঞ্চের বলে,
ইন্দ্রজালে বাল্যকাল কেটেছে আমার,
তা কি তুমি ভুলে গেলে পিতা?
কাননের মুক্তচেতা-হরিণীর প্রায়,
শূন্যপ্রাণে উদ্দেশ্য-বিহীন অভিপ্রায়ে—
ভ্রমিতাম লক্ষ্য-শূন্য ভাব-গান গেয়ে!
সুখদ সে ভাব-পূর্ণ সুন্দর সময়ে—
কি স্বর্গের স্বপ্নটুকু প্রাণে পূরে দিলে,
সে কথা ত ভুলিবার নয়?
জীবনের সেই ত প্রকৃত সুখকাল!

সেই সুখ যদি পিতা, অবচ্ছিন্ন-ভাবে—
ঢেলে দিতে আজীবন সহস্র-ধারায়,
তা হ'লে এ ত্রিসংসার-মাঝে,
কে আজ সুখিনী মোর মত ?

নিত্যানন্দ। আবার সে কথা কেন তোল মা আমার ?
সে কথা এখন ভুলে যাও !
এসেছ রাজার ঘরে,
রাজ-সিংহাসনে—
ব'সেছ মা রাজরাণী হ'য়ে,
পতি পুত্র ল'য়ে,
এমন সোণার ঘর কর ;
এখনো সে কথা মনে নিয়ে,
কেন বৃথা আত্মারে অসুখী কর বাছা !

দেবযানী। বাবা,—তুমি চির-ব্রহ্মচারী,
তেয়াগী-পুরুষ,
তুমি কি বুঝিবে দেব ?
স্বর্গের সে স্বপ্নময় মূর্ত্তিটি লইয়ে,
বৃক্ষতলে যদ্যপি সংসার পাতিতাম,
কখন না চাহিতাম ছার রাজ্যসুখ।
বুক যে আমার ভেঙ্গে গেছে,
সংসারের প্রথম প্রবেশ-পথে
এই দেখ কি বিষম বাধা !
ভিত্তি যার হেন সারহীন,
সে ভবন কেমন সুদৃঢ়,
অনুভাবে বুঝিতে ত পার ?

নিত্যানন্দ। ভাল, বুঝিলাম সব ;
এখনো কি সে অসুখ মনে ?

দেবযানী। প্রকৃত সংসার-সুখ পাব না কখন,

সংসারে আমার সুখ নাই,
যদি কভু এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে পাই,
তা হ'লে কি হয়,
জানি না মঙ্গলময় প্রভো!

নিত্যানন্দ। সে দিন কি ত্বরায় আসিবে মনে ভাব?

দেবযানী। হইলে অনন্যমনা—
সমুচ্ছ্বাসে প্রাণ প্রবাহিলে,
মনে হয় সে দিন আগত প্রায়!
পরক্ষণে ভুলে যাই,
নেহারিয়ে পতি-পুত্র-মুখ।

নিত্যানন্দ। কিছু দিন ভুলে থাক বাছা,
অচিরে সুখের দিন আসিবে তোমার।
স্বভাব নিদ্রার ঘোরে পুনঃ মগ্ন হও।

(ভরণার প্রবেশ)

ভরণা। কতদূর কি বুঝ্‌লে?

নিত্যানন্দ। সবই ত বুঝ্‌লুম,
কাট্‌লে এ মায়ার ঘুম,
আপ্‌না হ'তে আপনি জেনে যাবে।
তবু আমি বুঝ্‌লেম, আর দেরী নাই,
বুঝ্‌লে ভাই?

ভরণা। তবে চল হেথায় হ'তে যাই!
বনের ভেতর কুঞ্জ মাঝে,
যযাতি ব'সে আছে যুগল সাজে!
এখন ত্বরা ক'রে নাও,
কাল্‌কেই হাতে হাতে দাও ধরিয়ে দাও!

নিত্যানন্দ। সেই ভাল, এখন চল!

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অশোক-কাননাশ্রম।

(উপবন)

দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু।

গীত।

হাম্বীর——দাদ্‌রা।

হৃদয়ে সাধ আকাশ পানে
কেবলি চেয়ে রই,
আকাশ কেমন সৃজন করে
রং ছবি কতই !
মেঘগুলি সব ভেসে ভেসে
যাচ্ছে কত দেশ বিদেশে,
আপনাভুলি আকুল-প্রাণে
কতই কথা কই।
সাধ হয় ঐ মেঘে চড়ে,
বেড়িয়ে বেড়াই উড়ে উড়ে,
তারার মালা বুকে ধ'রে,
জ্যোতির্ম্ময় হই ;—

চাঁদ-মণিটির টিপ্‌টি প'রে
নিচের দিকে চেয়ে,
নিচের যাদের ফেলে এসেছি,
গান গেয়ে ডেকে লই।

(ভরণার প্রবেশ)

ভরণা। গান কিন্তু সে দিনের মতন হ'ল না!

দ্রুহ্য। এই যে সখীমা?
কি—বা জানি, কি—বা গান শিখেছি আমরা!
সে দিন যে ভাল হ'য়েছিল,
সে কেবল তুমি বল।
এ গানও ত তুমি শিখায়েছ?

অনু। এর চেয়ে ভাল গান হ'বে না মোদের।
সখীমা,—আজিকে আর একটি বলনা?

ভরণা। আজ নয়—আজ নয়—কাল শিখাইব;
পুরাতন গানগুলি বল দেখি শুনি?

পুরু। আজ না নূতন গান শিখালে আমারে,
কখন দেবনা ছেড়ে আঁচল তোমার!
বল না—বল না—আর একটি বল না?

ভরণা। ভাল বাছা,
তোমরা নিতান্ত যদি না ছাড় আমারে,
একটি নূতন গান শেখাব সবারে!

সকলে। (সাহ্লাদে)
বল বল, গাও গাও —
আমরা যতন করি নিশ্চয় শিখিব।

ভরণার গীত।

ছায়ানট ——— যৎ।

এ দিন কেমনে কাটে আর!
অতি হীন অতি দীন ধূলি হ'য়ে এ ধরার।
ভীরুর মতন আসি,
ভয়ে ভয়ে কাঁদি হাসি,
জনমে সুখের মুখ দেখিতে না পে'নু আর।
হইয়ে রাজার ছেলে,
পথে পথে কাঁদি চ'লে,
পেলেম না দাঁড়াইতে পিতা ব'লে পদতলে;—
একবার দেখা পাই,
দু'টো কথা ব'লে যাই,
সুমুখে দাঁড়ায়ে তাঁর শুধু সাধ কাঁদিবার,
কে কোথা হ'য়েছে ছেলে অনাদর উপেক্ষার?

পুরু। একি গান! এ গান চাহিনা!
আমাদের সনে
যে গানে সম্বন্ধ কিছু নাই,
সে গান আমরা নাহি চাই!
ভরণা। কি ক'রে জানিলে বাছা?
এ গানের সনে
তোমাদের সম্বন্ধ-বন্ধন কিছু নাই?

দ্রুহ্য। আমরা রাজার ছেলে ?
আমাদের দিন কাটেনাক' ?
আমরা ধরার ধূলি ?
আমরা তিনটি ভাই রাজপুত্র হ'য়ে,—
পথে পথে কেঁদে সবে ফিরি ?
আমাদের পিতা মহারাজা ?
হাঁ সখীমা,
আমরা তাঁহার পুনঃ উপেক্ষার ধন ?

ভরণা। বাছা রে,— তোমরা অতি শিশু,
সংসারের লুক'চুরি-ভাব-চাপা-খেলা,
কিরূপে বুঝিবে বাবা, সরল-হৃদয়ে ?

অনু। সত্য সত্য রাজপুত্র মোরা ?

ভরণা। তোমরা যে রাজপুত্র রাজ্যের সর্ব্বস্ব,
ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রায়
ইহা সত্য,—অতি সত্য কথা!
ভাল, সুধাই তোমায় ;
তোমাদের যদ্যপি জিজ্ঞাসে কেহ,—
"তোমরা কাহার পুত্র—
কোন্ কুল ক'রেছ উজ্জ্বল ?
তোমাদের পিতার কি নাম ?
জাতি, গোত্র, ব্যবসায় কিবা ?"
বল দেখি তবে,—
কিবা পরিচয় দিয়ে
মুখোজ্জ্বল করিবে কুলের ?

পুরু। জননীর মুখে যাহা ক'রেছি শ্রবণ,
তখনি অম্লান-মুখে করিব বর্ণন।

ভরণা। স্পষ্ট ক'রে,—
একে একে সব খুলে বল!

দ্রুহ্য। দানব-কুল সম্ভূতা শর্ম্মিষ্ঠা জননী,
দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা—মাতামহ আমা সবাকার,
মহান্ বণিক-বংশোদ্ভব—
বাণিজ্যের ব্যবসায়ী
যযাতি মোদের জন্মদাতা,—
এই ত মোদের পরিচয়!

ভরণা। পিতৃ-পরিচয় কথা,
কার মুখে শুনে'ছ বাছনি?

দ্রুহ্য। তুমি বল—জননী বলেন?
রাজার দৌহিত্র বটে, রাজপুত্র নই।

ভরণা। আবার আমিই বলি,
জিজ্ঞাসিলে জননীরে,
তিনিও এখনি বলিবেন,—
"নহুষকুল-প্রদীপ মহারাজ যযাতির
পরম ঔরসজাত
তোমরাই তাঁহার কুমার!"
কোন এক অনিবার্য্য কার্য্যোদ্ধার হেতু—
এত দিন এ সম্বন্ধ আছিল গোপন।

দ্রুহ্য। যদি মোরা সত্য সত্য নৃপতিনন্দন,
কেন তবে এতদিন লুকাইয়েছিলে?
কি এমন অনিবার্য্য গোপন-কারণ?
যাহে মোরা শ্লাঘনীয়—মহা-প্রার্থনীয়,
হেন পিতৃ-পরিচয়ে—
আছিনু অপরিচিত?
কেনই বা মহামতি নৃপেন্দ্র যযাতি,
আপনায় নিকৃষ্ট করিয়ে,
সামান্য বণিক বলি
হ'য়েছেন অবিখ্যাত তনয়ের কাছে?

যদি চক্ষু খুলে দিলে,
বল মা—বল মা সব কথা,
বড় ব্যথা পে'নু যে হৃদয়ে!

ভরণা। এ সকল অতি গুহ্য কথা,—
সময় অন্তরে বাছা পাইবে প্রকাশ।
কিম্বা কাজ নাই—
সংক্ষেপে সমস্ত বলি, শুন মন দিয়ে;—
—বাল্যকালে তোমাদের শর্ম্মিষ্ঠা জননী,
দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা প্রাণের নন্দিনী—
মহারাণী দেবযানী সনে,
জলকেলী করেন সরোজ-সরোবরে;
আমিও সহগামিনী আছিনু তখন।
জান কি রাণীর পরিচয়?
এ রাজ্যের মহারাণী যিনি দেবযানী,
তাঁর পিতা শুক্রাচার্য্য,
তব মাতামহকুলে—কুলগুরু,
এই মাত্র ক্ষুদ্র পরিচয়!
দেবযানী যযাতি-মহিষী,
নহেন ক্ষত্রিয়া কিম্বা দানববংশীয়া!

অনু। বল কি সখীমা!
মহারাণী ব্রাহ্মণ-নন্দিনী?

ভরণা। শোন বাবা, মন দিয়ে শোন,
এ অপেক্ষা আরো আছে রহস্য গভীর!

পুরু। তার পর কি হ'ল বল না?

ভরণা। মহানন্দে কন্যাগণ,—
জলকেলী করিছেন পদ্ম-সরোবরে।
হেন কালে কাল মেঘ উদিয়ে অম্বরে,
ঘন ঘোর ঝটিকা উঠিল!

সুকুমারী সত্রাসে সোপানে উঠে আসি'
দেখিলেন, দেবযানী তাঁর পট্টবাস,
দম্ভভরে অপমান করি'—
আপনার বস্ত্র বলি' পরিতে লাগিল।
এ হেন দারুণ অপমান—
রাজবালা কেমনে স'বেন?
অন্তরেতে রোষ-অগ্নি জলিয়ে উঠিল!
তার পর দেখ, কিবা জঘন্য দুর্নীতি!
দেবযানী তব মাতামহে,
যাহা মুখে এল, তাই ব'লে গালি দিল!
তাই শুনে তোমাদের মাতা—
ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে,
স্বহস্তে দেবীর হস্ত পদ চক্ষু বাঁধি'
ফেলে দিল এক অন্ধকূপে।
দৈবের ঘটনাবশে—
পিপাসিত যযাতি নৃপতি তথা আসি'—
কূপ হ'তে উদ্ধার করিল তাঁরে।
এই সম্মিলন-ছলে শুক্রের আদেশ নিয়ে
দেবযানী নৃপ সনে হ'ল বিবাহিতা!
কিন্তু বাছা,
তোমাদের দুখিনী মাতার পোড়াভালে—
হলাহল সমুত্থিত হ'ল!
দেবী সনে বিবাদ কারণ—
শুক্রের আক্রোশ-বহ্নি নির্ব্বাণ কারণ,
রাজার বিচার ফলে
দেবীর কিঙ্করী হ'ল হায় অভাগিনী!
দয়াবান যযাতি রাজন্,
শর্ম্মিষ্ঠারে সংগোপনে বিবাহ করিয়ে—

রেখেছেন অশোক-মন্দিরে !
দেবযানী এ সংবাদ কিছুই জানে না !
ওরে, তোরা বড়ই অভাগা !
রাজপুত্র পরিচয়ে পথের কাঙ্গাল !
বেশ ক'রে এ গানটি অভ্যাস করিয়ে,
রাজারে শুনাবে চল !
রাজারাণী ভ্রমেণ উদ্যানে।
এ গানটি গাহিতে গাহিতে—
প্রথমে তথায় প্রবেশিবে ;
পরে আরেকটি গান—
এখনি শেখাব সবাকারে,—
তারপর রাণী যবে অতি দম্ভভরে,
শুধাইবে পরিচয়,
সেই গানে দিবে প্রত্যুত্তর !
ওই আসে তোমাদের মাতা,
রাজার নিকটে যেতে করিবে বারণ,—
সে বারণ কখন শুন'না,
দেখ' বাবা কথাটি ভু'লনা !

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

শর্ম্মিষ্ঠা। ভরণা,—এমন কাজ কখন ক'র না,
এ অভাগাগণে—
যেওনা যেওনা নিয়ে মহারাজ-কাছে !
ওরে সেথা দেবযানী আছে !
জেনে শুনে জ্বলন্ত আগুনে,
ফে'ল না ফে'ল না পুত্রগণে,—
মা'র প্রাণে দিস্‌নে বেদনা।

ভরণা। আচ্ছা,—তুমি চুপ কর!
মা'র প্রাণ দেখাতে এলেন!
আমি নেকী কচিখুকী কিছুই জানি না!
আমি যাই কি না যাই—সে ইচ্ছা আমার,
এ সব কথায় থেকে কাজ কি তোমার?
তোমা চেয়ে ভাল মন্দ আমি ঢের বুঝি!
তোমার যে কাজ সে ত তুমি করিয়াছ?
এখন আমার কাজ করি।

শর্ম্মিষ্ঠা। না দিদি যেওনা!
এতদিন যে সকল ক'রেছ কৌশল,
সকলি মানিয়ে গেছে।
এ বড় কঠিন কাজ,
এ কাজে কখন তুমি হ'বে না সফল।
যখন জানিবে দেবযানী
যযাতির গোপন-পতিনী আমি,
ভাবিলে যে হৃদ্‌কম্প হয়!
রাজার করুণা বলে
আমি তিন পুত্রের জননী:
যখনি জানিবে এ কাহিনী,
তখনি যে কি বহ্নি জ্বলিবে,
কি যে সর্ব্বনাশ ঘটে যাবে,
একবার অনুভবে ভাব।
ওরে তোরা দুখিনীর অঞ্চলের নিধি!
ঘরে আয়—চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাক্,—
দিস্‌নে দিস্‌নে বুকে ব্যথা,
শুনিস্‌নে ভরণার কথা!

দ্রুহ্য। হায় মা, জননী হ'রে,
কেমনে এমন কথা বল?

তুমি মহারাণী হ'য়ে,
থাকিবে মা এ হেন নির্জ্জনে সংগোপনে ?
মোরা রাজপুত্র হ'য়ে,
পথের ভিখারী প্রায়—
পথে পথে ভ্রমিয়ে বেড়াব ?
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজকন্যা হ'য়ে,
তুমি মা অন্নের কাঙ্গালিনী ?
তবে কি তোমার মতে মাগো,
পিতৃ-পরিচয়ে মোরা নীচমুখে র'ব ?

শর্ম্মিষ্ঠা। ও ভরণা, কি ক'রেছ,
একেবারে সব কথা ব'লেছ শিশুরে ?
ছি ছি ছি! এমনো কাজ করে ?
এতদিন আছিল গোপনে—
জানিত না পুত্রগণ বংশ-পরিচয়,
সব দিক ছিল পরিষ্কার!
এখন কি জঞ্জাল ঘটালে বল দেখি ?
শিশুর ধমনী-মাঝে,
উষ্ণ-রাজরক্ত সদা হয় প্রবাহিত—
শুনিয়ে সকল বিবরণ
আর কি থাকিবে শান্ত রাজপুত্রগণ ?

ভরণা। কেন তুমি এত ভয় কর ?
আমার কি কিছু জ্ঞান নাই ?
শর্ম্মিষ্ঠার ঘরআলোকরা চাঁদগুলি
সত্যই কি রাহুমুখে ধ'রে দিতে যাই ?
অশুভ ভেবনা ভাই,
তুমি ঘরে যাও—
ঘরে গিয়ে স্থির হ'য়ে সব দেখ ব'সে,
ভরণা কি কাজ ক'রে আসে!

চাঁদের কিরণ-মাখা—এই মনোহর
তিনখানি সুধামুখ হ'তে,
রাজারাণী প্রাণ-বিদ্ধকরা—মন-মাতোয়ারা
গানের ফোয়ারা—
সহস্র ধারায় যখনি বর্ষণ হ'বে—
তখনি আমার কার্য্য শেষ হ'য়ে যাবে!
ভগবান সহায় আমার,
ছার মানুষেরে এত ডর?
তুমি যাও—যা হ'বার হ'বে!

শর্ম্মিষ্ঠা। ওরে, আর আমি কাঁদিতে পারি না,—
কেঁদে কেঁদে চক্ষু মোর অন্ধ হ'য়ে গেছে,
ভরণারে,—বুক চিরে দ্যাখ্,
কত দাগ আঁকা আছে প্রাণে!

দ্রুহ্য। শুভ যাত্রাকালে—
যদি মা এমন ক'রে কাঁদ,
তা হইলে সেখানেও আমরা যাব না,
তোমারো নিকটে আর কখন যাব না।
হেন অপমান প্রাণে ধ'রে—
কলঙ্ক-পর্ব্বত বুকে ক'রে,
এ সংসারে থেকে কিবা ফল?
জনমিয়ে জননী-জঠরে—
জননীর দাসীপনা
ঘুচাতে যদি না মোরা হইনু সক্ষম—
ছার পুত্রে কি কাজ তোমার?
ছি ছি ছি ছি! কি লজ্জা কি কলঙ্কের কথা!
পিতৃ-নাম মুখে অনিবারে,
পিতৃ-বংশ পরিচয় দিতে এ সংসারে,
এতটুকু স্বাধীনতা আমাদের নাই?

মাগো,—স্থির জেনো,—
এ জগতে যত জীব আছে,
পিতৃধনে আছে মা সবার অধিকার।
আমরা এমনি ভাগ্যহীন,
পিতৃধন দূরে থাক্ মাতা,
পিতৃনাম মুখেতে আনিতে,
এতেও কি আমাদের নাহিক ক্ষমতা?
ভাল, তাও যদি হয়;
যদি আমাদের হায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই শিশু কায়
দয়াময়ী রাণী-কোপে ভস্ম হ'য়ে যায়?
তাতেই বা ভয় কি জননি!
পরম পুলকে পরিতোষে,
হেসে হেসে দাঁড়াইব তিন ভাই মিলে,
হেসে হেসে প্রাণ দিব পিতৃ-পদতলে!
মোছ মা চক্ষের জল—আশীর্ব্বাদ কর,
পিতৃধনে অধিকারী হই যেন সবে!

ভরুণা। ও শর্ম্মিষ্ঠা, ঘরে যা লো!
ছেলেদের কথা শুনে
আমারও যে চক্ষে জল এল?
কেটেছে দুখের দিন—
উদয় সুখের দিন,
দীননাথ দিন দে'ছে তোর!
সব দুঃখ দূরে যাবে পুত্রগণ হ'তে!
ভয় কি? সাহসে বুক বাঁধ,
হিত সাধ' আপনার আজ!

শর্ম্মিষ্ঠা। একান্তই নিয়ে যাবে দিদি?
কখনই মানিবে না নিষেধ আমার?

তনয়ের সনে,
আমার সমস্ত ভার তোমার উপর,
যা জান—তা কর,—
ফের্ যেন ফিরে পাই হারানিধি কটি!
তবে চল,
মনমত ক'রে সাজাইগে পুত্রগণে!
রাজপুত্র রাজার দর্শনে যাবে,—
উচিত সর্ব্বতোভাবে রক্ষিতে সম্মান।

ভরণা। এই ত মায়ের মত কথা!!

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজোদ্যান)

নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ। ভরণার মনের মানস—
এতদিনে সফল হ'তে চ'ল্ল।
ও যে কুহকিনী,
ও'র কুহকে পা দিয়েছে যে,
অমনি সে দম্ আট্‌কে মরেছে!
এঁ্যা!—যা বল্লে—তাই কল্লে?
বিধাতার বিধান-খানা উল্‌টে দিলে?
শর্ম্মিষ্ঠা, রাজার মেয়ে হ'য়ে—
হ'ল দাসী!
দাসীত্বের ফাঁসী প'রে—
দেবযানীর পাদপদ্মে বিকিয়ে র'বে জনম ভোরে;—
এই ত হ'চ্ছে বিধির লেখা।
অমোঘ-লেখা মুছে ফেলে,
পা' থেকে মাথায় তুলে—
কল্লে কিনা যযাতির সোহাগিনী রাণী?
আবার আজ্‌কের যা' চক্রান্ত,
এ'তে যযাতির নির্ঘাত প্রাণান্ত!

রাজারাণী আমোদ ভরে বেড়াবে—
ছেলে নিয়ে হাতে নাতে আজই ধরিয়ে দেবে;—
তখন কি যযাতির আর রক্ষা থাক্‌বে ?
মানুষের কি মন দেখ !
কাজ নে'বার সময়,
হাতে ধ'রে পায়ে ধ'রে—যেমন ক'রেই হয়—
কাজটা আগে বাগাবে,
তারপর যা' ভেড়ো, কলা খে'গে !
আমাদের এই প্রেমিক-প্রবর-রাজাটিও তাই।
দেবযানীর রূপ-সাগরে ভেসে—
যখন বিয়ে কল্লেন এসে,
তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রাখেন্‌নি,
দিব্য-শপথ কিছু বাছেন্‌নি !
বলি পুরুষ !
এখনো ত আস্‌ছেনাক হুঁস;—
শ্বশুর ম'শা'র নিষেধটা কি কিছু মনে নেই ?
এখন ত না'চ্ছ খুব ধেই ধেই !
আজই ত ধরা পড়্‌ছ,
তার কি উপায় ক'চ্ছ ?

(যযাতির প্রবেশ।)

যযাতি। নিত্যানন্দ ! মনে বড় হ'তেছে সন্দেহ !
এ সংসারে—কে ভাল কে মন্দ ?
কে বড়—কে ছোট,—
এ দু'টো বিচার করা বড়ই কঠিন।

নিত্যানন্দ। এ তর্কটা উঠ্‌বে এখন দিন দিন ;
ভাল-মন্দটা দু'পাশে নিয়ে—
দু'দিকে থুয়ে,

মধ্যখানে শুয়ে শুয়ে—
এ ভাবটা উঠ্‌বে এখন বটে!
কিন্তু, যে'টা এঁকে যায় মনের পটে—
শেষে ঘটে,—
সেইটেই র'য়ে যায়,
আর আগেরটা শেষকালে পস্তায়।

যযাতি। ভূত-বর্ত্তমান নহে কথা,
ভাল মন্দ কি হয় বিচার-ফল, বল!

নিত্যানন্দ। কেমন ক'রে বুঝ্‌ব বল?
মানুষ ত আর একটা রকম নয়,
এক রকম সখের ত সৌখিন সব নয়?
কারুর দুঃখের উপর—কারুর সুখের উপর সখ।
মহারাজ যে দুঃখটাকে ক'ষে মেজে,
বুকে রেখে চক্ষু বুজে—
ভোগ ক'চ্ছেন বুঝে সুঝে!
বলুন তবে কে কার স্বামী?
ও—আমার মতন আমি—তোমার মতন তুমি!

যযাতি। কোথা হ'তে কোন কথা আন?
হইতেছে ছোট বড় বিচারের কথা,
এ কথায় বাজে কথা কেন?

নিত্যানন্দ। এটা যদি বাজে,
ত কোন্ কথা কাজে?
মহারাজ! বল দেখি বুঝে?
বুকে যেটা বাজে—সেইটে মনে রাজে—
না—বসন্তের হাওয়ার মত দিয়ে হামাগুড়ি,
এসে—বুকে দে' যায় গুড়্‌গুড়ি!
কোন্‌টা ভাল লাগে—
শেষ কোন্‌টা মনে জাগে?

যযাতি। অনায়াসে বুকে যারে পাই,
তারে ভাই,
হৃদি হ'তে কখন না কখন হারাই ;—
কিন্তু যেটি' আয়াসের ধন,
বহুকষ্টে হ'য়েছে অর্জ্জন ;
তাহারে চিন্তন—নিশ্চয় প্রাণের সাধ !
যে রতন মস্তকে উষ্ণীষ হ'য়ে জ্বলে,
অনেক সময়ে তারে যেতে হয় ভুলে ;—
কিন্তু যেটি' সহস্র-কিরণে,
হৃদয়ের হৃদয়ের মাঝে—
সযতনে হয় প্রতিভাত.
তুমি জ্ঞানী সহৃদয় ;—
প্রাণ দিয়ে বল দেখি তবে,
সে রতন কত সারবান ?
বল, সত্য কথা বল !

নিত্যানন্দ। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ উপমা,
মনের মত—অনুপমা।
মাথার যখন জ্বলে,
তুমি নিজের মানুষ—পরের মানুষ ত নও,
নিজ-নজর কি সেথায় কভু চলে ?
কাজেই পরের মাথার জিনিস—
রত্নের উষ্ণীষ !
তা'তে যখন জ্বলে মণি,
বলি, বুঝ্‌লে কি গুণমণি ?
পর এসে নজর দেবে তা'তে !
আর বুকে তোমার আপনার মণি ভাতে !!
তা'তেই থাক মেতে !!!
বস্ বস্ চূড়ান্ত—

হ'লে তুমি দৃষ্টান্ত !!

যযাতি। ওঃ—বুঝেছি এখন,
শর্ম্মিষ্ঠার কথা নিয়ে কর পরিহাস।
তা'তে আমার কি দোষ ?
এ যে তব অন্যায় আক্রোশ ভাই ?
সুন্দরী যুবতী, তা'তে যথার্থই সতী !
যযাতি সর্ব্বস্ব তার,
যযাতিই পতি তার,—
যযাতি তাহারে তবে ভালবাসিবেনা ?
জ্যেষ্ঠারাণী দেবযানী বড় গরবিনী,
তাঁর সনে প্রাণ খুলে হয় না প্রণয়।
সদা ভয়—পাছে ত্রুটি হয়—
সুশৃঙ্খল সুনিয়মে হয় ব্যতিক্রম ;
সীমায় আবদ্ধ ক'রে সদা রাখে মোরে,
ভাবের অসীম-পথে বড় দেয় বাধা।
যতটুকু প্রয়োজন, সেই মত আয়োজন,
প্রেমে কি কর্ত্তব্য চলে ভাই ?

নিত্যানন্দ। আমিও ত বল্‌ছি তাই ;
বড়রাণী ত মানুষ নয়,
কোথাকার এক ছেমোচাপা একগুঁয়ে মেয়ে !
দেখ না—দৃষ্টি দিয়ে চায়,
হাসি কান্না—ভাল মন্দ বোঝা কি তার যায় ?
ধরার মানুষ তুমি—
যতটুকু চল্‌তে পারে তারি মতন স্বামী,
বেশী চাইলে পাবে কেন বল ?
তুমি যোগ্য যার,
মিলেও গেছে তার,
চাচ্ছ যত—পাচ্ছ ত'ত, সেই ত তোমার ঠিক,—

সেই ত তোমার প্রাণের অধিক।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। মহারাণী দেছেন সংবাদ,
পতি-পুত্র সনে—
যা'বেন ভ্রমণে আজি গহন-বিজনে,
নিবেদন জানালেন রাজপদে!

(প্রস্থান)

নিত্যানন্দ। খাম্‌খেয়ালী-প্রাণ,
যখন যা চান্;—
রকম রকম তর বেতর উঠ্‌ছে কতই তুফান।

যযাতি। এই দেখ নিত্যানন্দ,
কখন্ কি ভাব খেলে,
কখন্ কি ভাবে চলে,
অদ্যাপিও কিছু না বুঝিনু।
সখা, তুমি হও অগ্রসর,
তুমি যত রাণীর মনের ভাব বোঝ,
আমি ত'ত বুঝিতে পারি না।
বিজন-ভ্রমণ—
কথা কিন্তু খুব ভাল নয়!
যাও ভাই, বেশ ক'রে বোঝ।

নিত্যানন্দ। যে খামখেয়ালী-লোক,
তার নাগাল পেতে পেতে উল্‌টে না যায় ঝোঁক!

(প্রস্থান)

যযাতি। আবার আবার কেন বিজন-ভ্রমণ?
আবার কি হেতু হেন ভাব বিপর্য্যয়?

বারবার প্রতারণা কেমনে লুকাব ?
প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ ভাব-ছবি—
কেমনে আবদ্ধ রাখি সঙ্কীর্ণতা-মাঝে ?
হায় মহারাণি !
তোমার সহানুভূতি পাব কি জীবনে ?
শর্ম্মিষ্ঠারে ভালবেসে যদি সুখী হই,
কেন তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী তায় ?
শর্ম্মিষ্ঠা যেমন তব প্রিয়,
আমারও প্রেমময়ী প্রিয়া—সেই মত ;
তুমি কেন তবে প্রতিবাদী ?
আহা,—কত প্রিয় কতই সুখের হয়,
শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী ছবি দুইখানি—
এক হ'য়ে এক প্রাণে যদি মিলে যায় ;
যদি দোঁহে পরস্পরে—
প্রকাশ্যে প্রেয়সী হ'য়ে
দুই পার্শ্ব করে অলঙ্কার !
তাও কি হয় না ? সব হয়—
দেবযানী যদি শান্ত হয়।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজোদ্যান-সন্নিকটস্থ কানন)

ভরণা।

ভরণা। দেখিব ব্রাহ্মণ-কন্যে কত তেজ ধর,
কত রিষ—কত হিংসা—কত অভিমান,
ওই পোড়াপ্রাণে পোরা আছে!
কত রাগ সতিনীর প্রতি,—
সপত্নীকণ্টক-ত্রয় কত বিষ মাখা,
আজি তার বোঝা যাবে।
মানবি! হৃদয়ে তোর কত হলাহল,
রক্তনেত্র তপ্ত-জ্বালা কত উগারয়,
কত বল—কতই চীৎকার—
কতই বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলন্ত তোমায়,
প্রাণ ছেড়ে কর বরিষণ,
মোহিনি! মোহন-বাণ কত জান তুমি!
এইবার হান দেখি?
অন্নদাসী ছিলি তুই এতকাল যার,
আজি সেই শর্ম্মিষ্ঠার—
বাল্যকাল আবার এসেছে ফিরে!
রাজকন্যা রাজরাণী হ'য়েছে এখন,
আর তোরে ভয়?
কার ভয়ে কে আজ পালায়—
সবাই দেখিবে স্থির হ'য়ে!

ওই যে ওই যে আসে,
সোহাগিনী সোহাগে গলিয়ে স্বামীসনে।
ওই—ওই—মুখপোড়া নিত্যানন্দ আসে—
তিনটে ছেলের হাত ধ'রে!
পশ্চাতে শর্ম্মিষ্ঠা-প্রাণ যযাতি রাজন—
কি জানি কি ভাব চেপে আসে।
এই সন্ধিস্থান!!—
এই স্থানে—এই মন্ত্রপূত-স্থানে—
যখনি দাঁড়াবে,
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রত্রয় সব ভেঙ্গে দেবে,
তখন কে রাখিবে তোমায় দেবযানি?
যাই—সময় সন্ধান করি!!!—

(প্রস্থান)

(যযাতি, দেবযানী, যদু, তুর্ব্বসু এবং
নিত্যানন্দের প্রবেশ)

দেবযানী। ——বার বার জিজ্ঞাসা ক'র না মহারাজ!
পতি-পুত্র সনে—এসেছি বিজনে,
এতে আর কারণ থাকিতে পারে কিবা?

যযাতি। না না, তবে অকস্মাৎ—

দেবযানী। না না—
অকস্মাৎ আচম্বিত এতে কিছু নাই!
বিজনে বড়ই শান্তি পাই,
সর্ব্বদাই বিজনবাসিনী হ'তে চাই,
তাই নাথ, বিজনে এসেছি!

নিত্যানন্দ। তা মন্দ নয় মহারাণি!
দিন কাল পড়ছে যেমন,

মিল্‌ছে তেমন স্বজন,
স্বজন চেয়ে বিজন এখন ভাল !
মহারাজ, মহারাণী বল্‌ছে ভাল !

দেবযানী। বাস্তবিক হে জ্ঞানপ্রবীন !
দিন দিন কোলাহলে কাণ ঝালাপালা।
চারিদিকে জনস্রোতঃ—কর্ম্মস্রোত ওতঃপ্রোত,
নিয়তই অভিযোগ—বড় গোলযোগ !
শস্তি-ঢালা বিজন-প্রদেশ—
নাহি ক্লেশ-লেশ,
সুখাবেশে ভাসে প্রাণ মন।
নরনাথ !
এতে কি স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাণে আনন্দ না পাও ?

যযাতি। যেথা তব প্রাণানন্দময়ী-মূর্ত্তিখানি,
গহন হ'লেও তথা রাজত্ব আমার।
নিত্যানন্দ যেথা—সদানন্দ সেথা,
এ কথা কি আবার বলিতে হয় প্রিয়ে ?

নিত্যানন্দ। তার সাক্ষী মহারাজ !
রাজকুমার দু'টি—হেসে লুটপুটি,
ঘন ঘন আমার মুখের পানে চায়।
যে গান শিখেছে ওরা শিক্ষকের ঠাঁই,
ওরা চায়—সেই গান গায় !

দেবযানী। কি গান শিখেছ বাবা—শিক্ষকের কাছে,
গাও দেখি ?
বিজনে সুরের বীণা দু'টি—
একতানে করুক ঝঙ্কার—
হৃদয়ের অন্ধকার দূর হ'য়ে যাক্ !

যদু ও তুর্ব্বসুর গীত।

দেশ ——— ঠুংরি।

আমি এসেছি হেথায়,
ওরে তোরা দু'টি ভাই আয়।
চাঁদমুখে চুম দিয়ে,—কোলে ক'রে বুকে নিয়ে,
ভোর ক'রে রেখে দিব তোমা দু'জনায়,
সাধের সোণার ধরা দিব, নিবি আয়।

দেবযানী। ওরে, তোরা কোথায় শিখিলি এই গান?
হেন স্বার্থত্যাগ কার?
কে তোদের বুকে ক'রে বিশ্বরাজ্য দেবে?
ভাবহারা দেবীর সন্তান তোরা,—
কে হেন ভাবুক মহাত্মন—
চাঁদমুখে চুম দিয়ে
ভোর ক'রে রাখিবে তোদের?
ধরার মানুষ ওরে সে কভু না হ'বে!
বল্ বল্ কেবা সেই সাধু?

নিত্যানন্দ। সাবধান—সাবধান যদু!

তুর্ব্বসু। মা মা! বলিব কি খুলে?

নিত্যানন্দ। এই আমার মাথা খেলে!

দেবযানী। বল বাবা,—
ভয় কারে? বল খুলে বল!

যদু। যাঁর হাসিমাখা-মুখ দেখে—
আমরা সকল ভুলে যাই,
যাঁর সহচর হ'লে—

গহনেও স্বর্গসুখ পাই,
'দাদা-ভাই' বলিতে মোদের,
যাঁর মুখে শতধারে—
অমৃত বর্ষণ হয়,
আনন্দ-আলয় যিনি,
সেই—নিত্যানন্দ রাজসখা অতীব যতনে—
বিরলে মহান্-ভাবে,
শিখায়ে দে'ছেন এই সুমধুর গান !

দেবযানী। তা' না হ'লে এ গান কাহার ?
কার প্রাণে,—
এ হেন উদার-ভাব পেলে ?
ধন্য ধন্য মহাশয় !
হেন বিশ্বব্যাপী-প্রেম,
তোমাতেই নিয়ত সম্ভবে !
হে আনন্দময় মহাত্মন্ !
আজি বহুদিন পরে—
খুলে দিলে হৃদয়ের আবদ্ধ-দুয়ার !
কোলাহলে জর্জ্জরিত—
অবসন্ন অশান্ত এ চিত,
তোমার রচনা শুনে বড় শান্ত হ'ল !

নিত্যানন্দ। হ'য়েছে, ঔষধ ধ'রেছে,
মেঘের তলে তলে প্রাণটা উড়েছে।
ভরণা কোথায় ?
এমন ক্ষণ ছেড়ে দেয় ?
এই ত সময় !

(দূরে বালককণ্ঠ-নিঃসৃত মৃদু-গীতি-ঝঙ্কার)

যযাতি। একি!

কোথা হ'তে ভেসে আসে—

শিশুকণ্ঠ-নিঃস্থত ঝঙ্কার?

দেবযানী। সত্য,--স্থির হ'য়ে শোন দেখি সবে?

নেপথ্যে গীত।

ছায়ানট ———— ষৎ।

এ দিন কেমনে কাটে আর?
অতি হীন অতি দীন ধূলি হ'য়ে এ ধরায়!
ভীরুর মতন আসি,
ভয়ে ভয়ে কাঁদি হাসি,
জনমে সুখের মুখ দেখিতে না পে'নু আর।
হইয়ে রাজার ছেলে,
পথে পথে কাঁদি চ'লে,
পেলেম না দাঁড়াইতে পিতা ব'লে পদতলে;—
একবার দেখা পাই,
দু'টো কথা ব'লে যাই,
সমুখে দাঁড়ায়ে তাঁর শুধু সাধ কাঁদিবার,
কে কোথা হ'য়েছে ছেলে অনাদর উপেক্ষার?

(এই গীত গাহিতে গাহিতে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রত্রয়ের প্রবেশ)

দেবযানী। বীণার ঝঙ্কার সনে—

দেখ দেখ তিনখানি ছবি ভেসে আসে!

মহারাজ! আহা মরি কি সুন্দর শিশু!
চক্ষু ভুলে যায়,
সাধ হয় ছুটে গিয়ে কোলে করি।

(পুত্রত্রয়ের রাজারাণীকে প্রণাম করণ)

রাজারাণী। আয়ু-রেখা হউক বিস্তার সবাকার!

দেবযানী। আনত-বদন কেন নাথ?
দেখ দেখ কি মধুর ভাতি!
কিবা জ্যোতিঃ খেলে শিশুদেহে!
ওরে,—তোরা কার্ কোল করিস্ উজ্জ্বল?
কোন্ কুল ধন্য হ'ল তোমাদের লভি'?
কেন রে—কেন রে চাঁদমুখে—
ম্লান-ছায়া প'ড়ে আছে?
চাঁদমুখে কেন রে বিষাদ-গীতি উঠে?
দেরে দেরে পরিচয়,
কাহার তনয় তোরা?

পুত্রত্রয়ের গীত।

জলধর-কেদারা ———— ঢিমাতৃতালী।

অভাব মোচন যাঁর প্রভাব শরণ নিলে,
রাজরাজ মহারাজ আমরা মা তাঁর ছেলে!!
এমনি আমরা তিন,
দীন হীন ভাগ্যহীন,
পিতার সমুখে আছি,—পিতা নাহি কোল দিলে?
আমাদের মা জননী,
রাজবালা রাজরাণী,

তবু পরিচয়ে তিনি—অভাগিনী কাঙ্গালিনী ;—
রাজার বিচার ভাল,
কোন্ অপরাধে বল,
কলঙ্ক-সাগর-মাঝে—দারা স্থত ভাসাইলে ?
কাঁদিতে এসেছি মাগো ! তাই তিন ভাই মিলে !!!

দেবযানী। একি মর্ম্মভেদী গান—
শ্লেষাত্মক্—প্রাণ-বিদারক !
ওরে বাছা,—রাজপুত্র তোরা ?
কেবা সে হৃদয়হীন অযোগ্য জনক,
হেন পুত্র কোলে নাহি নিলে ?
সম্মুখে র'য়েছে—
তবু তোমাদের পিতা নাহি দেখে চেয়ে ?
অভাগিনী কে তোর জননী ?
রাজবালা রাজরাণী হ'য়ে—
হ'য়েছে পথের কাঙ্গালিনী ?
তিন ভাই মিলে,
কার কাছে কাঁদিতে এসেছ ?
স্পষ্ট ক'রে দাও পরিচয়,
বড়ই সংশয় মনে হ'য়েছে উদয় !

দ্রুহ্য। আমরা অজ্ঞান শিশু,
জানি না মা মহারাণি !
কি কথায় কিরূপ উত্তর দিব !
পৃথিবীর এক কোণে জড়সড় হ'য়ে
প'ড়ে আছি মৃতপ্রায় ;
চাহ মা মোদের পরিচয় ?
কিন্তু বড় ভয় হয়,

পাছে মা তোমার তীব্র কোপানলে পড়ি'—
তিন ভাই হই ভস্মীভূত!!

দেবযানী। কিছু মাত্র নাহি ভয় শুন শিশুগণ!
এসেছ বিচার আশে,
বিচার পতির পাশে;
নেহার বিচার-পতি সম্মুখে তোমার!
অবশ্য বিচার হ'বে—সুবিচার হ'বে;
বল বৎস,—তোমাদের পিতা কোন্ জন?

ক্রহ্যু। যদ্যপি অভয় দিলে মাতা,
তবে ধর—ধর মা দীনের কথা;—
আসিনি বিচার আশে!
ধরার বিচার-স্বামী যিনি,
তাঁর অপরাধ—
এ ধরায় কেমনে বিচার হ'বে?
আমাদের কৃপা ক'রে ওগো কৃপাময়ি!
পিতৃ-পরিচয় পেতে দাও।
আর কিছু চাহি না মা,
জগতের কোন বস্তু করি না কামনা,
শুধু এই চাই,
এই মাত্র ভিক্ষা শুধু ওমা রাজরাণি!
আমাদের মা জননী বড় কাঙ্গালিনী,
তাঁরে মা সংসারে স্থান দাও?
পরম-পবিত্রময়ী সাবিত্রী-স্বরূপা
মা আমার, অগাধ কলঙ্ক-জলে ভাসে,
তাঁরে মা কলঙ্ক হ'তে কর মুক্তিদান,
মহাভয় হ'তে তাঁরে কর পরিত্রাণ!

দেবযানী। একি একি! কিছুই যে না পারি বুঝিতে!
কার কথা? শিশুগণ কার কথা বলে?

রাজকন্যা কাঙ্গালিনী,—কে সে ?
আমাদের শর্ম্মিষ্ঠা ত নয় ?
শিশুদের পিতা মহারাজা,—
কেবা সেই জন ?
মোর পতি যযাতি ত ন'ন্ ?
কেন—কেন ?
অন্তরের অন্তস্থল হ'তে,
ঝটিকা-তরঙ্গ ছুটে—
কেন এ বিশ্বাস উঠে ?
কে এসে কাণের কাছে বলে,
সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ সত্য প্রত্যয় আমার !
শর্ম্মিষ্ঠার হরিণী-বাঞ্ছিত আঁখি দু'টি,
শিশুগণ চোখে—কেন কেন
প্রতিবিম্ব উঠিতেছে ফুটি' ?
ওই দেখ, যযাতির আননের ছায়া,
পূর্ণরূপে শিশুমুখে হয় প্রতিভাত।
হেঁটমুণ্ড কেন মহারাজ ?
লাজমাথা রক্তিম-নয়ন লক্ষ্যহীন !
অবসন্ন যেন—উৎকট শ্রমের পরে ;
যেন ভাবী বজ্রপাত ভয়ে,
দারুণ উন্মন—
উৎকণ্ঠ অধীর প্রাণ !
আমি নারী—
এ রহস্য বুঝিতে না পারি !
শিশুত্রয়—কার কথা কয় ?
হে বিচার-পতি !
শিশুগণ সনে,
আমিও বিচার-ভার দিনু তোমা প্রতি,

স্থবিচার কর—বালকে অভয় দাও নরবর!

যযাতি। হ'য়েছি বিচার-পতি ব'লে—
যেথা সেথা বিচার করিতে হ'বে,
এমন ত কোন কথা নাই?
রাজার কি বিশ্রামেরো নাহিক সময়?
এ সময় বিচারের নয়!
নিত্যানন্দ!—শিশুদের বল,
কাল যেন আসে সভা-মাঝে;—
যথার্থ বিচার হ'বে—নাহিক অন্যথা!
আজ আমি পরিশ্রান্ত অতি।

(প্রস্থানোদ্যম)

দেবযানী। কোথা যাও মহামতি?
বুঝেছি তোমার গতি,
ফাঁকি দিয়ে পলাইতে চাও?
শুনে যাও,—শিশুগণ আরো কিবা বলে!
রাজাসনে ব'সে—রাজবেশে—
এ ক্ষুদ্র বিচার করা,
নিশ্চয় জানিও ওগো রাজা মহাশয়!
এ তোমার মহত্বের নয় পরিচয়!!
বল হে বালক!
সব কথা স্পষ্ট ক'রে বল,
কিছু মাত্র নাহি ভয়,
আমি তোমাদের দিতেছি অভয়;—
নীচাশয় কেবা সেই অযোগ্য জনক?
নাম কর তার—
এখনি বিচার হ'বে!

অনু। ওমা ওমা!—আর কাজ নাই,
তাঁর নামে আর কাজ নাই!

এখনো কি বুঝিতে পারনি' মহারাণি ?
একেশ্বর নরবর—
মহারাজ রাজেশ্বর পিতৃ-দেব পদে—
অনাথের প্রায়—তাঁর পুত্রত্রয়,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে ওমা,—সবিষাদে কাঁদে!
পিতা ত চক্ষের জল দিল না মুছায়ে ?
কই,—ও মা! একবারো নিল না ত কোলে ?
ফিরেও ত দেখিল না মাতা ?
তাই বলি ওমা রাজরাণি!
এর চেয়ে আর স্পষ্ট ক'রে,
বলিতে জানি না মোরা!
এর চেয়ে আরো অপমান
হইতে চাহি না মোরা!
স্পষ্ট ক'রে পিতা ব'লে যদি তাঁরে ডাকি,
এখনি মা প্রত্যাখ্যান করিবেন তিনি,
তখন কোথায় যাব ওমা রাজরাণি!
বড়-মুখে পিতা ব'লে ডাকিব পিতারে,—
এখনি মা সবার সম্মুখে—
বড়-মুখে দিবেন ফিরিয়ে।
চল পুরু ভাই,
চল দাদা, চল চ'লে যাই,
সকলি বুঝেছি ভাই,
আর কাজ নাই—আর কাজ নাই!

দেবযানী। মহারাজ!
উত্তর কি হেতু নাই ?
কথা নাই কেন ?
কেন স্থির—নির্ব্বাক্ নিশ্চল ?
শীর্ণ দীর্ণ কেন ম্লান-মুখ ?

হা নিষ্ঠুর! হা কপটী!
একি কাজ ক'রেছ সজ্ঞানে?
হা কামুক!
তৃষা তব এতই দুর্দ্দম!
অমান্য পিতার কথা?
একি রে রাজার ব্যভিচার!!!
শর্ম্মিষ্ঠা প্রাণের সখী মোর মাননীয়া—
তারি সর্ব্বনাশ তুমি ক'রেছ নির্জ্জনে?
হা—হা! রাজনামে অযোগ্য চণ্ডাল!
জন্ম দে'ছ যাহাদের—
পিতা ব'লে তারা এসেছে সম্মুখে তব,—
তাদের বিমুখ কর?
এ প্রাণ তোমার নাই—
পুত্র হেরি হও সর্পাহত?
শর্ম্মিষ্ঠার সর্ব্বনাশ-দিন হ'তে,
কেমনে ও কালামুখ নিয়ে—
এসেছিলে এতদিন আমার নিকটে?
ধূর্ত্ত! প্রবঞ্চক!!
বন-ভ্রমণের কথা শুনিলে শ্রবণে,
তাই বটে শিহরিত হ'তে?
কিছুই বুঝি না আমি,
মনে কর ব্যভিচারী শঠ?
ঘৃণ্য নিন্দ্য নারকী ও দেহখানা সনে,
এতদিন একীভূতা ছি'নু?
এতদিন যারে আমি বিশ্বাস করিয়ে
এ হৃদয়ে দিয়াছিনু স্থান,—
ওরে, শেষে আশীবিষ-ভুজঙ্গম হ'য়ে,
দংশন করিল বুকে,

হলাহলে জর্জ্জরিত করিল শরীর!
ধিক্ তুমি—ধিক্ তব প্রাণ—
ধিক্ তব প্রাণঘাতী-প্রেম!
শত ধিক্ প্রেমাক্ত-কামনা তব!!!
আর সহস্র সহস্র ধিক্,—
তুই ওরে শর্ম্মিষ্ঠা পাপিনি!!!!

যযাতি। মহারাণি! ক্ষমা কর—
চুপ কর,—শোন আগে সব!

দেবযানী। দূর হও কালামুখ!
লজ্জা নাই—ক্ষমা ভিক্ষা চাও?
কি শুনিব আর?
পাপ-কথা করিতে ছাদন—আরো তুমি—
কি পাপ কহিতে চাও—মহাপাপী?

নিত্যানন্দ। স্থির হও মহারাণি! মোর কথা শোন;—

দেবযানী। কে—কে মহারাণী?
কারে বল মহারাণী?
ওই ত ও মহারাজ!
মহারাণী হ'লে,
ওরি ত রমণী হ'তে হ'বে?
চুপ কর—
মহারাণী সম্বোধন মোর যোগ্য নয়!
আদরিণী—বিজন-বাসিনী যেবা—
তারে গিয়ে বল মহারাণী!

নিত্যানন্দ। নহে নহে মহারাণী—মহাদেবী তুমি!
মহিয়সী মহাদেবি!
আমি পুত্র তোর—
মোর কথা রাখিবিনি মাতা?
দে মা দে গো—আমার ক্ষমা দে,

মহারাজে কর মা মার্জ্জনা !

দেবযানী। যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই,
সে পাপের নাহিক মার্জ্জনা !
কোন কথা শুনিতে চাহিনা ;—
যযাতির মহারাণী চল দেখে আসি,
কেমন কি ভাবে আছে—
আছে কি না আছে বেঁচে,—
চল সবে দেখে আসি তারে !
কাঁদিস্‌নি ওরে তোরা—
শর্ম্মিষ্ঠার প্রিয় পুত্রগণ !
তোদের সুখের রবি হ'য়েছে উদয় !
পিতৃরাজ্য সনে,
পিতৃক্রোড় কর অধিকার,
ওই যা—প্রকাশ্যে গিয়ে পিতা ব'লে ডাক্—
তোদের যা ছিল ভয়,
সমূলে উচ্ছেদ হ'ল আজ !

যদু। ওমা—ওমা,
আমাদের ফেলে কোথা যাও ?
তোমা বিনা,
এ সংসারে কি জানি জননি ?
আমাদের ছেড়ে,
যাস্‌নি মা যাস্‌নি কোথায় !

দেবযানী। কোন কথা উপস্থিত শুনিতে না চাই !
কে আছ সুহৃদ্ !
ব'লে দাও কোন্ দিকে যাব ?
কোন্ পথে শর্ম্মিষ্ঠারে পাব ?
কই—কেহ না উত্তর দাও—
কেহ না দেখাও পথ ?

ভাল, আমি আপনি যাইব,—
কারেও চাহিনা—আর কারেও চাহিনা!

(বেগে প্রস্থান)

তুর্ব্বসু। ওমা,
আমাদের ছেড়ে কোথা যাস্?
আমাদের সঙ্গে নে মা—
তোরে ছেড়ে কেমনে বাঁচিব?

যদু। ওমা—ওমা—
আমাদের ফেলি' কোথা গেলি?

(যদু ও তুর্ব্বসুর প্রস্থান)

যযাতি। নিত্যানন্দ! কি করি!! কি করি!!!
সর্ব্বনাশ হ'ল,—
দেবযানী কোথা চ'লে গেল!
এখনো সময় আছে,—
নিত্যানন্দ! এখনো ফিরিয়ে আন তারে!

নিত্যানন্দ। কারে রাজা ফিরাইতে বল?
বাঁধ ভেঙ্গে তরঙ্গ ছুটেছে,
কার সাধ্য গতি রোধ করে?

যযাতি। চল দৌড়ে ছুটে যাই চল,
শর্ম্মিষ্ঠারে বাঁচাইতে হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অশোক-কাননাশ্রম।

(বনপথ)

শর্ম্মিষ্ঠা ও ভরণা।

ভরণা। ফের’ ফের’—ভয়াকুলে!
পলায়োনা—পলায়োনা—
ক’রনা এমন কাজ,
যেটুকু বা আশা আছে সব ঘুচে যাবে,
এখনি এখনি ওরে সর্ব্বনাশ হ’বে!
ফের’ ফের’—ধর মোর কথা!

শর্ম্মিষ্ঠা। মনে পড়ে বাল্যকাল!
মনে পড়ে বাপ মা’র মুখ!
অতুল ঐশ্বর্য্য সুখ,
সব আজি মনে প’ড়ে গেল!
মনে পড়ে রাজকন্যা হ’য়ে—
সহস্র সঙ্গিনী নিয়ে,
আর সেই অগ্নিময়ী দেবযানী সনে,
পদ্ম-সরোবর-নীরে স্নান করি!!
মনে পড়ে বস্ত্র নিয়ে দোঁহের বিবাদ,
হস্ত পদ মুখ চক্ষু বাঁধি,
ওরে সেই কাল অন্ধকূপে
দেবীরে ফেলিয়া দিনু,

তেজঃপুঞ্জ আঁখি দিয়ে—
সে সময়ে—
যেমন আমারে দেবী পুড়িয়ে মেরেছে,
আজ ওরে সেই মত পোড়াইতে আসে!!
ওই ওই রক্তমাখা ঘূর্ণিত-লোচন!
ওই দেখ মহাক্রোধে—
থর থর দেহখানা কাঁপে!
ওই শোন ঘৃণার বিরক্ত অট্টহাস!
ওই দেখ জ্বলন্ত বিদ্যুৎ ছুটে আসে!!
সে সময়ে মা'র কোলে ছিনু,
মা আমায় রক্ষা ক'রেছিল!
আজ কোথা যাব?
আজ মোরে কেবা রক্ষা করে?
ছুটে তাই পলাইয়ে যাই—
লুকাই সাগর-গর্ভে।
ছেলেদের রক্ষা ক'রো,
আমার মতন—
তারা যেন অপঘাতে মরেনা ভরণা!

ভরণা। চুপ কর্—চুপ কর্, কি করিস্ তুই?
হ'লি কি আপনহারা—হ'লি কি পাগল?
ভয় নাই—ভয় নাই—
আমি আজ মা'র মত বাঁচাব তোমারে।
আয় সখি! মোর বুকে—
মোর কোলে স্থির হ'য়ে ব'স্,—
দেখি—দেখি—
কে তোমার কেশ স্পর্শ করে?
সামান্যা মানবী হ'য়ে,
দানবীর হন্তারক হ'বে?

এ কি ভ্রম হ'ল তোর সখি!
এই যে জ্ব'লেছে অগ্নি—আমারি কৌশলে,
আমারি চক্রান্ত ইহা, জাননা কি তুমি?
এ ঘটনা সাধ ক'রে ঘটায়েছি আমি;
চিরদিন জয় হ'বে ব'লে,
এ প্রস্তর-আবরণ—
করিয়াছি উন্মোচন,
ভাবিনি লো,—কিছু ভয় ভেব' না ভেব' না!
কোন দুঃখ কোন জ্বালা র'বে না র'বে না।
একবার স্থির হ'য়ে বস্,
যা' যা' শিখায়ে দি'ছি বল্ দেখি সব,
কেমন না কেটে যায় দেখি?
ব্রাহ্মণের ক্রোধ আমি ভালরূপে জানি,—
যে বাতাসে জ্বলিয়া উঠেছে,
সে বাতাসে হইবে নির্ব্বাণ।
ছি ছি ছি ছি! স্থির কর প্রাণ!
কত বাধা কত বিঘ্ন কেটেছে তোমার,—
আজ এও অনায়াসে কেটে যাবে দিদি!
একদিন এ আগুন প্রজ্জ্বলিত হ'বে—
এ ত তুমি চিরদিন প্রতীক্ষা করিছ,
এ ত তুমি চিরদিন জান,—
তবে আজ কেন এত ভয়ভীতা হও?
এতদিনে পারিলে না বুঝিতে স্বজনি—
দেবীর হৃদয় প্রাণ?
যযাতির বামপাশে বসাইয়ে তোরে,
মহারাণী-অঙ্কিত মুকুট
পরাইয়ে দিয়ে তোর শিরে—
আজি সে সংসার ছেড়ে যাবে;—

এ যদি না হয়,
কোনরূপ ব্যথা যদি বুকে লাগে তোর,
তবে মোর মুখ আর কখন দেখো না,
ডেক' না ভরণা বোলে।
আয় রে—আয় রে—মোর বুকে ধেয়ে আয়—
বুক দিয়ে বাঁচাব তোমায়!

শর্ম্মিষ্ঠা। রক্ষা কর্—বাঁচালো আমায়,
আজ মোর বড়ই বিপদ!
ঘোর দায়ে প'ড়েছি ভরণে!
বাক্য নাহি মুখে আসে—প্রাণ কাঁপে ত্রাসে,—
ঘোরে ঘোরে দশদিক ঘোরে,
শূন্যাকার—কভু ধূমাকার—
নয়নে আমার!
প্রাণ করে হাঁপাই হাঁপাই,
যেন মূর্চ্ছা যাই!!—
ওলো ওলো—ধর্‌লো আমায়,
বুকে পূরে রাখ্‌লো আমায়!
দ্রুহ্য, অনু, পুরু কোথা?
তারা ত প্রাণেতে বেঁচে আছে?
আবার দেখিতে পাব?

ভরণা। ওকি লো! পাগল হ'লি নাকি?
এ সময়ে তুমি যদি হওলো এমন,
তবে আর কোনই উপায় নাই!
শান্ত হও শান্তশীলে ভগিনি আমার!
মতি বুদ্ধি স্থির কর—প্রাণে ধৈর্য্য ধর—
কঠিন-হৃদয় বলে হও বলীয়ান।
প্রবল-গর্জ্জনে আসে উত্তাল-তুফান,
এখনি যে এ তুফানে—প্রাণ ঢেলে দিতে হ'বে।

এমন নিস্তেজ হ'লে,
কেমনে নিস্তার পাবে সখি ?
কেন তুমি আপনারে ভিখারিণী ভাব ?
বল দেখি একি ভ্রম তব ?
কত বড় মহাতেজা—
রাজরাজ মহারাজ সম্রাটের—
আদরিণী মেয়ে তুমি ;—
তবে তোমার এমন ভ্রম কেন ?
তুমিও কি সামান্যা রমণী ?
দেবযানী যযাতির যেমতি পত্নিনী,
তদ্রূপ তুমিও রাণী তাঁর ;
তবে এত ভয় কি তোমার ?
সতিনী আবার তবে কার ভাল হয় ?
সতিনীর ভয়ে,
কে কোথা সমুদ্র-জলে ঝাঁপ দিতে যায় ?
স্বামীর সম্মুখে বসি শুন লো রূপসি !
জেন' স্থির কোন ভয় নাই !
ওই শুন দূরে কোলাহল !
অনঙ্গ প্রভৃতি তব সহস্র-স্বজনী—
অভ্যর্থনা করি'
ল'য়ে আসে রাজারাণী।
কি ভয় ! এমন ত' রে কোথাও দেখিনি ?
ওই দেখ, এল ব'লে সব ;
আমি থাকি অন্তরালে—
সময়ে তোমার কাছে উপস্থিত হ'ব,
বুকে বেঁধে স্থির হ'য়ে ব'স।

(ভরণার প্রস্থান)

(দেবযানী, যযাতি, নিত্যানন্দ, পুত্রদ্বয়,
পুত্রত্রয় এবং অনঙ্গ প্রভৃতি
সখীগণের প্রবেশ)

দেবযানী। তোর কি অন্তরে এই ভাব ?
তোরে তোর পুত্রগণ সনে,
নয়ন-আগুনে আজ পোড়াইয়ে—
ছাই ক'রে ওড়াব গগনে ?
মাটী খেয়ে মাটী হ'য়ে মাটী পানে চেয়ে,
যেন কত শিষ্ট—যেন কত শান্ত—
যেন কতই নির্দ্দোষ,
নীলবর্ণ পাঁশ হ'য়ে বসিয়ে আছিস্ ?
তুই মনেতে ভাবিস্,—
তোরে অসহায় পেয়ে
মুণ্ড তোর করিব চর্ব্বণ ?
হাঁলা ও পোড়ারমুখি !
সর্ব্বনাশী কালামুখি !
সে দিন যে বড় সতীপনা—
দেখাইয়েছিলি ?
পাপিনি ! এ হেন পাপ করিয়ে সাধন,
আবার ধর্ম্মের ভাণে ভুলাতে আসিস্ ?
এত স্পর্দ্ধা—এতই সাহস তোর ?
আমার আশ্রয়ে থাকি,
আমারি হৃদয়ে শেলাঘাত ?
ওই তোর ঋষি ?
ওই আসি—
প্রতিদিন ধর্ম্মরক্ষা করে তোর ?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ তোরে !

কি কথা বলিলে—
আমার বুকের জ্বালা নিভে,
অভিধানে হেন শব্দ নাই!

নিত্যানন্দ। দেবি দেবি—মহাদেবি! মহারাণি!
আর কেন—যথেষ্ট হ'য়েছে!
ক্ষমা কর—
ওমা ওমা—মহারাজে ক্ষমা কর!
যযাতির ম্লানমুখ—
আর আমি দেখিতে পারিনা!
মাগো, যাই বল,
হাজার হউক স্বামী তব;—
দোষ তাঁর করিলে মার্জ্জনা,
তোমারি মাহাত্ম্য বেড়ে যাবে।
হইয়াছে যা হবার,—
এ ত আর ফিরিবার নয় মাতা?

দেবযানী। নিত্যানন্দ! একি যে সে দোষ?
এ দোষের পার নাই—জেনো একেবারে!
কি স্বামীর—কি পত্নীর—
পাপময় ব্যভিচার দোষে,
নাহি ক্ষমা—নাহিক মার্জ্জনা!
আমি আর কোন কথা শুনিতে চাহি না,—
এখনি যাইব পিত্রালয়ে,
পিতারে কহি গে' সব কথা;
দেখি আজ যযাতিরে কেবা রক্ষা করে!

(ভরণার প্রবেশ)

ভরণা। পিত্রালয়ে যাবে যেবা,
তাহে—তাহারে ধরিয়ে রাখে কেবা?

উঃ ! এত রাগ—এত তেজ কেন ?
কি হেন অন্যায় কাজ ক'রেছেন নৃপ,
যাহে রাণী হ'ন রাগান্বিতা ?
রাজকার্য্য—ভাল হোক্ মন্দ হোক্—
তাহার বিচার,
রমণীর অধিকার কিবা ?
রাজা যা' বোঝেন ভাল, করিবেন তাই,
এ'তে আমাদের কোন হাত নাই !

দেবযানী। কে রে—নীচমুখে এত উচ্চ কর ?
রাজার কর্ত্তব্য-কাজে,
রাণী তার অর্দ্ধেক-ভাগিনী চিরদিন !
রাজা হ'তে সাধারণ প্রজা—
যেবা হোক্ ব্যভিচারী,
পতিনীর কাছে—
সমপাপে মহাপাপী সেই !
রে পাপিনি !
এসেছ কুট্টিনী হ'য়ে—
শর্ম্মিষ্ঠার যযাতির পক্ষ ল'য়ে ?
সামান্য কিঙ্করী চেয়ে অতি নীচ তুই,
তোরে আর অধিক কি কব,—
স'রে যা—সম্মুখ হ'তে শীঘ্র স'রে যা !

ভরণা। উঃ—কেন গো !
বড়রাণী ব'লে নাকি ?
চক্ষের সম্মুখ হ'তে তাই স'রে যাব ?
এত জোর ?
ভরণারে স'রে যেতে বল ?
এই শোন,
যে যাবার সেই যাবে—ভরণা যাবে না ;

ভরণা যাবার নয়।
শর্ম্মিষ্ঠারে মহারাণী ক'রে,
তদুপরে—
ভরণার প্রভূত প্রভুত্ব র'বে,
যে'তে হয় তুমি যাবে।

দেবযানী। কি বলিলি চণ্ডালিনি!
আমি যাব? আর তুই—
শর্ম্মিষ্ঠারে মহারাণী করি'
তদুপরি প্রভুত্ব করিবি?
রাজা পে'লে তবে সে ত রাজরাণী হ'বে?
শুক্রের অদম্য কোপ হ'তে,
রাজ্য সহ আগেতে রাজারে রক্ষা কর্,
জ্বলন্ত নয়ন হ'তে মম,
আগে পাস্ পরিত্রাণ,
তার পর মনসাধ মিটাস্ মানসে!
দূর হ'য়ে যা রে পাপমুখি!
ওই পাপমুখ নেড়ে,
আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়ে,
এত বড় স্পর্দ্ধা তোর—
আমারে এমন কথা?
——শর্ম্মিষ্ঠার পক্ষীয় আত্মীয় যেবা আছ,
এ কর্ম্মের প্রতিফল নেহার সকলে;—
দূর ক'রে ফেলে দিনু
মহারাণী-অঙ্কিত উষ্ণীষ!
কোথায় আছিস্—
রে পাপিনি শর্ম্মিষ্ঠা কামুকি!
তুলে নে'—তুলে নে' ত্বরা—
এমন সময় আর কখন পাবিনি,

এই বেলা তুলে নে' মাথায়।
ঘৃণায় পথের ধূলি প্রায়,
এই দ্যাখ্ ফেলে দিনু রত্ন অলঙ্কার!
কোথা রে শর্ম্মিষ্ঠা-সহায়িনি—সোহাগী ভরণে!
তুলে নে'—তুলে নে'—
শর্ম্মিষ্ঠারে পরাইয়ে দে'।
বড়ই সুযোগ,
এমন সুযোগ আর হ'বে না হ'বে না!!
মহারাণী দেবযানী আজ সন্ন্যাসিনী,
আজ সে সংসার-তেয়াগিনী—
পতি-পুত্র-তেয়াগিনী,
আত্মজ্ঞান হেলায় হারাল আজ!!
সাক্ষী হও বেদমাতা গায়ত্রী জননি!
সাক্ষী হও ভো ব্রহ্মণ্য-দেব!
হে দেব-মণ্ডল!
ধর্ম্ম-বল—সত্য-বল,
ত্যাগ-বল হের আজি মম!
নিত্যানন্দ!
তুমিও মনের কথা শোন,—
যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠার পাপ সংমিশ্রণ হেতু,
তেয়াগিনু এ পাপ সংসার!
আরো শোন—তবে আরো কাণ পেতে শোন;—
আজি মহাপাপী যযাতিরে—
চিরদিন-মত তেয়াগিনু;—
ওঁর সনে কোনই সম্বন্ধ রহিল না!
আজ হ'তে যযাতি আমার কেহ নয়,
স্বচ্ছন্দে আনন্দ-মনে
আজি এ সম্বন্ধ-সূত্র বিচ্ছিন্ন করিনু!

আরে আরে যযাতির পাপ-পুত্রদ্বয় !
কেন—মরিবারে এসেছিলি জঠরে আমার ?
পূর্ব্ব-কর্ম্ম-গত-পাপ কর রে সম্ভোগ,
মা-হারা সন্তান হ'লি তোরা !
ওই যা নূতন মা'র কোলে,
ও হ'তে কার্য্যের মত মাতৃস্নেহ পাবি।
আজ হ'তে সংসারের কেহ নই আমি !
শর্ম্মিষ্ঠার প্রিয় পুত্রগণ !
ভয়ের কারণ কোন রহিল না আর !
যাও বাবা,
প্রকাশ্যে পিতার ক্রোড়ে ব'স,
রাজপুত্র রাজার দৌহিত্র হ'য়ে—
রাজত্ব গ্রহণ কর।
আর পথে পথে ভ্রমিতে হ'বে না,
তোমাদের মা জননী
অনাথিনী কাঙ্গালিনী বলি'
আক্ষেপ করিতে আর হ'বে না হ'বে না।
সুখের কুসুম-পথে আছিল কণ্টক,
আজি চিরদিন মত হইল অন্তর !
নিত্যানন্দ! মহাশয় তুমি,
তোমারে নূতন ক'রে বোঝাতে হ'বে না,
তুমি ত সকলি জান ?
সংবর্ত্তক-বহ্নি মত জ্বলে কালানল—
এ হৃদয়ে,
বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলে !
আর মুহূর্ত্ত থাকিলে হেথা,
যযাতি শর্ম্মিষ্ঠা ল'য়ে
এ রাজত্ব এখনি জ্বলিয়া যাবে,

ছারখার হ'বে,
ছাই হ'য়ে আকাশে বাতাসে মিশে যাবে!
——তাই যাই—চিরদিন মত চ'লে যাই!
আধি ব্যাধি সংসারের দুঃখ-লেশ হীন—
শান্তিময় বাল্যের সে সুখ-স্বর্গময়,
মনোরম পিতার আশ্রমে চ'লে যাই।
এ পাপ-রাজ্যের রাণী হ'তে
আর সাধ নাই;
আমি যে রাজ্যের রাণী,
সেই সেই এ প্রাণের আশা দিয়ে গাঁথা,
শোভনা-শ্যামলা—কুসুম-কুন্তলা—
মনোহরা নিকুঞ্জে আমার চলে যাই!!
কোন কথা বোলোনা বোলোনা,
কোন কথা শুনিতে চাহি না!
আমি যার—যে আমার,
ওই বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে—আবাহন করে!
ওই দেখ—
ঘোরতর—নিবিড় জলদ-জাল উন্মুক্ত হইল,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম—মহাসূক্ষ্ম পথ হ'তে—
জ্যোতির্ম্ময় নীল-আভা-রেখা—
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলরূপে হ'ল রূপান্তর!
আবির্ভাব মূর্ত্তি মনোহর!!!
ও কে? ও কে? ওমা! গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!
——এসেছ? এসেছ?
এতদিন পরে—এসেছ কি শৈশবের সাথী?
এতদিনে মনে হ'ল?
কি দশায়—কেমন সুখেতে আছি,
সুখের সংসার পেতে ব'সেছি কেমন,

তাই কি এসেছ সখা দেখিতে আমায় ?
কেন তবে—ঘৃণার তরঙ্গ তুলে কর অট্টহাস ?
কেন হে ভ্রুকুটি এত ?
তুমি স্বর্গে—আমি যে নরকে,—
নরকের অগ্নি-শিখা ঘেরেছে আমায়,
প্রাণ যায়—আমার উদ্ধার কর !
তোমা হ'তে কত দূরে আছি,—
কত পথ ব্যবধান—
একবার বল না আমায় প্রাণাধিক ?
প্রভেদ রেখ' না আর –
এস এস—একাকার হই দু'জনায় !

(বেগে প্রস্থান)

যযাতি। নিত্যানন্দ ! কি হ'ল কি হ'ল !
দেবযানী উন্মাদিনী হ'য়ে কোথা চ'লে গেল ?
আমি মহাপাপী,
পুণ্যময়ী দেবীরে আমার
ধরিবার আর সাধ্য নাই,
উপায় দেখাও ভাই,—
সুনিশ্চয় দেবী-কোপে,
সবংশে নির্ব্বংশ হ'ব আজ !

শর্ম্মিষ্ঠা। ও ভরণা ! কি করিলি !
কেন রে এমন কথা দেবীরে কহিলি ?

ভরণা। চুপ কর্—তোরে আর চেঁচাতে হ'বে না !
মহারাজ ! যেমন সকলে আছি—
এমনি সবাই—
চলুন পশ্চাতে তাঁর যাই।
হাতে ধ'রে পায়ে ধ'রে যেমন করেই হোক্,—
শুক্রাচার্য্যে শান্তনিতে হ'বে—

তা না হ'লে বিষম বিপদ আপনার!

যযাতি। যেমন যে ভাবে আছি চল সবে চল।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(আশ্রমাভ্যন্তর)

শুক্রাচার্য্য।

শুক্রাচার্য্য। আহা, আজ কত দিন হ'ল—
ক্ষুদ্র এ আশ্রমখানি করিয়ে আঁধার,
মা আমার চ'লে গেছে;
মা আমার নহুষের পুত্রবধূ হ'য়ে,
পতি পুত্র ল'য়ে
সোণার সংসার-সুখ করিছে সম্ভোগ।
আর বুঝি পিতা ব'লে মনেও করে না!
সে দিন সংবাদ পে'নু,
ছেলে দু'টি কোলে করি' যযাতির সনে—
(রাণীবেশে রাণীভাবে নয়)
অতীব সামান্য ভাবে,
যে বেশ আমার প্রীতিপ্রদ,
সেই সাধারণ বেশে—আশ্রমের বেশে
প্রণাম করিতে মোরে আসিবে আশ্রমে।
প্রতিদিন প্রতীক্ষায় আছি,—
প্রত্যেক প্রভাতে মনে করি,
আজ, কন্যা ও জামাতা-মুখ করিব দর্শন,

আজ—রাজদম্পতীর হ'বে শুভ-আগমন।
কল্পনাই সার—
হৃদয়-সাগর মাঝে বুদ্বুদের প্রায়—
ফুটে উঠে নীরবে মিলায়।
ভাল, আমিই না হয়—একদিন যাব,
প্রাণ পূরে আশীর্ব্বাদ করিয়ে আসিব!
আর তাও বলি,
সসাগরা সদ্বীপা এ ভারত-রাজ্যের
এক মাত্র অধিশ্বরী,
অত বড় রাজ-সংসারের গুরুভার—
শিরে তার সমর্পিত সদা,
অকস্মাৎ আসিতে কি পারে?
আমিই কি বুঝিতে পারি না?
মা আমার প্রতিদিন করেন গণনা,
কবে পিত্রালয়ে আসি'—
পিতৃপদে করিবে প্রণাম?
এই দেখ না, কবে সে ক্ষ্যাপামেয়ে
আত্মহারা হ'য়ে
বাবা ব'লে ছুটে এসে পড়ে!
——জয় জনার্দ্দন!
ডিমি ডিমি স্তীমিত চন্দ্রমা,
প্রভাত উদিত প্রায়।
দিন এল,
কার্য্য-ক্ষেত্র সম্মুখে আগত।
কার্য্য করি,—কার্য্যময় পরব্রহ্মে স্মরি—
কার্য্য-ক্ষেত্রে হই অগ্রসর।

(শুক্রাচার্য্য উপাসনায় মগ্ন হওন)

নেপথ্যে। বাবা, বাবা,—কোথা আছ বাবা ?

শুক্রাচার্য্য। কে রে! সুধামাথা মনোহর বোলে—
স্তম্ভিত এ উষাকালে,
পিতা ব'লে সম্বোধিল মোরে ?
সেই সেই—
বহুকাল পুরাতন পরিচিত-স্বর!

নেপথ্যে। হৃদি-দ্বারে স্রোতোময় প্রাণের মতন
অবরুদ্ধ বহির্দ্বার তব!
অভাগীর দুরদৃষ্ট হেতু—
বাবা গো—তুমিও আজ নাহি কি আশ্রমে ?

শুক্রাচার্য্য। একি স্বপ্ন—অথবা এ সমাধি-বিকার ?
ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে—
আচম্বিতে এ চীৎকার কেন ?

নেপথ্যে। বাবা, বাবা,—কোথা তুমি বাবা ?
যদ্যপি আশ্রমে থাক,
একবার এসে দেখ,
অনাথিনী কন্যা তব—
শ্রীপদে আশ্রয় নিতে এসেছে আশ্রমে!

শুক্রাচার্য্য। এতদিন পরে—
সত্যই কি মা আমার এলি ?

(প্রস্থান ও দেবযানীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ;
পশ্চাতে যযাতি, নিত্যানন্দ, শর্ম্মিষ্ঠা,
ভরণা, যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু,
অনু ও পুরুর প্রবেশ)

দেবযানী। বাবা, এসেছি এসেছি!—
সর্ব্বস্ব তেয়াগ ক'রে,

সংসার অতলে ফেলে—
তোমার শরণ নিতে এসেছি এসেছি,
স্থান দাও শ্রীচরণ-পাশে !

(চরণে পতন)

শুক্রাচার্য্য। একি সর্ব্বনাশ ! একি দুর্দ্দৈব উদয় !
মা আমার এতদিন পরে এসে
কেন মা চরণ-পাশে হইলি পতন ?
একি ! অজ্ঞান মূর্চ্ছিতা ?
কি ভাব নীরবে সবে ?
তোমাদের মহারাণী মোহাচ্ছন্না হের,—
কর কর শুশ্রূষা ত্বরায় !

(ভরণা ও শর্ম্মিষ্ঠার সেবা করণ)

একি মহারাজ !
মা আমার উন্মাদিনী কেন ?
কেন—বাবা ব'লে—
ছুটে এসে চরণে পতিতা হ'ল ?
তুমিই বা কি হেতু মলিন ?
সদানন্দ নিত্যানন্দ নিরানন্দ কেন ?
পূর্ণচন্দ্র প্রায় জ্যোতিষ্মান—
দৌহিত্র আমার দু'টি,
ছল-ছল-চোখে
অধোমুখে কেন মতিমান ?
চারুশীলা বৃষপর্ব্বা-সুতা
সভয় চকিতা, যেন কোন—
অজ্ঞাত-কারণে কম্পান্বিতা কেন নৃপবর ?
আহা, মরি মরি !
লাবণ্য মাধুরীময়

কেবা এ কুমারত্রয়?
যেন কত অপরাধী হ'য়ে
এক কোণে আছে দাঁড়াইয়ে;
শান্তিময় আশ্রমে আমার,
অকস্মাৎ এ অশান্তি কেন হে উদয়?
বল বৎস, থেক' না নীরবে—
দারুণ সংশয়-জালে হ'য়েছি পতন!

যযাতি। ভগবন্! কি বলিব আর—
অন্ধকার হেরি চারিদিকে!
দেবীরে করুন শান্ত,
দেবী আজ ভৈরবীরূপিণী।

দেবযানী। (মূর্চ্ছাভঙ্গে)
সত্য সত্য অতি সত্য কথা!
সত্যই ভৈরবী আমি ভীমা ভয়ঙ্করী!
প্রলয়ের প্রভঞ্জন প্রায় প্রাণ আমার—
কে পারে করিতে শান্ত এ পৃথিবীমাঝে?
বিশ্বাসঘাতক!
সংবর্ত্তক-বহ্নি জ্বেলে দিয়ে—
শান্ত করিবারে সাধ রাখ রে হৃদয়ে?

শুক্রাচার্য্য। ক্যাপামেয়ে! কি হ'য়েছে বল্‌না আমায়?
কেন তোর ভয়ঙ্করী-ভাব?
কি অভাব বল্ মা! পিতারে তোর,
সব দিক্ রক্ষা হ'বে;
আর মোরে সংশয়ে রেখ' না বাছা,
মুখ তুলে চেয়ে দেখ দেখি—
কি শোকের দৃশ্য আজ আশ্রমে আমার?

দেবযানী। তবে শোন, প্রাণ দিয়ে কাণ পেতে শোন;
যখন এ নরাধম এই রাজাধমে—

হাতে হাতে সমর্পিলে মোরে,
তখন কি বোলে—কি নিষেধ-ভাষায়—
ক'রেছিলে অতি-সাবধান ?
হায় তাত !
অধর্ম্ম ধর্ম্মরে আজি করিয়াছে পরাজয় !
নিকৃষ্ট মহত জনে,
নীচ-প্রকরণে—অতি নীচ ব্যবহারে,
অতিক্রম ক'রেছে ভুলায়ে !
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই !

শুক্রাচার্য্য। বল মা, সকল কথা খুলে—
কি হ'য়েছে না বলিলে,
কেমনে বিচার করি ন্যায়ের প্রভাবে ?

দেবযানী। এখনো কি বলি নাই সেই পাপ-কথা ?
বাবা গো ! এখনো ব্যথা পাওনি হৃদয়ে ?
তবে শোন, স্থির হ'য়ে শোন,—
এ পাপাত্মা—এই শঠ কপট দুর্ম্মতি,—
মহাব্যথা দিয়ে মোর বুকে—
মহাকথা পাশরিয়ে তব—
এই শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরে
ভুলাইয়ে ক'রেছে উদ্বাহ !
আরো কি এ পাপকথা—
মোর মুখে চাও গো শুনিতে ?
দণ্ড দাও—শাস্তি দাও—
যা আছে তোমার মনে,
না হ'লে তোমারো রক্ষা থাকিবে না আজ !
সত্য সত্য আজ আমি ভৈরবী-রূপিণী !

শুক্রাচার্য্য। ছি ছি ছি ছি ! অতি পাপ—অতি হেয় কথা !

আরে দুরাত্মন্!
ধার্ম্মিক হইয়া—
প্রিয়বোধে করিয়াছ অধর্ম্মাচরণ?
এ পাপের নাহি ক্ষমা নাহিক মার্জ্জনা!
(বজ্রকণ্ঠে)
যে হেতু আমার বাক্য না করি' পালন—
উপেক্ষা ক'রেছ তনয়ারে,
অতএব সুদুর্জ্জয় জরা—
অচিরায় আক্রমণ করুক তোমায়!

যযাতি। ভগবন্! রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে!
না জানিয়ে সবিশেষ—
একি ক্লেশ দিলে মোরে তাত?
শর্ম্মিষ্ঠা পরমা-সতী—ধর্ম্মরক্ষা হেতু—
অনুযোগ ক'রেছিল মোরে,
ধর্ম্ম-সংস্থাপন হেতু—
ক'রেছিনু এই কাজ শুধু।
কি করিলে কি করিলে তাত!
একি মহা-বজ্রাঘাত করিলে মাথায়!
হায় হায়—কোথা যাব কোথা রক্ষা পাব?
একি! একি!
ধীরে ধীরে অন্ধকার ক্রমে নেমে এল!
চক্ষু জ্যোতিঃহীন হ'ল ক্রমে,
কোথা যাব?—আর স্পষ্ট পাইনা দেখিতে,
ছায়া ছায়া আবছায়া শুধু!!
দেহভার—অতি গুরুভার—
পদদ্বয় পারে না বহিতে;
ইন্দ্রিয় সকল—হইল বিকল,

কোথা যাব—কোথা রক্ষা পাব?
জরা—জরা—জরাগ্রস্ত আমি!

(জরাভিভূত হওন)

দেবযানী। দেখ দেখ দেখ রে সংসার!
ব্যভিচারী লম্পটের পাপ-পরিণাম!
খোল আঁখি জগতের লোক!
যযাতির পাপভোগ দেখ আঁখি ভোরে!!

যযাতি। ক্ষমা কর—রক্ষা কর দেব!
আমি পুত্র তব,
সন্তানেরে হ'বে না কি দয়া?
হায় ভগবন্!
অদ্যাপি যৌবন সুখে তৃপ্ত নহি আমি,
এ সংসারে আমার যে বহু কর্ম্ম আছে?
সুপ্রসন্ন হও দয়াময়!
জরা হ'তে মুক্ত কর মোরে,
জ্বলন্ত সম্পাত প্রভু কর গো নির্ব্বাণ!

শুক্রাচার্য্য। কিছুতেই মোর কথা হ'বে না অন্যথা,
নির্ব্বাণ হ'বেনা শাপানল।
ছি ছি ছি ছি—এত অপমান?
জামাতা হইয়ে—
পিতৃতুল্য শ্বশুরের এত অপমান?
তবে এক কথা শুন রাজা;—
ভেবনা তোমার মত নির্দ্দয় আমি,
ক্ষমাই সর্ব্বস্ব মম—
চিরদিন ক্ষমা দিয়ে প্রাণ বেঁধে আছি।
কথঞ্চিৎ করিবারে পারি;
স্বেচ্ছায় স্বকীয় জরা অন্যের শরীরে

করিতে পারিবে সঞ্চারিত,—
এ বিধান উত্তম তোমার।

যযাতি। হে ব্রাহ্মণ ঐশী-শক্তিশালী!
বাক্য তব হউক পূরণ,
মনস্কাম হউক সফল।
দেহ বল দুর্ব্বল-হৃদয়ে,
যেন এ ভীষণ-জরা সহিবারে পারি!
পঞ্চপুত্র বংশোজ্জ্বল ক'রেছে আমার।
অনুমতি কর মোরে দেব!
এ পঞ্চের মাঝে
যে কেহ মদীয় জরা করিয়া গ্রহণ—
স্বেচ্ছায় যৌবন দান করিবে আমায়,
জরা ও যৌবনে—
অভেদে করিবে বিনিময়,
সে যেন রাজ্যাধিকার—পুণ্য-অধিকার—
কীর্ত্তিলাভ স্বর্গলাভে হয় হে সক্ষম;—
এই বর দেহ ঋষিবর!

শুক্রাচার্য্য। নৃপবর নহুষনন্দন!
যা বলিলে তাই হ'বে।
আমারে স্মরণ করি যাহার শরীরে
তোমার ভীষণ-জরা করিবে চালিত,
তখনি সে জরাগ্রস্ত হ'বে;—
তাহার যৌবন ল'য়ে
তুমিও যৌবন-সুখ করিবে সম্ভোগ,
ইথে তুমি পাপ-ভাগী হ'বে না কখন।
যে নন্দন তব—
স্বেচ্ছায় যৌবন দান করিবে তোমায়,
করিবে সে অধিকার সাম্রাজ্য তোমার।

আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান পুত্রপৌত্রমান—
মহাভাগ্যবান হ'য়ে—
করিবে সংসার-সুখ ভোগ।

যযাতি। পাদপদ্মে সভক্তি প্রণতি।

নিত্যানন্দ। মহাদেবি! দেবীরাণি—সন্ন্যাসিনী মা আমার!
সকলি কি ফুরাল মা?
আর কি মা বোলে তোরে পাবনা ডাকিতে?
কম্পান্বিতা কেন মা জননি?
ও মা দেবযানি!
একি মা ভীষণ ভাব তোর?
বল মা বল মা মোরে কি করিতে হ'বে?
কি দিয়ে মায়ের ঋণ শোধ করি আমি?

দেবযানী। নিত্যানন্দ! সকলি ফুরাল!
যযাতির নিত্যানন্দ চিতাভস্ম হ'ল।
তবে চল,
চল হে সংসার ছেড়ে যাই!
আর কেন মায়া?
কার মুখ চেয়ে থাকিব গো এ পাপ-সংসারে?
তবে যাই—বাবা! যাই?—

শুক্রাচার্য্য। ও মা,তুই কোথা যাবি?
তুই যে আমার ওমা নয়নের মণি—
যোগের আনন্দ—মহাপ্রাণ তুই যে আমার?
তোরে ছেড়ে শুক্রাচার্য্য কোথায় থাকিবে?
ওরে, তোর মুখ চেয়ে—
এত দিন আছি যে সংসারে!
ক্ষ্যাপা মেয়ে! কত আর কাঁদাবি আমায়?

দেবযানী। কাঁদ—বাবা কাঁদ!
এ সংসারে সুখ নাই—হাসি নাই পিতা!

কেবলি—হতাশ হা হুতাশ,—
নিরাশ-হৃদয়ে শুধু বিহ্বল-ক্রন্দন।
এ সংসারে বিস্তর কেঁদেছি,
আর আমি কাঁদিতে পারি না।

(দেবযানীর পদতলে পতিতা হইয়া)

ভয়ণা। দয়াময়ী দয়ারাণি! ক্ষমা কর মোরে!
তব নিষ্পাপ পরাণে—
কত তাপ দিয়েছে পাষাণি?
ও মা মহারাণি!
আমারও সকল কাজ ফুরাইল ভবে।
দৈত্যরাণী শর্ম্মিষ্ঠা-জননী বাক্য হেতু,
তোমার সুখের সেতু ভেঙ্গে দি'ছি আমি।
ক'রেছিনু পণ আমি দৈত্যরাণী-পাশে,
শর্ম্মিষ্ঠারে বিবাহ দিয়ে—মহারাণী ক'রে
অবসর ল'ব এ সংসারে।
সে পণ সাধন হ'ল বটে;
কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনে,
ভীষণ অশুভ-ফল হ'ল পরিণামে।
যাও সখী শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরি!
জরাগ্রস্ত স্বামীরে তোমার—
সতত সান্ত্বনা ক'রো,
চলিনু জন্মের মত দেবযানী সনে;
দেখো সখি! পতিপ্রাণে দিওনা বেদনা।

দেবযানী। (উন্মত্তভাবে) নিত্যানন্দ!
ওই শুন স্বর্গের দুন্দুভি—
সুরভি-বাতাসে ভেসে আসে।
ওই শুন—ওই শুন—আবাহন-গীতি—

প্রেম ডোরে করে আকর্ষণ!
চল চল—আর কেন বৃথা বিলম্বন?

যদু। (দেবযানীর চরণে পতিত হইয়া)
আমাদের অসহায় ক'রে
তুমি কোথা যাও মা জননি?
ওমা ওমা! আমরা গো কি দোষ ক'রেছি?
আমাদের ধূলি মাঝে ফেলে—
কেমনে মা, কোন্ প্রাণে চ'লে যাও তুমি?

তুর্ব্বসু। ওমা! আমার মুখের পানে—
একবার চাহ গো জননি!
আমরা কি জানি এ সংসারে?
ওমা! ক্ষুধা পেলে কার কোলে ঝাঁপিয়া পড়িব?
কার স্নেহময় কোলে ঘুমাব জননী?
ওমা যেওনা—যেওনা—
আমাদের ফেলে—কোথাও গো যাইতে পাবে না!
যদি যাও—সঙ্গে লও আমা সবাকারে!

দেবযানী। বিষময় ক্ষণস্থায়ী এ পাপ সংসারে—
যথা—জরা, মৃত্যু অহর্নিশি অলক্ষ্যে ভ্রমিছে,
কে মোরে সম্বন্ধ সূত্রে বাঁধিবারে আসে?
কে তুমি—কাহার পুত্র?
কারে তুমি মা ব'লে ডাকিছ?
কে বলিল তোমার জননী আমি?
মায়ীক-সম্বন্ধ ছাড়া—
চিরস্থায়ী পরিচয় নাহি এ সংসারে।
স্নেহ-ডোর ছিঁড়েছে আমার,
বৃথা আর মায়া-সূত্রে গেঁথোনা আমায়!
তোমরা অজ্ঞান শিশু,—
অজ্ঞান আঁধারে মগ্ন রহো চিরকাল,

যেমন বিভোরে আছ থাক সেই ঘোরে।
জ্ঞান-নেত্র উন্মিলিয়ে দেখ দেবযানি!
কভু ছায়াকার—কভু সমীর আকার,
স্পর্শে মাত্র হয় বোধ দৃষ্টির অতীত!
আশে পাশে উর্দ্ধে অধে
নির্ব্বিরোধে দেখা দেয় এই চ'লে যায়।
এই এল কি ভাবের বিশ্ব তুলে,
ওই গেল প্রলয়-প্লাবনে ভাসাইয়ে!
স্তব্ধ দশ দিক্!
নাহি নাহি হিল্লোল—কল্লোল!
কোলাহল নির্ব্বাণ নীরব!
ভাব মধুর আকার—
ভাব স্বর্গের বিহার!
মহাভাবে নিমগ্ন সদাই।

শুক্রাচার্য্য। ওমা দেবযানি!
স্থির হ' মা,
তোরে দেখে অস্থির-পরাণি আমি!
একি ভাব—একি তোর ভাবের সঞ্চার?
একি মা তোমার সাজে?
আমি নির্লিপ্ত নিষ্কাম ব্রহ্মচারী,
কার মুখ চেয়ে আমি আছি এ সংসারে?
যদি তুই ছেড়ে চ'লে যাবি,
কেন এ মায়ার পাশে বাঁধিলি আমায়?
তবে জ্বাল চিতানল!
পিতা পুত্রী এক যোগে মহাযোগে মিশি
ভস্ম করি সংসারের তনু।

দেবযানী। জ্ঞানময়—জ্ঞানের ঈশ্বর—পতিতপাবন!
ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি তুমি,

বাক্যে তব অমৃত পায় প্রাণ,
তুমি করুণানিদান,
করুণায় সংসারের মহা উপকারী ;
অভাবে তোমার—দৈত্যরাজ্য হ'বে অন্ধকার !
এ কথা ব'লো না আর পিতা ?
পাপিনী তনয়া তরে,
এত মায়া তোমার সম্ভবে ?
তব অন্তর্দ্ধানে—সৃষ্টি কি সজীব র'বে ?
বাবা ! আমি বড়ই দুখিনী—ত্রিতাপে তাপিনী,
অন্তরের জ্বলন্ত উত্তাপ—
মিশে যা'ক চিতার উত্তাপে।
আহা, কেন পিতা সজল-নয়ন ?
প্রশান্ত গম্ভীর মুখ কেন গো মলিন ?
জগতের পরিত্যক্তা একটি তনয়া হেতু
তোমার কি এত শোক সাজে ?
নিত্যানন্দ, আর কেন ?
অবিরাম—
স্রোতের সমান দেখ কাল ব'য়ে যায়,
কার্য্য কর, মায়ের মিনতি ধর,
মাতা পুত্রে হেসে হেসে চল চ'লে যাই।

নিত্যানন্দ। নির্ব্বাণ সংসার-ভোগ নির্ব্বাণ পরাণ !
এত দিনে পূর্ণ-মনস্কাম আমি।
এসেছিল দেবযানী দেবীর আকারে—
এ পাপ সংসার-মাঝে,—
জ্ঞান, প্রেম, দয়া শিক্ষা দিতে।
পরমা-করুণামূর্ত্তি শুক্রের দুহিতা,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত খেলা খেলে চ'লে গেল,
এত দয়া এত প্রেম আছে কি সংসারে ?

এমন নিষ্কাম ভাব কেউ কি দেখেছ?
কি গভীর প্রশান্ত অসীম মহাভাব!
সংসার-অরণ্য মাঝে সরলা-হরিণী—
মহাপ্রেমে খেলে কুতূহলে!
বিচঞ্চল সমীরণ ভাব,
এই আছে এই হেথা নাই,
কি বলে তাহার অর্থ নাই,
অতি শিশু করুণার শিশু!
আহা মরি! রতিপতি জিনি
এল ব্যাধ পরম সুন্দর মনোহর,
দু'টিতে নিষ্কাম প্রেমে একে মিশে গেল।
সরলতাময়ী কুরঙ্গিনী,
স্বেচ্ছায় ব্যাধের জালে হইল জড়িত,
এমন মধুর খেলা কেউ কি দেখেছ?
কামে প্রেমে সামঞ্জস্য নাই—
নিষ্কাম নিষ্কাম প্রেম!
দেখ পুনঃ বুকে শেল হানি,
দুরন্ত উন্মাদ ব্যাধ—
হাওয়া হ'য়ে কোথা উড়ে গেল!
স্থির—নিশ্চল নির্ব্বাক!
মনে পড়ে, অমনি তখনি মূর্চ্ছা যায়!
ভাবের পত্নী হ'য়ে ভাবের স্বামীটি ল'য়ে
অপূর্ব্ব নিষ্কাম-খেলা কি মধুর খেলে?
এ হেন স্বপ্নের পাশে স্বপ্নময় বেশে—
কোথা হ'তে ভেসে এলে
জরাগ্রস্ত যযাতি-রাজেশ?
বুকে তুলে পায়ে ঠেলে দিলে?
জ্ঞানানন্দ নিত্যানন্দ আমি তব সখা,

এ অবধি স্থির ছিনু হৃদয়ে তোমার।
পবিত্রতা যেমন ঘুচিল,
আমার মায়ের প্রাণ হ'তে—
যেমন নিজেরে তুমি ছিনিয়া লইলে,
আর এই কালামুখী সকাম-মূরতি
পার্থিব মায়ার ছায়া ভরণা-প্রকৃতি,
যেমনি তোমার প্রাণে পরিপূর্ণ হ'ল,
অমনি তখনি তব—
নিত্যানন্দ ছেড়ে চ'লে গেল ;
মহিয়সী আদর্শ জননী
দেবযানী মা আমার—
তখনি তোমারে ছেড়ে স্বর্গ-ধামে গেল।
পরিপূর্ণ আসন্ন সময়,
যাই রাজা,—দাও হে বিদায়!
পৃথিবীর পত্নী ল'য়ে করহ সংসার।
তবে যাই মা জননি—ওমা দেবযানি!
তোমার স্বর্গের পথ করিগে প্রস্তুত!
ওই শুন মহান্ দুন্দুভি বাজে—
কাল-স্রোতে প্রাণ ভেসে যায়,—
হে সংসার—দাও হে বিদায়!

(প্রস্থান)

(দেবযানী যযাতির নিকটবর্ত্তী হইয়া)

দেবযানী। কত তাপ কত ক্লেশ দিয়েছি তোমায়,
সদাশয়! করুণায় ক্ষমা কর মোরে!
কভু যোগ্য নহি দু'জনায়,
তাই হায় দারুণ বিচ্ছেদ!

ত্যজ শোক—ত্যজ খেদ—রেখ না মনের ক্লেদ,
অব্যর্থ কর্ম্মের ফল ফলিল তোমার।
বুদ্ধিমান বিচক্ষণ তুমি,
অখণ্ডন প্রাক্তনের ফল—
মানুষের সাধ্যাতীত এ বিধি লঙ্ঘন।
শর্ম্মিষ্ঠে প্রাণের সখি!
আর কেন নতমুখী?
এইবার মুখ তুলে চাও।
অবসন্ন—আসন্ন-সময়ে,
আর কি লো রাগ হিংসা থাকে?
জলন্ত এ চিন্তানল
চিতানলে দিব মিশাইয়ে।
পতিবামে পূর্ণ-কামে বসি' চিরকাল,
আলো কর স্বামীর সংসার!
মনের আক্ষেপ মুছি' বিশুদ্ধ-পরাণে,
হাতে হাতে সমর্পিনু তোমা।
দেখো সখি, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধস্বামী তব,
যেন কোন মতে হ'ন না ব্যথিত।
অতি শিশু যদু ও তুর্ব্বসু পুত্র দু'টি—
তুলে দিনু হৃদয়ে তোমার;
ইচ্ছা হয়, দিবসান্তে—ক্ষুদ্র অবসরে,
একটু আদর স্নেহ দিও প্রেমময়ি!
—বাক্য, জ্বালা, ক্রোধ, হিংসা সর্ব্বস্ব আমার
একটি নিশ্বাসে শেষ হ'ল!
একবার শেষবার মা বোলে আমায়
ডাক মোরে—কোথা নিত্যানন্দ!
ভূমা—প্রেমানন্দে—
অতুল্য বাৎসল্যধনে কিনে লও মোরে!

নেপথ্যে। মা মা! এস মা—এস মা স্বর্গধামে!
কাতরে ডাকি মা তোরে আয় মা জননি!

পট পরিবর্ত্তন।

(বিজনারণ্য)

(সম্মুখে চিতা প্রজ্জ্বলিত ও একপার্শ্বে নিত্যানন্দ দণ্ডায়মান)

দেবযানী। নিত্যানন্দ! বাবা বাবা—প্রিয় পুত্র মোর!
পশ্চাতে চা'বনা আর,
চল—চল—সব কাজ শেষ হ'য়ে গেল!

নিত্যানন্দ। আয় মা—আয় মা!
তোরে নিয়ে স্বর্গধামে যাই,
প্রাণের জলন্ত তাপ মিশাক্ চিতায়।

ভরণা। আমারে কোথায় ফেলে যাও মা জননি?
সঙ্গে নে' মা—
নিত্যানন্দ-হারা হ'লে বাঁচিব না প্রাণে!

দেবযানী। এস—এস প্রাণের সঙ্গিনী তুমি!

(দেবযানী, নিত্যানন্দ ও ভরণার চিতারোহণ)

শুক্রাচার্য্য। ওমা দেবযানি!
আমারে অকূলে ফেলে সত্য সত্য চ'লে গেলি?
এ ছার জীবনে তবে কিবা প্রয়োজন?
মা আমার!
ননীর পুতলী হ'য়ে

অনায়াসে ঝম্প দিলি জ্বলন্ত অনলে ?
তবে, আমারেও সঙ্গে নে' মা !
দেবযানি !—দেবযানি !—

(চিতানলে ঝম্পপ্রদান উদ্যোগ, সহসা বৃষপর্ব্বা
এবং দৈত্যরাণী প্রভৃতর প্রবেশ)

বৃষপর্ব্বা। (বাধা দিয়া) কোথা যান গুরুদেব ?
অনুগত পদাশ্রিত জনে
দুখির মাঝারে ফেলে,
কোথা যান প্রভো ?

শুক্রাচার্য্য। কেও—কেও ? বৃষপর্ব্বা ! —দৈত্যরাজ ?
ছেড়ে দাও কেন দাও বাধা ?
দেবীহারা—মা-হারা—সন্তান হ'য়ে
কে চাহে রাখিতে প্রাণ এ পাপ সংসারে ?
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও !
দেবী যথা—আমি তথা !
ওরে সোণার প্রতিমা—
এই জ্বলন্ত অনলে দে'ছে আত্ম-বিসর্জ্জন !
তবে আর কোন্ প্রাণে র'ব ?
ওই শুন ক্ষীণকণ্ঠে অতি ক্ষীণস্বরে
বাবা বোলে মা আমারে ডাকে !
যাই মা—যাই মা ! —

(পুনঃ ঝম্পপ্রদানোদ্যোগ)

বৃষপর্ব্বা। পায়ে ধরি গুরুদেব !
একবার মোর প্রতি মুখ তুলে চাও।
মহাজ্ঞানী তুমি মহামুনি,
আজ কেন এত আত্মহারা ?

পার্থিব মায়ার বশে,
আজ এ কি সর্ব্বনাশ কর গুরুদেব ?
একটি কন্যার শোকে
সমস্ত সংসার ভুলে গেলে ?
ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞান-অবতার !
মায়া মোহে কেন এত মুগ্ধ ভগবন্ ?
রক্ষা কর—রক্ষা কর—সমস্ত জগত রক্ষা কর !

শুক্রাচার্য্য। বৃষপর্ব্বা ! আর কেন ?
আমার সর্ব্বস্ব পুড়ে গেল !
কি নিয়ে থাকিব তবে আর এ সংসারে ?
দেবীপ্রাণ—দেবীজ্ঞান—দেবীই সংসার !
সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সোণার প্রতিমা
শুক্রের সম্মুখে ভস্ম হ'ল !
তবে বৎস বল বল,
কেমনে ধৈরজ ধরি ?
শুক্র এ অদম্য-শোক সহিতে অক্ষম !

বৃষপর্ব্বা। গুরুদেব ! একি আজ শুনি তব মুখে ?
তবে কি প্রবোধ-কথা কথা-মাত্র-সার ?
তুমি হেন মহাজ্ঞানী হ'য়ে
তুমিও দুর্ব্বল গুরুদেব ?
সামান্য প্রাকৃতজন মায়ার অধীন,
তারা তবে কি করিবে দেব ?
জানি গুরো ! পুত্র-শোক
ত্রিশূলীর শূল চেয়ে বেশী বাজে বুকে।
সে কার ? অজ্ঞান গৃহী যেবা।
মূর্ত্তিমান জ্ঞান তুমি নির্লিপ্ত-সংসারী,
তুমিও কি হ'লে প্রভু শোকের অধীন ?
তুমি ত সদাই মোরে দাও উপদেশ,

'আত্মার বিনাশ নাহি কভু ?'
তবে প্রভু, কেন এত হ'তেছ দুর্ব্বল ?
একবার দেবযানী ব'লে
প্রাণ দিয়ে ডাক দেখি দেব ?
কেমন তোমার দেবী আসেনা সম্মুখে ?

শুক্রাচার্য্য। ওরে বৎস !
আর কিরে আছে শক্তি বল ?
রসনা কি আর ধরে সঞ্জীবনী তেজ ?
জ্ঞান, গুণ, তন্ত্র, মন্ত্র, বিদ্যার প্রভাব
সন্তানের শোকে ওরে সব ভেসে যায় !
এ সংসার
প্রলয় পয়োধিজলে হ'লে একাকার,
আমার একটি বাক্যে পায় হে নিস্তার ;
কিন্তু হেথা মোর কোন শক্তি নাই !
দেখেছ স্বচক্ষে বৎস !
বিভীষিকাময় রণাঙ্গনে,
শয়িত অনন্ত-ঘোরে সৈন্যগণ তব
আমার একটি বাক্যে,—একটি আহ্বানে—
'জয়' 'জয়' রবে তখনি পেয়েছে প্রাণ !
তাকি আমি—জানি না বাছনি ?
কিন্তু মো'র দেবযানী প্রাণের নন্দিনী,
ঝাঁপ দে'ছে জলন্ত এ ভীম-চিন্তানলে !
হেথা মোর ঐশী-শক্তি নাই,
দুর্ব্বল হৃদয় প্রাণ !
এ প্রাণের আবাহনে
আর কি পাইবে প্রাণ প্রাণের তনয়া ?

বৃষপর্ব্বা। গুরুদেব !
অধীনের বাক্য ধর—ধর হে মিনতি !

একবার দেবযানী ব'লে ডাক দেখি প্রভো?
দেবযানী প্রাণের নন্দিনী তব,
মহাদেবী জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে
এখনি সম্মুখে তব হ'বে আবির্ভাব।
একবার ডাক গুরুদেব!

শুক্রাচার্য্য। দেবি! দেবি!—মা আমার!
একবার দেখা দে মা জ্যোতির্ম্ময়ী-বেশে!
শোক-ক্লেশে জর্জ্জরিত প্রাণ!
আকুল সন্তান
কাতরে ডাকিছে তোরে,—
একবার দেখা দে মা!

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(স্বর্গ—তোরণদ্বার)

(জ্যোতির্ম্ময়ী-বেশে দেবযানী, তৎপদতলে নিত্যানন্দ ও ভরণা)

সকলে। জয় জয় দেবযানী পরমাপ্রকৃতি!

বৃষপর্ব্বা। দেখুন দেখুন গুরুদেব!
কি আনন্দ অপূর্ব্ব মূরতি!
দেবযানী জ্যোতির্ম্ময়ী-বেশে
স্বর্গদেশ আলো ক'রে বসে আছে!

শুক্রাচার্য্য। দেবযানি—দেবযানি! একবার কথা ক'মা!
আলো দে মা অন্ধকার হৃদে!

দেবযানী। কেন পিতঃ এত শোকাকুল ?
তুমি মহাজ্ঞানী হ'য়ে
জন্ম-মৃত্যু রাখ ভেদাভেদ ?
ভুজঙ্গ নির্ম্মোক ত্যাগ প্রায়
স্থূল আবরণ ত্যজি
সূক্ষ্ম দেহ লভিয়াছি আজি ;
স্থূল ছিনু সংসারে তোমার,
এখন এ স্বর্গের সংসারে
সূক্ষ্ম দেহে করিব বিরাজ।
পিতা, মায়াপাশ ফেলে দিয়ে
মায়াদৃষ্টি তেয়াগিয়ে—
একবার দেখ দেখি চেয়ে ?
আজ কি সম্পূর্ণমূর্ত্তি করিয়াছি লাভ ?
এ দেখে কেন গো পিতা এত শোকাতুর ?
যাও আশ্রমে ফিরিয়ে ;
শোকমূর্ত্তি নিরখিয়ে তব,
না পারি পশিতে দেবধামে।
স্বর্গের প্রথম দ্বারে হইয়াছি উপনীত,
এখনও যে বহুদূর যেতে হ'বে মোরে ?
পতিপুত্র মুখ হেরি—
সমস্ত সংসার হেরি,
এখনও সম্পূর্ণ মায়া ছাড়ে না আমায় ;
এ সময় অন্তরায় হও না আমার।
কোথা প্রাণাধার—
স্বর্গের মাধুরিমাখা কোথা হৃদিসখা !
এসেছি তোরণদ্বারে,
অভাগীরে কৃপা ক'রে—
একবার দাওহে দর্শন !

দুর্ব্বিসহ এ বিরহ ভার
আর যে তোমার দাসী পারেনা বহিতে !
পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সে মুখখানি নিয়ে
একবার দেখা দাও দেব !
বড়ই দুর্ব্বল আমি,
আর যে পারি না যেতে ভাই ?
কোথা কচ—শৈশবের সাথী !
কোথা তুমি করুণার খনি ?
অনাথিনী সঙ্গিনী তোমার
এসেছে তোমার দ্বারে।
এস এস হৃদয়বল্লভ !
করুণায় তুলে লও মোরে।
পৃথিবীর ছায়া—পৃথিবীর মায়া
এখনও যে ছাড়ে না আমায় ?
দেখা দাও দয়াময় !
অসহ্য এ বেগ আর পারি না সহিতে।

উপসংহার।

(স্বর্গ—নন্দন-কানন)

(কচের জ্যোতির্ম্ময়-ছায়ার আবির্ভাব ;
চতুর্দ্দিকে দেবকন্যাগণ)

গীত।

সিন্দুরা-খাম্বাজ———দাদ্‌রা।

ছায়ার্ ছায়া মুছিয়ে দিয়ে মায়া-ছাড়া ছায়ার্ পাশে,
সেই ছায়াতে ভেসে এল মায়ার্ মানুষ কায়ার্ আশে।
ছায়ার কায়ায় মিশ্‌বে ব'লে, ভবের কায়া মুছে ফেলে,
মনের মানুষ মনটি নিয়ে—মিশিয়ে এল মনের বাসে।
সাঙ্গ হ'ল ভবের খেলা—দেবীর লীলা প্রেমের মেলা,
স্বর্গপ্রেম উধাও হ'ল, ধরায় স্মৃতি রৈল মিশে ;—
শেখ প্রেম ধরার্ মানুষ! এ প্রেম বিলাও দেশে দেশে!!

কচ। এস সখি! প্রাণ-প্রদায়িনি—
প্রাণের সর্ব্বস্ব সার প্রেমের প্রতিমা—
হৃদয়ের মধুরিমা প্রফুল্ল চন্দ্রমা!
এস এস আলো কর এ আঁধার প্রাণ!
এস এস পৃথিবীর সাথী!
পরম পবিত্র প্রেম নিষ্কাম হৃদয়ে
নিষ্কাম প্রেমের খেলা খেলি।
এস দোঁহে হই একাকার!
স্বর্গের সংসারে করি স্বর্গীয় বিহার।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"দেবযানী—নিত্যানন্দ-সংবাদ" সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ দেবযানীর চরিত্রবৃন্দ।

বক্তা	...	...	...	ব্যাসশিষ্য-বৈশম্পায়ন।
শ্রোতা	...	...	...	পরীক্ষিতাত্মজ জন্মেজয়।

ইন্দ্রাদি দেবগণ। বৃহস্পতি। কচ। দেবসৈন্যগণ। বৃষপর্ব্বা। শুক্রাচার্য্য। যদু। তুর্ব্বসু। দ্রুহ্য। অনু। পুরু। মন্ত্রীগণ। দৈত্যগণ। দূতগণ।	যযাতি ও নিত্যানন্দ। (জ্যোতির্ম্ময়দেহী—কচ)
দেবকন্যাগণ। দৈত্যরাণী। শর্ম্মিষ্ঠা। অনঙ্গ। ঊষা। প্রভাতী। সখীগণ। ঘূর্ণিকা। পরিচারিকা।	দেবযানী ও ভরণা।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

যযাতি-উপাখ্যান।

"এইরূপে যযাতি নৃপতি,
স্বর্গ আরোহণ করি, দেবতারে পূজা করি—
হ'ন তথা সমাদৃত অতি!
তথায় সুদীর্ঘকাল করি বাস মহীপাল,
কদাচিত যা'ন্ ব্রহ্মলোকে,
কদাচিত দেবলোকে— যাইলেন সুপুলোকে,
উদ্ভাসিত হ'য়ে জ্ঞানালোকে।"

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥"

গ্রন্থ-সূচনা।

(হস্তিনা-যজ্ঞস্থল)

জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন, সভাসদ্গণ ও মহর্ষিগণ।

যযাতির যৌবনপ্রাপ্তি।

জন্মেজয়। অত্যদ্ভুত সতী-লীলা যযাতি চরিত
শুনিয়া, আমরা বড় হইলাম প্রীত।
ধন্য ধন্য কবিবর! অপূর্ব্ব মহিমা!
মহতী কবিত্ব-গাথা যার নাহি সীমা।
বল বল তপোধন, যযাতি রাজন—
অতঃপর কি করিল? কর হে কীর্ত্তন!
জরাগ্রস্ত মহারাজা তবে অতঃপর,
কি করিল—কোথা গেল? কহ মুনিবর!
তত্ত্ব-সুধা পান হেতু চাতক সমান—
বড়ই তৃষিত আমা-সবাকার প্রাণ।

বৈশম্পায়ন। শুন শুন মহারাজ! শুন মুনিগণ!
জরাজীর্ণ যযাতির অদ্ভুত-কথন!

অতঃপর ক্ষুণ্ণমনা যযাতি নৃমণি,
আসিলেন কোন মতে নিজ রাজধানী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গফল,
কিছু নাহি অধিকার সকলি বিফল।
কিছুমাত্র নাহি সুখ নাহি রাজভোগ,
সদা কষ্ট সদাই অশান্তি দুখভোগ।
শুক্রশাপে প্রত্যাহার আছে সদুপায়,
এই হেতু জ্যেষ্ঠপুত্রে ডাকি নররায়—
কহিলেন মহাদুখে কাতর বচনে ;—
"বৎস যদু! পিতারে উদ্ধার কর প্রাণে।
শুক্রের অদম্য-শাপ মহাঘোর জরা!
কিছু মাত্র নাহি সুখ থাকিতে এ ধরা।
লোলিত পলিত আমি সদাই জরায়,
এই হেতু শুন বৎস! রক্ষ রে আমায়।
আজিও যৌবনসুখে পরিতৃপ্ত নই,
শোন্ বাছা, হাতে ধ'রে তোরে আমি কই,
আমার এ পাপ জরা করিয়া গ্রহণ,
দান কর মোরে তব নবীন যৌবন।
তোমার যৌবন লভি, ইচ্ছা অনুসারে—
করিব বিষয় ভোগ সংসার মাঝারে।
সহস্র বৎসর পূর্ণ হ'লে পুনর্ব্বার,
ফিরাইয়া দিব বৎস, যৌবন তোমার।"
——যদু বলে, "মহারাজ! ক্ষম হে আমায়,
জরার বিষম দোষ! কি কব তোমায়?
পান-ভোজনেতে সদা ঘটে হে ব্যাঘাত,
অকস্মাৎ কেন প্রভু কর বজ্রাঘাত?
শুক্ল শ্মশ্রুজাল, মাংস শিথিল কুৎসিত,
শ্রীভ্রষ্ট, আনন্দহীন সদা সঙ্কুচিত।

সর্ব্বকার্য্যে নিরুৎসাহ—নাহি উত্তেজনা—
জরাজীর্ণ বৃদ্ধজন সদা ক্ষুণ্ণমনা।
অতএব করি তব পদে প্রণিপাত,
আমারে এ হেন কষ্ট নাহি দেহ তাত!
আমা চেয়ে আছে তব পুত্র প্রিয়তর,
তাহারে প্রদানি জরা মোরে ক্ষমা কর।"
যদুর এ হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ,
অতি ক্রোধে কহিলেন যযাতি রাজন;—
"আরে দুষ্ট! আমার ঔরস-পুত্র হ'য়ে
দিলি রে দারুণ দুঃখ এ দগ্ধ-হৃদয়ে?
শোন্ মূঢ়! আর তোর নাহিক নিস্তার,
বংশে তোর কেহই পাবে না রাজ্যভার।
আরে রে পাপিষ্ঠ পুত্র! সক্ষম হইয়া
অক্ষম পিতার কষ্ট না দিলি ঘুচিয়া?
তোর মুখ নাহি চাহি করিতে দর্শন,
হেথা হ'তে অন্যস্থানে কর্ পলায়ন।"
——জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তবে যযাতি রাজন,
তুর্ব্বসুরে ডাকি অতি ক্ষুণ্ণমনে ক'ন;—
"আমার এ পাপজরা করিয়া গ্রহণ,
কর রে উজ্জ্বল মুখ পিতার আপন!
সহস্র বৎসর পুনঃ হইলে অতীত,
তোমারে যৌবন ফিরি দিব সুনিশ্চিত।"
সবিনয়ে তুর্ব্বসু কহিল পিতৃপদে;—
"জরায় অশান্তি পিতঃ! ঘটে পদে পদে।
জরার প্রভাবে সদা বুদ্ধি ভ্রংশ হয়,
ভোগ সুখে নিশি দিন বঞ্চিত সে রয়।
পদে পদে প্রাণের আশঙ্কা ঘটে তায়,
কি ব'লে যৌবন দান করিব তোমায়?

মহারাজ! আপনার ও জরা গ্রহণে,
কদাচ সম্মত নহি, নিবেদি' চরণে!"
——হৃদয়ে দারুণ-দুখ সম্বরিতে নারি,
কহিলা যযাতিরাজা অতি ধীরি ধীরি;—
"আমার আত্মজ হ'য়ে আমার প্রার্থন,
সুসম্মত হইলি না করিতে পূরণ?
অতএব শোন্ মূঢ়! দিতেছি সম্পাত,
নির্ব্বংশ হইবি তুই ধর্ বজ্রাঘাত!
সঙ্কীর্ণ-আচার-ধর্ম্ম-সম্পন্ন যাহারা,
চণ্ডাল-প্রবৃত্তি, নাহি বাছে গুরুদারা;
রাক্ষসের মত হীন অহিত আচার,
তীর্য্যগ্-যোনির মত স্বভাব যাহার;
ধর্ম্ম কর্ম্ম সদা হীন, সদাই পশুত্ব,
তাদের লইয়া সুখে করগে রাজত্ব!"
——তুর্ব্বসুরে অভিশাপ প্রদানি' তখন,
দ্রুহ্যুরে ডাকিয়া ক'ন অতি ক্ষুণ্ণমন;—
"হায় দ্রুহ্যু! সর্ব্বসুখ-নাশিনী জরায়,
সদাই কাতর ওরে—রক্ষ' প্রাণ যায়!
দুই পুত্র রাখিলনা ভারতী আমার,
তুমি যদি লহ বৎস, মোর জরাভার!
সহস্র বৎসর তরে এই জরা লহ,
তোমার যৌবন-ধন মোরে তুমি দেহ।
এই নির্দ্দেশিত কাল হইলে অতীত,
তোমারে যৌবন ফিরি দিব সুনিশ্চিত।"
——দ্রুহ্যু কহে সবিনয়ে জুড়ি দুই পাণি;—
"মহারাজ! আমারে না বল হেন বাণী।
জরাজীর্ণ-জন কভু হস্তী, অশ্ব, রথে—
আরোহণ করিতে না পারে কোন মতে।

সংসার-সম্ভোগে সদা অসমর্থ হয়,
জীর্ণজন-বাক্যে কারো না হয় প্রত্যয়।
তাই বলি হে রাজন্! তব জরাভার,
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা নাহিক আমার।”
——সন্তাপিত ক্রোধমনা যযাতি তখন—
কহিলেন কটুভাষে ;—“ওরে দুরাত্মন্!
আমার আত্মজ হ’য়ে যৌবন প্রদানে—
হ’লি রে বিমুখ? ব্যথা দিলি পিতৃ-প্রাণে ?
অতএব শোন্ মূঢ়! কোন আশা তোর—
হ’বে না সফল কভু, ধর্ বাক্য মোর!
আরো শোন্ মূঢ়পুত্র অবাধ্য নির্ম্মম!
নাহি যথা শিবিকাদি যান সমাগম ;
শুধু মাত্র সন্তরণে গমনাগমন—
হয় যথা, সেই স্থানে কর্ পলায়ন।
তোর বংশে কেহ নাহি রাজত্ব পাইবে,
তোর বংশধর সদা দুঃখেতে রহিবে!”
——এত বলি, অনু-পানে কাতর-নয়নে—
কহিলেন মহারাজ সুধীর-বচনে ;—
“ধর বৎস, ধর বাক্য, রক্ষ রে আমার,
তুমি বিনা আর নাহি দেখি সদুপায়।
নেরে নেরে পাপ-জরা বাঁচারে জীবন,
বিনিময় কর্ তোর নবীন-যৌবন।
ও নব-যৌবন ল’য়ে সহস্র বৎসর,
করিব বিষয় ভোগ ধর্ বাক্য ধর্!”
অনু কহে, “মহারাজ! জরাগ্রস্ত-জন,
সদাই অসুখী, রহে দুঃখেতে মগন।
বালকের মত সদা উনমাদ প্রাণে—
কি বলে কি করে, কিছু নাহি স্থির-জ্ঞানে ;

অতএব ধর পিতা, আমার মিনতি,
ও জরা গ্রহণে মোর নাহিক সম্মতি।"
——আরক্ত-লোচনে ক্রোধে কহিলা যযাতি ;—
"পুত্র হ'য়ে পিতার না রাখিলি ভারতী ?
শোন্—শোন্! আর তোর নাহিক নিস্তার,
বংশে তোর বাতি দিতে না থাকিবে আর।
অচিরাৎ জরাগ্রস্ত হও রে দুর্ম্মতি!
যৌবনেই তোর যত সন্তান সন্ততি
কালের করাল-গ্রাসে হইবে পতন,
কভু না অন্যথা হ'বে আমার বচন।"
——এতেক কহিয়া তবে যযাতি ধীমান,
মনোদুখে কহিলেন পুরু-সন্নিধান ;—
"বৎস পুরু! শুক্রের অদম্য অভিশাপে
জরাগ্রস্ত হইয়াছি, মরি মহাতাপে।
দেখ বৎস, গলিত লোলিত মাংস কেশ,
ধর রে প্রাণের পুত্র, পিতার নিদেশ!
অদ্যাপি যৌবন-সুখে পরিতৃপ্ত নই,
শোন্ বাছা, হাতে ধ'রে তোরে আমি কই!
আমার পাপের সহ এ বিষম জরা,
করিয়া গ্রহণ মোরে শান্ত কর ত্বরা।
তোমার যৌবন ল'য়ে ইচ্ছা অনুসারে,
করিব সম্ভোগ সুখ সংসার মাঝারে।
তোমার নিকটে আমি করি অঙ্গীকার,
অতিক্রান্ত হ'লে পরে বৎসর হাজার,
তোমার যৌবন পুনঃ তোমারেই দিব,
এ দুর্ব্বহ জরা বৎস, আমি ফিরে নিব।"
——শুনিয়া পিতার কথা পুরু ধর্ম্মশীল,
গদ-গদ-ভাবে আহা, কহিতে লাগিল ;—

"ধন্য আমি! ধন্য মোর জীবন-ধারণ!
পিতা গো, তোমার কথা করিব পালন।
তোমার প্রদত্ত দেহ তোমারি কারণ,
করিব উৎসর্গ আমি, ইথে কি বারণ?
মহারাজ! তোমার যেরূপ অনুমতি,
এখনি পালিব আমি পেয়ে মহাপ্রীতি।
এ ছার যৌবন মোর করি' বিনিময়,
পরিণামে স্বর্গলোক পাইব নিশ্চয়।
করহ গ্রহণ পিতঃ এ নব-যৌবন,
ইচ্ছা-অনুসারে ভোগ্য করহ ভুঞ্জন।
অতি বৃদ্ধমূর্ত্তি ল'য়ে সংসার-আলয়ে,
ভগবৎ-ধ্যানে র'ব পবিত্র-হৃদয়ে।
সমস্ত প্রবৃত্তি ল'য়ে এ নব-যৌবন—
করিনু প্রদান, পিতঃ করুন গ্রহণ।"

পুরুর বচন শুনি'　　ফুল্লমতি নৃপমণি
　　পুরুরে আশীষ-ভাষে কন;
"ওরে বৎস! তোর প্রতি　　হইলাম তুষ্ট অতি,
　　ধন্য তুই সার্থক নন্দন!
প্রজাগণ রাজ্যে তোর,　　সুখে সদা র'বে ভোর,
　　র'বে সবে একতাবন্ধনে;
বড় প্রীত হইনু বৎস,　　খুলে দিলে প্রেম-উৎস,
　　সুখে রহো এ জরা গ্রহণে।"
স্মরিয়া শুক্রের বাণী—　　হ'য়ে পুলকিত প্রাণী,
　　নৃপমণি যযাতি তখন,—
পুরুর শরীরে ত্বরা　　সঞ্চারিলা মহাজরা,

পিতা পুত্রে অপূর্ব্ব মিলন।

যৌবন-সম্ভোগ।

নবীন যৌবন ল'য়ে নহুষনন্দন,
সদা কামনায় মত্ত পুলকিত মন।
অভিলাষ অনুসারে বিষয় বিশেষে,
প্রজার পালন করে পুত্র-নির্ব্বিশেষে।
যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়া, দানে সেবে দেবগণে,
শ্রাদ্ধ করি' পিতৃগণে তোষে প্রাণপণে।
দীন হীন জনে সদা কৃপা বরিষণ,
অভিলাষ সম্পাদনে তুষ্ট দ্বিজগণ।
অন্ন পান ধনদানে অতিথি-নিকর—
সদা প্রীত, রাজ কাছে সদা জোড়কর।
দিয়তাং ভুজ্যতাং রব মাত্র সার,
সাম, দান, ভেদ, ন্যায়, দণ্ডে সুবিচার!
দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন,
জয় জয় রোল তাই উঠে অনুক্ষণ।
দস্যুগণে শাসন করিয়া মহারাজ,
ইন্দ্র যেন ইন্দ্রালয়ে করেন বিরাজ।
তাঁহার জ্বলন্ত-জ্যোতিঃ মহত্ত্বের খ্যাতি,
নিয়ত রাজত্ব-মাঝে দিতেছে হে ভাতি।
মধ্যাহ্নে প্রখর-তেজা মার্ত্তণ্ডের সম,
গাম্ভীর্য্যে যযাতি রাজা সাগর উপম।
লজ্জাবতী বসুন্ধরা তাঁর ধৈর্য্য হেরি'—
যেন কত সঙ্কুচিতা, বর্ণিতে না পারি।
একদা বসন্তকালে, বসন্ত-আমোদে—
বিশ্বাচীরে হেরিয়া মাতিলা প্রেমমদে।
স্বর্গ-বিদ্যাধরী আহা! রূপে অনুপমা,
হৃদয়ের হারাবলী প্রাণ-মনোরমা।

কভু বা নন্দন-বনে, কভু অলকায়,
বিশ্বাচীরে ল'য়ে মাতে আনন্দ-লীলায়।
কখন বা উত্তর মহান্ মেরুশৃঙ্গে,
বিশ্বাচীরে ল'য়ে খেলে কত প্রেমরঙ্গে।
কি কব প্রেমের লীলা বর্ণিতে না পারি,
প্রেমরঙ্গে মত্ত রাজা দিবা বিভাবরী।
পরে প্রতিজ্ঞাত-কাল হইলে পূরণ,
নিজ অঙ্গীকার-বাক্য হইল স্মরণ।
যখন বুঝিলা কাল হ'য়েছে পূরণ,
পুরুরে ডাকিয়া ক'ন পুলকিত মন ;—
"বৎস পুরু, ল'য়ে তব যৌবন নবীন,
ইচ্ছা-অনুরূপ ভোগ কৈনু নিশি দিন।
কাম্য-বস্তু উপভোগে, কামের সমতা
কিছু মাত্র নাহি মিটে পিয়াস, মমতা ;
প্রত্যুত অনলোপরি ঘৃত দান প্রায়—
ক্রমেই বাড়িয়া উঠে নির্ব্বাণ না পায়।
এই ভূমণ্ডল-মাঝে যত ধন ধান্য,
অগণ্য রমণী আর পশু ও হিরণ্য,
যদি কেহ একজনে পায় অধিকার,
তথাপি মিটেনা তার পিপাসা দুর্ব্বার।
অতএব ভোগ তৃষ্ণা সর্ব্বতোপ্রকারে—
বর্জ্জন করাই স্থির, যুক্তি সুবিচারে।
দুর্ম্মতি অজ্ঞান-জন, যেই আশাবশে—
সর্ব্বদা আবদ্ধ আছে কামনার বশে,
সেই সর্ব্বনাশী আশা না কৈলে বর্জ্জন,
কভু নাহি হ'বে তার তৃপ্তির সাধন।
দেখ বৎস, হাজার বৎসর এই সুখে,
অতিপাত করিলাম প্রফুল্লিত মুখে ;

তবু না নিবৃত্তি পায় বাসনা অনল,
হায় রে দিনের দিন বাড়িছে কেবল।
তাই বলি, ধর বৎস, যৌবন তোমার,
আমার অবস্থা ফিরে দেহ পুনর্ব্বার।
আর কেন ভোগ-সুখ অতৃপ্তি-পিপাসা ?
আর কেন সংসারের এ ছার লালসা ?
পরব্রহ্মে স্মরি' বৎস, তপোবনে পশি'
তাঁহার পদারবিন্দে এ মন নিবেশি'।
তব জ্ঞান গভীরতা সুশীলতা হেরি',
অতীব হ'য়েছি প্রীত তোমার উপরি।
আশীর্ব্বাদ করি, তব হউক মঙ্গল,
সদেচ্ছা তোমার সদা হউক সফল।
স্বকীয় যৌবন সনে মম রাজ্যভার,
করিয়া গ্রহণ, মোরে কর রে নিস্তার!
তুমি অতি হিতকারী প্রিয়কারী সুত,
সুশীল সুবোধ সাধু বহু-গুণযুত।
তোমা হ'তে যথেষ্ট ক'রেছি ভোগ সুখ,
সমুজ্জ্বল করিয়াছ জনকের মুখ।"

পুরুকে সিংহাসন দান।

অনন্তর নহুষ-তনয় মহামতি—
অতীব আগ্রহ ইচ্ছাবশে,
পুনর্ব্বার নিজ জরা নিজের শরীরে—
করিলেন সঞ্চারিত।
নবীন যৌবন রূপ লভি'
তৎপুত্র পুরু প্রিয়সুত,
হইলেন বিভাসিত।
পুরু প্রতি অতি প্রীত হ'য়ে নরপতি,
রাজ্য-মাঝে দিলেন ঘোষণা—
"পুরুরে দিবেন রাজা রাজ্য-অধিকার!"
রাজেন্দ্রের এ হেন প্রচার শুনি,
রাজ্যস্থ সকল প্রজা—
চারিবর্ণ প্রকৃতি-মণ্ডলী,
নিবেদিল রাজ-সন্নিধানে,—
"মহারাজ!
আপনার প্রধানা মহিষী দেবযানী,
তৎপুত্র যদু মহামতি—
আপনার বংশের প্রধান;
রাজগুণ-সমন্বিত সুশীল সুবোধ,
হেন জ্যেষ্ঠপুত্র,
শুক্রের দৌহিত্র জ্ঞানী যদু বিদ্যমানে—
কনীয়ানে রাজ্য দান কিরূপে সম্ভবে?"
কহিলেন মহারাজ—
"শুন বর্ণচতুষ্টয় সভাস্থ সজ্জন!
জ্যেষ্ঠ অতিক্রম করি' কনিষ্ঠ নন্দনে,
কি বিধানে রাজ্য দান করি?

আমার অবাধ্য পুত্র যদু,
সে আমার কোন মতে পালেনি নিদেশ!
যে পুত্র পিতার প্রতিকূল,
পুত্র বলি' গণ্য সে কি সংসার-সমাজে?
আর—যে পুত্র পিতার আজ্ঞাবাহী,
জনকের হিত সাধে কায়মনোভাবে,
সেই ত যথার্থ পুত্র বংশের দুলাল।
যে পুত্র হইতে হয় পিতৃ-মুখোজ্জ্বল,
পিতৃস্বত্বে সেই স্বত্ববান,
সে পুত্র প্রকৃতপক্ষে রাজ্য-অধিকারী।
আর দেখ, যদু ও তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, অনু,—
অতীব অপ্রিয়কারী,
নিস্কলঙ্ক-কুলে কুলাঙ্গার!
পিতৃ-রাজ্য অধিকারে কোন স্বত্ব নাই।
প্রাণাধিক প্রিয়তম পুরু,
প্রাণ দিয়ে বাক্য রক্ষা ক'রেছে আমার!
স্বকীয় যৌবন দানে,
মহাঘোর জরা ক'রেছিল বিনিময়।
পরম পবিত্র—মিত্ররূপে,
পুরু মোর সমস্ত বাসনা
করিয়াছে সম্পাদন।
এ কারণ পুরু প্রিয়তম,
আমার সমস্ত স্বত্বে হোক্ স্বত্ববান,
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মোর তারেই অর্পিনু।
আরো দেখ, শুক্রাচার্য্য শ্বশুর আমার,
তুষ্ট হ'য়ে এই বর দিয়াছিলা মোরে;—
"আজ্ঞাবাহী পুত্রে তব দিবে রাজ্য-ভার।"
অতএব করি আজ্ঞা দান,—

শুন বিপ্র, শুন প্রজা, হে প্রকৃতিগণ!
এ রাজ্যে পুরুরে সবে কর অভিষেক।”
রাজার এ কথা শুনি' কহিল সচিব,
“মহারাজ! যে নন্দন সর্ব্ব-গুণবান—
জনকজননী-হিতকারী;
হ'লে সে সবার কনীয়ান,
সেই পুত্র কল্যাণের পাত্র সুনিশ্চয়।
শ্রীচরণে নিবেদন করি হে রাজন্!
পুরুরে এ রাজ্য-ভার করুন প্রদান।
বিশেষতঃ শুক্রাচার্য্য-বরে,
প্রত্যবায় নাহি কিছু হথে;
সম্পূর্ণ সম্মতি মোরা নিবেদিনু পদে।”
পুরবাসী জনপদবাসী,
প্রজাবর্গ, অধীন করস্ত নৃপগণে,
অতীব সন্তুষ্ট মনে,
পুরুরে ভূপতি-পদে কৈলা অভিষেক।
অতঃপর মহাপ্রাজ্ঞ-যযাতি ধীমান,
বাসনায় জলাঞ্জলী করিয়ে প্রদান,
বনবাস-আশে—তপস্বীর বেশে,
পরম পবিত্র-মনা দ্বিজগণ সনে,
সংসার জন্মের মত কৈলা পরিত্যাগ।
যযাতির পঞ্চপুত্র হ'তে—
এই মহা পঞ্চকুল শাখা প্রশাখায়
এ সংসারে হইল বর্দ্ধিত।
দেবযানী-জ্যেষ্ঠপুত্র যদুবংশ হ'তে,
যাদব পবিত্রকুল স্থাপিল জগতে।
তুর্ব্বসুর বংশে হ'ল যবন উদ্ভব,
দ্রুহ্যু হ'তে বৈভোজ নামেতে বংশধর,

অনু হ'তে ম্লেচ্ছ জাতি উৎপত্তি সংসারে,
পুরু হ'তে পৌরব বিখ্যাত চরাচরে।
হে রাজন্! বংশের প্রধান মুখোজ্জ্বল!
তুমি এই পুরু-বংশে ল'ভেছ জনম।
শুন শুন রাজা জন্মেজয়,
অতঃপর যযাতি ধীমান গুণময়
হৃষ্টচিত্তে করিলেন বাণপ্রস্থাশ্রম।
নাহি সুখ, নাহিক সম্পদ,
অযত্ন সুলভ ভোজ্য ফল মূল শুধু,
কখন আহার, কভু অনাহাব,
কখন সমীরাহারে দিন অতিবাহে।
অতঃপর সময় আগত হেরি,
সুরলোকে করিলা গমন।
কিন্তু হায়। অত্যুন্নতি কেহ নাহি পায়।
কিয়দ্দিন মহারাজ,
স্বর্গসুখে করি অবস্থান,
দেবরাজ ইন্দ্রের কারণ
পুনর্ব্বার এ সংসারে হ'লেন পতন।
এই রূপ জনশ্রুতি;
নরনাথ ধীমান যযাতি,
একেবারে ভূমণ্ডলে না হ'য়ে পতিত—
কিছুকাল ব্যোমতলে কৈলা অবস্থিতি।
অতঃপর—
বসুমান, প্রতর্দ্দন, অষ্টক ও শিবিসনে,
মহারাজ আনন্দিত মনে
পুনর্ব্বার দেবলোকে করেন প্রয়াণ।

স্বর্গারোহণ।

কহিলেন জন্মেজয় পিপাসিত-প্রাণে ;—
কহ হে ব্রহ্মণ!
নৃপকুলচূড়ামণি মহাত্মা যযাতি,
মর্ত্তলোকে স্বর্গলোকে
যে সকল মহাকীর্ত্তি করিলা সঞ্চয়,
করহ কীর্ত্তন মুনে! এই সভামাঝে।
কেমনে আবার স্বর্গে করেন গমন ?
এ সকল পূর্ব্বাপর করিয়া বর্ণন,
একান্ত কৌতূকাক্রান্ত অন্তর আমার,
শান্ত কর ওহে শান্তশীল!
সুধীর বচনে ক'ন বৈশম্পায়ন ;—
শুন শুন হে মহারাজন্!
ভূলোক দ্যুলোক-শ্রোতা, তদীয় পবিত্র-গাথা,
করিব কীর্ত্তন নৃপ, কর অবধান।
জীতেন্দ্রিয় জীতক্রোধ মহামনা মহাযোধ.
তথায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করি সমাপন,
দেবগণে পিতৃগণে করিলা সন্তোষ।
বিধিমত বাণপ্রস্থাশ্রমে,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে দিতেন আহুতি।
বন্যফল মূল ঘৃতে অতিথি সৎকারে.
সদাই আছিল রাজা পবিত্র অন্তরে।
অনন্তর সহস্র বৎসর অতিবাহি,
এককালে মৌনী হ'য়ে ত্রিংশত বৎসর,
পরে এক বর্ষ মাত্র সমীর আহারে,
পঞ্চাগ্নি মহান তপ কৈলা অনুষ্ঠান।
অনন্তর ছয়মাস,

এক পদে ভূমি স্পর্শ করি,
অবচ্ছিন্ন পরব্রহ্মে করিলা আশ্রয়।
এই রূপে মহা তপ অনুষ্ঠান করি,
সর্লোকে গমন করি যযাতি রাজন,
করিলেন অপ্রমিত পুণ্য সঞ্চয়ন।

স্বর্গচ্যুতি।

বৈশম্পায়ন কয়, শুন রাজা জন্মেজয়,
এই রূপে যযাতি নৃপতি,
স্বর্গ আরোহণ করি, দেবতারে পূজা করি,
হ'ন তথা সমাদৃত অতি।
তথায় সুদীর্ঘ কাল— করি বাস মহীপাল,
কদাচিত যান ব্রহ্মলোকে,
কদাচিত দেবলোকে, যাইলেন সুপুরোকে,
উদ্ভাসিত হ'যে জ্ঞানালোকে।
এইরূপে যযাতি রাজন,
ইন্দ্র সন্নিধানে ধীরে করিলা গমন।
অনন্তর দেবরাজ কথা অবসানে,
কহিলেন প্রীতি আবাহনে,
"হে রাজন!
তোমার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু মহামতি,
তোমার দুর্জ্জয় জরা যবে করিলা গ্রহণ,
তারে তুমি মহারাজ্যে অভিষেক করি,
কিবা উপদেশ দিয়ে করিলে বরণ?
অতীব নির্ম্মল চিতে পরব্রহ্মে স্মরি',
সত্য ক'রে কহ রাজা! সমস্ত বিচারি'।"
যযাতি কহিলা মৃদুভাবে;—
"হে দেবেন্দ্র!

প্রাণাধিক নন্দনেরে রাজত্ব প্রদান কালে—
এইরূপ উপদেশ দিয়াছিনু আমি ;—
"শুন বৎস !
গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীর
অন্তর্গত সমস্ত সাম্রাজ্য—
ভুক্ত হ'ল তব অধিকারে,—
একচ্ছত্রী একেশ্বর হ'লে ধরামাঝে।
তোমার অধীনে থাকি তব ভ্রাতৃগণ,
অন্ত্যজগণেরে ল'য়ে করিবে শাসন।
শুন বৎস !
ক্রোধী চেয়ে অক্রোধন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়,
ক্ষমীজন অক্ষমারে করে পরাজয়।
অতএব শুনরে বাছনি !
এই সার বাক্য সদা করিবে স্মরণ,
রোষবশে যে করিবে আক্রোশ তোমায়,
তার প্রতি নিরাক্রোধী হ'য়ে,
ক্ষমা দানে করিবে হে ক্রোধ সম্বরণ।
যে হেতু আক্রোষ্টা জনে,
ক্রোধানলে মনে প্রাণে,
সদাই বিদগ্ধ হয় বৎস !
কিন্তু অনাক্রোষ্টা সুবিবেকী হ'লে,
সদা সেই হয় পুণ্যভাগী।
কভু কারে মর্ম্মপীড়া দিওনা ধীমান !
প্রিয়-ভাষে সবারে করিবে আবাহন।
অর্থহীন দরিদ্র যে জন,
তারে মনকষ্ট দিয়ে,
পীড়ন ক'রনা কদাচন।
সর্ব্বদা জীবের প্রতি,

দয়া মৈত্রী ভাব আর মধুর বচনে,
করিবে সন্তোষ প্রিয়তম,
এ অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই !"
পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে সহস্র-লোচন
কহিলেন পুনঃ যযাতিরে,—
"গৃহ-পরিত্যাগ করি বনবাস কালে—
সুধাই তোমার মহীপাল,
কার তুল্য ক'রেছিলে তপ অনুষ্ঠান ?"
উত্তরিল নহুষনন্দন ,—
"শুন পরন্তপ !
অনুপম অতুলন তপ !
দেব নর গন্ধর্ব্ব মহর্ষি,
এই ত্রিভুবন মাঝে হেন কোন জন
মোর তুল্য তপস্যায় হ'ননি সক্ষম।
নরেন্দ্রের হেন এই তেজ বাক্য শুনি,
জ্বলন্ত অনল প্রায় জ্বলি'
কহিলেন দেবরাজ ;—
"ছি ছি মহারাজ !
জ্ঞানী হ'য়ে একি তব নীচ-আচরণ ?
এত দর্প—এত তেজ ?
সমকক্ষ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট জনের,
তপের প্রভাব তুমি না জেনে না শুনে—
ছি ছি ছি ছি ! কি কুকাজ কৈলে তুমি আজ ?
এত তম—এত অহঙ্কার ?
অতএব,
অদ্যই শ্রীভ্রষ্ট আর—ক্ষীণপুণ্য হ'য়ে,
দেবলোক হ'তে ভ্রষ্ট হও।"
ক্ষীণপুণ্য স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি তখন,

পুরন্দরে ক্ষুন্নভাষে ক'ন ;—
"হায় হায় দেবরাজ !
দেবর্ষি গন্ধর্ব্ব নরলোকে—
করিয়ে অবমাননা,
স্বর্গচ্যুতি হ'তে হ'ল যদি,
তবে দেবরায়, কর সদুপায়,—
সাধু সন্নিধানে যাহে হই নিপতিত।"
কহিলেন স্বর্গরাজ,
"সাধু সাধু মহারাজ!
সাধু-সমাজেই তুমি হইয়া পতিত,
খ্যাতি প্রতিপত্তি লা'ভ ক'রিবে প্রচুর।
কিন্তু সাবধান নরমণি!
হেন আত্মশ্লাঘা যেন কভু নাহি শুনি,
আর কারে অপমান ক'রনা কদাচ।"

অষ্টকযযাতি-সংবাদ।

অতঃপর ভাগ্যহীন রাজা,
স্বর্গভ্রষ্ট হয় ভূমণ্ডলে ;
হেন কালে ধর্ম্মপরায়ণ
রাজর্ষি অষ্টক তাঁরে—
অন্তরীক্ষে করি নিরীক্ষণ,
কহিলেন তারস্বরে,
"কে তুমি মহান্ ?
দ্বিতীয় দেবেন্দ্র-প্রায় তোমার স্বরূপ ?
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-অস্ত-অবসান মত—
সমুজ্জ্বলি গগনমণ্ডল
অকস্মাৎ স্বর্গ-ভ্রষ্ট হও ?
নিতে তব পরিচয়, নাহিক সাহস হয়,
কে তুমি ? কি হেতু এসেছিলে দেবধামে ?
নাহি ভয়, কহ সবিশেষ ;—
যদি কিছু থাকে মনঃক্লেশ,
অবিরোধে ঘুচাব তোমার।
ওহে দেবরাজ-কল্প তেজস্বী প্রবর !
সাধুই সাধুর গতি জেনো সুনিশ্চিত।
সম্প্রতি হে সাধুবর!
আসিয়াছ সাধুর আশ্রমে।
ভয় কি তোমার ইথে ?
তাপ দানে যথা অগিনীর—
বীজাধানে যথা ধরিত্রীর—
আলো দানে যেমনি মিহির,
তেমতি সাধুর কাছে সাধুই আশ্রয়।
সাধুর নিকট অভ্যাগত অতিথির

সদাই প্রভুত্ব রহে।"
কহিলা যযাতি রাজা ;—
"আমি নহুষের পুত্র পুরুর জনক,
যযাতি আমার নাম।
ইন্দ্র সন্নিধানে হায় আত্ম-প্রশংসায়
হীনপুণ্য স্বর্গচ্যুতি হ'তেছে আমার।
আমি হে অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ বলি
তোমাদের করিনি প্রণাম।
যিনি জন্ম, ধর্ম্মকর্ম্মে—জ্ঞানেতে প্রধান,
তিনিই সবার শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-পূজনীয়।"
কহিল অষ্টক, "শুন শুন মহারাজ !
যা কহিলে সত্য বটে, বয়োবৃদ্ধ জন
সবার পূজিত, কিন্তু প্রকৃত তা নয়,—
যিনি, বিদ্যা, তপস্যায় সবার প্রধান,
তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সদা পূজনীয়।"
কহেন যযাতি—"শুন মহামতি,
অহমিকা কর্ম্মের সদাই অন্তরায়।
পাপাসক্ত-জনে—নরক সদনে,
অচির-বসতি হয় জেন' সুনিশ্চয়।
প্রভূত ঐশ্বর্য্য ধন আছিল আমার,
বহু-সন্ধানেও আর পাব না আবার;
এই ভাবি নিজ হিত সাধে যেই জন,
তিনিই প্রকৃত সাধু মহা-বিচক্ষণ।
যেই জন বহুবিধ যাগ অনুষ্ঠানে,
রত সদা বেদ অধ্যয়নে,
তপ-পরায়ণ হ'য়ে যেই মহাজন,
সুরলোকে নির্ব্বিবাদে করেন গমন,
এ জগতে একমাত্র তিনি মহাধনী,

তিনিই সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহাজন তিনি।
সুখ দুঃখ এ জগতে দৈবের অধীন,
স্বেচ্ছায় কেহ কি হ'তে পারে ধনী দীন?
একমাত্র দৈব বলবান!
এই মহাবাক্য সদা করিয়ে স্মরণ,
বিচলিত না হ'ন যে জন,
তিনি সুখী এ বিশ্ব-সংসারে।
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান—করে যেবা মতিমান,
তিনিই পরম সুখী অন্তরে বাহিরে।
হে সুজন!
বিন্দুমাত্র নাহি খেদ অন্তরে আমার,
বুঝিয়াছি অনিত্যতা সংসারের সার।
'কি করিব—কি করিলে সর্ব্বসুখী হ'ব—'
এই সব অসার ভাবন,
সংসারের জ্বলন্ত সন্তাপ—
অপ্রমত্ত-চিত্তে আমি ক'রেছি বর্জ্জন।
সর্ব্বগুণময় মহাপ্রাজ্ঞ যযাতির
এইরূপ ধর্ম্মময় সার-বাক্য শুনি,
কহিলা অষ্টক পুনঃ,—
"মহারাজ! আত্মবেদী-পুরুষের মত,
অনন্ত লহরী—ধর্ম্মকথা শুনিয়া তোমার,
পবিত্র হইল প্রাণ মন।
অতএব কহ হে রাজন্!
যত কাল যে রূপেতে যে সকল লোকে—
করি অবস্থান—মহাকীর্ত্তি ক'রেছ সঞ্চয়,
আমূলতঃ করহ প্রকাশ সদাশয়!"
কহিলেন যযাতি সুজন;—
"আমি নিজ অসামান্য বীরবাহুবলে,

সসাগরা সদ্বীপা এ অবনীমণ্ডলে
করি দিগ্বিজয়,
সম্রাট লভিনু মহানাম।
সহস্র বৎসর মহাসুখে
এ হেন সাম্রাজ্য ভোগ করি,
পরলোকে করিনু গমন।
অনন্তর যোজন বিস্তার—
বিশাল সহস্র দ্বারময়—
অতিশয় রমণীয় অমরাবতীতে,
সহস্র বৎসর অতিবাহি—
মহানন্দে করিনু বসতি।
অতঃপর পরম দুর্লভ ব্রহ্মলোকে,
ব্রহ্মালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে,
তথায় সহস্রবর্ষ করিনু নিবাস।
তারপর দেবদেব মহাদেব স্থানে,
হিমাচ্ছন্ন সোবরুব-হীন
সেই মহ কৈলাস-আবাস,
কিছুকাল করিনু যাপন।
অতঃপর দেব-ভোগ্য নন্দনকাননে,
সুচারু মন্দার-হারে হ'য়ে সুশোভিত,
মনোহরা বিদ্যাধরীগণে,
প্রেমময় প্রাণে
প্রেমামোদে করিয়া বিহার,
অযুত শতাব্দী করি বাস।
এইরূপ দেবলোক-সুলভ সুখেতে,
মহাভোগে দীর্ঘকাল করিতেছি বাস;
হেন কালে ঘোররূপী দেবদূত আসি,
বারত্রয় কহিলা আমায়;—

"সুখভ্রষ্ট—স্বর্গভ্রষ্ট হও অচিরায়।"
হায় হায়! এইরূপে ক্ষীণপুণ্য হ'য়ে,
স্বর্গ হ'তে পতনকালীন, শুনিয়াছি
ক্ষীণস্বরে দেবগণ ক'রিছে রোদন;—
"হা পুণ্য-কীর্ত্তিশালীন—ভূপেন্দ্র যযাতি!
ক্ষীণপুণ্য হ'য়ে স্বর্গচ্যুতি হ'তেছে তোমার?"
এরূপ বিন্যাস শুনি, কহিনু কাতরে,
"ওহে দেবগণ!
যাহে আমি সাধু সন্নিধানে
নিপতিত হইবারে পারি,
হেন কোন সদুপায় করহ বিধান।
তোমাদের পূণ্য-ভূমি ঐ যজ্ঞভূমি,
আমার পতন-স্থান করিলা নির্দ্দেশ!
তাই আমি মহা হবিঃগন্ধ অনুসারি'
যজ্ঞ-ভূমি করি অনুমান—
অতি দ্রুত হ'তেছি আগত।"
যযাতির এই কথা করিয়া শ্রবণ,
পিপাসু অষ্টক ধীরে কহিলা তখন:—
"নৃপমণি! তত্ত্বজ্ঞানী তুমি,
অন্তরে বিষম কৌতূহল,
হ'লে স্বর্গগত,
কি কারণে তবে পুনঃ ক্ষীণপুণ্য হয়?
কোন্ পুণ্যে কোন্ ধামে গমন নির্দ্দেশ?
এ বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ দিয়ে,
প্রাণের সন্দেহ মম ঘুচাও ধীমান।"
স্নেহ-ভাবে কহিলা রাজেশ,—
"শুন হে অষ্টক মহামনা!
হ'লে পুণ্যক্ষয় কহি সুনিশ্চয়,

পরিতাপী বিলাপী সে জন
ঘোর হাহাকারে হায় দেবলোক হ'তে,
মর্ত্তলোক রূপ এই ঘোর নরকেতে
পুনবায় হয় নিপতিত।
ভৌম্য-কলেবর পরিগ্রহী,
মহাপাপ উপভোগে আসক্ত হইয়া,
কুক্কুর শিবার তৃপ্তি-সাধন-কারণ,
পুত্র-পৌত্র ক্রমে বংশ কব হে বর্দ্ধন।
যে কর্ম্ম করিলে এই পৃথিবীর মাঝে
ক্লেশ তাপ পবিতাপে দগ্ধ হ'তে হয়,
এমন গর্হিত কাজ কর'না কখন!
কর্ত্তব্যেব কথা আমি করিনু বর্ণন;
হে অষ্টক! আর কি শুনিতে তব মন?"
অতীব সংশয়-চিতে কহিলা অষ্টক;—
"কহ মহাবাজ।
স্বর্গচ্যুতি হ'যে
নরলোকে আগমন কালে,
পথিমাঝ কালরূপী পতঙ্গ-নিকর,
নব-কলেবর যদি করে হে ভক্ষণ,
আবার কিরূপ তবে জীব
সশরীরে অবনীতে আবির্ভূত হ'বে?
আর এই নরলোক—
নরক বলিয়া কেন হৈল নির্দ্দেশিত?"
——কহিলেন তত্ত্বজ্ঞানী রাজা;—
"জননীর গর্ভ হ'তে নর,
কর্ম্মলব্ধ দেহ লাভ করি,
কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ সনে
এ সংসারে করে সঞ্চরণ।

এই মহাঘোর মায়া মোহ পূর্ণ মহাস্থানে
হ'য়ে নিপতিত,
লক্ষবর্ষ করে অতিপাত।
এ কারণ এই নরধাম পৃথিবীরে,
নরক বলিয়া আমি করিনু উল্লেখ।
পৃথিবীতে নিপতন কালে,
তীক্ষ্নদংষ্ট্র ভয়ঙ্কর ভৌম রক্ষগণ—
পতন উন্মুখ জনে
নানাবিধ করে ক্লেশদান।"

কহিলা অষ্টক মহামতি,—
"কহ নরপতি!
পাপ বশে দেবলোকচ্যুত-নরগণে
পথিমাঝে রক্ষগণ করে যদি গ্রাস,
কেমনে তাহারা পুনঃ এ পৃথিবী মাঝে
ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হ'যে করে তনুলাভ?
কেমনে জঠরে পুনঃ করিবে প্রবেশ?"

প্রত্যুত্তরে কহিলেন রাজা,—
"অশ্রুর প্রবাহে জলভাবাপন্ন জীবদেহ,
রেতঃ রূপে হ'য়ে পরিণত,
পৃথিবীস্থ বনস্পতি—
ওষধি, প্রসূন, ফল আর পঞ্চভূতে,
অন্নরূপে করে হে প্রবেশ।
এ সকল ফলাদি ভক্ষণে,
রেতঃ জন্মে নরকলেবরে।
নারীগর্ভে সেই রেতঃ অনুষিক্ত হ'লে,
গর্ভের সঞ্চার হয়।
চতুষ্পদ দ্বিপদ প্রভৃতি জীবগণে,
সেই গর্ভে হয় আবির্ভূত।"

কহিলা অষ্টক, "কহ কহ মহারাজ!
গর্ভভূত জীবজন্তুগণ,
অন্যের শরীর কিম্বা স্বশরীব ধরি,
গর্ভমাঝে করে কি প্রবেশ ?
তাহা যদি হয়, কহ মহাশয়!
দেহ-আয়তন আর পঞ্চেন্দ্রিয় ল'য়ে,
কেমনে চৈতন্য করে লাভ ?
মহান্ সংশয় প্রাণে আমা সবাকার।
তুমি হে তত্ত্বজ্ঞ মতিমান,
এ মহান্ তত্ত্ব কথা করিয়ে বর্ণন
সন্দেহ ভঞ্জন কর দেব!"
কহিলেন রাজা,—
"জীব-উৎপত্তির কথা করহ শ্রবণ;—
পুষ্প ফল-অনুকারী রেতঃ,
রমণীর গর্ভযোনি করে আকর্ষণ।
সেই রেতঃ প্রথমতঃ তন্মাত্র-রূপে,
ক্রমশঃ জঠরে বাড়ে।
অতঃপর গর্ভাবাসে,
সেই রেতঃ ক্রমশঃ শরীরী হ'যে,
পূর্ব্বজন্ম বাসনার ফলে,
নররূপে এ সংসারে ল'ভে হে জনম।
জাত-মাত্রে মহান্ চৈতন্য করি' লাভ,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের প্রমাণে,
পঞ্চেন্দ্রিয় করি' অধিকার,
কর্ম্মফল অনুসারে বিরাজে সংসারে।"
অতীব সংশয়াকুলে কহিলা অষ্টক,
"কহ মহারাজ!
একি হে বিধান বিধাতার ?

এই পঞ্চেন্দ্রিয়-ধারী
চৈতন্য-বিশিষ্ট কলেবর—
দগ্ধীভূত নিক্ষিপ্ত হইলে অবশেষ,
তবে মরণের পর,
কেমনে চৈতন্য করে লাভ ?"
কহিলা রাজেশ,—
"জীবের জীবন ত্যাগ হ'লে,
স্বীয় পাপ পুণ্য অনুসারে,
অচিরাৎ অন্যযোনি করে সমাশ্রয়;
পাপ পুণ্য ভেদাভেদে,
যোনি-ভেদে ভেদান্তর হয়।
অজ্ঞানজ-পাপকারী কীট পতঙ্গাদি,
চতুষ্পদ, দ্বিপদ অথবা ষট্‌পদী,
ইহারাও পাপের স্বভাব;
এ কারণ ইহারাও,
পাপ বিনা পুণ্য-যোনি পায় কদাচিৎ।
আমার বক্তব্য যাহা করিনু বর্ণন,
অতঃপর আর কিবা জিজ্ঞাস্য তোমার ?"
যযাতির প্রমুখাৎ—
হেন-তত্ত্বপূর্ণ সার মহাকথা শুনি,
অষ্টক প্রভৃতি—
মহানন্দে পুলকিত হ'য়ে,
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ শান্তস্বরে;—
"কহ জ্ঞানীবর!
বিদ্যা বা তপস্যা কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,
জীবগণে শ্রেষ্ঠলোক করে অধিকার?
ইহাই জিজ্ঞাস্য মোর।
আমূলত করিয়া বর্ণনা,

মহাজ্ঞান কর হে প্রদান!"
কহিলেন তত্ত্বজ্ঞানী রাজা,—
"শুন হে অষ্টক!
তপ, দান, সম, দম, দয়া, লজ্জা, সরলতা
এই সপ্ত মহাক্রিয়া স্বর্গের দুয়ার।
সাধুজন কহেন সর্ব্বদা,
'মনুষ্য অজ্ঞান-কূপে হ'য়ে নিমগন,
অহঙ্কার-দোষে সব করে হে বিনাশ।'
বিদ্যা-অভিমানী জন,
বিদ্যায় অন্যের যশঃ লোপ করে যদি,
অচিরায় ভ্রষ্ট হয় পুণ্যলোক হ'তে।
সেই পুণ্য অধ্যয়ন,
ব্রহ্মফল-প্রদ তার না হয় কখন।
অগ্নি হোত্র মান-মৌন,
মান যজ্ঞ, মান-অধ্যয়ন—
এই কর্ম্ম চতুষ্টয় অতি ফলপ্রদ;
কিন্তু যদি অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটী হয়,
সকলি বিনষ্ট—সব পণ্ড হ'য়ে যায়।
মানে হর্ষ কখনও কর' না প্রকাশ,
অপমানে করোনা সন্তাপ,
সাধুই সাধুর গতি জানিবে সর্ব্বথা।
'এত দান, এত যজ্ঞ, এত অধ্যয়ন,
এত করি ব্রত-অনুষ্ঠান,
হ'য়েছি সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ সবার পূজিত;—'
এইরূপ ভয়ঙ্কর অহঙ্কার যার,
এ সংসারে তার আর নাহিক নিস্তার!
অতএব অতি যত্নে কৈবে পরিত্যাগ।
মহাজন-পথ ধর, মহাজন সঙ্গ কর,

ইহলোকে মহাকীর্ত্তি করিবে সঞ্চয়,
পরলোকে সৎগতি নাহিক সংশয়।”
অষ্টক-সুজন পুনঃ করিল জিজ্ঞাসা ;—
“কহ জ্ঞানীবর।
ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থী, ভিক্ষুজন,
কোন্ কর্ম্ম কৈলে আচরণ,
পুণ্য, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবারে পারে ?
এ বিষয়ে নানা মুনি নানা কথা কহে,
আপনার মত কিবা ইহে ?”
কহিলেন যযাতি রাজন ,—
“ব্রহ্মচারী-ব্রাহ্মধর্ম্ম শুন কায়মনে ,—
অধ্যাপন হেতু,
কদাচ গুরুবে নাহি করিবে আহ্বান,
গুরু-সম্বোধন মাত্র হ'বে উপস্থিত ;
গুরুর শয়ন পরে করিবে শয়ন,
গুরু-গাত্রোত্থান পূর্ব্বে কৈবে গাত্রোত্থান।
মৃদু, দান্ত, অপ্রমত্ত, সন্তুষ্ট-স্বভাবে,
অবিরত রত হ'বে বেদ-অধ্যয়নে।
গৃহস্থ—সংসার-ধর্ম্ম করহ শ্রবণ ;—
ধর্ম্ম ভাবি' ধন উপার্জ্জনে,
যাগ, দান, ক্রিয়া, কর্ম্ম কৈবে সম্পাদন।
অতিথির না করি' সৎকার,
পান, ভোজনাদি ক্রিয়া আগে না করিবে !
পত্নী, পুত্র, কন্যা সনে,
প্রেমময় ভগবানে—
প্রেমে করি আত্ম সমর্পণ,
নিরন্তর প্রীতমনে পালিবে সংসার-ক্রিয়া,
এ সংসার স্বর্গ তার হ'বে অনুভব।

বাণপ্রস্থী-জনে, স্বীয় উপজীব্য ল'য়ে,—
করিবে হে জীবন ধারণ।
কোনরূপ পাপ—
কখন দিবে না মনে স্থান।
পরে যাতে প্রাণে ব্যথা পায়,
হেন কার্য্য কদাচ না করি,
দিবস সর্ব্বরী—শ্রীহরি স্মরণ করি',
কর্ম্ম অবসানে
তাঁর ধ্যানে র'বে মৌনী হ'য়ে।
ভিক্ষুর কর্ত্তব্য শুন,—
শিল্প কর্ম্ম করি'
করিবে না জীবিকা-নির্ব্বাহ।
গুণবান জীতেন্দ্রিয় হ'য়ে,
বিষয়-বাসনা হ'তে অবসর লভি,
তরুতলে করিবে আবাস।
বহুদেশ না কৈ'রে ভ্রমণ,
আর্য্য শাস্ত্রে ভিক্ষুকের এ মহাশাসন।
মোহাচ্ছন্ন-জনে কাম পরতন্ত্র হ'য়ে,
যে কাল রজনী
পার্থিব অসার সুখে করে হে যাপন;
ভিক্ষু জ্ঞানীজন—
সেই নিশা অরণ্যের অন্ধকার কোলে,
ভগবৎ চিন্তা করি সুখে অতিবাহে।
এইরূপে বনবাস করিয়া আশ্রয়,
যেই জন কলেবর করে পরিত্যাগ;
ঊর্দ্ধতন—অধস্তন—দশপুরুষেরে,
সুনিশ্চয় পাপ হ'তে করে পরিত্রাণ।"
যযাতির এই মহা সারকথা শুনি,

জিজ্ঞাসিল অষ্টক ধীমান ;—
"কহ মহারাজ।
মুনি আর মৌনব্রতী আছে কয় রূপ ?
স্বরূপ শুনিতে চিত্তে বড়ই বাসনা।"
কহিলেন রাজা প্রাজ্ঞবান ;—
"শুন হে অষ্টক !
যিনি পৃষ্ঠভাগে গ্রাম,
কিম্বা পৃষ্ঠভাগে অরণ্য রাখিয়া
করেন নিবাস,
শাস্ত্র-মত তাঁহাকেই মুনি বলা যায়।"
মহা-কৌতূহলী হ'য়ে কহিলা অষ্টক ;—
"একি হে অপূর্ব্ব কথা রাজা ?
অরণ্যে নিবাস,
অথচ তাঁহার পিছে থাকিবে কানন ?
একি অপরূপ কথা ? কহ বিশেষিয়ে।"
প্রহৃষ্ট প্রসন্নমুখে কহিলেন রাজা ;—
"শুন শান্তশীল মহাজন !
যে জন অরণ্যে করি বাস
গ্রাম্য-ফল মূলাদি না করেন ভক্ষণ,
তাঁহারি পশ্চাতে রহে গ্রাম।
আর যিনি গ্রামে বাস করি
অগ্নিহোত্রী নহেন কদাচ,
বাসস্থান নাহিক নির্দ্দেশ,
সদাই কৌপিনধারী অগোত্র-আচারী,
যত দিন প্রাণ—
ততদিন অন্নপান আশা,
তাঁহারি পশ্চাতে রহে বিজন কানন।
যিনি সদা সর্ব্বকাম-পরিশূন্য হ'য়ে,

সর্ব্ব কর্ম্ম বিসর্জ্জন—
ইন্দ্রিয় দমন করি'
মৌনব্রত করেন আশ্রয়,
ভ্রমেও একটি কথা না ভাষে বদনে,
তাঁহারেই কহে মৌনব্রতী ;—
সর্ব্বসিদ্ধি করে লাভ মৌনব্রতীজন।
ছিন্ন-নখ, ধৌত-দন্ত, স্নাত, অলঙ্কৃত,
অসিত-শরীর আর শুভকর্ম্মা যিনি,
হেন মুনি জগতের পূজ্য অর্চনীয়।
তপস্যায় ক্ষীণ শীর্ণ কলেবর যাঁর,
জীর্ণমাংস শুষ্ক-অস্থি সদা,
ইহলোক পরলোক-জীত সেই মুনি।
আর যিনি মৌনব্রতী, নির্দ্বন্দ্ব হইয়া—
তপস্যায় ক'রেছেন লীন প্রাণমন,
তিনিও সবার পূজ্য ইহ-পরলোকে,—
উভলোক করায়ত্ত তাঁর।
যেই মহাজন,
উভকর করিয়ে বন্ধন
গোবৎ আহার অন্বেষণে,
উভলোক প্রীতিকর তাঁর।"
কহিলা অষ্টক, "পুনঃ নিবেদি' নৃমণি!
শুনিনু উভয়বিধ ভিক্ষুর কাহিনী,
এ উভের মাঝে আগে কেবা মুক্তি লভে ?
করিয়া বর্ণন, শান্ত কর আমা সবে।"
কহিলা যযাতি রাজা ; "শুন মতিমান্!
যে জন গৃহস্থাশ্রমে করিয়া বসতি—
আশ্রম-বর্জ্জিত আর কাম-পরাঙ্মুখ,
অগ্রে তাঁর মুক্তিলাভ ইহাই বিধান।

সত্যজ্ঞানী করিলেও পাপ আচরণ,
হ'তে পারে ভোগ তাঁর ধারাবাহি-সুখ ;—
কিন্তু যেই ভণ্ড ক্রূরমতি,
পণ্ডশ্রম মনে করে ধর্ম্মউপাসনা,
সমস্ত বিফল তার ধর্ম্ম আচরণ,
কেবল ক্রূরতা মাত্র কহিলাম সার।"
যযাতির হেন কথা করিয়া শ্রবণ,
কহিলা অষ্টক ধীরে;—"হে মহারাজন্!
তুমি যুবা মাল্যধারী—তেজস্বী সুন্দর,
কোন্‌জন তোমারে হে—
দূতরূপে করেছে প্রেরণ?
এবে কোন্ দিকে তব হবে শুভাগম?
কোন কি পার্থিবস্থানে গমনের সাধ?"
কহিলা যযাতি,—
"হায় আমি পুণ্যক্ষয় হেতু,
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে
অদূরে পৃথিবী রূপ ভৌম-নরকেতে,
অচিরায় হইব পতিত!
ওই দেখ—
ব্রহ্মলোক-রক্ষী ওহো ভীমকর্ম্মাজন,
ভূলোক-পতন হেতু করে তিরস্কার মোরে।
স্বর্গচ্যুতি কালে,
ইন্দ্র মোরে দিয়াছেন বর—
"হে নরেন্দ্র!
সাধুর সমাজে তুমি হ'বে নিপতিত।"
সে বাক্যও সিদ্ধ হ'ল তাঁর।
অতঃপর কি করিব কহ হে অষ্টক?"
কহিলা অষ্টক সাদুনরে,—

"শুন সাধু নহুষ-তনয়!
যদি মোর ব্যোমদেশ—
কিম্বা কোন দিব্যলোক থাকে,
স্বচ্ছন্দে আনন্দমনে দিনু অধিকার—
অচিরায় সেই স্থানে করহ গমন।"
প্রত্যুত্তরে কহিলা যযাতি,—
"তোমার সহানুভূতি সম্মান্য আমার,
নমস্কার করি হে তোমায়;—
কিন্তু ওহে জীবশ্রেষ্ঠ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়!
বেদবিদ্ দ্বিজগণে করে প্রতিগ্রহ।
মাদৃশ ক্ষত্রিয় জনে
কদাচ প্রার্থনা দৈন্য করে না স্বীকার।
প্রাণত্যাগ সর্ব্বাংশে আমার শ্রেয়স্কর,
যাচ্ঞা-জনিত এই লঘুতা স্বীকারে,
কদাচ সম্মত নহি আমি।"
অষ্টকের সহকারী রাজা প্রতর্দ্দন,
ধীরে আসি যযাতিরে করিলা প্রণাম;—
"হে সুন্দর! দর্শনীয় রাজা!
আমি প্রতর্দ্দন,
তত্ত্বজ্ঞানী রাজশ্রেষ্ঠ তুমি।
শ্রীচরণে করি নিবেদন,—
এই অন্তরীক্ষলোকে অথবা স্বর্লোকে,—
যদি কোন স্থান থাকে মম অধিকারে,
তোমারে প্রসন্নমনে করিলাম দান।
ওহে মতিমান!
কৃপা করি করিয়ে গ্রহণ—
চরিতার্থ করহ আমায়!"
সবিনয়ে কহে রাজা সুধীর যযাতি;—

"হে নরেন্দ্র !
জানি আমি আছে তব
উৎকৃষ্ট বহুতর লোক।
সেই সব জ্ঞানালোকময়—লোকচয়,
তোমা হেতু র'য়েছে সজ্জিত।"
আশান্বিত প্রতর্দ্দন কহিল রাজায় ;
"তেঁই আমি কহি,
সেই লোক করহ গ্রহণ মহাশয় !
মোহ মায়া করি পরিত্যাগ,
যাও রাজা করগে বসতি।"
প্রত্যুত্তরে কহিলা যযাতি ;—
"ক্ষম মোরে মহামতি !
সমতেজা শ্রেষ্ঠ রাজগণ,
কখন অন্যের কাছে না করে প্রার্থন।
ধর্ম্ম-পরায়ণ ভূপগণ,
যশস্কর কর্ম্ম সদা করে সম্পাদন।
কিন্তু দেব ! তব অভিমতে,
আমা হেন জনে,
এরূপ কৃপণ-কর্ম্মে কভু না সম্মত।
মাদৃশ-জনের এই কর্ত্তব্য মহান ;—
অন্যে যাহা ভাবে সুদুস্কর,
মোর পক্ষে সেই কর্ম্ম অতি শ্রেয়স্কর,
অশ্রুত অপূর্ব্ব কর্ম্ম কর্ত্তব্য আমার !"
দেখ দেখ রাজা জন্মেজয় !
এখনও যযাতির সেই অহঙ্কার—
সেই দর্প, আত্ম-অভিমান !
হেন কালে মহারাজ বসুমান আসি
সম্বোধিয়া কহিলা রাজেশে ;—

"হে অশেষ কৃতবিদ্য মহাজ্ঞানী ভূপ!
ধর ধর ভারতী আমার;—
উষদশ্ব জনক আমার,
বসুমান নাম ধরি।
স্বর্গ কিম্বা অন্তরীক্ষে,
যদি যোগ্য কোন স্থান থাকে হে আমার,
স্বচ্ছন্দে আনন্দে তাহা করিনু প্রদান।
যাও হে ধীমান!
তথা গিয়ে করগে বসতি।"
সস্মিত সহাস্যমুখে কহিলা যযাতি,—
"বসুমান! ক্ষমা কর মোরে।
অন্তরীক্ষ—বসুন্ধরা দশদিক-দেশ,
ভানু-তাপে সদাই তাপিত।
এ হেন উত্তপ্ত দেশ,
তোমা তরে আছে প্রতীক্ষায়,
আমা যোগ্য ইহা কভু নয়।"
প্রত্যুত্তরে কহে বসুমান;—
"ওহে মতিমান্!
কেন অন্যমন হ'য়ে
। সবে দিতেছ যন্ত্রণা?
রাজ! ভূমণ্ডলে হয়োনা পতিত,
হন উত্তম লোকে
তুমিই প্রকৃত অধিকারী।
আর যদি প্রতিগ্রহে
দুষণীয় ভাব আপনার,
তবে ক্ষুদ্র তৃণ বিনিময়ে—
ক্রয় কর হে লোকসম্রাট!"
কিছুতেই যযাতি না হইলা সম্মত।

হেন কালে শিবি আসি কহিলা তাঁহারে ;—
"মহারাজ ! ধর নিবেদন ;
এ সকল লোক যদি ক্রয় করিবারে,
একান্তই অভিমত নাহি হয় তব,
তবে আমি নিজলোক করি সম্প্রদান,
এ দান গ্রহণ করি' কর মুখোজ্জ্বল।"
কহিলা যযাতি ;—
"দেবরাজ তুল্য প্রভাব সম্পন্ন নরদেব !
সত্য মানি অনন্ত তোমার ভোগ্যলোক ;
কিন্তু ক্ষমা কর মোরে,
অন্য-দত্ত-লোক স্পৃহা নাহিক আমার,
এ দান গ্রহণে আমি নহি হে সম্মত।"
তখন অষ্টক আসি কহিল আবার ;—
"নরবর ! কেন এত অসম্মত তুমি ?
এ'ততেও না কর স্বীকার ?
তবে পুনর্ব্বার কহি,—
আমা সবাকার যত পুণ্যলোক আছে,
এককালে সমস্তই করিনু প্রদান।
যাও মহারাজ !
এ সকল লোকে একমাত্র হও অধীশ্বর।
আমরা সকলে মিলে অতি প্রীত মনে,
নরকে করিব বাস নাহিক সংশয়।"
হাসিয়া যযাতি পুনঃ কহিলা অষ্টকে ;—
"ক্ষান্ত হও শান্ত হও অষ্টক সুজন !
মোর পক্ষে উপযুক্ত যাহা বোধ কর,
তাহা সম্পাদনে সদা হও যত্নবান।
তুমি সাধু, স্বভাবতঃ সত্যপরায়ণ,
তোমারে কি দিব উপদেশ ?

যা মোর অদৃষ্ট-লভ্য নয়,
তদ্বিষয়ে ভোগ লালসায়,
আমি হে কেমনে করি সম্মতি প্রদান ?"
হেন কালে অত্যাশ্চর্য্য কৌতূহলী হ'য়ে,
বিস্ময়ে যযাতিরাজে কহিলা অষ্টক ;—
"দেখ দেখ মহারাজ !
যে সকল সাধুশীল জন,
স্বর্ণময়-রথ আরোহণে
অনন্ত শাশ্বত-লোকে করে হে গমন ;
ওই দেখ, সেইরূপ পাঁচখানি রথ—
প্রদীপ্ত তপন সম নভে সমুজ্জ্বলে !
কহ নরবর !
অকস্মাৎ জ্যোতির্ম্ময় ওই পঞ্চরথ,
বিদ্যমান কেন হ'ল চক্ষের সম্মুখে ?
এ রথের অধিকারী কেবা ?"
কহিলেন রাজা ;—
"ওই স্বর্ণময় রথ
তোমাদের করিতে বহন,
আচম্বিতে হ'ল অবির্ভাব !"
সবিনয়ে কহিলা অষ্টক ;—
"না না মহারাজ !
হেন ভাগ্য হেন সুখ চাহিনা আমরা,
তুমি যাও ওই রথে,—করি আরোহণ—
অন্তরীক্ষে করহ গমন।
আমাদের নির্দ্দেশিত কালে,
আমরাও করিব হে তব অনুসার।"
একান্ত প্রহৃষ্টমনে কহিলা যযাতি ;—
"শুনহ সকলে !

কর্ম্ম-ফলে মোরা সবে
স্বর্গলোক করিয়াছি জয়!
আর নাহি ভয়;
চল সবে সমবেত হ'য়ে,
"জয় ব্রহ্ম" ব'লে
স্বর্গলোকে করিগে গমন।
ওই জ্যোতির্ম্ময় রথ
দেবলোকে গমনের তরে
করিয়াছে নিস্কণ্টক পথ।"
অতঃপর পুণ্যশীল নরবরগণে,
রথ আরোহণে,
প্রভাপুঞ্জ করিয়ে বিস্তার,
নভঃদেশ ভেদ করি চলিলা স্বর্গোকে।
হেন কালে অষ্টক কহিলা যযাতিরে;—
"ভেবেছিনু মনে হে রাজন!
ইন্দ্র মোর প্রিয়তম সখা,
আমা প্রতি আছে তাঁর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।
কিন্তু দেব, আমারে জিনিয়ে.
উশীনর পুত্র শিবি
কেমনে হে অগ্রসরে মোরে অতিক্রমি?"
প্রত্যুত্তরে কহিলা যযাতি;—
"উশীনর-সুত—
ক'রেছিল রত্ন ধন যত উপার্জ্জন,
সে সকলি দেবলোকে নিস্কাম হৃদয়ে
করিয়াছে পূর্ণ সমর্পণ;—
এই হেতু শিবিরাজ শ্রেষ্ঠ সবা হ'তে।
অসামান্য প্রভাব সম্পন্ন শিবিরাজ,
সত্য, ধর্ম্ম, লজ্জা, ক্ষমা, দান, তপস্যায়,

বিধিৎসা প্রভৃতি গুণে প্রভূত সজ্জিত।
বিশেষতঃ ঔশীনর অতীব সুশীল,
এই হেতু সর্ব্ব অগ্রে গমন তাঁহার।'
মহাভাবে আত্মহারা কহিলা অষ্টক,—
"কে তুমি হে অসামান্য পণ্ডিত ধীমান?
কি ভূলোকে, কিম্বা দেবলোকে,
এ হেন পাণ্ডিত্য কভু করিনি দর্শন।
আর্য্যশাস্ত্র সমস্ত কি করিয়ে মন্থন
রসনায় ক'রেছ আরোপ?
কে তুমি? কাহার পুত্র? সত্য ক'রে বল,
নিদারুণ কৌতূহলে সন্তপ্ত এ প্রাণ।"
হাস্যমুখে কহিলেন রাজা,—
"যযাতি আমার নাম শুন সদাশয়!
এককালে পৃথিবীর
আছিলাম বিরাট সম্রাট,
তোমাদের মাতামহ আমি,
তোমরা আমার অতি স্নেহময় ধন।
শুন তত্ত্ব রহস্য আমার;—
পৃথিবীতে অবস্থান কালে,
দ্বিজগণে একশত অশ্ব বস্ত্র দানে
করিয়াছি পরিতোষ।
কেবলি ইহাই নয়;—
শতার্ব্বুদ সবাহন গাভী,
অগণ্য সুবর্ণ ধন সনে—
সসাগরা বসুন্ধরা কৈনু বিপ্রসাৎ!
সত্যের প্রভাব মোর জ্বলিছে ত্রিলোকে।
পৃথিবীতে একমাত্র সত্যময় আমি,
কদাচ আমার বাক্য না হয় বিফল।

হে অষ্টক ! প্রকৃতই বলিতেছি আমি,
উশদশ্ব-পুত্র এই রাজা প্রতর্দ্দন,
আমার সমান মহা-সত্যের প্রভাবে,
নরলোকে দেবলোকে
হ'য়েছেন মান্য পূজনীয়।
তোমরাও নিজ নিজ পুণ্যের প্রভাবে,
আমার সংসর্গ বলে—
সুরলোক করিয়াছ জয়।
অতএব যেই জন আমাদের কাছে,
স্বকীয় রহস্য ভেদ কৈবে অকপটে,
হইবে অসূয়া-শূন্য গো-ব্রাহ্মণ প্রতি,
সে জন উত্তরকালে
আমাদের সনে স্থির সালোক্য লভিবে।"
এই রূপে নহুষনন্দন,
দৌহিত্রগণের দ্বারা মুক্তিলাভ করি,
কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্থাপি এ ত্রিলোকে—
করিলেন স্বর্গে আরোহণ।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"যযাতি-উপাখ্যান" সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমহাভারত দ্বিতীয়ভাগ গ্রন্থ-সূচনা।

মহাভারতীয় দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থ-সূচনার সূচীপত্র।

প্রকরণ।	পৃষ্ঠা।
মঙ্গলাচরণ	৫১৭
উপসংহার	৫২০
আদিবংশাবতরণিকা সূচনা	৫২৩
বসুরাজোপাখ্যান	৫২৭
বেদব্যাসোৎপত্তি	৫৯৯
আদিবংশাবতরণিকার চরিত্রবৃন্দ	৬৩০
অভিজ্ঞান-শকুন্তল—সূচনা	৬৩৩
জন্ম-সূচনা	৬৪২
গ্রন্থারম্ভ	৬৬০
অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চরিত্রবৃন্দ	৮৩৫
উপসংহার	৮৩৭
দেবযানী-গ্রন্থারম্ভ	৮৪১
ঐ চরিত্রবৃন্দ	৯৬২
দেবযানী (কচ-সংবাদ সমাপ্ত)	৯৯১
দেবযানী (২য় ভাগ—যযাতি-সংবাদ)	৯৬৫
ঐ ঐ সমাপ্ত	১১২১
দেবযানী (৩য় ভাগ—নিত্যানন্দ-সংবাদ)	১১২৩
ঐ ঐ সমাপ্ত	১২৫৮
২য় ও ৩য় ভাগ দেবযানীর চরিত্রবৃন্দ	১২৫৯
যযাতি-উপাখ্যান সূচনা	১২৬৩
যৌবন-সম্ভোগ	১২৭১
পুরুকে সিংহাসন দান	১২৭৩
স্বর্গারোহণ	১২৭৭
যযাতি-উপাখ্যান সমাপ্ত	১৩০৪

ইতি শ্রীমহাভারত দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থ-সূচনা।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

মহাভিষোপাখ্যান।

(চন্দ্রবংশ সৃষ্টি)

মহাভারত-মহাসূচনা।

"তত্বজ্ঞান-পূর্ণ এই শ্রীমহাভারত,
অভিনয়ে ধর্ম্মশিক্ষা শিখাই জীবেরে ;
তাই আজি ত্রিতাপ-তারিণী তরঙ্গিণি!
ছল-মোহে ভুলায়েছি রাজা মহাভিষে,
ছল-জালে তোমারেও জড়ায়েছি সতি।
কর উপকার,—অভিনেত্রী রূপে—
দাও গিয়ে মর্ত্ত্যে দরশন,
চন্দ্রবংশ তব গর্ভে করিব সৃজন।"

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥"

মহাভিষোপাখ্যান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(ব্রহ্মলোক)

(রাজহংস-বাহনে ব্রহ্মা উপবিষ্ট।
দুই পার্শ্বে সাবিত্রী ও গায়ত্রী;
চতুর্দ্দিকে দেব ও
রাজর্ষিগণ)

একপার্শ্বে মহারাজ মহাভিষ আসীন।

গীত।

কেদারা—চৌতাল।

রাজর্ষিগণ। ওঁকার ওঁকার পরব্রহ্ম পরমপুরুষ,
সচ্চিদানন্দ প্রাণায়াম ওঁ নমস্তে ব্রহ্মরূপায়।

ত্বংহি আদি প্রণবরূপ,
নমস্তে জীব প্রাণস্বরূপ !
জয় ধাতা সৃষ্টিকারণ—নমামি ত্বং কমল-যোনে !

(শূন্যে বামাকণ্ঠে)

অনাথ-নাথ জগপতি,
ত্বংহি ব্রহ্মজীবগতি,
ত্বংহি আদি ত্বং অনাদি—
ত্বংহি বিধি বিধায়ক ;—

রাজর্ষিগণ। তুঁহি জ্ঞান তুঁহি ধ্যান,
তুঁহি জগত—গুণ-নিদান,
তুঁহি বিশ্ব-জীবপ্রাণ,
সর্ব্বভূতে তব আসন।

(শূন্যে বামাকণ্ঠে)

গাওহে পবন ব্রহ্মগান,
তোলহে তপন ব্রহ্মতান,
ব্রহ্মচরণে ঢেলে দে প্রাণ,
ওঁকার রবে মাতরে সবে !

ব্রহ্মা। বামাকণ্ঠে কেন শুনি ব্রহ্মগীতধ্বনি ?
ওই গীতে কেন প্রাণ হইল উদাস ?

স্থিরনেত্রে দেখ দেবগণ,
দেখ দেখ রাজর্ষি-মণ্ডলি,
অম্বর উজলি' বুঝি দেবী সুরধুনী,
ব্রহ্মনামে হ'য়ে উদাসিনী,
আবির্ভাব হ'ন ধীরে সমীরণ-ভরে।

সকলে। জয় জয় মাতর্গঙ্গে ত্রিতাপ-বারিণি!

(গঙ্গাদেবীর শূন্যে আবির্ভাব; অবতরণ-কালীন সহসা বায়ুবেগে অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন, দেব ও ঋষিগণের অধোমুখে অবস্থিতী, মহাভিষ বিচঞ্চল-নেত্রে গঙ্গা-প্রতি নিরীক্ষণ)

ব্রহ্মা (স্বগত) ছি ছি ছি ! নির্লজ্জ মহাভিষ !
অনিমিষ কেন দৃষ্টি সরিদ্বরাপ্রতি ?
ওহো ! নরপতি হেন হীনমতি ?
অপবিত্র হ'ল আজি,
পুণ্যময় মোর ব্রহ্মলোক।
দেবলোকে উপযুক্ত নহে,
এখনো সংসারে কাম-মোহে—
আসক্তি আকৃষ্ট পূর্ণরূপে।
(প্রকাশ্যে) শুন শুন রাজা মহাভিষ !
জানিতাম পবিত্র চরিত্র তব।
সহস্র সহস্র অশ্বমেধ—
সহস্র সহস্র রাজসূয়—
সম্পাদন করিয়াছ—
দেবরাজে প্রসন্ন করিয়ে ;
পাপময় ভুবন হইতে

স্থান দে'ছি মোর ব্রহ্মলোকে।
কিন্তু ছি ছি!—
এখনও ঘুচে নাই সংসারের মায়া?
এখনো আচ্ছন্ন আছ মদনের মোহে?
পাপ-চক্ষু এখনও আছে নিমীলিত?
কামতৃষা অতিশয় বলবতী তব।
যে ইন্দ্রিয় জিনিবারে মত্ত সাধুগণ,
যে ইন্দ্রিয় সাধনের কণ্টক ভীষণ,
সেই কাল দুর্দ্দম দুর্জ্জয় কাম-রিপু,
নিষ্পেষণ করে তব হৃদয়-মন্দির!
শুন শুন পৃথিবীর পতি!
যে ভাবে ভাবিলে তুমি ভব-ভাবিনীরে,
সেই ভাবে যাও পুনঃ ভবে।
ব্রহ্মলোকে বসিবার,
নাহি তব অধিকার,
মনে তব সদাই কামনা।
পুনঃ নব পাইলে জীবন,
মায়ার সংসার যদি পার হ'তে পার,
পাবে তবে দেখিতে আমায়!

মহাভিষ। ক্ষমা কর পদ্মযোনে! অজ্ঞান অধমে,
মূঢ়মতি জনে,
ত্রাণ কর ওহে বিশ্বনাথ!
কুভাব নাহিক হৃদে মোর,
কুচক্ষে হেরিনি জাহ্নবীরে।
কি এক উন্মাদ-মাখা নব প্রেম-ভাব,
উপজিল এ পোড়া অন্তরে;
কহি সত্য-বাণী—কমণ্ডলুপানি!
হৃদে মোর নাহি অন্য ভাব।

প্রভু! সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি!
অগোচর কিবা আছে তব?
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্কর!
অলঙ্ঘন বাক্য-শেলে তাপিত অন্তর;
ফিরে লও ফিরে লও শাপ,
এ ঘোর বিপদ হ'তে কর পরিত্রাণ।

ব্রহ্মা। শুন রাজা, হ'য়ো না অধীর,
কর্ম্মফেরে আবদ্ধ হ'য়েছ।
পাপ-শূন্য নহে চিত্ত তব,
অবশ্যই কাম্য-পাপ ঘিরেছে তোমায়।
দিই সদুপায়—শুন নররায়!
কার পুত্র হইতে বাসনা কর?
এ শাপ অলঙ্ঘনীয় মোর,
মোর বাক্য অন্যথা হ'বার নয়।
যাও মর্ত্ত্যলোকে,—
পাপরাশি সংসারের মায়া,
দাও আগে জলাঞ্জলি,
তার পর ল'ব তুলি মোর ব্রহ্মলোকে।

মহাভিষ। (স্বগত) ওহো! একি সর্ব্বনাশ সম্মুখে উদয়!
যুগ-যুগান্তর—অহোরাত্র তপ করি'—
এত যজ্ঞ—এত পুণ্যফল,
সমস্তই বিফল হইল এককালে?
ভাল,—বিধাতার যাহা মনে পূর্ণ হোক্ তাই।
পুনঃ মর্ত্ত্যে যা'ব, আবার জন্মিব,
সংসারে আবার আমি আসক্ত হইব?
ভাল, তাই যেন হ'ল;
কিন্তু কার গর্ভে,—কাহার ঔরসে
জন্মিব তনয় হ'য়ে?

ওঃ—বিষম কল্পনা এইবার !
সর্ব্বগুণ-বিশারদ প্রতীপ রাজার
পুত্র হ'য়ে, খণ্ডিব অলঙ্ঘ্য-ব্রহ্মশাপ।

জয় জয় সৃজনাবতার !
অনন্ত অনাদি তুমি সৃজন-কারণ,
অনন্ত বিশ্বের প্রভু তুমিই জীবন !
তুমি বিষ্ণু তুমি শিব, তোমাতেই সর্ব্বজীব,
তুমি আত্মা আত্মময়, তোমাতেই স্থিতি লয়,
তিন মূর্ত্তি একে ধর, ত্রাণ কর বিশ্বধর !
কর প্রভু ভবে পার, এ ভবের কর্ণধার !
আবার ডুবা'বে দেব ! ভবের পাথারে ?
হে কাণ্ডারি ! দীনজনে রক্ষ' এইবারে !

(প্রস্থান)

সকলে। গীত।

বেহাগ——একতালা।

ছাড় রে বিষয়ী, বিষয়-বাসনা,
ছাড় ছাড় ভব-অলীক-ভাবনা,
নিত্যধনে কর কর আরাধনা,
অনিত্য স'বি জগতে।
কে কার আপন—কার এ ভবন ?
কার ভাবে সদা র'য়েছ মগন ?
সত্য-ব্রহ্মপদে ঢেলে দে জীবন,
সত্যমেব জয়তে !

(দেব ও ঋষিগণের প্রস্থান)

গঙ্গা। কেন প্রভু, এতেক ছলনা ?
বিড়ম্বনা কেন এত মহাভিষ প্রতি ?
একি ভাব হৃদয়ে তোমার সৃষ্টিময় ?
ব্রহ্মা। দেবি !
বড় সমস্যায় আজি আবদ্ধ হ'য়েছি !
বড় দায়ে ঠেকেছি জাহ্নবি !
শাপ দিয়ে মহাভিষে,
মনঃক্লেশে নিজেই অস্থির আমি !
গঙ্গা। বুঝিয়াছি—
মায়া-জাল পাতিয়াছ আমারই প্রতি ;
নহে হেন মনোগতি কেন আজি তব ?
হে বিধি ! হে সৃষ্টি-অবতার !
কেন হেন চিত্তের বিকার ?
তুমি সৃষ্টিময়।
সৃষ্টিই তোমার প্রাণ,
সৃষ্টিই তোমার ধ্যান,
সৃষ্টিই প্রধান কার্য্য তব ;
তবে হেন নব-ভাব কিসের কারণ ?
হে মরাল-বাহন !
এক দিকে ধ্বংস কর যারে,
অন্য দিকে সৃষ্টি কর তারে,
পুনঃ প্রাণ হ'য়ে করিছ পালন,
তবে আর কিসের ভাবনা পদ্মযোনি ?
মহাভিষে ধ্বংস তুমি করিলে যখন,
অবশ্যই সৃষ্টির উপায়—
ক'রেছ কোথায় ভবনাথ !
ব্রহ্মা। দেবি, সর্ব্বান্তর্যামিনি !
এখনও বুঝিলেনা মোর মনোভাব ?

শুন তবে অপূর্ব্ব কাহিনী ;—
"প্রথমতঃ এ বিশ্ব-সংসার
ঘোরতর অন্ধকারে ছিল একাকার।
নাহি ছিল বায়ু চলাচল,
নাহি জল, নাহি ছিল স্থল,
নাহি ছিল তপনের তাপ,
শুধু, অনন্তগহ্বর রূপে ছিল এ জগৎ।
ক্রমে—
অণু পরমাণু যত সমষ্টি হইয়া—
বীজভূত, অণ্ড এক হইল প্রসূত।
ওই ক্ষুদ্র অণ্ডে—চৈতন্য স্বরূপে,
প্রথমে আমিই দেবি! আবিষ্ট হইনু,
তেঁই গো ব্রহ্মাণ্ড নাম হইল তটিনি!
পরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব মনু,
প্রচেতাঃ দশম,
সপ্ত পুত্র সহ নিজে দক্ষপ্রজাপতি,
সপ্তর্ষি প্রভৃতি আর, চতুর্দ্দশ মনু,
'জয় জয় ব্রহ্ম' রবে হইল উদ্ভূত।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে দশ বিশ্বদেব,
অষ্টবসু, আদিত্য দ্বাদশ, অশ্বিনীকুমার-যুগ,
যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক,
নাগ, নর, অপ্সর, কিন্নর,
আকাশ, পাতাল, বায়ু,
ঋতু, পক্ষ, মাস, নিশা, আর নিশাকর,
চেতন লভিলা ভাগীরথি!
এইরূপে সতি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর—পূর্ণ হ'ল জীব-জন্তুগণে।
ক্রমে—বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র আর চারিবেদ,

বিশ্বের কল্যাণ-হেতু হইল রচিত।
যোগবলে মহাজ্ঞানী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—
করিলেন ভারত রচনা।
দেখি, সেই শ্রীমহাভারত,
নাট্যরূপে হ'য়েছে প্রণীত,
কিন্তু নাই অভিনেতা।
বড় সাধ মনে, বিশ্ব রঙ্গভূমে—
তত্ত্বজ্ঞান-পূর্ণ এই শ্রীমহাভারত,
অভিনয়ে ধর্ম্মশিক্ষা শিখাই জীবেরে।
তাই আজি ত্রিতাপ-তারিণী তরঙ্গিণি!
ছল-মোহে ভুলায়েছি রাজা মহাভিষে,
ছল-জালে তোমারেও জড়ায়েছি সতি!
কর উপকার,—অভিনেত্রী রূপে—
দাও গিয়ে মর্ত্ত্যে দরশন,
চন্দ্রবংশ তব গর্ভে করিব সৃজন।
ওই মহাভিষ,
প্রতীপ-আত্মজ হ'য়ে জন্মিবে ভুবনে।
কহি সতি! শুন এক মনে,—
মর্ত্ত্যে গিয়ে মানবী-আকারে,
তিনি কিম্বা তাঁহার নন্দনে—
করিয়ে বরণ,
দেবব্রতে কর উৎপাদন,
নরলীলা দেখাও ধরণীতলে।

গঙ্গা। দেব,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে নাহি ভেদাভেদ,
তিন মূর্ত্তি একে অধিষ্ঠান।
আমি মহেশ্বরী,
আজ্ঞাধীনা তোমারও কিঙ্করী দেব!

তব আজ্ঞা অবশ্য পালিব আমি।

ব্রহ্মা। কে বোঝে শক্তির খেলা!

জয় জয় মাতর্গঙ্গে—ত্রিতাপ-বারিণি!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অগ্নিগৃহ)

ধ্যানমগ্ন বশিষ্ঠ।

বনদেবীগণের অলক্ষিতে প্রকাশ।

বনদেবীগণ। গীত।

থাম্বাজ——ত্রিতালী।

নব-জগতে নব-দেবী-লীলা,
দেখা'তে আসিছে ভব-মহিলা,
খোল খোল আঁখি দেখ যোগীবর,
নব-স্থজন—নব নব খেলা।
দেব-মহিমা নর-আকারে,
আলো ফুটিবে চির-আঁধারে,
ওই আসে সই, ত্রিতাপ-বারিণী,
বসাতে নূতন প্রেমের মেলা।

(বনদেবীগণ অন্তরাল হওন, গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। যোগীবর,
কারে ভাব মুদিত নয়নে ?
এক প্রাণে যা'রে ডাক ধ্যানমগ্ন মুনি,
আজি সুরধুনী—
ব্রহ্মার কিঙ্করী হ'য়ে,
দেখা দিতে এসেছে তোমায়।

(বশিষ্ঠ ধ্যানভঙ্গ হইয়া করযোড়ে)

জয় জয় শক্তিরূপা চৈতন্যদায়িনি !
জয় জয় মহামায়া ত্রৈলোক্যতারিণি !
নমস্তে তটিনি, ভবের ভাবিনি—
নমো নমো কল্লোলিনি !
সর্ব্বভূতে বাস, কর তমঃ নাশ,
জয় শুভ-প্রদায়িণি !
বিধি হরি হর, সর্ব্ব-চরাচর,
কে জানে তোমার মায়া ?
তুমি সর্ব্বজীবে— আছ পূর্ণভাবে,
মূঢ়জনে কর দয়া।
ভক্তি-স্তুতিহীন, আমি অতি দীন,
কিবা মোর পুণ্যফল ?
তুমি মহামায়া, দাও পদছায়া,
দাও দাসে ভক্তিবল !

গঙ্গা। বৎস, মনোরথ পূর্ণ প্রায় তব !
বিধাতা সদয় তোমা প্রতি,
তেঁই মম গতি তব পাশে ;
ব্রহ্মার আদেশে এসেছি তোমার ঠাঁই।

বড়ই চিন্তিত আজি কমণ্ডলুপাণি,
শাপ দিয়ে রাজা মহাভিষে।
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মোৎসব হ'য়েছিল আজি,
দেবঋষিগণ আর রাজা মহাভিষ,
সকলেই উপস্থিত আছিল তথায় ;—
শূন্যপথে বায়ুবেগে আসিতে আসিতে,
অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন হইল দেখি,
কুদৃষ্টে হেরিল মোরে রাজা মহাভিষ,
তাই সে সম্পাতগ্রস্ত ব্রহ্মার নিকটে ;
সেই হেতু,
আমিও মানবীরূপ ধরিব অচিরে।
কহ হে ভূদেব!
কাহার ঔরসে রাজা লইবে জনম ?

বশিষ্ঠ। মা গো,—
যুক্তিমত কিবা জানি আমি ?
সর্ব্বভূতে আছ মাতা তুমি,
সর্ব্বেশ্বরী তুমি মা আমার!
আমি মূঢ়,—
দৈবখেলা কি জানি জাহ্নবি ?
আমি আর কি বলিব মাতা ?
পতিত-পাবনি!
পতিতে উদ্ধার করা তোমারই কাজ।
হ'য়েছে পতিত মহাভিষ,
তব কৃপাবলে
অচিরাৎ পাইবে উদ্ধার।
মাগো, আমি অতি দীন!
কৃপা করি যদি মোরে দিয়া'ছ দর্শন,
শুন মা দাসের নিবেদন ;—

ওই বসুদেবগণে তার মা তারিণি!
এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রচ্ছন্ন-বেশেতে,
ছিনু উপবিষ্ট আমি ইষ্টদেব-ধ্যানে,
মূঢ়গণ অবজ্ঞা করিয়ে মোরে—
গর্ব্বভরে অসম্মানে করিল প্রস্থান।
এই অশিষ্ট আচারে,
বশিষ্ঠের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল।
অভিশাপ দিনু বসুগণে—
"মর্ত্ত্যে গিয়ে নরাকারে রহিবি সকলে!"
সে অবধি—
বড়ই ব্যথিত প্রাণে আছি আমি সদা।
যাও মা ত্রাণদা,
কোনরূপে ত্রাণ কর বসুদেবগণে।

গঙ্গা। ভাল বৎস!—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বসুদেবগণ ভূ-লুণ্ঠিতাবস্থায় মূর্চ্ছিত।

(গঙ্গাদেবী বসুগণ সমীপে অগ্রসর হইয়া)

গঙ্গা। আহা,—
উঠরে উঠরে বাছা বসুদেবগণ!
ধূলায় লুটা'তে আর হ'বে না তোদের।
আমি জগত-জননী,
মা ব'লে হৃদয় খুলে আয় কোলে সবে।

(বসুগণ চৈতন্য পাইয়া)

সকলে। মা, মা, এতদিনে হ'লি কি সদয়?
১ম বসু। মাগো জগদম্বে!
সন্তানের এ দুর্দ্দশা দেখিস্ কি চোখে?
আর কষ্ট সহে না মা!
কত দিন—কত দিন—
অজ্ঞান হইয়ে মোরা র'য়েছি সকলে,
বশিষ্ঠের ক্রোধানলে—
ভস্মীভূত হইয়াছি মোরা।
তাপহারা পতিত-পাবনি!
পতিত-সন্তানে,—
স্থান দেগো অক্ষয় জঠরে তোর।
২য় বসু। মা, মা, তুলে নে মা কোলে!
অজ্ঞান-আঁধারে আর রহিতে না পারি।

কৃপা করি স্থান দাও জঠরে তোমার,
ঘুচে যাক্ মনের আঁধার,
পাপরাশি ঘুচাও গো দুরিতবারিণি!

গঙ্গা। বৎসগণ,
স্থান দিব তো'সবারে আমার জঠরে।
বল,--মর্ত্ত্যলোকে—
কোন্ মহামতি হইবে জনক তোমাদের ?

১ম বসু। মাগো, প্রতীপ-ঔরসে,
শান্তনু নামেতে এক যোগভ্রষ্ট-বীর,
জনমিবে অবিলম্বে ধরাধাম-মাঝে,
জন্মদাতা তিনিই মোদের মাতা!
কিন্তু মাগো ত্রিপথগে!
যেমন প্রসূত হ'ব মোরা,
অমনি তোমার পূতনীরে,
বিসর্জ্জন ক'রো মা জননি!
ছলমাথা সংসারের মায়া,
দারুণ সংসার-জ্বালা,
যেন আর পাই না আমরা।
মাগো, ধরি পায়,
সন্তানের এই কথা রাখিবে ত' মাতা ?

গঙ্গা। এ মিনতি রাখিব রে বাছনি তোদের!
কিন্তু, বল রে সন্তান!
অষ্টপুত্র ধরিয়া জঠরে,
কোন্ প্রাণে দিব রে ভাসিয়ে—
সেই অকূল পাথারে ?
মা'র প্রাণে এত কি সহিবে ?
কি বলিবে জনক তোদের ?

১ম বসু। সত্য কথা মকর-বাহিনি!

নিঃসন্তান হ'বে না মা তুমি!
মোরা সবে নিজ নিজ পুণ্য, বীর্য্য, যশ,
চতুর্থ ভাগের—
অর্দ্ধ ভাগ দিব গো জননি!
তাহাতেই পুত্র তব হ'বে যমজয়ী।
কিন্তু সেই সুধার্ম্মিক—
মহাবলশালী পুত্র তব,
অপুত্রক হ'বে মর্ত্ত্যলোকে;
সংসারের মায়া—
পা'বে না সে নন্দন তোমার।

গঙ্গা। তথাস্তু!

সকলে। জয় দেবী দয়াময়ী বিশ্ব-প্রসবিনি!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(ভাগীরথী)

(তীরে ব্রাহ্মণগণ পূজায় নিবিষ্ট ও স্তুতিপাঠ)

টোড়ী——তেওরা।

বন্দে পতিতপাবনী নিস্তারিণী শৈলপুত্রি !
পামর-জনগতি-বিধায়িনী ত্বংহি বিশ্বধাত্রি !
নমামি ত্রিপুরারী-শিরশ্চারী মুরারি-চরণোদ্ভবে,
জয়তি জয় জাহ্নবী ভাগিরথী ত্রিপথগে !
জয় কল্লোলিনী তরলতরঙ্গে গঙ্গে,
কাতর-দীন-হীনজনে নেহার অপাঙ্গে ;—
জয়ং দেহি জ্ঞানং দেহি দেহি মে ভকতিধন,—
নমস্তে নমস্তে গঙ্গে ! দেহি দেহি শ্রীচরণ।

(পূজা সমাপনান্তর ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান)

(রাজা প্রতীপের প্রবেশ)

প্রতীপ। ভক্তিমাখা পূতনীরে— ভাসাইলে এ শরীরে,
অনায়াসে যে'তে পারি অভীষ্ট-প্রদেশে,
আর মন নাহি থাকে সংসার-নিবাসে।
জাহ্নবী ত্রিতাপ-হরা, ওই বক্ষে স্নেহ ভরা,
গঙ্গানাম যদি কেহ ভক্তিভরে গায়,
নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ-পদ তখনই সে পায়।

তবে হায়, আমি কেন সংসারে আবদ্ধ হই ?
তবে আর এ অনিত্যে কেন রে মগন রই ?
মন খুলে প্রাণ ভ'রে, অর্চ্চিব পরমেশ্বরে,
পরম-দয়াল তিনি জীবের জীবন,
এই গঙ্গাতীরে বসি' তাঁরে দিই মন।

(ধ্যান)

(গঙ্গাগর্ভ হইতে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব)

গঙ্গা। গীত।

টোড়ী-ভৈরবী——ঠুংরি।

গাও লো তটিনি, কুল কুল তান,
নাচ লো লহরী, ভাসাইয়ে প্রাণ,
গীতসুধা ঢেলে দে, চ'লে যা মৃদুনাদে,
দেশে দেশে দল বেঁধে, শুনা মোর কাহিনী।
ষোড়শী-সাজে, পার্থিব-রাজে,
সোহাগে ধরিব প্রাণ মন মাঝে,
প্রেমে মাতাব চিত ত্যজি লোকলাজে ;—
চল লো চল লো—নর-রঙ্গিনি লো !—
হাসিরাশি পরকাশি' ভুলা'তে নৃপমণি।

অপূর্ব্ব ব্রহ্মার লীলা !
কুনয়নে হেরিল আমায় ব'লে,
মহাভিষ শাপগ্রস্ত হ'ল তাঁর কাছে ;
আমি কেন বদ্ধ হৈনু ছলনার জালে ?
আমি শিব-সিমন্তিনী,

শিবের জটায় বাস মম,
কেন তবে ধরাধামে মানবীর সাজে ?
ওই ধ্যান-মগ্ন রাজা প্রতীপ ধার্ম্মিক,
কার ধ্যানে মত্ত ?—
কার তত্ত্ব জানিতে উৎসুক ?
মহাকাল আদীশ্বর সংহারাবতার,
তাঁর কার্য্য কেবলি সংহার,
আমি তাঁর আজ্ঞাধীনা নারী।
কিন্তু কি মায়ার খেলা ?—
এবে সৃজন-কারণ—হংসবাহন-ব্রহ্মার—
বাক্য পালিবারে—বিশ্ব সৃজিবারে—
ধরেছি মানবী বেশ।
যাই হোক্, ভবক্লেশ সহিয়া ও তবু
তাঁর বাক্য অবশ্য পালিব।
জনমিবে মহাভিষ প্রতীপ ঔরসে !
ব্রহ্মার আদেশ,—
আমি তাঁরে প্রেম পাশে বদ্ধ করি,
দেবব্রতে ধরিব জঠরে,
তাইত অভয় দে'ছি বসুদেবগণে।
প্রধান কর্ত্তব্য কাজ প'ড়ে গেল মনে ;
আগে আমি মায়া-ছলে ভুলাই প্রতীপে,
আগে প্রতিজ্ঞার জালে জড়াই রাজেশে,
তার পর মহাভিষে করিব উদ্ধার।

(ধীরে ধীরে গমন ও প্রতীপের দক্ষিণ-
ঊরুতে উপবেশন)

প্রতীপ। (ধ্যান ভাঙ্গিয়া) কে তুমি কল্যাণি ?
ইষ্টদেবে পূর্ণভাবে চিন্তায় মগন ছিনু,

মহাকার্য্যে কেন দিলে বাধা ?
দেহ পরিচয়, কাহার নন্দিনী তুমি ?
কিবা কার্য্য সাধিব তোমার ?

গঙ্গা। প্রেম শিখাবার তরে নারীর জনম,
সে কারণ বিধাতার রমণী সৃজন।
প্রেম শিক্ষা দিতে,
এসেছি তোমার ঠাঁই ;
হৃদয়ের চিরসাধ মম,
তোমারে হৃদয়ে ধরে,
প্রেম-পারাবারে চিরতরে ভাসি হে রাজেশ !
জগতের কোন বস্তু আকাঙ্ক্ষা করি না,
চাহি স্থধু প্রণয় তোমার ;
অভিলাষ কর পূর্ণ রাজা !

প্রতীপ। পড়িনু বিষম সমস্যায় !
কে এ নারী মায়া ধ'রে আইল হেথায় ?
প্রেম-বাঞ্ছা করে মোর পাশে,
আচম্বিতে একি রে ব্যাপার ?
(প্রকাশ্যে) শুন শুভে !
মহাব্রতে হ'য়েছি দীক্ষিত,
দাম্পত্য-প্রণয়ে আমি নহি অভিলাষী,
প্রেম-ভিক্ষা চাহিনা তোমার।
শুন ভদ্রে, পর-পরিগ্রহে—
আমার বাসনা নাই ;
তা' হ'লে নিশ্চয় আমি হইব পতিত।

গঙ্গা। প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী রমণীরে—
পরিত্যাগ করা—অতি গর্হিত আচার !
নহি আমি অগম্যা-রমণী,
পরের পত্নী নহি ;

শ্রীপদের উপযুক্তা দাসী।
স্বর্গ সুখ কোথা পাবে?
হের মোর যৌবন লালিত্য,
নিত্য-সুখ প্রদানের অব্যর্থ উপায়,
না যায় বর্ণন,
নিমগন যাহে বিশ্ববাসী।
শুন শুন নররায়,—
এ যৌবন বিকাতে তোমায়,
এসেছি হেথায় হে ধার্ম্মিক!
কর হে ভজনা,
প্রেমের ভাবনা ভাবিতে পারিনা আর।
প্রত্যাখ্যান ক'রনা ক'রনা—
এ অন্তরে দিওনা বেদনা।

প্রতীপ। (স্বগত) না জানি কে মায়াছলে ভুলাতে আইল,
না জানি কি ইহার অন্তরে!
সংসারের মায়া, ভোগ, সুখ,
ঐশ্বর্য্য লালসা, স'বি দে'ছি বিসর্জ্জন,
পাইয়াছি পুণ্যভূমি ভাগিরথী-তীর,—
কিন্তু হায়, তাহাতেও ঘটিল ব্যাঘাত?
(প্রকাশ্যে) কেন এই বৃদ্ধজনে নীচ অভিলাষ?
উপযুক্ত নহি তব পাশে।
ক্ষমা দেগো সুচারুহাসিনি!
শারদকৌমুদী পাশে শোভে কি নীরদ?
ও নব যৌবন—
কেন বৃথা বিকাবে প্রচীনে?
এ নীরস প্রাণে প্রেম সাধ নাহি মোর।
সম বয়ঃ না হ'লে দোঁহের,
প্রাণে প্রাণে নাহি মিলে।

চারুশীলে!
প্রিয়বোধে যে বিষয়ে কর উত্তেজিত,
আমি তাহে সম্পূর্ণ বিরত।
বিশেষতঃ,—
স্নুষাভোগ্য দক্ষিণোরু ক'রেছ আশ্রয়,
এই হেতু পুত্রবধূ-স্থানীয় হ'য়েছ।
যদিও অপত্যহীন আমি,
তবু আমি করি অঙ্গীকার,
পুনঃ আমি সংসারেতে হইব নিরত।
যে তনয় জন্মিবে আমার,
তার সনে দিব আমি বিবাহ তোমার।
আজি হ'তে—
পুত্রবধূ রূপে তোমা করিনু বরণ।

গঙ্গা। চমৎকার ব্রহ্মার বচন,
যে লিপি অঙ্কিত ভালে অবশ্য ঘটিবে!
যে ছলে ছলিতে এ'নু রাজেন্দ্র প্রতীপে,
যে মায়ায় ভুলা'নু রাজেশে,
অনায়াসে মনোআশা পূরিবে আমার।
সসাগরা সদ্বীপার অধীশ্বর তুমি,
তোমার শান্তনা-বাণী,
শতবৎসরেও রাজা না হইবে আন।
পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপতিগণ,
তোমারই আজ্ঞার অধীন,
ভরত-বংশের রাজা তুমিই প্রধান।
তোমা প্রতি অচলিত—
প্রীতি-নিবন্ধন হেতু,
ভরত-কুলের কামিনী হইতে সাধ।
বধূত্বে আমারে তুমি করিলে বরণ,

তাই মোর আকিঞ্চন।
কিন্তু মহারাজ !
সত্যে আমি আবদ্ধ হ'য়েছি !
যে মহাত্মা ঔরসেতে জন্মিবে তোমার,
পতি মোর তিনিই ভূপতি।
কিন্তু আমি স্বাধীনা রমণী,
অদ্যাবধি পরাধীনা কারো নই,
সদা রই স্বেচ্ছার অধীন।
যা করিব—যে বিষয় অনুষ্ঠিব,
পুত্র তব না করিতে পাবে মানা,
তাঁর বশে আমি চলিব না।
এই ভাবে যদি তিনি করেন বরণ,
বিকাইব তাঁর পায় জীবন যৌবন।

প্রতীপ। ধ'রেছ কঠিন পণ,
অবশ্যই করিব পূরণ ;
কারণ—প্রতিজ্ঞা-জালে ক'রেছ বন্ধন।

গঙ্গা। জয় হোক্ মহারাজ।

(গঙ্গার প্রস্থান)

প্রতীপ। ঘটনার মহাচক্রে ব্রহ্মাণ্ড ঘূরিছে,
ঘটনার প্রবল তুফানে,
জীবগণে ভাসে নিশিদিন।
সুদিন কি পা'ব নারে ?
আর কত কাল মোহে আবদ্ধ রহিব ?
হা সংসার ! মায়ার সাগর তুমি।
মায়া তোর—
না জানি রে দুর্ভেদ্য কতই !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজসভা)

প্রতীপ, মন্ত্রী, সভাসদ্গণ ও ঋষিগণ।

প্রতীপ। প্রণমামি পদাম্বুজে হে মহর্ষিগণ!
বার্দ্ধক্যে সামর্থ্য হীন হইতেছি আমি,
রাজ্য ভার আর না বহিতে পারি।
সর্ব্বদাই মনে করি,
দেবাপিরে দিয়ে সিংহাসন,
বাণপ্রস্থ করিব আশ্রয়।
জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপি আমার,
বড় জ্ঞানবান;
প্রাণ তার দয়ায় পূর্ণিত।
নৃপতির উপযোগী-গুণ,
আছে তার জ্ঞানের ভাণ্ডারে।
তারে যদি এ সাম্রাজ্য করি হে অর্পণ,
বল ঋষিগণ,
হয় না কি সুনিয়ম তাহা?

১ম ঋষি। উত্তম কল্পনা তুমি ক'রেছ ভূপতি!
উপযুক্ত সন্তানের প্রতি—
এই ত পিতার কাজ।

না করিয়ে কালব্যাজ,
রাজ্য দাও পুত্রে মহারাজ!

২য় ঋষি। যুক্তিসিদ্ধ বচন তোমার মতিমান!
জানি আমি দেবাপিরে কিশোর অবধি,
চিত্ত তার উদার সদাই।
দেবাপি নৃপতি হ'লে,
প্রজাপুঞ্জ সুখে র'বে,
সুনিয়মে এ বিশাল রাজত্ব চলিবে।
সবার সম্পূর্ণ মন রাজ্য দিতে দেবাপিরে।

প্রতীপ। পুত্রের সদ্‌গুণরাশি করিলে শ্রবণ,
পিতার অন্তর হয় পুলকে পূরণ;
আজি মোর পুত্র লাভ সার্থক হইল।
মন্ত্রীবর! দেবাপিরে ল'য়ে এস ত্বরা,
আছি তার মতি অপেক্ষায়,

মন্ত্রী। শিরোধার্য্য রাজার আদেশ।

(প্রস্থান)

প্রতীপ। দুর্ব্বিসহ রাজত্বের ভার বহিতে হইলে,
প্রয়োজন জ্ঞান, শিক্ষা, বীরধর্ম্ম আদি।
স্থৈর্য্য, বীর্য্য, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি,
মানবের সদ্‌গুণ নিচয়,
সর্ব্বদাই থাকা চাই রাজার হৃদয়ে।
বিচার মুখাগ্রে র'বে,
প্রত্যুৎপন্ন-মতি, রাজনীতি, লোক-লৌকিকতা,
সম, দম, প্রতিজ্ঞা, সমর,
এ সকল নৃপতির নিত্য প্রয়োজন।
তাই ভাবি মনে,
আছে কি দেবাপি-চিতে নৃপতির গুণ?
সভাসদ্‌গণ!

এবে আমি বড় কৌতূহলী.
বল বল—
এই শুভমত কি হে হইবে সবার ?

(মন্ত্রীর সহিত দেবাপির প্রবেশ)

দেবাপি। সুপূজ্য পিতার পদে,
পূজনীয় ঋষির চরণে,
প্রত্যেক প্রণম্যগণে করি প্রণিপাত।

(প্রণিপাত করণ)

১ম ঋষি। বংশোজ্জ্বল কর ওহে বংশের দুলাল !
পিতৃকুল-মান রাখ পিতৃভক্ত শিশু,
নীতিগুণে রাজ্য রক্ষা কর হে ধার্ম্মিক !
আয়ুরেখা হউক বিস্তার,
ভক্তিভাব অনন্তে মিশিয়া যা'ক্,
ছায়ারূপে জ্ঞান ধর্ম্ম রক্ষু'ন তোমায়।

প্রতীপ। আয় রে হৃদয়ানন্দ প্রাণের নন্দন !
প্রাণ-আশা তুমি রে আমার !
অন্ধের লগুড় প্রায়, অন্ধের নয়ন !
কর রে পূরণ—আশা-ভরসা আমার।
উপযুক্ত পুত্র তুমি,
রাখ রাখ পিতৃকুল-মান !
শুন বৎস, কায়মনে পিতার আদেশ ;—
দেখ আমি হ'তেছি প্রাচীন,
ক্রমে ক্রমে দিন ব'য়ে যায়।
অনুদিন ভাবি মনে মনে,
সিংহাসন রাজৈশ্বর্য্য—
তোমা প্রতি করিব অর্পণ।
তোরে হেরে রাজবেশে রাজসিংহাসনে,

ভাসিব রে আনন্দ তুফানে।
বনবাসী মহাঋষিগণ,
সুকল্যাণ-বিধি এই দিয়াছেন মোরে,
বাক্য রাখ পিতার তোমার।

দেবাপি। পিতা,—
জনকের উপযুক্ত এই কথা বটে ;
কিন্তু আমাতে ত আমি নই !
সুযোগ্য নন্দন ভাবি রাজ্য দাও মোরে,
আশাস্থল ভাব প্রতিদিন,
শুভ-চিন্তা জেগেছে হৃদয়ে তব,
তাই ভাব পুত্রে দিয়ে রাজ্য-সিংহাসন,
কার্য্য হ'তে নিশ্চিন্ত হইবে ?
কিন্তু পিতা, আমাতে ত আমি নই ?
ক্ষমা কর ধৃষ্টতা আমার.
অজ্ঞান নন্দনে কর গো মার্জ্জনা পিতা !

প্রতীপ। এ কি কথা বলিস্ দেবাপি ?
উদ্বেলিত হ'ল যে হৃদয় !
কেন হেন অশুভ বচন—
করালি শ্রবণ রে বাছনি ?

দেবাপি। মহারাজ !
সিংহাসনে বসিবার নহি যোগ্য আমি।
রাজনীতি কি জানে এ শিশু ?
ভয়ঙ্কর ব্যাধি যার ঘিরেছে শরীর,
মৃত্যু যার সদা বাঞ্ছনীয়,
সে কিরূপে রাজ্যভার করিবে বহন ?
কিছু মাত্র সুখ নাই অন্তরে আমার,
প্রাণ সদা করে হাহাকার,
অসহ্য ব্যাধির অত্যাচার।

হ'য়েছে জর্জ্জরীভূত এ দগ্ধ শরীর,
করাল তিমির ঘোর নয়নে নিয়ত,
জাগ্রত স্বপন কত হৃদয়ে উদিত!
হায় পিতঃ, অকর্ম্মণ্য পুত্র আমি তব,
কেন কর ভরসা আমার?

প্রতীপ। উঃ! চিত্তভেদী জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস!
নন্দনের আন্তরিক মর্ম্মান্তিক জ্বালা,
বহ্নিসিন্ধু বহিল হৃদয়ে!
বৎস দেবাপিরে!—
ব্যাধি তরে হ'য়োনা ব্যাকুল।
জগতের যাবতীয় চিকিৎসকগণ,
রাখিয়াছি সর্ব্বদাই তোমার নিকটে।
যা'তে তুমি রোগ-মুক্ত হও,
এই বাঞ্ছা সর্ব্বদা আমার।
নেহারিলে নন্দনের অসহ্য যন্ত্রণা,
পিতার অন্তরে—
সয় কিরে প্রাণের পুতলি?
অচিরাৎ ব্যাধি হ'তে মুক্তি পাবে তুমি।
কুচিন্তা ভেব না হৃদে,
অবিলম্বে পাবে শান্তি লাভ।

দেবাপি। মহারাজ!
শান্তি পথ নিয়তই করি অন্বেষণ।
কিন্তু কই, শান্তি কোথা পাই?
তাই মনে উঠে চিন্তারাশি,
শান্তি-ধন সদাই প্রয়াসী,
দিবানিশী ভাসি চিন্তা-স্রোতে।
দুর্নিবার মোহের ছলনা,
সংসারের অসার ভাবনা,

যেই দিন হ'বে তিরোভাব,
ব্যাধির প্রভাব, তখনি ঘুচিবে মম।
ক্ষমা কর —ক্ষমা কর দয়াবান পিতা,
চিন্তানলে আর না দহিতে পারি!
কে রাজা? কাহার শিরে দাও রাজ্যভার?
কুষ্ঠরোগী মূঢ়মতি তনয় তোমার
সিংহাসনে বসিবে যখন;
যবে দূর হ'তে প্রজাগণ—
নেহারিবে হীনজনে নৃপতি নির্ণয়ে,
রাজ-ভক্তি উদিবে কি তাদের হৃদয়ে?
পরিত্যাগ কর আকিঞ্চন,
এ নন্দন অসার তোমার।

প্রতীপ। নীরস পাষাণ সম বচনে তোমার
ভগ্নহৃদি আরো ভগ্ন হ'ল।
দেবাপিরে, এই কিরে পুত্রের আচার?
বড় আশা আছে মনে,
সিংহাসনে বসায়ে তোমারে—
ভগবৎ-ধ্যানে—কাটাইব অবশিষ্ট কাল।
স্নেহের কি এই প্রতিদান?
হারে প্রাণাধিক!
সজ্ঞানে পিতার নেত্রে অশ্রু বহাইলি?
কার লাগি এ সংসারে আবার মজিনু?
কার তরে এ সংসারে আইনু ফিরিয়ে?
এ বৃদ্ধের আকিঞ্চন রাখ রে বাছনি,
পুত্রের উচিত কাজ কর প্রীতমনে।

দেবাপি। পিতা গো! নিমিত্ত মাত্র আছি এ সংসারে!
ভেবে দেখ স্থির করি মন,
কারে কর রাজ্য সমর্পণ?

ভগ্ন-গৃহ ক’দিন পবনে জীয়ে ?
শোণিত সলিল প্রায় বিমিশ্র গরলে !
যাহারে উত্তম ব’লে ভাবিতেছ মনে,
সে ত পিতা নহে গো উত্তম !
পিতা দিন যায় বটে,
কিন্তু সুদিন ত আসেনা সহজে ?
বিশেষতঃ রোগগ্রস্ত আমি ;
হীনাঙ্গ যে জন,
তার প্রতি দেবগণ নহে ত প্রসন্ন ?
আমা ছাড়া আরো তব আছে ত তনয় ?
সুধীর বাহ্লীক, অতীব ধার্ম্মিক ;—
রাজ-উপযোগীগুণ,
আছে না কি তার উচ্চ-মনে ?
কনিষ্ঠ-তনয় তব শান্তনুকুমার,
দেব-অংশে অতি শুভ-লগ্নে জন্ম তার ;—
তারে কি রাজত্ব দিলে হয় অবিচার ?
তবে পিতা কেন কর এত উপরোধ ?

প্রতীপ। কি করি মহর্ষিগণ !
কিছুতে সে দেবাপির মন
নাহি পারি ফিরাইতে আমি !

১ম-ঋষি। মহারাজ !—
বাল-স্বভাব-সুলভ মতি—
সহজেতে নাহি হয় দূর ;
বিরলে বুঝাতে হ’বে !

প্রতীপ। ভাল তাই দেখি,—
আর একবার বুঝা’ব বিরলে তারে !

(সকলের প্রস্থান)

(দেবাপির পুনঃ প্রবেশ)

দেবাপি। পিতৃপদে প্রণাম আমার ;
হে পিতঃ ! জন্মের মত ত্যজিনু সংসার।
আমি অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ তনয়,
এ জনমে পিতৃঋণ না করিনু শোধ।
রাজ্য-ভার আমারে কি সাজে ?
অতি ঘৃণ্য অস্পৃশ্য এ কলেবর ল'য়ে
ছি ছি কোন্ লাজে,—কোন্ মুখে
সিংহাসন কলঙ্ক করিব ?
নাহি সাধ আর পাপ প্রাণভার
রাখিবারে এ দগ্ধ হৃদয়ে।
এই ত' রে উত্তম সুযোগ,
সদুপায়-দ্বার উদ্ঘাটিত।
এই বেলা করিনা প্রস্থান ?
তাপিত অন্তরে পিতা—
যাইলেন অন্তঃপুরে,
অমাত্য প্রভৃতি আর সভাসদ্ জন
ক্ষুণ্ণমুখে গিয়াছেন চ'লে।
এ মুহূর্ত্ত কৈলে অতিক্রম,
আর হেন শুভযোগ পাবনা কখন !
তা না হ'লে প্রতিদিন জনক জননী,
'রাজ্য লহ ব'লে' বড় লজ্জা দিবেন আমারে।
সোদর আমার—শান্তনুকুমার
সাধুশীল সত্য-পরায়ণ,
রাজগুণে বহু গুণান্বিত,
রাজ্য ভার তাহারেই সাজে।
ছি ছি ছি ছি কুষ্ঠরোগী ব্যাধিগ্রস্থ প্রাণ !

এখনও কামনা—সংসারের এখনও মমতা ?
ছিন্ন করি মায়াডোর,
ভাঙ্গরে ঘুমের ঘোর,
চল চল শান্তিময় অরণ্য নিবাসে।
এই বেলা যাই, নচেৎ উপায় নাই আর।
পুনরায় পিতৃ পদে করিগো প্রণাম,
অভাগায় হ'য়ো না হে বাম,
অন্তঃকালে মনস্কাম পূর্ণ যেন হয়।
জয় পিতা ! জয় পরমেশ !

(প্রস্থান)

(মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী। কোথা গেল কুমার দেবাপি ?
এই না রাজার পাছে আসিলেন ধীরে ?
তবে কৈ ! কোথায় কুমার ?
মহারাজ একমনে সন্তপ্ত-অন্তরে—
চলিলেন অন্তঃপুরে,
এ হেতু কুমার পানে ছিল না স্মরণ,
হায় হায় ! এই অবসরে,—
বুঝিবা দেবাপি কৈল মহান্ প্রস্থান।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

দূত। মন্ত্রী মহাশয় !
অন্তঃপুরে দারুণ বিভ্রাট।
মহারাজ 'দেবাপি—দেবাপি' বলি,
বিষম অস্থির !
কুমারের নাহি পাই দেখা।
অন্তঃপুর, প্রতি রাজকক্ষ,
সৌধশির, প্রমোদকানন,

পুঙ্খ-অনু-পুঙ্খরূপে করিনু সন্ধান,
কিন্তু কুত্রাপি সন্ধান তাঁর না হয় নির্দ্দেশ!

মন্ত্রী। হায় হায়! তবে বুঝি কুমার দেবাপি,
বনবাসে করিলেন বাণপ্রস্থাশ্রম!
চল চল নরনাথে,
দিই গিয়ে এ দারুণ নির্ঘাত সংবাদ!

(উভয়ের প্রস্থান)

(অন্তঃপুরে ঘোর কোলাহল ইত্যাদি;
ক্ষণপরে অস্থির-চিত্তে রাজার
প্রবেশ; পশ্চাতে
শান্তনু)

রাজা। শান্তনু রে! সর্ব্বনাশ হ'ল!
দেবাপি আমার চ'লে গেল।
নিশ্চয় বুঝেছি আমি,—
কোটীসন্ধানেও আর পাবনা তাহারে!
কেমনে ভুলিব বাছা,
দেবাপির সে আনত মলিনবদন?
হায় হায়! ব্যাধিভয়ে মোর তাড়নায়,
বুঝি সে প্রাণের দায়ে,
শান্তি হেতু বনাশ্রমে
চির তরে চ'লে গেল!
শান্তনু রে!
কি হ'বে উপায় বল?
বৃদ্ধকালে এত কিরে সহে রে সন্তাপ?

শান্তনু। বাবা, বাবা! কি বলিব আমি?
আমারও যে ভ্রাতৃ-শোকে প্রাণ ফেটে যায়!

ব্যাধিগ্রস্ত বলি অগ্রজ আমার
হাহাকার করিতেন সংসার আশ্রমে,
এবে চির শান্তি আরাধনে
চলে গেল বনবাসে।

(মন্ত্রী ও সভাসদ্‌গণের পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। কহ মন্ত্রি! কহ কহ সভাসদ্‌গণ!
দেবাপির শোক আমি কেমনে ভুলিব?
মন্ত্রী। শান্ত হোন্ নরনাথ!
বজ্রাঘাত সহিবারে পর্ব্বত সৃজিত।
ভূ-কম্পনে—অশনি পতনে
মহীধর বিচলিত হয় কি কখন?
আপনি মহান্ জ্ঞানী,
আপনারে কি দিব প্রবোধ?
দেবপির চিত্তআশা কামনা বাসনা,
আপনি ত জানিতেন সর্ব্বত-প্রকারে?
মহাব্যাধিময় জীবনে তাঁহার
সদাই আছিল প্রভো! নিষ্কাম সাধনা।
দেবাপি পরম-ভক্ত,
তাঁরে দিয়ে সংসারের কোন্ কাজ সাজে?
যতদিন আছিলেন মোহের সংসারে,
ততদিন প্রাণ তাঁর ছিল কণ্ঠাগত!
এই কথা প্রতিদিন বলিতেন মোরে,
তাঁর লাগি হবেন না অস্থির রাজন।
পুনঃ দেখা হবে,
পুনঃ তাঁর চন্দ্রানন করিয়ে চুম্বন,
অন্তিমেতে চিরসুখী হ'বেন রাজন্।
মহারাজ! ধরি শ্রীচরণে,

নিবেদন শুনুন্ এ আশ্রিত জনের,
আপনার দ্বিতীয় কুমার—
অতি ধীর বিচক্ষণ,
ন্যায়বান্ বহু-গুণ যুত,
এঁরে দিলে সিংহাসন,
অশোভন হ'বে না কখন;
বিশেষতঃ শান্তশীল শান্তনু-কুমার,
দৈবতেজে সদা বলবান.
আপনি ত জানেন সকলি!
জরাজীর্ণ জনে
একবার শান্তনুর হস্ত প্রক্ষেপণে,
তখনি সে মুক্তি পায় মহাব্যাধি হ'তে?
কালি প্রাতে করুন ঘোষণা,
শান্তনুরে দিয়া সিংহাসন,
দেবাপির মহাশোক হ'ন বিস্মরণ।

রাজা। কি ক'ব তোমারে মন্ত্রি! যন্ত্রণায় আজি
প্রাণ মোর শান্ত নাহি হয়।
চল চল একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত আমি!
অতি হীন—অতি দীন!
আজ মোরে কোন কথা ব'লনা মন্ত্রিন্!
শান্তনু রে!
আয় আয় মোর কোলে আয়,
তোর বুকে ধ'রে
দেবাপির শোক শান্তি করি।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"মহাভিষোপাখ্যান" সমাপ্ত।

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥"

শান্তনু-চরিত।

সূচনা।

(হস্তিনা-যজ্ঞস্থল)

বৈশম্পায়ন, জন্মেজয় ও সভাসদ্‌গণ।

বৈশম্পায়ন। অতঃপর শুন শুন রাজা জন্মেজয়!
কালের অনন্ত স্রোতে—
পুত্রশোক লঘু-তৃণসম ভেসে গেল।
ক্রমে ধীর প্রতীপ রাজন্,
দেবাপির শোক পরে হ'য়ে বিস্মরণ,
শান্তনুরে বুকে ধরি হৈল শান্তিময়।
শোক-ঝড় নিবৃত্ত হইলে,
দেবাপির শোক-স্মৃতি ক্রম-অবসানে,
মহারাজা শান্তনুরে কৈলা রাজ্য দান।
রাজ্য দান-কালে, অতি প্রহৃষ্ট হৃদয়ে
এ আদেশ দিলেন তাঁহায়;—
"শুন বৎস! কায়মনে পিতার নিদেশ,
কোন কালে এক দিব্যাঙ্গনা,

তোমার জনম হেতু—এসেছিল মদীয় সকাশে ;
জগতের অনুপমা,
প্রেমের প্রতিমা বামা অপূর্ব্ব সুন্দরী !
যদি সে লাবণ্যবতী পুত্রার্থিনী হ'য়ে
তোমার নিকটে কভু করে আগমন,
অবিচারে ক'রো তার মানস পূরণ ;
সম্পূর্ণ সজ্ঞানে আমি দিই অনুমতি,
দেখ' বৎস ! ইথে নাহি ক'রো অন্যমতি।
আর এক কথা বৎস, বলিহে তোমারে,
সদাই থাকিবে তাঁর চিত্ত-অনুসারে।
তিনি নিষ্কাম রমণী,
তাঁর কার্য্যে কখনই দিবেনা ব্যাঘাত ;
যদি তাহা হয় কভু নিন্দ্য ও গর্হিত,
তাহে তুমি কিছুতে না হ'বে বিচলিত।"
—এইরূপে প্রতীপ-নরেশ—
শান্তনুরে দিয়ে উপদেশ,
মহারাজ্যে অভিষিক্ত কৈলা ক্ষুন্নমনে।
শান্তনুরে মহারাজ্যে অভিষেক করি,
প্রতীপ সংসার হ'তে লইয়া বিদায়—
চিরতরে বনবাসে করিলা গমন।
অপ্রতীম-ধীশক্তি-সম্পন্ন যুবরাজ—
শান্তনু-কুমার,
মৃগয়ায় অনুরক্ত হ'লেন বিশেষে।
নানা বন উপবন করি পর্য্যটন,
মৃগয়ায় কোন দিন ক্লান্ত নাহি হ'ন।
প্রতিদিন প্রবেশ করিয়া অরণ্যানী,
কত শত বিনাশিয়ে বনচর-প্রাণী,
একাকী চারণ-সিদ্ধ পরিবৃত হ'য়ে,

যা'ন ভাগীরথী তীরে পবিত্র-হৃদয়ে!
অতঃপর শুন রাজা সুন্দর ঘটনা,
কথায় না সুরঞ্জিত হইবে বর্ণনা।

একাঙ্ক-নাটক।

(গঙ্গাতীরস্থ-কানন)

শান্তনু।

শান্তনু। ওহো! কি ভীষণ মৃগয়ার শ্রম!
কিন্তু তবু প্রাণের সর্ব্বথা মনোরম!
ওই মৃগ! ওই দূরে সন্ত্রাসিত প্রাণে,
জ্যা' নির্ঘোষ শুনে—
প্রাণভয়ে করে পলায়ন।
তাহার অনুসরণ মৃগয়াশীলের
কতই যে প্রীতিপ্রদ,
শান্তশীল কি বুঝিবে তাহা?
বড়ই কাতর আজি মৃগয়ার শ্রমে!
এবে ওই ভাগীরথী-তট-প্রান্তে বসি'
শরীর শীতল করি।
আহা! এই মৃদু-মন্দ সমীর-সেবনে,
প্রাণে বড় পাইনু আরাম।
বসিতে সক্ষম নহি আর;
কিছু কাল করিয়ে বিশ্রাম,
তন্দ্রার পবিত্র-তৃপ্তি লভি' অবিরাম।

(শয়ন ও নিদ্রা)

(গঙ্গাগর্ভে গঙ্গাদেবীকে লইয়া জলবালাগণের আবির্ভাব)

গীত।

ইমনী——দাদরা।

তর্ তর তর তরল-জলে,
চাঁদের কিরণ খেলে,
দুদুল দুদুল মৃদুল-তানে
লহর-বালা দোলে!
(আমাদের) জলেশ্বরী জলের রাণী,
প্রেমের ছবি প্রেমের খণি,
উদয় হ'লেন চাঁদের জলে,
প্রেম শিখাবে ব'লে।
ওই দেখ সই, তীরে বসি,
আলো করা মোহন-শশী,
ভাবের ভরে কি পূজে সই?
জলের পূজা জলে?

শান্তনু। (নিদ্রাবস্থায়) মোহাচ্ছন্ন-নিদ্রিত-হৃদয়ে
কি মধুর সঙ্গীত-লহরী জেগে উঠে!
একি কোন স্বপ্নের আবেশে
স্বপ্নময়ী সুরাঙ্গনা স্বপ্নের উচ্ছ্বাসে
প্রবাহিল প্রাণ-মাঝে তান-তরঙ্গিনী?
ওহো, কি মধুর বীণার ঝঙ্কার!

(জলবালাগণ বিলীন হওন ও গঙ্গাদেবী
তীরে আসিয়া শান্তনুর শিয়র-
দেশে দণ্ডায়মান হইয়া—
গীত)

ঝিঁঝিটমিশ্র—আড়াঠেকা।

এসেছি হে দেখিতে তোমায়,
ভাল আছ ভুলে আছ মনঃব্যথা নাহি তায়।
যতনে যাতনাগুলি,
রেখেছি হৃদয়ে তুলি,
বিরহের স্রোতঃ-মাঝে ঢেলে দি'ছি প্রাণ কায়।
কামনায় নাহি সাধ,
করিয়াছি অবসাদ,
নয়নের সাধ শুধু শেষ-দেখা দেখে যায়,
প্রাণে প্রতিকৃতি নিতে বোঝে ভাল ললনায়।

(প্রতীপ নিদ্রাভঙ্গে)

প্রতীপ। একি! কে তুমি সুন্দরি?
শিরোদেশ আলো করি মনোহরা-বেশে
আচ্ছন্ন করিছ প্রাণ আমার?
তুমিই কি সেই স্বপ্নময়ী?

গঙ্গা। এখনো স্বপ্নের ঘোর?
এখনো নিদ্রিত?
প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে দেখ দেখি ভেবে,
কে আমি—তোমার কাছে এসেছি কি ভাবে?

শান্তনু। অপরূপ চিত্রমূর্ত্তি অপূর্ব্ব-প্রতিমা!
এ কি হে জীবন্ত সত্য তুমি মনোরমা?
প্রাণ-ভোলা মাতোয়ারা নবীন-যৌবন,
হীরক-দশনচ্ছদ—সূক্ষ্ম পরিধেয়-বাসে,
পদ্মোদর সম—
রুচির সুবর্ণবর্ণে ঝলসিত আঁখি!
চমৎকারা মনোহরা কে তুমি ষোড়শি?
হাসিমুখে হাসি-ফাঁসি কেন দাও গলে?
কণ্টকিত চমৎকৃত আমি!
দেহ পরিচয়, অন্তর কাতর অতিশয়।
স্বপ্নময়ি! কহ সত্য করি,
এ কি কোন স্বপ্নের চাতুরি?
অথবা হে ইন্দ্রজালে ভুলাও আমায়?

(গঙ্গাদেবীর গীতে প্রত্যুত্তর)

সিন্ধু খাম্বাজ——মধ্যমান।

ভুলায়ে ভুলিতে নাহি জানি,
ধরা দিয়ে স'রে আসা এ কথা না মনে মানি।
প্রাণের পিরিতি মম,
জান না কি প্রাণতম?
নয়নের দোষ কিবা? মনে দোষ টেনে আনি!
বহুদিন দেখি নাই,
এসেছি হে আমি তাই,
তাই গাই প্রেম-গান—প্রাণে জপি' প্রেমবাণী,
বঁধু হে! তুমিই রাজা, আমি তব প্রেমরাণী।

শান্তনু। পায়ে ধরি রাখ গান,
পায়ে ধরি রাখ প্রাণ,
বল বল, কোন্ স্বর্গ করিয়া আঁধার—
অকস্মাৎ উদয় তোমার ?
তুমি কি নন্দন ছেড়ে দিয়ে,
আ মরি ! এসেছ আজি ছলিতে আমারে ?
গঙ্গা। ছলনা ? ব'ল না রাজা !
ছলনা—জানি না মোরা ;
ছল ছল নয়ন যুগল দিয়ে,
আমরা ছলীর ছল নাশি প্রেমবলে।
আমি এসেছি তোমারি কাছে ;
তুমি হে প্রেমিক সাধুজন,
তব সঙ্গ-আলাপনে,
অতৃপ্ত-হৃদয় মোর ক্ষুধিত-প্রণয়,
পরিপূর্ণ তৃপ্ত করিবারে—
এসেছি হে তোমার সকাশে।
শান্তনু। কি বল সুন্দরি !
শিখায়ে ছলের জ্ঞান আবার ছলনা ?
কেন আত্মহারা ক'রে
অন্ধকূপে বন্ধ ক'রে রাখ হে রূপসি ?
তুমি আলো করা স্বরগের শশী ;
একি হে বিশ্বাস হয় ? বামন হইয়া—
আকাশের পূর্ণচন্দ্র ধরিব হৃদয়ে ?
ছাড় ছলা প্রেমময়ি !
কহি হে স্বরূপ,
অন্তরের মহা-অন্ধকার
বিনাশ' লো সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি !
অঙ্গের সৌরভে তব পরিপূর্ণ দেশ !

বল হে কল্যাণি!
দেব নর গন্ধর্ব্ব অপ্সর—
কোন্ জাতি অলঙ্কৃত তোমারে লভিয়ে?
অত্যুচ্চ বাসনা প্রাণে হ'তেছে সঞ্চার,
কি নাম তোমার?
কোন্ প্রীতি-সম্বোধনে করিব আহ্বান?

গঙ্গা। (স্বগত) হা পদ্মযোনে!
কি বিষম সমস্যায় ক'রেছ জড়িত!
প্রেমোন্মাদ প্রেমিক রাজায়
আর না ভুলাতে পারি!
কিন্তু ওরে প্রিয় বৎস দীন বসুগণ!
তোদের যন্ত্রণা-ভার পারি না বহিতে।
তোদের উদ্ধার হেতু—
আমি দেব-দেব-বিলাসিনী—
শিব-শির-বিহারিণী হ'য়ে,
মর্ত্ত্যের মানবে হায় ভুলা'ব প্রণয়ে?
কিন্তু কি করিব?
বিধাতার অলঙ্ঘ্য এ বিধি।
ভাল—তাই হ'ক,
ছলনায় ছলনার হ'ক প্রতিশোধ!

শান্তনু। মৌন কেন প্রেমের প্রতিমা?
আমি ক্ষুদ্র মোহাচ্ছন্ন নর,
কি জানিব তোমার মহিমা?
বল বল কি নাম তোমার?

গঙ্গা। (সহাস্যমুখে) একি কথা কহ নরপতি?
সুশিক্ষিত প্রেমিক পুরুষ তুমি;
তুমি কি জান না—
ললনার পরিচয় পরিচর্য্যা নয়?

শান্তনু। ক্ষম মোরে সুকেশিনি!
শান্তনু আমার নাম, প্রতীপ-তনয়;—
জন্ম মোর কুরুকুলে,
আজিও অবিবাহিত নির্লিপ্ত সংসারী।
কৃপা করি কহ কৃপাময়ি!
কি ব'লে তোমারে ডাকি' প্রাণ তৃপ্তি করি?

গঙ্গা। জন্ম মোর জলধীর কুলে, নাম তরঙ্গিনী;
আজিও কুমারী,
আজিও মনের মত পাইনি প্রেমিক।
তাই হে প্রেমিক মহাত্মন্!
তব রূপ সুধকূপে হইয়ে মগন,
পরিচর্য্যা করিব তোমার।

শান্তনু। এত ভাগ্য আমার প্রেয়সি?
হৃদয়ের হার হ'য়ে—হৃদয় জুড়াবে হৃদেশ্বরি?
তবে চল, আলো কর আমার আলয়!

গঙ্গা। মহারাজ!
আপনার হইয়া মহিষী,
অবিরত তুষিব নিশ্চয়,
কিন্তু নররায়! পণে বদ্ধ হও আগে।
যে কর্ম্মের কৈ'ব অনুষ্ঠান,
ভাল হ'ক্—মন্দ হ'ক্, তাহে—
কভু না নিষেধ তুমি করিতে পারিবে।
সে কারণ,
কখনো অপ্রিয়-ভাষে দিবেনা হৃদয়ে ব্যথা।
আমার কার্য্যের হেতু
যদি কভু জনমে ব্যাঘাত,—
তখনি হে পরিত্যাগ করিব তোমারে।
এ বিষয়ে পণে বদ্ধ হও যদি তুমি,

তবে আমি তব প্রণয়িনী।

শান্তনু। প্রাণ হ'তে প্রিয়তমা তুমি লো প্রেয়সি!
তব কার্য্যে বারণ আমার?
তুমি যা বলিবে —যা করিবে—
তাই শিরোধার্য্য মোর!
তব নামে রাজতন্ত্র চলিবে,—
প্রাণেশ্বরি!

গঙ্গা। প্রাণনাথ!—

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"শান্তনু-চরিত" সমাপ্ত।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

ভীষ্ম-চরিত।

"পিতৃভক্ত ভীষ্মের ভীষণ বাক্য শুনি,
অনশ্বর পথ উজলিয়ে,
অপর দেবতাগণ হৈল আবির্ভূত।
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি কুমারের শিরে!
ঘন ঘন সাধুবাদ স্তোত্র, স্তুতি-গীতি—
একতানে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া উঠিল!
দেবগণ কুমারে আহ্বানি',—
ভীষ্ম নাম মহানাম দিলা অভিধান।"

ও

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥"

ভীষ্ম-চরিত।

(হস্তিনা—যজ্ঞস্থল)

জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি।

বৈশম্পায়ন। শুন নৃপমণি!
অতঃপর ত্রিপথ-গামিনী-তরঙ্গিনী,
প্রেমে উন্মাদিনী হ'য়ে,
মনোহর হাবভাব—লাবণ্য-ছটায়,
নানাবিধ উপচারে—নিরন্তর শান্তনুরে
করিলেন সন্তোষোৎপাদন।
ভাগ্যবান শান্তনু-ধীমান,
বিলাস-সম্ভোগে,
অবিচ্ছেদ-প্রেমে বাঁধা তরঙ্গিনী-পাশে।
তিলেক বিচ্ছেদ তাঁর ক্ষণ অদর্শনে,
হ'তেন পৃথিবী-হারা।
কত কত সংবৎসর, দিন, ঋতু, মাস,
মুহূর্ত্তের মত যেন হইল অতীত।
গঙ্গার অপবিসীম প্রেমের আদরে,
শান্তনু বিভোর হ'য়ে মত্ত প্রেমমদে।

এইরূপে কিছুকাল হইলে অতীত,
অনুপমা শান্তনু-মহিষী তরঙ্গিনী,
অন্তর্ব্বত্নী হইলেন শুভক্ষণ-যোগে।
শান্তনু-অন্তরে আর আনন্দ ধরে না,
রাজপুরে প্রতিদিন হয় মহোৎসব।
রাজপুরবাসী সবে আনন্দে মগন!
ক্রমে আহা সমাগত হ'ল দশ মাস,
মহারাজ অন্তরে অধীর,
কবে প্রসবিবে রাণী বংশের দুলাল।
পুরবাসীগণে—অতি সশঙ্কিত-মনে,
সদাই রাণীর পাশে আছে মুখ চেয়ে।
হেন কালে একদিন—
ঘন-ঘোর-ঘটাচ্ছন্নে ছাইল আকাশ!
সেই ঘোর দুর্য্যোগ-দিবসে,
মহিষী ব্যথিতা অতি প্রসব-ব্যথায়।
দিন কেটে গেল—
মহিষীর কোন চিন্তা নাই,
হাস্যমুখী পুলকিত-প্রাণা!
সেই ঘোর দুর্য্যোগ ভীষণ নিশাকালে,
রাজপুরী আচ্ছন্ন নিদ্রায়,
শান্তনু-মহিষী,
চুপি চুপি পুত্র এক করিল প্রসব।
কেহ না জানিল রাজ্ঞী হ'লেন প্রসূতি!
অতঃপর তরঙ্গিনী কল্লোলিনী সতী,
সংগোপনে নৃপতিরে ইঙ্গিত-আভাসে,
জানা'লেন পুত্রোৎপত্তি-কথা।
মহানন্দে গদগদ শান্তনু নৃপতি,
আসিলেন পুত্রমুখ করিতে দর্শন।

অতিশয় সন্তর্পণে অতীব গোপনে,
গঙ্গাদেবী নন্দনে গোপন-আচ্ছাদনে,
চলিলেন ধীরে ধীরে ভাগীরথী পানে।
নির্ব্বাক আচ্ছন্ন প্রায় শান্তনু তখন,
মহিষীর পাছে পাছে করিলা গমন।
মহাভয় প্রাণে,
কারণ জানিতে তাঁর সম্পূর্ণ নিষেধ!
হেঁটমুখে উত্তরিলা ভাগীরথী-তীরে।
দেখিলেন নির্দ্দয়া মহিষী তাঁহার,
আহা, সেই সদ্যোজাত—
প্রফুল্ল অতুল্য সেই কমনীয় শিশু,
জাহ্নবীর মহাস্রোতে করিলা নিক্ষেপ।
অন্তরেতে দাবানল জ্বলিল রাজার!
একি রে ভীষণকাণ্ড! একি স্বপ্ন নাকি?
মা হ'য়ে প্রসূতসুতে,
গঙ্গার অতল-তলে দিল বিসর্জ্জন?
হায় হায়! শোকোন্মাদ রাজা,
অন্তরে দারুণ ব্যথা পেয়ে,
কেবলি সজল-চোখে,
চাহিলেন মহারাণী পানে।
পুত্ররত্ন দিয়া বিসর্জ্জন,
মহিষী তখন,
ফিরিলেন অন্তঃপুরে গজেন্দ্র-গমনে,—
রাজাও চলিলা পাছু পাছু।
আছে মানা জানিতে কারণ;
অন্তঃপুরে মহারাণী আসি,
কহিলেন হাস্যমুখে রাজারে আশ্বাসি;—
"প্রাণনাথ! ভেবো না বিষাদ!

সময়ে প্রসন্ন আমি করিব তোমারে।"
রাজপুরে সকলে জানিল,
"রাণী মৃতপুত্র এক ক'রেছে প্রসব ;—"
কাজেই এ কথা ল'য়ে,
অন্তঃপুরে হইল না কোন গণ্ডগোল।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে শান্তনু-মহিষী,
অমর সদৃশ আরো ছয়টি নন্দন,
যথাকালে যথারূপে করিলা প্রসব।
তাহাদেরও সেইরূপ ভাগ্য পরিণাম!
তনয় জন্মিবা মাত্র,
তখনি গঙ্গার গর্ভে হয় বিসর্জ্জিত!
মহারাজা পুত্রশোকে উন্মাদ ব্যাকুল,
মহিষীরে কোন কথা বলিতে নিষেধ,
নির্ব্বাক্ নিশ্চল হ'য়ে শোক-শেলাঘাত,
হৃদে পাতি ল'ন অতি ক্লেশে!
অতঃপর মহারাণী পুনঃ যথাকালে,
হইলেন গর্ভবতী।
এবার অষ্টম গর্ভকাল,
মহীপাল একান্ত অধীর,
সজল-নয়নে শুধু
চেয়ে র'ন মহিষীর মুখপানে।
পরে যথাকালে মহারাণী,
প্রফুল্ল কুসুমসম জ্যোৎস্না-প্রভায়,
দিক্ দেশ আলোকিত করি',
অতি মনোহর শিশু করিলা প্রসব।
ফুল্ল অরবিন্দ সম সুধানন হেরি',
নরনাথ আত্মহারা।
পুত্রের জীবন হেতু ভাবে ভোর হ'য়ে,

আর না থাকিতে পারি, কহিলা রাণীরে ;—
"আর মোর ধৈর্য্য নাই শুন রে পাষাণি !
এ রত্ন অগাধ জলে ক'রো না নিক্ষেপ !
কে তুমি রাক্ষসি ?
সদ্যঃ জাত পুত্রগণে,
মা হ'য়ে মায়ের প্রাণে
স্বহস্তে বিনাশ কর ?
সন্তানের মায়া—কিছু মাত্র নাহি কি তোমার ?
ছি ছি ছি.—হৃদয়হীনা !
জান না কি তুমি ?
পুত্র-হিংসা চেয়ে,
হেন গুরুপাপ আর নাহি এ ত্রিলোকে ?
চক্ষের সম্মুখে মোর
একে একে সাতপুত্রে দে'ছ বিসর্জ্জন !
এবার মিনতি রাখ,—
পুত্রহত্যা ক'রে,
পতিঘাতী হ'য়ো না যুবতি !
শান্ত হ'য়ে ক্ষান্ত হ'য়ে নিষ্ঠুরাচরণে !"
তখনি সহাস্যমুখে সুরতরঙ্গিনী,
রাজ-সনে একাসন করিলা বর্জ্জন !
হাসিতে হাসিতে ধীরে কহিলা তটিনি ;—
"শুন পুত্রকাম !
এবার এ পুত্র তব করিব না বধ।
কিন্তু এবে পূর্ব্বকৃত স্মরহ নিয়ম,—
স্মর' স্মর' প্রতিজ্ঞাত-ভাষ ;
অদ্যাবধি তব সহবাস,
পরিত্যাগ করিনু নরেশ !
মহর্ষি জহ্নুর কন্যা—

সুরতরঙ্গিনী গঙ্গা আমি।
দেবকার্য্য সাধনার হেতু,
হ'য়েছিনু মহিষী তোমার।
তব সপ্তসুত যাহা—
গঙ্গাজলে হ'য়েছে বর্জ্জিত,
তা'দের সামান্য জ্ঞান ক'র না ধীমান,
মহাতেজা সপ্তবসু তারা।
মহর্ষি বশিষ্ট-শাপে,
নররূপে লভিলা জনম।
তুমি বিনা এ পৃথিবী-মাঝে—
হেন জন নাহি হে ধার্ম্মিক,
যোগ্য পাইবারে পিতৃপদ।
আর,—
আমা বিনা হেন নারী নাহি এ জগতে,
জননীর সমযোগ্যা হ'তে।
এ অষ্টপুত্রের তুমি হ'য়েছ জনক—
সমস্ত অক্ষয়-লোক করিয়াছ জয়।
পণে বদ্ধ হ'য়েছিনু বসুগণ-পাশে,
যেমনি ভূমিষ্ঠ হ'বে,
গঙ্গানীরে তখনি হইবে বিসর্জ্জিত।
গর্ভবাস ক্লেশ মাত্র ভোগ,
নচেৎ সংসার-মায়া নহে অধিকারী।
এতদিনে সপ্তবসু বশিষ্ঠের শাপে,
মুক্ত হ'য়ে গেছে স্বর্গবাসে;
আমিও ভূপতি এই প্রতিজ্ঞা সাগর,
উত্তীর্ণ হইনু আজ!
যাই রাজা, স্বস্থানে প্রস্থান করি তবে,
তোমার মঙ্গল হ'বে।

মম গর্ভজাত এই সদ্যঃজাত শিশু,
এখন রহিল মোর কাছে।
ইহারে পালন করি' উপযুক্ত কালে,
তোমারে ভেটিব মহীপাল!
মহারাজ—জয় হ'ক তব।"
এই ব'লে সুরতরঙ্গিনী কল্লোলিনী,
প্রতিজ্ঞায় মুক্ত হ'য়ে চঞ্চল-চরণে,
করিলা প্রস্থানোদ্যোগ;
শান্তনু তখন,
শোকাকুল একান্ত অধীর ক্ষুণ্ণমন,
তটিনীর পদ-তটে বসি'
মহা সাধ্যসাধনায় ফিরাবার তরে—
করিলেন কতই যতন,
কিন্তু গঙ্গাদেবী তাঁর কাতর-বচনে
কোন কথা না দিয়া উত্তর,
চলিলেন স্বর্গবাসে মন্থর-গমনে।
নরবর হ'য়ে অগ্রসর,
অতীব চঞ্চল-চিতে,
জাহ্নবীর পা দু'খানি ধরিয়া কাতরে,
কহিলেন গদগদ-স্বরে;
"ক্ষান্ত হও, শান্ত হও, পায়ে ধ'রে সাধি,
যে'য়ো সুরনদি!
তোমার প্রবল-স্রোতঃ কে ফিরা'তে পারে?
অন্তরে প্রবল কৌতূহল,
কহ কল্লোলিনি!
কেবা সে বশিষ্ঠমুনি?
কি দুষ্কর্ম্ম ক'রেছিলা বসুদেবগণ?
কেন বশিষ্ঠের শাপে,

গর্ভ-ক্লেশ বসুগণ সহিলেন এত ?
কেনই বা এই সুত যাবতজীবন—
নরলোকে করিবে নিবাস ?
সবিশেষ কৃপা করি করিয়া বর্ণন,
ক'রো হে গমন তরঙ্গিনি !"
—কহিলেন কুলুনাদে কল্লোলিনী সতী ;
"নরপতি !
অপূর্ব্ব ভারতী তবে করহ শ্রবণ।
বরুণদেবের সুত বশিষ্ঠ-তাপস,
"আপব" অপর নাম তাঁর।
গিরিবর সুমেরুর কাছে,
পরম সুন্দর এক অরণ্যানী-মাঝে
করিতেন মহান্ তপস্যা !
সেই চারু-তপোবন সকল ঋতুতে,
নানাজাতি-কুসুমসমূহে বিকশিত।
অতি প্রীতিপ্রদ—
মলয়ার রাজত্ব তথায়,
স্বচ্ছ-জল জলাশয়ে সুন্দর সজ্জিত।
এ হেন কানন তাঁর তপস্যার স্থান !
দক্ষ-প্রজাপতির ঔরসে,
আছিলা সুরভি নাম্নী অপূর্ব্বা নন্দিনী !
সেই সর্ব্ব-কামপ্রদা সুরভী শ্রীমতি,
জগতের হিত হেতু কশ্যপ-ঔরসে,
গো-রূপ ধারণ করি,
মহাতপা বশিষ্ঠের হ'ন হোমধেনু।
মুনিজন-সুসেবিত সেই তপোবনে,
নির্ভয়ে করিত কেলী।
একদা পৃথু প্রভৃতি বসুদেবগণ,

সস্ত্রীক সুন্দর-সাজে বনবিহারাশে,
কবিলেন আগমন সেই বনদেশে।
জনেক বসুর পত্নী ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
সেই সর্ব্ব-সুলক্ষণা সুন্দর-বালধি,
পীনোধ্নী সুদোগ্ধ্নী সেই কামধেনু হেরি,
কহিলেন দ্যু-নামক আপন স্বামীরে ;—
"দেখ দেখ প্রাণনাথ ! কি সুন্দর ধেনু !
বড় আশা অন্তরে আমার,
ল'য়ে চল ধেনুটিরে আলয়ে এখন।"
শুনিয়া প্রিয়ার কথা দ্যু-নামক বসু,
মহা-আনন্দিত হ'য়ে কহিলা সুধীরে ;—
"শুন দেবি, যে ঋষির এই উপবন,
তাঁহারি এ হোমধেনু।
যদি কোন মর্ত্ত্যবাসী-জন,
এ ধেনুর বিন্দুমাত্র দুগ্ধ করে পান ;
দশ-হাজার বর্ষ সেই অক্ষয় অজর হ'য়ে,
পাইয়া স্থির-যৌবন রহিবে জীবিত।
শুনিয়া এ অলৌকিক-বাণী,
দ্যু-পত্নী কহিলেন প্রাপ্ত-লালসায় ;—
"প্রাণেশ্বর !
জীতবতী নাম্নী এক অতি প্রিয়সখী,
মর্ত্ত্যলোকে করেন বসতি।
সে যুবতী—রাজা উশীনরের দুহিতা,
অসামান্য রূপরাশি তাঁর—
সুবিখ্যাত সর্ব্ব-চরাচরে।
অতএব এই হেতু করি হে কামনা,
তুমি মোর প্রিয়সখী-প্রীতির কারণ,
বৎস-সনে কামধেনু কর আনয়ন।

প্রিয়সখী এ ধেনুর দুগ্ধ পান করি'
হ'বেন অজরা অরোগিনী।
এর চেয়ে আর মোর আছে কি আহ্লাদ?
পতিনীর হেন বাক্য শুনি',
দ্যু-বসু, পৃথু প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ-সনে,
সেই ধেনু বৎসসনে করিলা হরণ।
এ কারণ কি যে ঘোর অনিষ্ট ঘটিল,
শুন রাজা কায়মনে;—
ধেনু বৎস করিয়া হরণ,
বসুগণ পত্নী-সনে করিলা প্রস্থান।
অনন্তর তপোধন বশিষ্ঠ ধীমান,
ফল মূল করি আহরণ,
আশ্রমেতে হৈলা উপনীত।
আসিয়া দেখিল তথা, ধেনু বৎস নাই।
বিষম ভাবিত হ'য়ে,
চতুর্দ্দিক পূর্ণরূপে কৈলা অন্বেষণ;
কিন্তু, কুত্রাপিও হায় না হ'ল সন্ধান।
পরিশেষে জ্ঞানচক্ষু করি উন্মীলন,
জ্ঞানদৃষ্টে দেখিলেন জ্ঞানী;—
'অদ্য বসুদেবগণ সস্ত্রীক হইয়া,
বনবিহারের ছলে এ স্থানে আসিয়া
ধেনু বৎস ক'রেছে হরণ!'
তখন সে মহাঋষি,
মহারোষে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রায় রুষি'
শাপ দিলা বসুদেবগণে;—
"যে হেতু তোমরা সবে সর্ব্ব-সুলক্ষণা—
হোমধেনু, অজ্ঞাতে আমার—
বৎস-সনে ক'রেছ হরণ;

অতএব হারে মূঢ়জন।
নরলোকে নরযোনি প্রাপ্ত হও সবে।'
হেন শাপ করিয়া প্রদান,
বশিষ্ঠ মহর্ষি—
তপঃসাধনায় মন করিলা নিবেশ।
এদিকেতে বসুগণ,
নিজ নিজ আশ্রমেতে আসি'
তখনি বুঝিলা সবে,
বশিষ্ঠের শাপানলে দগ্ধীভূত দেহ।
মহর্ষির ক্রোধানল করিতে নির্ব্বাণ,
তখনি যাইল সবে তাঁর সন্নিধান।
কতবিধ স্তব স্তুতি, কতই মিনতি!—
কিন্তু কোনরূপে শাপে না পায় নিষ্কৃতি।
অতঃপর এই বিধি—
দিলেন বিধান মহামনা,—
"শাপ কভু হ'বে না অন্যথা।
তবে এই কথা মোর শুন কায়মনে,
প্রতি-বর্ষে তোমরা সকলে একে একে,
শাপ হ'তে পাইবে উদ্ধার।
কিন্তু যার হেতু
অভিশপ্ত হইয়াছ তোমরা সকলে,
তার এই স্বকৃত-দুষ্কর্ম্ম-ফলভোগে
কিছুতেই নাহিক নিস্তার।
যাবত-জীবন তারে অবনী-মণ্ডলে,
করিতে হইবে নিবসতি;
কিন্তু তারে সামান্য-ঔরসে
জনম লইতে আর হ'বে না কখন।
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পরম ধার্ম্মিক,

পিতার হিতৈষী হ'য়ে নিষ্কাম-হৃদয়ে,
করিবে সংসার সুখভোগ।
কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী মহাসাধু হ'য়ে,
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'বে মহাজন,
কল্যাণ হউক সবাকার।"
এই বলি ঋষিবর করিলা প্রস্থান।
অনন্তর জর্জ্জরিত বসুগণ আসি,
কহিল আমায় অতি কাতর-বচনে ;—
'তাপহরা পতিতপাবনি !
পতিত সন্তানে
স্থান দেগো অক্ষয়-জঠরে !
কিন্তু মাগো ত্রিপথগে !
যেমন প্রসূত হ'ব মোরা,
অমনি তোমার পূতনীরে —
বিসর্জ্জন ক'রো মা জননি !
ছলমাখা সংসারের মায়া
দারুণ সংসার-জ্বালা
যেন আর পাই না আমরা !'
এই হেতু ওহে অভিতপ্ত নররায় !
তারিবারে অভিশপ্ত বসুদেবগণে,
প্রতি বর্ষে পুত্রহত্যা ক'রেছি রাজন্ !
ইথে যদি থাকে প্রত্যবায়,
বিধাতার বিধানে অর্শিবে,
আমি কি করিব রাজা ?
বিধির ঘটনা যাহা তাই সিদ্ধ হ'বে !
যাও রাজা, হ'য়ো না ব্যথিত,
বিচলিত হ'য়ো না হৃদয়ে !
তা' হ'লে সংসারে পুনঃ আনন্দ পা'বে না।

পুত্র সনে লইনু বিদায় ;
আর মোরে দিও না ব্যাঘাত ।
উপযুক্ত কালে—
তুলে দিব পুত্ররত্ন তব স্নেহ-কোলে !”
দেখিতে দেখিতে আচম্বিতে
মহাদেবী হইলেন অন্তর্হিতা ।
শোকার্ত্ত-বিষণ্ণ-মনে শান্তনু-রাজন,
শূন্য-প্রাণে ফিরিলেন শূন্যময় গৃহে ।

শান্তনুর মাহাত্ম্য-কথন।

বৈশম্পায়ন ক'ন—শুন হে রাজন্!
চ'লে গেল ভাগীরথী নিজ পুত্র ল'য়ে,
নাম তার দেবব্রত অথবা গাঙ্গেয়।
দেবব্রত পিতা চেয়ে—
কোন গুণে কোন অংশে নহেন নিকৃষ্ট।
গাঙ্গেয়ের অদ্ভুত মহিমা,
অপূর্ব্ব চরিত্র-লীলা,
পশ্চাতে বিশদ-ভাবে করিব প্রকাশ।
অধুনা শান্তনু-রাজ মহত-চরিত,
অতুলিত গুণরাশি,
যথাশাস্ত্র করিব কীর্ত্তন।
তাঁহার পবিত্র ইতিহাস
শ্রীমহাভারত নামে বিখ্যাত সংসারে।
শুন জন্মেজয়—শুন সভাসদগণ!—
শান্তনু পরম প্রাজ্ঞ পরম ধীমান,
জীতেন্দ্রিয় দয়ালুতা প্রভৃতি সদ্গুণ,
অলঙ্কৃত সদাই তাঁহাতে।
নরেন্দ্র শান্তনু শান্তশীল,
দেবর্ষি রাজর্ষিগণে সদা সম্মানিত।
অতিশয় ধীর,
ক্ষমাবান, দানী, সত্যবাদী,
সর্ব্বগুণাস্পদ আর ধর্ম্মার্থ-কুশলী।
অসামান্য চক্রবর্ত্তী-লক্ষণে-লক্ষিত,
অদ্বিতীয় ধর্ম্ম-পরায়ণ!
লোকাতিশায়িনী তাঁর ধার্ম্মিকতা হেরি,
তৎসাময়িক নৃপগণে

তাঁহারে সম্রাটপদে কৈলা অভিষেক।
তাঁহার আদর্শ ল'য়ে,
লোকযাত্রা হইত নির্বাহ।
শোক, ভয়, গ্রহ, পীড়া, অকাল-মরণ,
সে সময়ে ছিল না তখন।
সুখ-স্বপ্নে, নিশা অবসানে প্রজাগণ—
মহাসুখে রাজেন্দ্রের নাম গান ল'য়ে,
প্রাতঃকালে করি গাত্রোত্থান,
ভগবান-কাছে—শান্তনুর সাধিত কল্যাণ!
শান্তনু-প্রমুখ—কর-প্রদ রাজাগণে,
নিয়মিত সুশৃঙ্খলে,
তাঁহার আদর্শ ল'য়ে—রাজত্ব করিত।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনীতি ক্রমশঃ উন্নতি,
ক্ষত্রিয়ের বিপ্র-সেবা স্বধর্ম্ম-পালন
বৈশ্যের ক্ষত্রিয়-সেবা বাণিজ্য-ধরম,
শূদ্রেরা ও তিনবর্ণ-সেবায় নিরত।
অসামান্য প্রভাব শান্তনু,
হস্তিনায় রাজধানী স্থাপি',
বিরাট সুরম্য হর্ম্ম্যে করিয়া বসতি,
করিতেন বিধিমতে প্রজার পালন।
রাগ-দ্বেষ শূন্য—অতীব বদান্য,
পরম সুন্দর প্রিয়ভাষী,
প্রজার পিতার মত সর্ব্বথা নৃপতি!
প্রতাপে তপন প্রায় বেগে প্রভঞ্জন,
ক্রোধে কাল করাল সমান,
সহ্যগুণে ধরাসতী সদাই লজ্জিতা।
সেই সর্ব্বগুণাধার প্রশান্ত ভূপাল,
সিংহাসন অলঙ্কৃত করিত যখন,

লোকের জিঘাংসা-বৃত্তি না রহিত আর।
কাম-রাগ-প্রবর্জ্জিত
পক্ষপাত-পরিশূন্য হ'য়ে,
রাজ্যস্থ ইতর ভদ্র সমস্ত প্রাণীরে,
পুত্র-নির্ব্বিশেষে,
সদা সুখে করিত পালন।
দেবলোক পিতৃলোক তৃপ্তির কারণ—
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া,
যথারীতি যথাকালে করিত সম্পন্ন।
এদিকে কুমার দেবব্রত,
অদ্বিতীয়-পণ্ডিত বশিষ্ঠ-মুনি-কাছে,
সমস্ত বেদাঙ্গ বেদ কৈলা অধ্যয়ন।
সেই মহাবল পরাক্রান্ত কৃতাস্ত্র কুমার.
অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর,
দ্বিতীয় দেবেন্দ্র প্রায় মহাবলশালী,
পরম প্রণয়াস্পদ সুরাসুরগণে।
সুরাসুর-নমস্কৃত দেব বৃহস্পতি,
যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত,
দেবব্রত-কণ্ঠস্থ তাহাই।
একদিন গঙ্গাসুত বীরধুরন্ধর,
হইয়ে উন্মত্ত প্রায় মৃগয়া-আমোদে,
কুরঙ্গমে বাণ-বিদ্ধ করিতে করিতে,
উপনীত হইলেন ভাগীরথী-তীরে।
মহাবল মহাসত্ত্ব বীর দেবব্রত,
ক্রোধে যেন দিক্‌বিদিক্‌-হারা,
অবিরাম হানে বাণ সরিদ্বরা প্রতি;
শরজালে
শুষ্ক প্রায় করিল নদীর জল।

হেন কালে শান্তনু রাজন,
বন-ভ্রমণের আশে তথায় প্রবেশি,
গঙ্গার অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিরোধ হেরি—
ভাবিলেন মনে ;—
"আজ কেন ভাগীরথী স্তম্ভিত নিশ্চল ?
কেন নাহি প্রবাহিতা হ'ন পূর্ব্বমত ?"
চিন্তাকুল-চিত্তে নররায়,
কিছু দূর হ'য়ে অগ্রসর—
দেখিলেন, কার্ত্তিকেয় জিনি
অপরূপ কৃতাস্ত্র ধানুকী,
তীক্ষ্ণধার দিব্যাস্ত্র নিকরে,
জাহ্নবীরে আচ্ছন্ন করিয়া—
রোষভরে আছে দাঁড়াইয়া।
হেন অলৌকিক কাণ্ড হেরি নরপতি,
অতীব বিস্ময়াবেশে হইল নির্ব্বাক !
গঙ্গাসুত-দেবব্রতে,
আপন আত্মজ বলি নারিলা চিনিতে ;
কিন্তু হে, জানি না কি কারণ,
দেবব্রত শান্তনুরে—
পিতা ব'লে পারিল বুঝিতে।
মাতার আদেশ নাই বলি'
ধরা দিতে পিতারে তখন,
সেই হেতু গঙ্গার কুমার,
তৎক্ষণাৎ হইল অন্তর্হিত।
অত্যাশ্চর্য্য নেহারি ঘটনা নররায়,
ঘোরতর সংশয় বিস্ময়ে
হ'য়ে অভিভূত,
জাহ্নবীরে করিলা আহ্বান ;—

"শূন্যপ্রাণে দেখা দাও—
কোথা আছ ভাগীরথি?
বিচঞ্চল-মতি,
আজি শান্তনুব প্রাণ—ঘোর সংশয়ে আকুল।
কোথা কুলু কল্লোলিনী তরঙ্গিনী সতি!
বহুদিন হেরি নাই মূরতি তোমার!
নিশ্চয় বুঝেছি আমি ওই বীর শিশু
তোমারি হে স্নেহের রতন!
বীরশিশু কোলে করি এস মহাদেবি!
পত্নী-পুত্র-মুখ হেরি,
ভুলে যাই দারুণ বিরহ।"
শান্তনুব ব্যাকুলতা নেহারি জাহ্নবী,
রমণীয় ভূষায় ভূষিতা—
অপরূপ আলোক-সম্পন্ন রূপরাশি,
দশদিশি করিয়ে উজ্জ্বল,
দেবব্রতে কোলে করি উরিলেন দেবী।
সন্দেহ বিস্ময়াবেশে আচ্ছন্ন রাজন,
অলৌকিক রূপরাশি করি নিরীক্ষণ,
দৃষ্ট-পূর্ব্বা জাহ্নবীরে নারিলা চিনিতে।
হাসিমুখে কহিলেন দেবী,
"ভাল আঁছ মহারাজ?
রাজ্যে তব কুশল ত সব?
চিনিতে পারনি মোরে?
আমি সেই পুত্রহন্তা জহ্নুর তনয়া!
প্রতি বর্ষে সপ্তপুত্র ভাসাইয়া জলে!
কিনেছি তোমার কাছে পাষাণী সুনাম।"
আরক্তিম লজ্জার আবেশে নৃপবর,
কহিলেন গদগদে—

"ক্ষম মোরে প্রিয়ম্বদে! সে কথা তুলিয়ে,
আর লজ্জা দিও না আমারে!
প্রতিবাদ করি,
হারায়েছি তোমায় প্রেয়সি!
হৃদয়ের মসী-নাশি' বল পূর্ণশশী,
এ শিশু কি সেই শিশু অষ্টম-গণনে?"
কহিলেন ভাগীরথী;—
"শুন মহারাজ।
এই সেই দেবব্রত তনয় তোমার,
এই সে অষ্টমবসু!
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ—
সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই বীরশিশু।
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিনু তোমার নিকটে,
ইহাঁরে লালন করি প্রাপ্তবয়ঃকালে—
তোমারে ভেটিব মহীপাল!—
আজি সেই কাল পূর্ণ হইল আমার,
ঋণ-মুক্ত হইনু এতদিনে।
অপুত্রক বলি আর ভেব'না রাজন্,
বংশের দুলালে কোলে করি,
যাও রাজা গৃহে ফিরি;
বশিষ্ঠ ইহার বেদবেদান্ত শিক্ষক।
দৈত্যকুলগুরু—শুক্রাচার্য্য আচার্য্য-প্রধান—
যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত,
দেবব্রত তাঁর চেয়ে,
কোন অংশে নহেক নিকৃষ্ট।
অরাতির দুরাক্রমা,
মহাবল প্রবল-প্রতাপ জামদগ্ন্য
যে সকল শাস্ত্র-সুশিক্ষিত,

পুত্র তব তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট মহৎ।
রাজধর্ম্মে অতি সুনিপুণ,
সর্ব্বগুণ-বিশারদ নন্দন তোমায়!
যাও বাবা, এতদিন ছিলে মোর কাছে,
এতদিন করিনু পালন,
একবার 'মা' ব'লে আমায়,—
যাও বৎস, পিতৃসনে পিতার আলয়ে!"
আহা! ধন্য পুত্রস্নেহ!
আজি ভাগীরথী মহাদেবী—
পুত্রের বিদায়ে, ওহো অতীব কাতরা!
তুলে দিল গঙ্গাদেবী শান্তনুর কোলে,
দেবব্রতে কুরুকুলোজ্জ্বলে;
শান্তনুও মহাভাবে মহা মমতায়,
পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সে নন্দন-আননে,
শতচুম্ব দিয়ে আহা কোলে নিল তুলে;
এ দিকে জাহ্নবী,
অকস্মাৎ হৈলা অন্তর্হিতা!—
অতঃপর নরবর দেবব্রতে ল'য়ে,
মহাসুখে চলিলেন প্রাসাদাভিমুখে।
প্রাসাদে আসিয়া ফিরে পুত্রের সহিত,
নরবর অতি পুলকিত,
রাজ্যের সকল প্রজা প্রকৃতিমণ্ডলী,
পৌরগণে একত্রিত করি,
সেই সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয় দেবব্রতে
রাজ্যের কুশল হেতু,
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল হরিষে।
যুবরাজ গাঙ্গেয় বীরেশ—
ভক্তি প্রীতি সৎব্যবহারে,

পিতারে, কৌরবগণে,
জনপদবাসী সর্ব্বজনে,
প্রীতিডোরে করিলা বন্ধন।
এদিকে শান্তনু
রাজ্যের বিষমভার পুত্র-করে সঁপি,
আপনারে সর্ব্বসুখী ভাবিলেন মনে।
কোন চিন্তা—কোন ভার নাহিক তাঁহার,
এ হেতু যথায় ইচ্ছা করেন গমন।

শান্তনু-সত্যবতী-সংবাদ।

এইরূপে চারিবর্ষকাল,
সুধীর শান্তনু মহীপাল,
পুত্র সনে অতি সুখে নিষ্কাম-হৃদয়ে
করিয়া সংসার-সুখ ভোগ,
যমুনা-নদীর তীরে অরণ্যানী মাঝে,
বনভ্রমণের সাজে করিলা প্রবেশ।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে সেই বনদেশে
অপূর্ব্ব সুরভিগন্ধ পাইলা আঘ্রাণ।
কোথা হ'তে?—কাননের কোন্ দেশ হ'তে
আসে বাস প্রাণ-মাতুয়ারা?
জ্ঞানহারা নরপতি—
সবিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া,
ইতস্ততঃ করেন সন্ধান।
হেনকালে দেখিলেন,—বিটপীর মূলে—
বিলোল-লোচনা এক—
পরমাসুন্দরী দিব্যাঙ্গনা—
অপরূপ রূপচ্ছটা করিয়া বিস্তার,
দশদিশি করিয়ে উজ্জ্বল,

চিত্র-মূর্ত্তি প্রায়, নির্ব্বাক নিশ্চল—
মনোহরা অলোকসামান্যা সুবদনী—
স্থির-নেত্রে আছে দাঁড়াইয়ে!
তাঁহারি সুরভি-শ্বাসে—লাবণ্যের বাসে,
সুবাতাসে ভেসে আসে অপূর্ব্ব সৌরভ!
ধীরে ধীরে নরেশ্বর সন্নিধানে আসি,
অশেষ বিনীত-ভাবে করিলা জিজ্ঞাসা ;—
"কে তুমি সুতন্বি।
অলৌকিক মনোহরা-বেশে,
দিক্‌দেশ করি আলোকিত—
আছ লুকাইয়ে এই নিভৃত-বিজনে?
বল বল, হেরে তোমা' হ'য়েছি পাগল,
অন্তর বিকল মোর চাঁদমুখ হেরি।
কোন্ কুল তোমা পে'য়ে হ'য়েছে উজ্জ্বল?
কার কন্যা তুমি বরাননে?
কি হেতু হে বিজনবাসিনী?"
—অতি ধীরে হাসিমুখে ললিতা-সুন্দরী,
বীণাবিনিন্দিত-ভাষে করিলা উত্তর ;—
"মহাশয়! ধীবর-তনয়া আমি,
দাসরাজ পিতা মম,
পিতার আদেশে আমি এই নদী-তীরে,
তরণী বাহণ করি ;—
নাম মম সত্যবতী।
আমি—আজিও—কুমারী—!!"
লাজময়ী রক্ত-লজ্জামুখে,
রহিল দাঁড়ায়ে মরি ভূমি-পানে চেয়ে!
হেন ত্রিলোক-প্রতিভা—
মনোহরা তিলোত্তমা,

অনুপমা যৌবনশালিনী নারী,
আজিও কুমারী !
অপূর্ব্ব উল্লাসে—মহা-আশাবশে,
নরেশ অন্তরে ধৈর্য্য ধরি,
কহিলেন রমণীরে ;—
"প্রাণময়ি ! প্রাণ রক্ষা কর হে আমার !
এ মোহিনী রূপরাশি হেরে,
প্রাণ মন উন্মাদ ব্যাকুল !
বল সুলোচনে !
ওই তব রক্তোৎপল সম,
মৃণাল-লাঞ্ছিত ভুজযুগ,
কণ্ঠহার হ'বে কি আমার ?
ওই অতুলিত পুষ্পের স্তবক রূপরাশি,
মোহিনী-মদন-মালা গাঁথি,
প্রেমোন্মাদে মাতি —
পা'ব কি দোলাতে গলে ?
ওই ঢল ঢল—
বিমল উজ্জ্বল পূর্ণ-চন্দ্রানন তুলি,
এ অধীন প্রতি—
প্রেম-চোখে চা'বে কি লো রূপবতি ?
সত্য ক'রে বল সত্যবতি !
ওই হাস্যমুখ হ'তে,
বিমল জোছনা-মাখা মোহিনী-গঠিত—
বীণা-বিনিন্দিত মরি স্বর্গীয় ঝঙ্কার,
শুষ্ক-কর্ণে শুনিতে শুনিতে—
ভোর হ'য়ে যা'ব কি ত্রিদিবধামে ?
বল প্রিয়তমে !
দুই প্রাণ দুই আত্মা এক সংমিশ্রণে,

স্বর্গীয় প্রেমের ডোরে একীভূত হ'য়ে,
ওই শূন্যে—মহাশূন্যে হ'বে প্রসারিত ?
তার পর তার পর ওই শূন্য'পরে,
সুবিরাট যবনিকা করি উত্তোলন,
কি এক অনন্নুমেয়—
দুর্ভেদ্য জটীল মহা-রহস্যের মাঝে,
উভয়ে যুগল-সাজে হ'ব উপনীত ?
বল বল, এত সুখ হ'বে কি আমার ?”
—মহাপ্রেম-পারাবারে নিমগ্ন নরেশ,
প্রেমের কঠিন ব্যাখ্যা—
বোঝা'ন ধীবর-তনয়ায়।
কি মধুর প্রেমোন্মাদ-ভাব !
সত্যবতী ফ্যাল্ ফ্যাল্-চ'খে
চেয়ে র'ন নরবর প্রতি।
সুমোহন অপরূপ বীর-ছবি হেরি,
জানি না, সে ধীবর-বালার—
হৃদয়েতে পড়িল কি ছায়া !
অথবা উন্মাদ-মদ মাতিল মনেতে !!
যথাসাধ্য শান্তনুরে দিয়া প্রত্যুত্তর,
দাসরাজ কন্যা সত্যবতী,
নৃপতিরে ল'য়ে গেল পিতার আশ্রমে।
স্নেহময়ী কন্যা সনে—
তেজঃপুঞ্জশালী প্রজানাথ নিরীক্ষণে,
দাসরাজ সত্যবতী-পিতা
ভয়-ভক্তি-বিমিশ্রণে একান্ত নিশ্চল !
এ দীন দরিদ্রময় অধম-আশ্রমে,
অকস্মাৎ সম্রাটের শুভ-পদার্পণ ?
ভীত সচকিত বৃদ্ধ স্থির মুগ্ধ হ'য়ে,

একবার কন্যা প্রতি—পুনঃ রাজা প্রতি—
সভয়ে কটাক্ষ ক'রে ;—কন্যা সত্যবতী—
নৃপতিরে, পিতারে নির্দ্দেশ করি—
অন্তঃপুরে করিলা প্রস্থান।
তখন ধীবর দাসরাজ,
রাজরাজেশ্বর শান্তনুর মুখপ্রতি চাহি—
নির্ব্বাক্ নিশ্চল হ'য়ে,
করযোড়ে রহিল দাঁড়ায়ে।
হাস্যমুখে প্রীতস্বরে কহিলা শান্তনু ;—
"ভয়-ভীত হইবার নাহি প্রয়োজন,
শুন দাসরাজ।
আসিয়াছি তব পাশে মহৎ উদ্দেশে।
রাজবাক্য পালিতে যদ্যপি থাকে মন,
(আমার আদেশ নয়) প্রার্থনা আমার,
করিতে পা'র কি সম্পূরণ ?"
হায় হায়! বর্ণজ্ঞান-বিহীন ধীবর—
রাজ-প্রশ্নে কিবা দিবে প্রত্যুত্তর ?
ভাবিয়া না পায় মনে ;
অবাঙ্মুখ কম্পিত-চরণে,
শুধু চেয়ে রয় নৃপতির মুখ-পানে।
পুনশ্চ কহিল ধীরে শান্তনু সম্রাট্ ;—
"কথা কও, নিরুত্তরে কেন দাসরাজ ?
তুমি সত্যবতী-পিতা—সম্মান্য আমার।
শুন মোর আগমন-কারণ সুধীর ;—
আজি দেখিলাম, দিবাভাগে বনমাঝে—
বনদেবী-বিনিন্দিতা তনয়া তোমার,
লোকাতিশায়িনী রূপ করিয়া বিস্তার,
বনদেশ আলো ক'রে আছে দাঁড়াইয়ে।

হেরি তার রূপের মাধুরী,
নয়ন ফিরা'তে নারি!
প্রাণ আর ধৈর্য্য নাহি মানে!
সে মধুর প্রতিমূর্ত্তি গ'ড়েছে অন্তরে,
কোন মতে ভুলিতে না পারি!
তাই করি অনুরোধ, শুন হে সুবোধ!
রাজকরে কর দিবা কন্যা সম্প্রদান।
রাজরাজেশ্বরী জিনি' তব নন্দিনীরে—
মহারাণী সাম্রাজ্ঞী নেহারি,
তুমিও জনম কর পবিত্র সার্থক!"
অযাচিত অজানিত—
এ হেন অশ্রুতপূর্ব্ব মহাপ্রশ্ন শুনি,
দাসরাজ গদগদ-প্রাণে,
মহাসসম্ভ্রমে রাজে দিলা প্রত্যুত্তর;—
"ধন্য আমি! ধন্য মোর ধীবর-জনম!
ধন্যা মোর কন্যা সত্যবতী।
মহারাজ-রাজেশ্বর মহাকৃপা করি,
ধীবর-কন্যারে,
অন্তঃপুরে স্থান দান দিবেন স্বেচ্ছায়?
কিন্তু নররায়,—
ভাগ্য কভু চিরদিন নাহি রয়,
অত্যুন্নতি অনিবার কেহ নাহি পায়।
তাই বড় ভয় চিতে,
ভবিষ্যতে পাছে কোন ঘটে হে ব্যাঘাত!
আজি যাহা পরমার্থ-বোধে,
মহাস্বার্থ পূরিল আমার;
পরিণামে সেই স্বার্থ ভিন্নমূর্ত্তি ধরি,
না করে অনর্থপাত, তাই ভাবি মনে!"

বিচঞ্চলচিতে রাজা কহিলা বিস্ময়ে ;—
"কেন হেন কথা সদাশয় ?
পরিণাম না ভাবিয়ে মনে,
বুদ্ধিমানে কোন্ কার্য্যে করে হস্তক্ষেপ ?
ইথে কিবা আক্ষেপ তোমার ?
সত্যবতী হৃদয়ের হার মোর।
শুনিয়াছ দারত্যাগী আমি,
শূন্যগৃহ —সংসার আমার অন্ধকার !
তাই আমি শূন্যস্থান করিতে পূরণ,
মাগি হে তনয়া তব !
ইথে আর অন্যমত ক'রো না সুধীর !"
অতীব বিনীত ভাবে কহে দাসরাজ,—
"শুন মহারাজ !
কন্যা যবে ল'ভেছে জনম,
অবশ্যই পাত্রসাৎ হইবে কখন।
হে সম্রাট্ !
সত্যবাদী মহাজ্ঞানী তুমি সদাশয়,
আমি নীচ কুলোদ্ভব দীন প্রজা তব,
কন্যা মোর ধর্ম্মপত্নী হইবে তোমার,
এ অপেক্ষা মহাশুভ কি আছে আমার ?
কিন্তু প্রভো !
আছে মোর এক অভিলাষ,—
করহ স্বীকার তাহা করিবে পূরণ ?"
সচকিতে কহিলা শান্তনু,
"হে ধীবর !
অনায়াসে কহ তব কিবা অভিলাষ ?
তাহা না শ্রবণ করি,
কি মতে তোমার মতে দিব হে সম্মতি ?"

দান-যোগ্য হ'লে পরে,
অবশ্যই মনঃ আশ পূরা'ব তোমার।"
সবিনয়ে কহিল ধীবর ;—
"এ দীনের অপরাধ ল'য়ো না ভূপাল !
কারণের কার্য্যই সহায় যবে,
আগে তারে বিধি-সিদ্ধ করি,
পরে কর্ম্মে কৈ'বে হস্তক্ষেপ ;—
এই ত জ্ঞানীর কথা শুন নরনাথ !
যে আশায় প্রফুল্ল হইয়া,
তনয়ায় করি মহারাণী,
ওহে নৃপমণি !
পরিণামে তা'তে ত ব্যাঘাত ঘটিবে না ?"
কহিলা শান্তনু নরপতি,—
"কহ হে বিশদভাবে ক'রো না গোপন,
কেন এত পূর্ব্বাভাষ কথার সূচনা ?
কেন এত কথার ছলনা ?
সপ্তদ্বীপা-বসুন্ধরা সমুদ্র-বসনা,
আর—
তব কন্যা সত্যবতী চারু-সুলোচনা,
এ উভয়ে চিরদিন থাকিবে প্রধান,
এর চেয়ে আর কিবা চাও হে প্রমাণ ?"
কহিলা ধীবর মৃদুভাষে ;—
"হে নরেশ ! সত্যবাদী ধুরন্ধর তুমি,
কথার অন্যথা নাহি তব,
ইহা কি জানি না আমি প্রভু ?
এ দীনের নিবেদন শুনুন্ রাজন্ !
ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা আমার—
যুবরাজ দেবব্রত জ্যেষ্ঠপুত্র তব,

অজর অমররূপে হ'ন চিরজীবি।
তাঁর বর্ত্তমানে,
সত্যবতী-গর্ভজাত তোমার সন্তানে,
রাজ্য কি অর্শিবে কভু দেব ?
তাই কহি নরনাথ !
এ দীনের মনঃ প্রাণে এই মলিনতা।"
এ হেন স্পর্দ্ধার কথা শুনি ধীবরের,
নরপতি স্তব্ধ—ক্ষুণ্ণমতি !
এ কথা ত অযৌক্তিক নয়!
শান্তনু কি দিবে সদুত্তর ?
যুবরাজ-দেবব্রত সত্য-বর্ত্তমানে,
কনীয়ানে রাজ্যদান কভু না সম্ভবে,—
কিন্তু হায়! মনে মনে ভাবেন শান্তনু ;—
"সত্যবতী ভুলিব কেমনে ?
সেই অতুলিত রূপ,
হাস্যময় সুধামাখা মুখ,
হৃদয়ের প্রতি স্তরে পাষাণ-অঙ্কিত।
রাজ্য যা'ক্—প্রাণ যা'ক্,—
সমস্ত সংসার ভস্ম হ'ক্,
সত্যবতী সংসারের সার,
সত্যবতী হৃদয়ের হার,—
সত্যবতী পূর্ণিমা-কৌমুদী পূর্ণশশী !
কিন্তু হায়,—
এ দিকে যে বিষম ব্যাঘাত !
দেবব্রতে অবহেলে,
কোন কাজ সাজিবে না মোর !"
মহান্ চিন্তিত হ'য়ে রাজরাজেশ্বর,
না করিয়ে প্রতিবাদ পক্ষ-সমর্থন,

"এ বিষয়ে যুক্তিমত করিব পশ্চাতে!"
এই বলি স্মরশরে বিচেতন প্রায়,
সত্যবতী-অনুপমা রূপরাশি স্মরি',
নৃপমণি হস্তিনায় করিলা প্রস্থান।

ভীষ্ম-শান্তনু-সংবাদ।

অধীর ব্যাকুল রাজা—স্তব্ধ, মুগ্ধ, ম্লান,
পদ্মপত্রে বারি মত বিচঞ্চল প্রাণ,
হতাশ-নিশ্বাস—হা-হুতাশ,
শূন্য-দৃষ্টি—শূন্য-প্রাণ—উচ্ছ্বাস উদাস!
নাহি প্রীতি—সদা-ছন্নমতি,
কার্য্যে আর নাহিক উৎসাহ,
স্থির স্থাণু সম।
বাক্যে অর্থ নাই,
কার্য্যেতে কারণ নাই,
কভু স্তব্ধ, কভু বা চঞ্চল,
কথায় কথায় দীর্ঘশ্বাস,
সম্বোধনে অর্থ-বোধ নাই,
'দেবব্রত' সম্বোধনে,
রসনা অজ্ঞাতে ডাকে 'সত্যবতী' নাম!
পুত্র-কাছে নরপতি সদা যেন অপরাধী,
বাক্যেতে একতা-সূত্র নাই,
রচনা সম্পূর্ণ নাহি হয়,
আচম্বিত-বিস্মরণ,—
হায় হায়, স্বভাবে অভাব নৃপতির!
রাজকার্য্য দেবব্রত করে সম্পাদন,
রাজসভা যেন কারাগার,—

সিংহাসন নয়নের শূল,
রাজদণ্ড দণ্ডিতের যমদণ্ড প্রায়!
ক্রমে শীর্ণ বাজ-কলেবর,
জ্যোতিঃ-হীন বিশ্রান্ত-নয়ন,
সদা অপ্রসন্ন-ভাব,
পুরস্কার মাত্র তিরস্কার,—
অন্তরে বিষের জ্বালা—প্রাণ দগ্ধীভূত!
দিন দিন শান্তনুর হেন ভাব হেরি,
রাজ-পরিবারবর্গ নিতান্ত কাতর।
সমুখেতে কোন কথা জিজ্ঞাসিতে নারে,
ভয়-ভক্তি-সংমিশ্রণে ভীত-পৌরজন—
ক্ষুণ্ণমন, নৃপতিরে হেরি উদাসীন।
গাঙ্গেয় সুধীর দেবব্রত,
পিতার এ হেন ভাব স্বচক্ষে নেহারি,
হৃদয়েতে মহা-ব্যথা পেয়ে,
একদিন মন্ত্রীবরে করিল জিজ্ঞাসা;—
"কহ ধীর সুবিজ্ঞ সচীব!
মহারাজ—রাজেশ্বর কি হেতু মলিন?
সর্ব্বদাই হেরি তাঁরে যেন জ্ঞানহীন,
দিন দিন বিভ্রান্ত কাতর!
কহ মন্ত্রীবর!
নরবর কোন রোগে কাতর কি অতি?
অথবা কি কোন গুপ্ত-শোক—
দহে সদা রাজার হৃদয়?
কহ মন্ত্রি,—ক'রো না গোপন,
পিতা মম কি হেতু উদাস উচাটন?"
কহিলা সুমন্ত্র মন্ত্রীবর,—
"হায় যুবরাজ!

কেমনে কহিব আমি রাজ-মনঃকথা ?
অপ্রকাশ একান্তই মনঃব্যথা তাঁর !
কি ভাবে নিমগ্ন রাজেশ্বর,
কেন তাঁর অন্তর কাতর,
কেমনে বলিব আমি প্রভু ?
হেরি তাঁর বিসদৃশ-ভাব,
কতবার করিনু জিজ্ঞাসা,—
প্রত্যুত্তর তিরস্কারে হ'ল পরিণত।
কি বলিব হায়, তুমি বংশের দুলাল,
নৃপতির নিশ্চয় এ চিত্তের বিকার ;—
নহে হেন মোহ-অন্ধকারে,
মগ্ন কি রহিতে পারে শান্তনু-নরেশ ?
কুলের প্রদীপ তুমি,
একমাত্র পিতার তনয়।
নিবেদন করি মহোদয়,
একবার যাও পিতৃপাশে ;
হেতু তাঁর মনোবেদনার,
একবার জিজ্ঞাস' তাঁহারে,
অবশ্যই পা'বে সদুত্তর।"
শুনি' মন্ত্রী-প্রমুখাৎ নির্ঘাত-বচন,—
দেবব্রত বিষণ্ণ-হৃদয়ে,
চলিলেন পিতার আলয়ে।
দূর হ'তে দেখিলেন জনক তাঁহার,
নির্জ্জন নিভৃতে ওহো নীরব হইয়ে,
সমাসীন উন্মাদ-হৃদয়ে।
ধীর পদস্বনে যুবরাজ,
উপনীত পিতার সকাশ !
কিন্তু হায় শান্তনুর উদাস-হৃদয়,

কিছু না বুঝিতে পারে!
মহাস্তব্ধ—নিম্নমুখে মহা-চিন্তাকুল!
ধীরে ধীরে দেবব্রত পিতার সম্মুখে,
উপনীত হইলেন অতি ম্লানমুখে।
মৃদুভাষে নিবেদিলা পিতার চরণে ;—
"পিতৃপদে প্রণাম আমার!"
অকস্মাৎ দেবব্রতে সম্মুখে নেহারি,
নরবর কহিলেন সবিস্ময়ে চাহি!
"কে ও—দেবব্রত?
কেন বৎস, অসময়ে ভাঙ্গিলে এ ধ্যান?
কায়মনে ভাবি তার—
না না না না—এস বাছা, ভাল আছ তুমি?
কেন বাবা, অসময়ে হেথা আগমন?"
উত্তরিলা অতি ধীরে বীর দেবব্রত ;—
"কয় দিন দেখি নাই চরণ-কমল,
স্নেহভরা সদানন্দ দেবমূর্ত্তি তব;
শুনি নাই কয়দিন,
স্নেহ-প্রেম-মমতা-মাখান প্রীতিস্বর—
বাৎসল্যের পূর্ণ-সম্বোধন!
এই হেতু মহারাজ,
এ দাসের আগমন চরণ-সমীপে!"
কহিলা শান্তনুরাজা বিচঞ্চল-প্রাণে ;—
"ভাল ভাল,
শ্রবণ জুড়া'ল তব স্নেহস্বর শুনে।
ব'স—ব'স—!
ওহো—অন্তরে দারুণ দাবানল!!
ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলে!!!
থেকে থেকে মনে পড়ে তারে,

কম্বুগ্রীব ধীরে ধীরে নড়ে,
এই হেথা, পুনঃ হেথা নাই,
বিচঞ্চল বাতাসের মত।
হরিণী-লাঞ্ছিত আঁখি দু টি,
অলক্ষ্যে চাহিয়া দ্যাখে,
আহা মরি, সুধাস্রোতঃ উথলয় তায়!
কত যে কবিতা, প্রেম, সুধাননে আঁকা,
পড়িতে পড়িতে ভুলে যাই,
আত্মহারা হই,
আহা মরি কি মধুর নামটি তাহার!”
গাঙ্গেয় কহিলা মৃদুভাষে ;—
“পিতঃ পিতঃ!
পদপাশে উপনীত এ চির-কিঙ্কর,
বহ তারে কি আদেশ হ'বে?”
কহিলা শান্তনু ;—
“এ্যা! কে ও, দেবব্রত?
কথন্ আসিলে তুমি?
ভাল আছ বাছা?
না না না না, ভ্রম—ভ্রম হ'য়েছে আমার!
এই না আসিলে আগে?
দেখ বৎস, পুনঃ ভুলে গে'ছি!
কেন বল দেখি দেবব্রত!
থেকে থেকে মনে পড়ে পুনঃ ভুলে যাই?
এই দেখ দু'দণ্ডের কথা,—
কিন্তু সব ভুলে গেছি ;—
বিশৃঙ্খল—এ হৃদয়ে মহা-বিশৃঙ্খল!
কঠিন—কঠিন ব্যাধি ঘিরেছে আমায়!”
বাষ্পনেত্রে প্রকম্পিত জাহ্নবী-নন্দন,

লুটাইয়া পড়িল পিতার পদতলে।
ধীর-সকরুণে চাহি পিতৃমুখ-পানে,
মলিন-বয়ানে—
সুধাইল প্রিয়তম পুত্র দেবব্রত ;—
"এ কি কথা শুনি পিতৃদেব !
একচ্ছত্রী সম্রাটের দুরারোগ্য ব্যাধি ?
এ ব্যাধির উপশমে মহৌষধ নাই ?
তায় তাতঃ।
মঙ্গলের পূর্ণ অধিকারী,
ভয়হারী দর্পহারী তুমি মহারাজ।
অগণ্য রাজন্য তব একান্ত অধীন ;
প্রভাব স্মরণে যাঁর অভাব-বিনাশ,
সেই চক্রবর্ত্তী-রাজরাজেশ্বর,
কেন আজি মলিন কাতর ?
কেন এত শোকার্ত্ত দুঃখিত ?
শূন্যদৃষ্টি আঁখি—কেন আজি দেখি ?
মহারাজ। মর্ম্মস্থল জ্বলে দুখানলে !
পুত্র বলি সম্ভাষিতে,
বৃথা-বাক্য কেন রাজমুখে ?
নাহি অশ্ব-আরোহণ—নাহিক ভ্রমণ,
কেবল বিজনে বসি কি ভাব' রাজন্‌'?
দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ কেন কৃশ ম্লান ?
যেন প্রাণ কত উচাটন !
শ্রীচরণ ধরি হে কাতরে,
পুত্র'পরে দেহ তাত, বেদনা তোমার,
অবশ্যই হ'বে প্রতিকার।"
শুনিয়া পুত্রের কথা,
কৃশ-তনু মলিন শান্তনু—

ধীরে ধীরে কহিলেন লজ্জা-নম্রমুখে ;—
"হায় বৎস !
আমার প্রাণের কথা অন্তরের ব্যথা—
অতি নিদারুণ—অতি অমুচ্য কঠিন !
এ মলিন হৃদয়ের ম্লান মসীরাশি,
কখনই ঘুচিবার নয় !
কুরুকুলে একমাত্র তুমি কুলধর,
শস্ত্র শাস্ত্রে সদা সুশিক্ষিত ;
তোমার পুরুষকার অতি বলীয়ান।
কিন্তু হায়, প্রাণের তনয় !
চিরস্থায়ী কিছু নয় এ মর-জগতে !
জেনো স্থির, ইহা অতি আক্ষেপ-বিষয়,
যদি—কণা-মাত্র ঘটে তব অনিষ্ট-ঘটনা ;—
এ কুল নির্ম্মূল হ'য়ে যা'বে,
নাহিক সংশয় তার।
একশত পুত্র চেয়ে,
তুমি হেন এক পুত্র অতি গরীয়ান।
তাই বলি প্রিয়-পুত্র !
বৃথা দার-পরিগ্রহে নাহিক কামনা ;
কিন্তু ধর্ম্মবাদী ধার্ম্মিকের
সংযুক্তি সার উক্তি এই ;—
'এক পুত্রবান—যেবা মূঢ়জন—
'অপুত্রক' নাম সংজ্ঞা তার।'
তোমার কল্যাণ হেতু—
নিরন্তর সাধি ভগবানে,
করুন মঙ্গলময় মঙ্গল তোমার।
অগ্নি-হোত্র, বেদ-চতুষ্টয়,
নিখিল পুরাণ শাস্ত্র,

সন্তানের ষোড়শাংশে একাংশও নহে।
অমর্ষ পরিপূরিত,
মহাবল পরাক্রান্ত তুমি।
রণ-ক্ষেত্রে বীরবেশে বীর-পরাক্রমে,
শরশয্যা বিনা বিনাশ নাহিক তব।
কিন্তু বৎস, অধিক কি ক'ব,
তোমার কারণ
সাতিশয় সংশয়-আকুল আমি,
এ অন্তর কিছুতেই মানে না প্রবোধ!
সেই হেতু এ অপার দুঃখ পারাবারে,
ভাসমান সদাই বাছনি!"
মহান্ মহিমাময় মহা-অনুভব
সদাশয় ধীর দেবব্রত,
পিতার বিষাদ হেতু হ'য়ে পরিজ্ঞাত,
মহাক্ষুণ্ণ সন্তপ্ত হইয়া অচিরাৎ—
পরম-হিতৈষী বৃদ্ধ-সচীবের কাছে,
মহাদুখে করিলা গমন।
আদ্যন্ত সচীববরে করিয়া বর্ণন,
সুধাইলা মন্ত্রণা-উপায়।
মন্ত্রীবর যুবরাজ-কাতরতা হেরি,
ধীবর-কুমারী হেতু বিষম ঘটনা—
সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁরে করিলা কীর্ত্তন।

ভীষ্ম-দাসরাজ-সংবাদ।

মহামতি দেবব্রত মন্ত্রী-প্রমুখাৎ
শুনিয়া এ সমস্ত কাহিনী,
অধীনস্থ করদ-নৃপতিগণ সনে,
তখনি করিল যাত্রা রাজ-আড়ম্বরে।

দাসরাজ যুবরাজে করি নিরীক্ষণ,
যথোচিত সমাদর অভ্যর্থনা করি,
মহা-সসম্ভ্রমে কৈলা আসন প্রদান,
সভা করি' বসিলেন যত নৃপগণ।
  সুখাসনে সমাসীন হইলে সকলে,
দেবব্রত, দাসরাজে কহিল সুধীরে ;—
"শুন মহাশয়,
ভুবন-বিজয়ী পিতা মম—
হেরি তব তনয়ার রূপ অনুপম,
কমনীয় লাবণ্যে তাঁহার,
প্রাণে মনে বিমুগ্ধ মোহিত,
ধ্যান জ্ঞান এক মাত্র নন্দিনী তোমার।
সম্রাটের একান্ত কামনা,
তব কন্যা সনে,
করিবেন উদ্বাহ নির্ব্বাহ।
তেঁই মম নিবেদন শুন দাসরাজ,
জননীরে এসেছি লইতে,
ইথে তব মনোগতি জানিতে বাসনা।"
সুচতুর দাসরাজ কহিল কপটে ;—
"হে ভরত-কুল-চূড়ামণি!
মহারাজ শান্তনুর কুলোজ্জ্বল তুমি ;
তব তুল্য মহা-জ্ঞানবান পুত্রবর,
চরাচরে দৃষ্টি-অগোচর।
রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি—সংসারের নীতি,
সুসম্যক্ পরিজ্ঞাত তুমি,
এ অধম তোমারে কি বুঝাবে কুমার ?
হেন শ্লাঘ্য সম্বন্ধ মহান্,
কোন্ জন করে পরিত্যাগ ?

দেবেন্দ্রের(ও) এ সম্বন্ধ মহা-প্রীতিকর !
তব সম মহাগুণে যিনি গুণবান,
ঔরসে যাঁহার,
প্রমদ্বরা সত্যবতী ল'ভেছে জনম,
সেই মহামনস্বী-পুরুষ মৎস্যরাজ,
বারম্বার তদীয় পিতার গুণ গাহি',—
অকপটে ব'লেছেন মোরে,—
'সেই বীর ধর্ম্মজ্ঞ সম্রাট্—
হ'বেন জামাতা মম।'
মহাঋষি পরাশর সত্যবতী-হেতু,
সাতিশয় ছিলেন উৎসুক ;—
কিন্তু প্রভু !
তাহে মোর ছিল না সম্মতি !
আমি সেই অসিতাঙ্গ মহর্ষি-সুজনে,
করিয়াছি প্রত্যাখ্যান।
কন্যার পালক আমি ;
ভবিষ্যৎ শুভাশুভ-ভার—
আমাতেই সমস্ত নির্ভর ;
এই হেতু আছে মোর এক নিবেদন,
হে যুবরাজন্ !
কৃপা করি করহ শ্রবণ ;—
কিম্বা—ওহে পরন্তপ মহাজ্ঞানী বীরেন্দ্র-শেখর !
অতীব অজ্ঞান আমি ;
নহে কেন মহাশুভ হেন পরিণয়ে,
অন্তরে আমার,
ভয়ঙ্কর দুঃখানল হয় প্রজ্জ্বলিত !!
আমি কি জানি না প্রভু ? তুমি ক্রুদ্ধ হ'লে,
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর—

এই সর্ব্ব-চরাচর—
নিমিষেতে হয় ভস্মসাৎ ?
হে কুমার ! অকপটে হৃদয়ের কথা
সমস্ত কহিনু খুলি',—
ইথে যেবা যুক্তিমত করহ সাধন।”
মহা-পিতৃভক্ত বীর গঙ্গার কুমার,
ধীবরের দ্ব্যর্থভাব বাক্যের বিন্যাস,
নাহি হয় বোধোদয় সরল-অন্তরে।
সবিস্ময়ে কহিলা ধীবরে ;—
“হে ধীবর !
কিছু না বুঝিতে পারি বচন তোমার !
সম্মতি অথবা অসম্মতি
তব দ্ব্যর্থ-ঘটিত-ভাষায়—
কিছু নাহি বোধগম্য হয় হে আমার।
আমূলতঃ স্পষ্ট করি ত্যজি মলিনতা,
যথাযথ করহে কীর্ত্তন !”
দাসরাজ কহিল বিনয়ে ;—
“মহাজ্ঞানী হে রাজকুমার !
আমরা ইতর-জাতি ;
আমাদের প্রাণে—
মলিনতা কপটতা নাহি পায় স্থান।
পূর্ব্বেই ত নিবেদন ক'রেছি চরণে,
তনয়ার শুভাশুভ-ভার,
পিতৃ'পরে সমর্পিত সদা !
স্বয়ং সম্রাট্-পদে—
যেই ভাব ক'রেছি প্রকাশ,
অধুনা তাহাতে মোর,
অণুমাত্র নাহি অন্যভাব।

সমাগত রাজগণ সভাতে এখন,
আপনিও পূর্ণ বিদ্যমান্।
মম এই অভিলাষ শুন যুবরাজ!
সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি,
সিংহাসনে পূর্ণ অধিকার তব।
যবে ভাগ্যবতী তনয়া আমার—
সুকুমার পুত্র কৈ'বে লাভ,
তাহারে রাজ্যাধিকার কভু কি সম্ভবে?
তাই বলি যুবরাজ!
বর্ত্তমান প্রীতিপ্রদ হেরি,
ভবিষ্যৎ পরিণাম—
যখন এতই ক্লেশকর,
সে কার্য্যে কি বুদ্ধিমানে হয় অগ্রসর?
মনঃকথা নিবেদিনু তোমার গোচরে;
তুমি মহাজ্ঞানী,
বুঝিয়া বিধান দাও প্রভু!"
—লজ্জাহীন ইতরের হেন স্বার্থ হেরি,
চমকিল প্রাণে প্রাণে বীর দেবব্রত!
কিন্তু কি উপায়!
জনকের প্রীতি-হেতু, ভীষ্মের মতন
পিতৃভক্ত সুপুত্রের অবনী-মাঝারে,
নাহিক অসাধ্য কিছু।
তাই ভাবি মনে,—
অকপটে ধীরভাবে কহে বীরবর;—
"সমাগত রাজগণ করহ শ্রবণ!
তুমিও শুনহ বিচক্ষণ!—
যা বলিলে, তাই হ'বে।
পিতার প্রীতির হেতু কহি অকপটে,

হে সত্যবাদিন্ দাসরাজ!
সত্যব্রত শুনহ আমার;
নিশ্চয় ঈশ্বর সাক্ষী কহি,
পিতার ঔরসে সত্যবতীর জঠরে—
যে সন্তান করিবেন জনম গ্রহণ,
রাজ্য, রাজসিংহাসন, সুনিশ্চয় তাঁর,
ভারতের একচ্ছত্রী তিনি;—
ইথে মোর অন্যমত না হ'বে কখন।"
অন্তরেতে মহানন্দে গদগদ হ'য়ে—
ইতর-ধীবর-দাস—কপট-প্রাণের
কেবল একটি আশা হইল পূরণ।
কিন্তু ইহাতেও তবু পরিতৃপ্ত নয়,
এখনও সন্দেহ তার।
ধীরে ধীরে ছল-ভাবে কহিল আবার:—
"ওহে কুরুকুল-চূড়ামণি রাজরাজেশ্বর!
সাম্রাজ্যের হিত হেতু
কঠোর দুষ্কর কর্ম্মে হইয়াছ রত।
কন্যাকর্ত্তা হ'য়ে
কৃপা ক'রে আসিয়াছ দাসের আশ্রমে,
কন্যাদানে আপনারি পূর্ণ অধিকার!
অনুগত-জনে যদি এতই সদয়,
কৃপা করি শুন সদাশয়!
আরো এক নিবেদন শুনিতে হইবে;—
ভবাদৃশ মহোদয় কাছে—
স্বার্থপূর্ণ ঈদৃশ প্রস্তাবে,
নিতান্তই বালকত্ব পে'তেছে প্রকাশ।
কিন্তু দেব!
তবু মোর না ঘুচে সংশয়।

মম কন্যা সত্যবতী হেতু—
উপস্থিত রাজন্য-সমীপে
যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলে,
তোমারই অনুরূপ তাহা,
তোমাতেই এ কার্য্য সম্ভবে ;—
ইথে মোর কিছুমাত্র নাহিক সন্দেহ।
কিন্তু প্রভু!
যিনি তব হ'বেন সন্তান,
সিংহাসনে তাঁহার ত আছে অধিকার ?
তুমি যেন রাজত্ব না করিলে গ্রহণ ;
কিন্তু তুমি বিবাহিত হ'লে,
তবৌরসে যেই পুত্র লভিবে জনম,
তাঁর ত হইবে প্রভু পূর্ণ অধিকার ?
তবে ত প্রকাররূপে সেই কথা এল!
ক্ষম মোরে যুবরাজ।
এ বিষয়ে যুক্তিমত কিবা ?"
—এতক্ষণে কুমারের উদার-হৃদয়ে,—
প্রতিজ্ঞার একাগ্রতা
অগ্নির উচ্ছ্বাস সম জলন্ত ভাষায়,
অনর্গল বাহিরিল যুবরাজ-মুখে।
"সাক্ষী হও হে ব্রহ্মণ্যদেব!
সাক্ষী হও অন্তরীক্ষবাসি দেবগণ!
হে রাজেন্দ্রগণ!
তোমরাও সবে সাক্ষী হও,
সাক্ষী হও তুমি দাসরাজ!
সাক্ষী হো'ন্ মা জননী সত্যবতী দেবি !!
ঈশ্বরের নাম ল'য়ে করি অঙ্গীকার,
এ জীবনে করিব না দার-পরিগ্রহ।

অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় আমার,
জীবনে নারীর মুখ দেখিব না কভু,
নারী-সঙ্গ আজীবন করিনু বর্জ্জন,
এ জগতে স্ত্রী-প্রকৃতি জননী আমার!
কহি পুনঃ শুন দাসরাজ!
দৌহিত্র তোমার যিনি, তিনি(ই) মহারাজ,
আজীবন সদা তাঁর অনুগত হ'য়ে,
শির অবনত করি আদেশ পালিব।
বল বল এতেও কি দিবে না সম্মতি?
পূজ্যপাদ পিতৃদেব—
এ'তেও কি পাবেন না প্রীতি!
সত্যবতী জননীরে ল'য়ে
যাইতে কি পারিব না পিতার গোচরে?
বল বল মহাশয়!
হৃদয়ের মনস্কাম পূরিবে না মোর?"
অতীব আনন্দচিতে প্রেমে গদগদ,
দাসরাজ গাঙ্গেয়ের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া,
হর্ষভরে অকপটে কহে;—
"ধন্য ধন্য তুমি বীরবর!
ধন্য তব আত্ম-সংযমতা!
ধন্য ধন্য প্রতিজ্ঞা তোমার!
আর মোর নাহি অসম্মতি!!"
এত বলি সত্যবতী-পিতা
কন্যাসাজে সাজাইতে পুলকিত-চিতে
গেল চলি অন্তঃপুরে।
—পিতৃভক্ত ভীষ্মের ভীষণবাক্য শুনি,
অনম্বর-পথ উজলিয়ে,
অম্বর দেবতাগণ হৈল আবির্ভূত।

ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি কুমারের শিরে,
ঘন ঘন সাধুবাদ স্তোত্র, স্তুতি-গীতি,—
একতানে স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া উঠিল!
দেবগণ কুমারে আহ্বানি,'—
"ভীষ্ম" নাম—মহানাম দিলা অভিধান।
অতঃপর যশঃস্বিনী তনয়া লইয়া,
দাসরাজ আইল সভাতলে।
তবে পিতৃভক্ত বীর ধীর দেবব্রত
কন্যাসাজে হেরিয়া তাঁহারে
করপুটে ভক্তিভরে কহিলেন ধীরে;—
"এস মাতঃ কুরুকুল-অধিশ্বরী দেবি!
রথোপরি কর আরোহণ!
রাজপুরী করি আলোকিত,
আমার পিতার প্রাণে দাও মা সান্ত্বনা।"
—নানারত্নে সুন্দর সজ্জিত
রাজরথে তুলি জননীরে,
গাঙ্গেয় অপর রথে [illegible] আরোহণ।
রাজগণ নিজ নিজ বিমানে আরোহি',
দেবব্রত-স্তুতিগান—জয়নাদ তুলি',
চলিল হস্তিনাপুরে।
দাসরাজ কন্যারে বিদায় দিয়ে
কভু হর্ষ, কভু বা বিমর্ষ, ক্ষুণ্ণ প্রাণে—
দ্বারদেশে দাঁড়াইয়ে—
শুনে দূর-কোলাহল ভীষ্ম-স্তুতিগান।
দেখিতে দেখিতে সেই রাজ-আড়ম্বর,—
চক্ষুর পলকে হায় হৈল অন্তর্দ্ধান,
দাসরাজ ফিরে গেল শূন্য অন্তঃপুরে।

শান্তনু-সত্যবতী-মিলন।

মহা-সমারোহে ভীষ্ম কন্যারত্ন আনি'—
মিলালেন পিতার সকাশে।
অতিমাত্র মহাপ্রীত রাজরাজেশ্বর,
সত্যবতী রূপসীরে বসা'লেন বামে।
শুভগ্রহ হইলে উদয়,
শুভদিনে বরসাজে শান্তনু সম্রাট
মহা-সমারোহে কৈলা উদ্বাহ-নির্ব্বাহ।
পরে দেবব্রত-সঙ্গী রাজেন্দ্র সকলে,
গাঙ্গেয়ের—
কঠোর প্রতিজ্ঞাকথা শুনাইল নৃপে,—
দেবগণে ভীষ্ম নাম ক'রেছে প্রদান!
গাঙ্গেয়ের অলৌকিক হেরিয়া ক্ষমতা—
কষ্টসাধ্য এহেন দারুণ সহিষ্ণুতা;
নরবর সাতিশয় আনন্দিত হ'য়ে
এই বর দিলা পুত্রবরে;—
"শুন বীরেশ্বর!
স্বেচ্ছা-মৃত্যু মহাবর দিলাম তোমায়!"
দেবব্রত ভীষ্ম মহাত্মন্
ভাবে গদগদ হ'য়ে,
পিতার চরণে লুটি, পিতৃপদধূলি
তুলিলা আপন শিরে।
ভাবিলেন মনে মনে,
ধন্য প্রাণ সার্থক জনম।
শুন শুন রাজা জন্মেজয়!
এ জগতে এই তিন পুত্র দেখা যায়,
যাঁহাদের পিতৃভক্তি নাহিক তুলনা—

হবে না দ্বিতীয় আর।
প্রথমতঃ রামচন্দ্র রঘুকুলমণি,
ইনিই প্রথম পুত্র পিতৃ-অনুগামী ;
পিতৃসত্য করিতে পালন,
চতুর্দ্দশ-বর্ষ তরে গেলা বনবাসে,
কোথা রামরাজ্য—কোথা রাম-বনবাস!
পিতৃভক্ত অত্যুজ্জ্বল কুলের দুলাল!
দ্বিতীয়তঃ পুরুরাজ যযাতি-নন্দন,—
পিতার প্রীতির হেতু পিতার আদেশে,
নবীন-যৌবন দিয়ে সহস্র-বৎসর
জনকের মহাজরা কৈলা বিনিময়!
পিতার প্রকৃতপুত্র ইনিই দ্বিতীয়।
তারপর শান্তনু-নন্দন দেবব্রত—
পিতৃভক্ত প্রিয়পুত্র, তৃতীয়-গণনে!
হেন আত্মত্যাগ
দেখেছ কি কভু চরাচরে?
পিতার সন্তোষ হেতু, আহা দেবব্রত
আজীবন ধ্রুব-সত্য করিয়া সহায়—
কামিনী-কাঞ্চন-প্রেম
অবহেলে করিল বর্জ্জন।
তিনপুত্র উপমার স্থলে,
আমি বলি ভীষ্মদেব প্রধান, অতুল!
মনে স্থির ভাবনা ভূপাল!
রামচন্দ্র পুরুরাজ, ইহাঁরা উভয়ে,
সময়ের সীমায় আবদ্ধ হ'য়ে—
পিতৃবাক্য ক'রেছে পালন!
কিন্তু ভীষ্মদেব?
ইচ্ছামৃত্যু অনন্ত-জীবনে,

প্রাণপণে পালিলেন প্রতিজ্ঞা ভীষণ!
তাই বলি হে নরেশ পরীক্ষিত-সুত!
ইহাঁদের আদর্শ হইয়ে,
তুমিও চতুর্থ-পুত্র প্রিয়বাচ্য হও।
ভারতে উত্তরকালে ভারতীয় কবি,
এ তিন পুত্রের সনে,
তোমারেও যেন বৎস, করেন গণনা।

(বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদের উৎপত্তি স্থিতি ও অবসান)

কহিলেন জন্মেজয় সংশয়-বিস্ময়ে,—
শুনিলাম অত্যাশ্চর্য্য শান্তনুর লীলা,
দেবব্রত ভীষ্মের চরিত,
অতি অলৌকিক সুললিত।
কিন্তু মনে মহান সন্দেহ মুনিবর।
মহা-প্রাজ্ঞ শান্তনু-সম্রাট্ ভাগ্যবান,
হেন নিষ্কলঙ্ক-কুরুকুলে,
বর্ণ-সঙ্করের দোষ কলঙ্ক-কালিমা,
স্ব-ইচ্ছায় কি হেতু আঁকিলা নিজকুলে?
দেব তুল্য ক্ষত্রিয় হইয়া—
ধীবর-কন্যায় কেন করিলা বিবাহ?
অন্তরের সন্দেহ আমার,
বিনাশ' হে জ্ঞানাধার!"
হাস্যমুখে কহিলেন বৈশম্পায়ন;—
প্রশ্ন তব বুঝেছি রাজন্!
এ কথা সবাই মনে হয় সমুদিত।
শুন মহারাজ!

শান্তনু সঙ্কর-দোষে কভু না পতিত,
উপযুক্ত-কুলে তাঁর হ'ল সংস্কার।
আদিবংশ-অবতরণিকা-পর্ব্বাধ্যায়ে—
একথা বিশদভাবে ক'রেছি প্রকাশ।
স্মর' রাজা সুদূর-ঘটনা!
এই সেই মৎসগন্ধা শান্তনু-মহিষী,
উপরিচরের কন্যা ইনি।
যদি তাহা হও বিস্মরণ,
পুনঃ আমি করি হে কীর্ত্তন ;—
—একদিন ইন্দ্রসভা-মাঝে,
অদ্রিকা-অপ্সরী নাম্নী কোন সুনর্ত্তকী,
হেঁটমুণ্ডে মীনসম,
নৃত্যগীত ক'রেছিল বলি,
ক্রোধোন্মত্ত দেবরাজ দিল অভিশাপ ;—
"মীনযোনি লভ দুর্ব্বিনীতে!"
ক্রন্দন-ব্যাকুলা আহা অভাগিনী-নারী,
মরি মরি ধূলায় লুটিল,—
বহিল শোকের সিন্ধু ইন্দ্রসভা-মাঝে!
তার দুখে ব্যথিত হইয়ে,
মুছাইয়ে কমল-নয়ন দু'টি তার,
খণ্ডন করিয়ে শাপ কহিল তাহারে—
"প্রসব করিয়ে নরে শাপে মুক্তি পা'বে।"
তারপর সেই দীনা অদ্রিকা-অপ্সরী,
মীনদেহ ধরি'—যমুনায় করিত বসতি।
অতঃপর একদিন বীর-বসুরাজ,
মাংসাষ্টক পিতৃশ্রাদ্ধ হেতু,
এসেছিল মহারণ্যে মৃগয়া করিতে,
দেবেন্দ্রের মায়াবশে—

তথায় বসন্তোদয় হইল নিমিষে।
মদন-মায়ায় রাজা হইয়া মোহিত,
বীজরূপী রেতঃপাত হইল তাঁহার।
রেতঃভ্রষ্ট আশঙ্কায় —
পত্রপুটে করি আচ্ছাদন,
কোন এক দ্রুতগামী শ্যেন-পক্ষীবরে,
ঋতুমতী মহিষী-সমীপে,
সেই বীজ করিলা প্রেরণ।
কিন্তু মরি বিধির কি অপূর্ব্ব বিধান!
চঞ্চুপুটে হেরি পত্রপুট,
অন্য কোন শ্যেনপক্ষী,
আমিষ সুখাদ্য বোধে ছিনিয়া লইতে,
দোঁহে মহাতুণ্ড-যুদ্ধ ক্রোধে আরম্ভিল!
অবশেষে সেই শুক্র যমুনার জলে,
অকস্মাৎ হইল পতিত।
মীনরূপা অদ্রিকা অপ্সরী,
ঘটনায় সেই রেতঃ করিলা ভক্ষণ!
অতঃপর দশমাস হইলে অতীত,
দাসরাজ মৎস হেতু আইল যমুনায়;
অদ্রিকা ঘটনা ক্রমে,
সেই জালে হইলা পতিত।
মৎসী বিনাশের পর হেরিলা বিস্ময়ে,
চমৎকার পুত্র কন্যা মীনগর্ভ হ'তে,
দশদিক আলো ক'রে হইলা আবির্ভূত,
অদ্রিকাও শাপে মুক্ত হইলা তখনি।
অতঃপর দাসরাজ পুত্র কন্যা ল'য়ে,
বসুরাজে উপহার দিতে
এল রাজসভা-মাঝে!

পুত্র যোগে করি' মহারাজ,
বড় তুষ্ট হইলেন ধীবরের প্রতি ।
নন্দনের ছিল প্রয়োজন
এ হেতু তনয়াটিরে
নানাবিধ পুরস্কার দিয়ে
করিলেন প্রত্যর্পণ ;—
নন্দনে বিরাটরাজ্যে কৈলা অভিষেক ।
এ দিকেতে—
দাসরাজ কন্যাটিরে আনি,
মৎস্যগন্ধা নাম দিয়ে করিল পালন,—
এই সেই মৎস্যগন্ধা কুরুকুলেশ্বরী ।
এখন বুঝিলে বৎস, শান্তনুমহিষী
ন'ন কভু ইতর-জাতীয়া !
উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম,
জেন' স্থির এই সার বিধির নিয়ম ।
　অতঃপর শুন মহারাজ !
শান্তনু-সম্রাট্ সেই পরমাসুন্দরী
রমণীরে করিয়া বিবাহ,
বিধিমতে কৈলা তুষ্টি লাভ ।
যথাকালে শান্তনুমহিষী
হইলেন গর্ভবতী ঈশ্বর কৃপায় ;
সেই গর্ভে জনমিলা রাজার নন্দন,—
নাম তার হৈল চিত্রাঙ্গদ ।
অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন চিত্রাঙ্গদ,
মহাবল পরাক্রান্ত—
আছিলেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সকল বিষয়ে ;
ভীষ্মের আদর্শ ল'য়ে,
ক্রমে বীর হইল বর্দ্ধিত ।

অনন্তর কিছুকাল হইলে অতীত,
জন্মিল অপর পুত্র নয়ন-মোহন,
রাখিলা বিচিত্রবীর্য্য সুনাম তাঁহার।
তরুণ-বিচিত্রবীর্য্য তরুণ-বয়সে,
হইলেন পিতৃহীন।
হায় হায় শান্তনুরাজন,
কালের করালগ্রাসে হইলা পতন।
শান্তনুর পরলোক হ'লে,
সত্যবতী কুরুকুলেশ্বরী
কুরুকুল-ধুরন্ধর ভীষ্মের আজ্ঞায়—
চিত্রাঙ্গদে নবরাজ্যে কৈলা অভিষেক।
অমিত-বিক্রমী চিত্রাঙ্গদ,
স্বীয় বীর-বাহুবলে
একচ্ছত্রী হইলেন ভারত-বিজয়ে।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে তাঁহার,
কাহারে সদৃশজ্ঞান নাহিক ভুবনে।
চিত্রাঙ্গদ মহারাজ্য শাসনের কালে,
তাঁর সমসাময়িক,
চিত্রাঙ্গদ নামে এক প্রবল তেজস্বী,
বিক্রমী গন্ধর্ব্বরাজ হইলা প্রাদুর্ভূত।
কুরুকুল-অধীশ্বরে প্রবল নেহারি',
চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্ব্ব-রাজন্
সসৈন্য করিল আক্রমণ।
কুরুক্ষেত্রে রণানল হইল প্রজ্বলিত!
এইরূপে ক্রমাগত তিনবর্ষব্যাপী
ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল!
অবিশ্রান্ত অস্ত্র বরিষণে—
রণক্ষেত্র সমাকুল সৈন্যের পতনে।

তুমুল সংগ্রাম—ওহো নাহিক বিরাম!
হায় হায় মায়াবী গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদ,
মায়াবলে চিত্রাঙ্গদে করিয়া সংহার,—
স্বর্গমার্গে করিলা প্রস্থান।
হস্তিনায় হাহাকার পড়িল অমনি!
মহারাজা পতনের পর,
ভীষ্ম তাঁর প্রেতকার্য্য করি সম্পাদন,
অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু বিচিত্রবীর্য্যে—
মহারাজ্যে কৈলা অভিষেক।
ধীমান বিচিত্রবীর্য্য পিতৃ-সিংহাসনে
মহানন্দে হ'য়ে অধিরূঢ়,
পরম ধার্ম্মিক ভীষ্ম-মন্ত্রণা লইয়া,
রাজকার্য্যে মনোযোগ কৈলা বিধিমতে।
মহামতি দেবব্রত নিষ্কাম-সংসারী,
নিষ্কামে বিচিত্রবীর্য্যে রাজ-উপদেশে,
সাম্রাজ্য সর্ব্বতোভাবে করিলা রক্ষণ।

বিচিত্রবীর্য্য-কাহিনী।

কহিলেন বাগ্মীবর,—শুন জন্মেজয়!
রাজন্ বিচিত্রবীর্য্য মহাবীর্য্যশালী—
ভীষ্মের মন্ত্রণা ল'য়ে,
ভীষ্মের আদর্শ হ'য়ে,
মহারাজ্য করিলা পালন।
তরুণ-বয়স্ক হেরি নব মহারাজে,
মহামতি ভীষ্ম তাঁর বিবাহের তরে—
একান্তই করিলা মানস।
হেনকালে একদিন জনপ্রমুখাৎ,

শুনিলেন দেবব্রত বীর,
কাশীশ্বর তিনকন্যা হ'বে স্বয়ম্বরা!
অনন্তর জননীর অনুমতি ল'য়ে,
মহারাজ-সমারোহে ভীষ্ম মহাবীর,
বারাণসী নগরীতে করিলা গমন।
নিরাপদে উপস্থিত হইয়া তথায়,
দেখিলেন কাশীশ্বর-মহতী-সভায়—
অগণ্য রাজন্যবর্গ বিবাহার্থী হ'য়ে,
নানা দিক্‌ দেশ হ'তে তথা সমাগত।
সভামাঝে হ'য়ে অধিষ্ঠান,
দেখিলেন কুরুকুলাধীপ,
অম্বা ও অম্বিকা অম্বালিকা,
রূপতেজে হ'য়ে উদ্ভাসিতা,
সমাসীনা স্বয়ম্বর মহাসভা-মাঝে।
কাশীরাজ-অধীপতি পুলকিত হ'য়ে,
স্বয়ম্বর সমাগত রাজেন্দ্র-নিকরে,
নিজ নিজ নাম ধাম পরিচয় দিয়ে—
মুখোজ্জ্বল করিল সভার।
হেন কালে ভীষ্মদেব ভ্রাতৃ-পরায়ণ,
ভ্রাতার কারণ কন্যা করিলা প্রার্থনা।
গাঙ্গেয়ের প্রার্থনা শুনিয়া,
সকলেই চমকিত মহাক্ষুন্নমতি!
কহিলেন তারস্বরে ভীষ্ম-মহাবীর ;—
"শুন শুন কাশীরাজ!
শুন শুন রাজন্য-সমাজ!
আমি ভীষ্ম শান্তনু-তনয়,
মহাবলে কন্যাত্রয় করিনু হরণ,—
ইথে যদি থাকে কা'রো প্রতিবন্ধকতা,

শুন মোর শাস্ত্রীয়-বচন ;—
আছে বিধি—কন্যারে বিচিত্র-অলঙ্কারে,
মহা-সুশোভিত করি ধন দান দিয়ে,
গুণবান বরপাত্রে করিবে অর্পণ।
কেহ কেহ গো-মিথুন করিয়া প্রদান,
কন্যারে পাত্রস্থা করি হয় ভাগ্যবান।
কেহ প্রতিজ্ঞাত ধন করি দান,
তনয়ারে করে সম্প্রদান।
অথবা পুরুষকারে ইচ্ছাশক্তি-বলে,
বালারে আপন বামে করেন গ্রহণ।
কেহ বা প্রণয় সম্ভাষণে,
কমনীয়া কামিনীর হৃদয় হরিয়া,
পাণি-পীড করেন প্রণয়ে।
কেহ বা প্রমত্তা-নারী মদে অচেতনা,
ভুলায়ে নিভৃতে তাবে করে হে বিবাহ!
কেহ কেহ আর্য-বিধি করিয়া প্রয়োগ,
দার-পরিগ্রহ করি' করে কুলোজ্জ্বল ;
কেহ বা কন্যার পিতা মাতারে ভুলায়ে,
বিপুল প্রচুর অর্থ দানে—
পরমেশ-সাক্ষী করি করেন বিবাহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রে এই অষ্ট-বিবাহ নির্দিষ্ট ;
ইহা ছাড়া স্বয়ম্বর উত্তম বিধান,
বিবাহ প্রণালী-মাঝে সুপবিগণিত।
কিন্তু শুন কাশীশর! শুন রাজগণ!
ক্ষত্রিয়ের স্বয়ম্বর-বিধি ;—
বাহুবলে পরাক্রম করি প্রদর্শন,
অপহৃতা-কন্যার করিবে পাণি-পীড়,
ক্ষত্রিয়-বিধির মতে উত্তম বিধান।

অতএব শুন শুন মহীপালগণ!
আমি দেবব্রত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন,
মহাবলে কন্যাগণে করিনু হরণ;
তোমরা সকলে বীরবলে,
যুদ্ধ কিম্বা যে কোন উপায়ে পার সবে—
যথাসাধ্য কর হ যতন;
রণ-হেতু সদাই প্রস্তুত আমি।"
বারাণসী-অধীশ্বর এ কথা শুনিয়া—
কম্পবান অতি ত্রাসে বিহ্বল-হৃদয়।
অন্যান্য রাজন্যবর্গ মহাক্রোধী হ'য়ে,
সকলেই যথাশক্তি প্রবল-সাহসে,
রণ-আশে হইল ধাবিত।
—তুমুল সমরকাণ্ড বাধিল অচিরে!
নিমন্ত্রিত রাজগণ হেরিল যখন,
মহাবীর ভীষ্ম বীর্য্যশালী,
কন্যাত্রয় সনে—
রথোপরি আরোহিলা বীর-পরাক্রমে!
তখনি ভূপালগণ—
কম্পান্বিত কলেবরে,
দশনে দশন চাপি' বাহ্বাস্ফোট করি,
ধাইল ভীষ্মের পানে কন্যাত্রয় আশে।
প্রবল অতুল-পরাক্রমী বীরগণ,
অস্ত্রশস্ত্রে হ'য়ে সজ্জীভূত,
ভ্রুকুটি কুটিল রোষ-কষায়িত আঁখি—
মহাবাণ হানে সবে শন্তনব প্রতি।
একা ভীষ্মসনে ঘোরতর বাধিল সংগ্রাম!
নাহিক বিরাম,
অবিশ্রাম হানে বাণ সবে এককালে।

সেই রণ-সাগরের ভীষণতা হেরি,
কাশীপতি-গাত্র লোমাঞ্চিত!
বিপক্ষ সকলে—
যুগপৎ এককালে মিশি,
দশ্ হাজার বাণ ভীমবলে
করিল সন্ধান ভীষ্ম প্রতি!
কিন্তু ভীষ্ম মহাবীর অবলীলাক্রমে,
সেই অস্ত্রধারা বরিষণ
মধ্যপথে না আসিতে—
শতধায় খণ্ড খণ্ড কৈল চূর্ণিকৃত।
যেমন প্রাবৃট্ কালে ঘোর মেঘমালা,
উন্নত-পর্ব্বতোপরি মুষল-ধারায়
ঢালে জল অবিরল করি-শুণ্ডাকারে,
সেইরূপ মহাক্রোধী বীর রাজগণ,
হানে বাণ অবিরাম ভীষ্মের উপর।
কিন্তু সেই শান্তনব মহাশক্তিশালী,
অবসাদ করি শরাচ্ছন্নতা-আঁধার,
প্রচণ্ড শরনিকরে সর্ব্বকলেবর,
শরে শরে বিন্ধিল নিমিষে!
সুরাসুর সংগ্রামের সম,
শোভিল সে সমর ভীষণ!!
একা মহারথী ভীষ্ম বীর,
অগণ্য ক্ষত্রিয়গণে করিল অস্থির।
কারো ধনু, ধ্বজাগ্র কাহার,
কারো বর্ম্ম, কারো শির, কোন সারথীরে,
এককালে কোটী-খণ্ডে করিল ছেদন।
হেরি তাঁর অসামান্য রণ-নিপুণতা,
অত্যদ্ভুত প্রয়োগ সংহার,

শত্রুপক্ষগণে—
ভূরি ভূরি ধনাবান করিল বর্ষণ !
শস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ ভীষ্ম মহাবীর,
এইরূপে বর্ণসিন্ধু করিলা মন্থন ॥
অতঃপর বিশ্ব-আলোকময় রূপ—
তিন কন্যা করিয়া হরণ,
হস্তিনানগর মুখে করিলা প্রস্থান।
হেনকালে পথিমাঝে ঘটিল ব্যাঘাত।
সৌভপতি শল্যরাজ নির্ভীক হ'য়ে,
পর্ব্বতের প্রায় কৈলা পথ অবরোধ।
হায় যথা যূথাধিপ মদমত্ত করী,
দন্তাঘাতে বিপক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—
বিদীর্ণ বিচূর্ণ করি মাতঙ্গীর প্রতি—
বেগে হয় ধাবমান ;—
সে'রূপ কামিনী-কাম—শল্য বীর্য্যধাম,
ঈর্ষা ক্রোধ হ'য়ে প্রণোদিত,
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ আরে দুরাত্মন্ !"
এই ব'লে বীরবলে ধাইল ভীষ্মের পানে।
অরিকুল-কালান্তক পুরুষ-শার্দ্দূল,
নিরাকুল হাস্যমুখ বীর শান্তনব,
সৌভেশ শল্যের হেন গর্ব্বতা নেহারি,
বিধূমিত অগ্নি প্রায় হ'য়ে প্রজ্জ্বলিত,
মহাক্রোধে ভ্রুকুটি-বন্ধনে,
ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ,
অচিরাৎ রথবেগ কৈলা সম্বরণ।
পরাজিত লজ্জিত ভূপালগণ—
ভীষ্মশল্যে নেহারি এ রণ-সমারোহ,
মহা সমুৎসুক হ'য়ে শল্য পক্ষ ধরি',

পুনঃ রণে বেগে দিল হানা!
মহাক্রোধে শল্যরাজ শান্তনব প্রতি,
কোন কথা না বলিয়ে অতি আশুগতি,
সহস্র সহস্র বাণ করিলা বর্ষণ।
দেবব্রত প্রথমতঃ হ'লেন পীড়িত!
শল্যের বীরত্ব হেরি মূর্খ রাজগণ,
শল্য প্রতি ভূরি ভূরি দিলা সাধুবাদ!
মহাবীর শান্তনু-নন্দন,—
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ ওরে ভণ্ড হীন কাপুরুষ!!"
এই বলি সারথিরে দিলেন আদেশ,—
"শীঘ্র শল্যকাছে রথ বরহ চালনা,
মূঢ়ের নিস্তার নাহি আর!!"
অমিতবিক্রমী ভীষ্ম বরুণাস্ত্র হানি,—
শল্যের রথ-যোজিত অশ্ব-চতুষ্টয়,
করিল বিনাশ ওহো চক্ষের নিমিষে!
পরে অন্য সুশাণিত খরতর-বাণে,
সৌভেশের ধনুর্ব্বাণ করিয়া ছেদন,
সারথির শিরশ্ছেদ কৈল অবহেলে।
পলকে ইন্দ্রাস্ত্র তুলি মহাবলে হানি—
মৃতপ্রায় রাজগণ সকলে।
রণসিন্ধু উথলি উঠিল,
আর্ত্তনাদ হাহাকারে পূরিল দিগ্দেশ!
—অতঃপর শল্যরাজা রথ হ'তে নামি,
প্রাণ ল'য়ে নিজ রাজ্যে কৈলা পলায়ন!!
অমনি ত্রিদিব-ধামে বাজিল দুন্দুভি!
অন্তরীক্ষে অলক্ষ্যেতে আসি দেবগণ,
দেবব্রত-স্তুতিগান তুলিল গগনে,
ঘন ঘন পুষ্পরাশি করিল বর্ষণ;—

নিবিল রণ-কোলাহল!
ভীষণ-দর্শন—ভীষণ সংগ্রাম-ভূমি—
ভীষণ-শ্রবণ ফেরুবোলে—
মহান্ শ্মশানে যেন হ'ল পরিণত।
অতঃপর জয়লব্ধ কন্যাত্রয় ল'য়ে,
গাঙ্গেয় হস্তিনাপুরে করিলা প্রস্থান।
ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য সত্যবতী-সুত,
গাঙ্গেয় অবর্ত্তমানে, বিষম অস্থির।
সুপূজ্য অগ্রজ দেবব্রত,
গিয়াছেন স্বয়ম্বরে মহা-আড়ম্বরে,
ফলাফল না জানিয়ে অন্তরে আকুল।
ভীষ্মহীন হস্তিনানগর,
চন্দ্রহীন অমানিশা-প্রায়—
আঁধার অসহ্য দৃশ্য নীরব সকলি!
হেনকালে দূরে রাজপথে
ঘোরতর বাদ্যধ্বনি জন কোলাহল,
"জয় জয় ভীষ্ম মহাবীর!" মহাগান,
একতানে দশদিশি কাঁপিয়া উঠিল!
অমনি বিচিত্রবীর্য্য সভাসদসনে,
সিংহদ্বারে সমুৎসুকে হৈলা উপস্থিত।
—এইরূপে অমিতবিক্রমী গঙ্গাসুত,
অরিকুল সমূলে নির্ম্মূল করি একা,
নদ নদী বন উপবন,
ভূধর প্রভৃতি,
নানাদেশ করি' অতিক্রম,
কাশীশ্বর-কন্যাত্রয়ে আপন প্রাসাদে,
নিরাপদে কৈলা আনয়ন।
মহাপ্রাজ্ঞ দেবব্রত রাজকন্যাত্রয়ে,

কভু পুত্রবধূভাবে, কভু অনুজার,
কভু বা কন্যার প্রায় সম্ভাষে যতনে!
যবিষ্ঠ-বিচিত্রবীর্য্যে সম্প্রদান হেতু,
গোপনে জননীসনে করি যুক্তি স্থির,
সম্প্রদান আয়োজনে হইলা নিরত।
ইতি-অবসরে—
কাশীপতি-জ্যেষ্ঠাকন্যা অম্বা মনোরমা,
স্মিতমুখে মহিষীরে কহিলা গোপনে;—
"জননি গো! ক্ষমা কর মোরে।
মনে মনে শল্যরাজে ক'রেছি বিবাহ,
প্রেমমালা দিয়েছি মা, সৌভপতি-গলে!
আমি ভাবী-মহিষী তাঁহার,
তাঁহারও মা, একান্ত কামনা মোর প্রতি।
জনক আমার,
অঙ্গীকার-পাশে-বদ্ধ শল্যরাজ-পাশে;
শুভ যাহা করিয়া বিধান,
ধর্ম্ম রাখ মা আমার!"
গঙ্গাসুত জ্ঞাত হ'য়ে অম্বা-অভিপ্রায়,
সাতিশয় হ'য়ে চিন্তাকুল,
বেদবিদ্ দ্বিজগণ সনে যুক্তি করি,
পরিত্যাগ করিল অম্বায়।
অম্বাও বন্ধন ছেদি' রথ আরোহণে—
শল্যরাজ কাছে ত্বরা করিল প্রয়াণ।
অনন্তর শুভদিনে ভীষ্ম মহোদয়
অম্বিকা ও অম্বালিকা আনি',
বিচিত্রবীর্য্যের সনে দিলেন বিবাহ।
যুবক বিচিত্রবীর্য্য অতিবীর্য্যবান্,
পরমা-সুন্দরী মরি পত্নীদ্বয় সনে—

নিরন্তর প্রেম-খেলা খেলেন বিভোরে।
সুনিবিড়-নিতম্বিনী পরমা-রূপসী—
রাজবালাদ্বয়।
ক্ষীণ-কটি পীন-পয়োধরা—!
শ্যামল অলকাবলী ঘন বিকুঞ্চিত,
বিভূষিতা অষ্ট-অলঙ্কারে,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আহা বর্ণনা অতীত!
অম্বিকা ও অম্বালিকা—
অনুরূপ প্রিয়পতিদেবে,
নিরন্তর করে সেবা কায়-মনোভাবে।
অশ্বিনীকুমার মত মহারূপবান,
দেবতুল্য মহাবলশালী—
প্রমদা-হৃদয়হারী বিচিত্র-ভূপতি,
প্রাণের প্রেয়সী ল'য়ে মহা-সুখী মনে।
—এইরূপে ক্রমাগত সপ্তবর্ষকাল,
অবিচ্ছেদ-আনন্দ-মিলন-সহবাসে,
হায় রে যৌবনকালে বিচিত্ররাজন,
মহাকাল-যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইল।
মহা-চিন্তাকুল ভীষ্ম!
অন্তরেতে মহাশঙ্কা করি,
রাজার পীড়ার প্রতিকারে,
জগতের বৈদ্যগণে কৈলা সমাবেশ।
কিন্তু হায়, সকলি বিফল;
কালের কুটিলগতি অনিবার্য্য অবিরাম,—
হায় হায়, শিবের অসাধ্য মহারোগ!
বামদেব বাম হ'লে কোথা তার ত্রাণ?
হায় রে! দিনের দিন ক্রমে দেহ ক্ষীণ;
রক্তাভ-সোণার বর্ণ ক্রমেই মলিন!

হায় যথা দিননাথ, চক্রে নিয়তির—
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে রাহুগ্রস্ত হ'ন,
তেমতি রে যথাকালে হেন প্রজানাথ
নিয়তি-চক্রের ঘোরে ঘূরিতে ঘূরিতে,
অকালে কালের গ্রাসে হ'লেন পতন!
হায় হায়, ভ্রাতৃশোকে শোকোন্মাদ হ'য়ে,
দেবব্রত নিতান্ত আকুল!
পুত্রের বিরহে হায়, সত্যবতী দেবী,
হাহাকার আর্ত্তনাদ করি,—
অজ্ঞান মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলা ভূতলে।
অজস্র অশ্রুর ধারা পুরবাসী-চ'খে,
হাহানাদে বিদীর্ণ করিল রাজপুরী!
তরুণা মহিষীদ্বয় প্রিয়পতি-শোকে,
উন্মাদিনী হ'য়ে ঘোর আর্ত্তরোল তুলি,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ওহো সত্যবতী-পাশে!
মহাঘোর-শোক-তমসায়—
সমাচ্ছন্ন হ'ল রাজপুরী!
কেবা কারে দেখে,
কেবা দেয় কার মুখে জল?
আজি মহাবলী দেবব্রত,
ভ্রাতার বিরহশোক নারেন সহিতে।
অবশেষে জ্ঞাতি বন্ধুগণ—
ঋত্বিকগণের সুপ্রবোধে,
বিচিত্রের মৃতদেহ করিল সৎকার!
প্রেতকার্য্য সাধি' গঙ্গাতীরে,
মহাশোক-সিন্ধুনীরে ভাসিতে ভাসিতে—
ফিরে এল দেবব্রত বিষণ্ণ-হৃদয়ে!

সত্যবতী-ভীষ্ম-সংবাদ।

বিচিত্রের প্রেতক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি তর্পণ,
বিধিমতে হৈলা সম্পাদিত।
শোক-তমসার ঘোর ক্রমে তিরোহিত,
ক্রমে সুস্থ শান্ত হ'ল পুরবাসিগণ,
হায় হায় কুরুবংশে হ'ল বজ্রাঘাত!
মহাসর্ব্বনাশ ওহো হ'ল বংশনাশ!!
উপায় নাহিক আর এ ভরতকুলে!!!
—একদিন সত্যবতী দেবব্রতে ডাকি,
ধর্ম্মরক্ষা বংশরক্ষা হেতু,
কহিলেন সবিশেষ আলোচনা করি;—
"শুন বৎস, দেবব্রত পুত্র মহাভাগ!
মহাযশাঃ শান্তনুরে জল-পিণ্ড দিতে,
তুমি বিনা আর ত কেহই নাই কুলে!
তোমাতে বিরাজমান ধর্ম্ম সত্যরূপে,
তুমিই ধর্ম্মের মর্ম্ম পূর্ণ অবগত,
নিখিল বেদ-বেদান্ত কণ্ঠস্থ তোমার!
মহাঋষি শুক্রাচার্য্য, অঙ্গিরার প্রায়—
ধর্ম্মনিষ্ঠা, কুলাচার-অভিজ্ঞতা,
মহিয়সী সহিষ্ণুতা তব অধিকৃত।
এই হেতু কহি আমি শুন মহাত্মন্!
ফলসিদ্ধি-কার্য্য হেতু,
কোন কার্য্যে তোমা ধনে করিব নিয়োগ,
করি অবধান, তাহে হও যত্নবান!
হে ভরতকুলোজ্জ্বল! ধার্ম্মিক বিদ্বন!
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম অনুজ তোমার,—
পুত্রহীন হ'য়ে,

অকালে কালের বাসে ক'রেছে প্রয়াণ।
মহতী পরমারূপবতী—
সম্পূর্ণ যৌবনবতী মম স্নুষাদ্বয়,
অতি মাত্র পুত্রার্থিনী এবে।
এই হেতু করি অনুমতি,
শুন জ্ঞানী পরমপণ্ডিত!
এ বিশাল-বংশ রক্ষা হেতু—
গর্ভে তার উৎপাদন করহ কুমার!
ইহাতে পরমধর্ম্ম হ'বে লাভ তব,
কিছু মাত্র নাহিক সন্দেহ তায়;
থাকে যদি কোন প্রত্যবায়,
আমি নিজে মহানন্দে করিব গ্রহণ।
এই হেতু অনুরোধ করি মহাত্মন্,
মহারাজ্যে অভিষিক্ত হ'য়ে,
বিচিত্রের ক্ষেত্রে বৎস, বংশ রক্ষা কর!"
জননীর উপরোধ করি অবধান,
ধার্ম্মিক গাঙ্গেয় সত্যব্রত,
ধীরে ধীরে দিলা প্রত্যুত্তর;—
"সুপূজ্যা জননী তুমি মহামাননীয়া!
তব বাক্য পালনীয় সদা বিধিমতে;—
কিন্তু মাতঃ!
ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞা আমার?
অপত্যোৎপাদন কিম্বা দার-পরিগ্রহ,
অথবা এ রাজ্যে অভিষেক,
আমা হ'তে এ জীবনে হ'বে না কখন?
আমার সংকল্প অঙ্গীকার,
তুমি ত মা বিধিমতে আছ পরিজ্ঞাত?
তবে কেন বৃথা উপরোধ মা জননি?

আমার নিষ্কাম সত্যব্রত,
বৃথা হেন কার্য্য হেতু করিব নিষ্ফল ?
আমি অবহেলে এ বিশ্ব-সংসার
তৃণ সম পরিত্যাগ করিবারে পারি,
ইন্দ্রত্ব ত্যজিতে পারি অতি তুচ্ছ-জ্ঞানে !
এ হ'তে অভিষ্ঠতর যদি কিছু থাকে,
তাহাও ত্যজিতে আমি সদাই সম্মত ;—
কিন্তু মাতঃ ! সত্য কভু করিব না ত্যাগ।
সর্ব্বসহা বসুন্ধরা,
গন্ধ যদি করে পরিত্যাগ,—
জল, মধু-রস,—জ্যোতি, আলো—রূপ,
বায়ু, স্পর্শ-গুণ,
সূর্য্য যদি পরিত্যাগ করেন কিরণ ;
অগ্নির উষ্ণতা, ব্যোম, শব্দ-গুণ,
শীতরশ্মি, শীতাংশুতা, ইন্দ্র—পরাক্রম,
কিম্বা ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম করে ত্যাগ,
আমার এ সত্য তবু—হ'বে না নিষ্ফল কভু ;
ওই তব রাঙ্গা-শ্রীচরণে—
অনায়াসে প্রাণ ঢেলে দিতে পারি আমি,
তথাপি এ সত্যধর্ম্ম—
পারিব না ত্যজিতে মা মায়ার প্রশ্রয়ে !"
—গাঙ্গেয়ের অতি ভীম-কঠোরতা হেরি,
চমকিলা প্রাণে প্রাণে দেবী সত্যবতী।
কহিলেন অতি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ;—
"শুন শুন সত্য-পরাক্রম !
সত্য প্রতি অচলিত আছে প্রীতি তব,
কে না জানে এই ধরাধামে ?
ইচ্ছায় তোমার ঐশী-তেজের প্রভাবে,

দ্বিতীয় ত্রিলোক পার স্মৃষ্টি করিবারে;
তাহা কি জানি না আমি বাছা ?
আমা হেতু সত্যের প্রতিজ্ঞা-কথা,
মিছে কি ভুলেছি বাছাধন ?
কিন্তু কি করিবে ?
আপদ্ধর্ম্ম রক্ষা করা সর্ব্বাংশে উচিত।
মহান্ পৈতৃক-ভার করিতে বহন,
পুত্রের কর্ত্তব্য নহে কিরে ?
তুমি যা বলিলে বৎস, অতি যুক্তিসার!
কিন্তু পিতৃ-কর্ম্ম পালনিতে, পুত্র হ'য়ে
কেমনে বিমুখ র'বে বাছা ?
চক্ষের সম্মুখে ওরে—হয় বংশ-লোপ,
তুমি হেন পুত্র বিদ্যমানে ?
ধর্ম্ম রাখি যাহে বংশ-রক্ষা হয় বাছা,
বিধিমতে করহ পালন।
আমি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন,
সব দিক্ যাহে রক্ষা হয়,
করহ বিধান কুলোজ্জ্বল!"

বাষ্প-চোখে কহিলেন ধীর দেবব্রত;—
"ধরি পায় জননি গো! রক্ষা কর মোরে!
ধর্ম্ম প্রতি কর দৃষ্টিপাত,
সেধো না মা নিপাত আমার!
ক্ষত্রিয়ের সত্য-ভঙ্গ মহানিন্দনীয়!
ক্ষত্রিয় অসত্যসন্ধ হ'বে অধার্ম্মিক ?
শান্তনুর মহাবংশ যাহে রক্ষা হয়,
তাহার উপায়-কথা—
সনাতন-ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের সার কথা,

করিব কীর্ত্তন মাতঃ! করহ শ্রবণ;—
যিনি পিতৃবধামর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া
ধরি তীক্ষ্ণ মহান্ কুঠার মহাকরে—
হৈহয়-অধীপেরে করিলা সংহার!
মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য মহা-ভুজবল,
অবহেলে যেই জন করিলা ছেদন;
যিনি মহা-শরাসন করিয়া ধারণ,
অনিবার মহা অস্ত্র করিয়া বর্ষণ—
একবিংশবার—ধরণীরে কৈলা নিঃক্ষত্রিয়া;—
অরাতি-শোণিত-জলে,
পিতৃলোকে তুষ্টি হেতু করিলা তর্পণ,
সেই মহাবল-কালান্তক-কাল ভৃগুরাম,
অবশেষে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ দিয়ে,
পুনশ্চ ক্ষত্রিয়কুল করিলা রক্ষণ।
শুন মাতঃ! বেদে আছে উত্তম প্রমাণ;—
সমুৎপন্ন হ'লে পরে ক্ষেত্রজ সন্তান,
সেই পুত্র অর্শে স্থির বিবাহিত-জনে।
এই সনাতন ধর্ম্ম করিয়া স্মরণ,
বিধবা ক্ষত্রিয়-পত্নীগণ,
ব্রাহ্মণগণের কাছে করিল গমন।
এইরূপে ক্ষত্রিয়ের পুনর্ভব-বিধি,
দৃষ্ট হয় এই চরাচরে,—
এরূপে ক্ষত্রিয়কুল হইল বদ্ধমূল।
মহাজ্ঞানবতী তুমি জননি আমার!
জান ত মা এ সকল কথা?
আমি আর কি বুঝাব রাণি মা তোমায়?
ইহা ছাড়া আর(ও) এক আছে ইতিহাস,
শ্রীচরণে করিব প্রকাশ, শুন মাতঃ;—

অতীব প্রাচীনকালে উতথ্য নামেতে,
ছিল এক মহাঋষি অতি সুবিখ্যাত ;
প্রণয়িনী মমতা নামিনী পত্নী তাঁর,
পতি-ভক্তি-পরায়ণা, সুশীলা, ধার্ম্মিকা—
পতির চরণ তাঁর ধ্যান জ্ঞান প্রাণ।
একদা উতথ্য-ভ্রাতা দেব-পুরোহিত—
মহাতেজা বৃহস্পতি, কামে মত্ত হ'য়ে
মমতার অভিলাষে আসিল কুমতি।
দেবরের হেন ভাব কদর্য্যতা হেরি',
অতি ভয়াকুলা হ'য়ে কহিলা মমতা,—
"একি ভয়ানক ভাব দেবর তোমার ?
মহাজ্ঞানী সদাচারী হ'য়ে,
হেন কদাচারে কেন কামনা তোমার ?
তোমার জ্যেষ্ঠের শুভাশীষে,
আমি গর্ভবতী ;
ছি ছি ছি ছি, ত্যাগ কর ঘৃণিত বাসনা !
সম্বরণ কর মনোগতি,—
পতিপ্রতি সদা আমি অতি ভক্তিমতি ;
তুমি পরম পণ্ডিত যতি হ'য়ে,
একি একি ঘৃণিত কুৎসিত ব্যবহার ?
আমার গর্ভস্থ আহা উতথ্য-নন্দন,
গর্ভেই ষড়ঙ্গ-বেদ করে অধ্যয়ন।
তুমিও অমোঘ রেতাঃ মহাতেজা মুনি,
এক গর্ভে দু'জনের কেমনে সম্ভব ?
ক্ষান্ত হও, করে ধরি শুন প্রিয়তম !
তোমারে এ হেন ঘৃণ্য কাজ কভু সাজে ?
হও হে বিরত ভ্রাতঃ মিনতি আমার !"
প্রতিমা মমতাময়ী করুণার রাণী,

সকরুণে দেবরের হাত ছু'টি ধরি,
বিশেষ বিনয় করি করে নিবারণ;
কিন্তু হায় বৃহস্পতি, মীনকেতু-বাণে
নিতান্ত কাতর আজি একান্ত আহত,
অতীব অধীর-চিত্ত অবশ দুর্ব্বল!
এই হেতু কোন মতে না মানি বারণ,
দুনিবার মনোগতি না পারি নিবারি
সবলে ধরিল ওহো ক্ষীণা মমতায়!
হায় হায় জ্ঞানবান ঋষি,
মাতিল দুরন্ত রিপুমদে!
অতঃপর মহাতেজা গর্ভস্থ কুমার,
বৃহস্পতি-তীব্রগতি হেরিয়া, সখেদে—
কহিলেন গর্ভ হ'তে অতি ধীরে ধীরে;—
"ভগবন্! মহাবেগ কর সম্বরণ!
অতি অল্প-পরিসর এই কুক্ষিমাঝে,
দোঁহের সম্ভব প্রভো! অতি অসম্ভব!
জননীর গর্ভকোষ
পূর্ব্ব হ'তে ক'রেছি আশ্রয়,
আমারি প্রথম অধিকার।
প্রণিপাত করি খুল্লতাত!
অমোঘ অব্যর্থ তেজঃপাতে,
আমারে পীড়িত করা উচিত কি তব?"
—গর্ভস্থ শিশুর বাক্য করিয়া হেলন,
কর্ণপাত নাহি করি তায়,
স্বকীয় নিকৃষ্ট-বৃত্তি করেন সাধন।
গর্ভস্থ উতথ্য-সুত,
খুড়ার অসাধু-কার্য্য নিকৃষ্টতা হেরি,
পদদ্বয়ে পথমার্গ কৈলা অবরোধ।

শক্তিস্রোতঃ গর্ভপথে প্রবিষ্ট না হ'য়ে,
অকস্মাৎ প্রতিহত ভূতলে পতিত।
উতথ্য শিশুর হেন আচরণ হেরি,
মহাক্রোধে বৃহস্পতি অতি রুষ্ট হ'য়ে—
করিলেন তীব্র অভিশাপ!—
"শুন রে অজ্ঞান শিশু!
সর্ব্বভূত-অভিলাষ এ হেন সময়ে—
আমার অপ্রতিহত মহাবীর্য্য-তেজ,
করিলি বিনষ্ট দুরাত্মন্?
এই অপরাধে তুই যাবতজীবন,
অন্ধ হ'য়ে চির অন্ধকারে—
করিবি নিবাস মূঢ় জগত-মাঝারে।"
অমোঘ অ্যবর্থ-তেজাঃ বৃহস্পতি-শাপে,
ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অন্ধচক্ষু ল'য়ে;
এই হেতু দীর্ঘতমা নাম হইল তাঁর।
সেই জন্মান্ধ বেদজ্ঞ প্রাজ্ঞ ঋষি,
স্বীয় বিদ্যা ধীশক্তির বলে—
প্রদ্বেষী নামিনী এক ব্রাহ্মণ-তনয়া—
পরমাসুন্দরী নারী করিলা বিবাহ।
দীর্ঘতমা, অনুপমা প্রিয়তমা লাভে,
সর্ব্বসুখী হইলেন এ সংসার ভবে।
প্রদ্বেষীর ক্ষেত্র হ'তে মহাতেজা মুনি,
বিখ্যাত গৌতম আদি পুত্র কতিপয়—
করি উৎপাদন,
বংশরক্ষা করিলেন আত্ম-তেজবলে!
সৌরভেয় মহাঋষি-কাছে,
নিখিল গো-ধর্ম্ম-গ্রন্থ করি অধ্যয়ন,
জগতের উপকারে হইল নিরত।

ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়ে গো-বৈদ্য-ব্যবসা,
হেরি হেন অনাচার স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্টতা,
তথাকার অধিকারী মহর্ষি সকলে,
অতীব ক্রোধান্ধ হ'য়ে করিল ভর্ৎসনা।
"স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ—পরধর্ম্ম ভয়াবহ—"
এই মৌলিক-শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে
করিলা কটূক্তি ঋষিগণ।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে বর্ণভ্রষ্ট হ'য়ে,
যেই মূঢ় নিজ ধর্ম্ম করে পরিত্যাগ,
সাধুর আশ্রম তার অযোগ্য সর্ব্বথা:
এ হেন পাপিষ্ঠ কুজনের সহবাস—
বর্জ্জন সর্ব্বতোভাবে।"
এই ব'লে ঋষিগণ মুনি দীর্ঘতমে—
সম্ভাষণ সমাদর না করি তাঁহারে,
দূর ক'রে দিল দূরে আশ্রম-বাহিরে।
স্বামীর দুর্দ্দশা হেরি কুলাচারক্ষয়,
প্রদ্বেষী পতিনী তাঁর আর পূর্ব্বমত—
না করে আদর সেবা সন্তোষ বর্দ্ধন।
দীর্ঘতমা প্রেয়সীর অভক্তি হেরিয়ে,
অতীব চঞ্চল-চিত্তে করিল জিজ্ঞাসা;—
"কেন কেন প্রিয়তমে—প্রাণ-প্রিয়তরা!
হেরি হে... তোমারা বিসদৃশ ভাব?
এ হেন অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রদ্ধা তোমার—
কেন হে স্বামীর প্রতি?
কহ গুণবতি!
পতিপ্রাণা সতি তুমি,
পতিরে অভক্তি তব সাজে কি যুবতি?"
অতি ক্রোধে মানভরে কহিলা প্রদ্বেষী;—

"পতিনীর ভরণ পোষণ,
পতিনীর প্রাণ মান সরম রক্ষণ,
আর্য্যশাস্ত্রে স্বামীধর্ম্ম ইহাই বিধান,
সেই ভর্ত্তা প্রকৃত প্রাণের প্রিয়পতি।
কিন্তু তুমি হীন-পতি অতি অশ্রদ্ধেয়,
অতি হেয় নিন্দনীয় এই বিশ্বমাঝে!
তাহে তুমি জন্মান্ধ অক্ষম,
ভরণপোষণে তুমি সদাই বিরত,
আমি তব চালাই সংসার কায়ক্লেশে!
তব পুত্রগণে
কোনরূপে কোনমতে করি হে পালন!
আমি নারী অবলা হইয়ে,
চিরকাল এত ভার সহে কি আমার?
আমি শ্রান্ত একান্ত পীড়িত!"
প্রদ্বেষীর হেন বাক্য শুনি দীর্ঘতমা—
অতিক্রোধে কম্পান্বিত হ'য়ে কলেবর,
তারস্বরে দিলা প্রত্যুত্তর;—
"লহরে অনর্থময় এই অর্থরাশি!
আরে দুর্ব্বিনীতে!
পত্নী হ'য়ে অক্ষম-পতিরে অনাদর?
এত তেজ—এত অহঙ্কার?—
ব্রাহ্মণীর এত কদাচার?
ছি ছি ছি ছি শুন দম্ভময়ি!
বলবতী অর্থস্পৃহা-হেতু,
লহ রে ক্ষত্রিয়কুলে নিকৃষ্ট-জনম,
বর্ণভ্রষ্টা হও দর্প-তেজে!"
তেমনি সমানস্বরে—সমান উত্তরে—
প্রদ্বেষী কহিলা ক্রোধভরে;—

"শুন বিপ্র—অক্ষম কুজন!
দুঃখের নিদানভূত তব অর্থধনে—
কিছুমাত্র নাহি অভিলাষ,
তোমারে, সংসার সনে এই পুত্রগণে—
কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।
কর যাহা অভিরুচি তব,
আমি আর পূর্ব্বকার মত,
বহিব না সংসারের ভার,
ইথে যাহা প্রতিকার কর, ক্ষতি নাই!"
দীর্ঘতমা স্বাধীনা-পত্নীর বাক্য শুনি,
উচ্চৈঃস্বরে কহিলা সতেজে;—
"অদ্যাবধি শুন রে সংসার!
শুন শুন জগতের লোক!
আজীবন নারী জাতি
একমাত্র পতির অধীন হ'য়ে র'বে!
মৃত কিম্বা থাকিতে জীবিত পতি,
যে নারী পুরুষান্তর করিবে ভজনা,
নাহিক নিস্তার র'বে তার,
অবশ্য সে মহাপাপে হইবে পতিত!
পতিহীনা বিধবা স্ত্রীলোক—
নির্লিপ্ত নিষ্কামভাবে পালিবে সংসার,
ব্রহ্মচর্য্য করিবে আশ্রয়,
আজি হ'তে এ নিয়ম করিনু স্থাপন;—
ইথে যদি ঘটে ব্যতিক্রম,
অকীর্ত্তির পরিসীমা থাকিবে না তার,
মহাপাপে হইবে পতিতা।
প্রদ্বেষী স্বামীর এই তেজ-বাক্য শুনি,
সাতিশয় ক্রোধান্বিত হ'য়ে,

গৌতম প্রভৃতি পুত্রগণে
দিলা এই নির্ম্মম আদেশ ;—
"শুন শুন পুত্রগণ মাতার বচন !
এ দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণে
এখনি নিক্ষেপ কর ভাগীরথী জলে !
এত তেজ,—এত অহঙ্কার ?
আমারে এমন কথা ?
দেখি ওরে কেবা রক্ষা করে !"
—প্রদ্বেষীর পাষাণ-হৃদয় পুত্রগণ,
উড়ুপে বন্ধন করি,
হায় হায় জন্মান্ধ সে অক্ষম-জনকে
গঙ্গার গভীর-গর্ভে দিল বিসর্জ্জন।
নিঃসহায় নিরুপায় অন্ধ দীর্ঘতমা,
ভগবৎ মহাধ্যানে হইয়া মগন,
জাহ্নবী ভীষণ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
নানা দেশ অতিক্রম করিয়া চলিল।
হেন কালে পরম ধার্ম্মিক বলিরাজ—
গঙ্গাস্নানে আসিলেন ভক্তি-পূতমনে।
দেখিলেন—
অদূরে তরঙ্গ'পরে এক বৃদ্ধ মুনি,
ভেলায় ভাসিয়া যায় ভাগীরথী মাঝে।
হৃদয়ে জাগিল তাঁর করুণা অপার ;
অমনি সে ভাসমান অন্ধ-ঋষিবরে,—
করিলা নিস্তার অতি সংশয় অন্তরে।
অনন্তর সবিশেষ ল'য়ে পরিচয়,
মহাভক্তি-ভরে বলি কহিলেন তাঁরে ;—
"কৃপা করি ওহে মহাভাগ !
পদধূলি দাও এই দাসের আলয়ে !

কৃতার্থ করহ মোরে ও পদ অর্পণে।
কৃপা করি শুন ঋষিবর!
আমার পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মার্থ-কুশল
পুত্রবর করি উৎপাদন,—
পুন্নাম হইতে মোরে করহ উদ্ধার!
মহাতেজা দীর্ঘতমা বলি-প্রার্থনায়—
অতিশয় প্রীত হ'য়ে,
করিলা গমন ঋষি রাজ-অন্তঃপুরে।
বলিরাজ সুদেষ্ণা পত্নীরে—
সবিশেষ কহিলা বিনয়ে!

অতঃপর শুভদিনে পবিত্রা রাণীরে—
সুবেশে ভূষিতা করি দীর্ঘতমা কাছে—
পাঠাইলা বলিরাজ পুত্রলাভ হেতু।
মহিষীরে অন্ধ বৃদ্ধতম হেরি,
ঘৃণায় কৌশল-জাল করিল বিস্তার।
আপনা গোপন করি কপটে ধাত্রীরে—
বেশ-ভূষা-বিভূষিতা করি,
পাঠালেন সেই অন্ধ দীর্ঘতমা কাছে।
ঋষি সেই শূদ্রাণীর গর্ভে—
কাক্ষীবৎ আদি
একাদশ সুসন্তান কৈলা উৎপাদন।
অতঃপর পুত্রগণ প্রাপ্ত বয়ঃকালে,
একদিন অধ্যয়ন-নিরত হেরিয়া,
বলিরাজ বাৎসল্য -আনন্দে ভোর হ'য়ে,
কহিলেন গদগদ-স্বরে;—
"আয় রে আমার পুত্র নয়ন-আনন্দ—
কুলোজ্জ্বল পুন্নাম-তারণ!"
দীর্ঘতমা বলির এ বাৎসল্য নিরখি',

কহিলেন হাস্যমুখে,—
"শুন মহারাজ!
ইহারা ত তব পুত্র নয়?
মহাভ্রম জন্মেছে তোমার নরবর!
মহিষী আমারে অন্ধ বৃদ্ধতম হেরি,
মোর কাছে পাঠালেন শূদ্রাণী-ধাত্রীরে,
সেই গর্ভে জন্মিয়াছে এই পুত্রগণ;
ইহারা আমার পুত্র রাজপুত্র নয়।"
—শুনিয়া মুনির কথা, মর্ম্মে মর্ম্মে পে'য়ে ব্যথা,
বলিরাজ করযোড়ে পুনঃ ভক্তি-ভরে,
নিবেদিলা মুনিবরে পুন, পুত্র তরে।
মুনিরে প্রসন্ন করি, মহিষীরে শান্ত করি,
পুনঃ তাঁরে পাঠালেন দীর্ঘতমা-পাশে।
মুনিবর মহিষীর অঙ্গ-স্পর্শ করি',
কহিলেন সুপ্রসন্ন হ'য়ে;—
"শুন পুত্রবতী মহারাণি!
তোমার পবিত্র গর্ভাবাসে—
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র, সুহ্ম নামে,
এই পঞ্চ মহাপুত্র লভিবে জনম।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডপ্রায় হ'য়ে তেজীয়ান্,
দান-গুণে প্রখ্যাত হইবে ত্রিসংসারে।
তাহাদের নিজ নিজ নাম অনুসারে,
রাজ্য দেশ হইবে কথিত।"
—এইরূপে শুন মা জননি!
মহাঋষি দীর্ঘতমা হ'তে,
বলিরাজ-মহাবংশ হইল বিস্তৃত।
পুনশ্চ ক্ষত্রিয়কুল এই ধরাধামে,
বদ্ধমূল হ'ল মাতঃ ব্রাহ্মণ-কৃপায়।

এই ত মা পুরাণ-কাহিনী,—
নিবেদন করিনু চরণে,
এবে যাহা অভিরুচি কর অনুষ্ঠান।”
মহাজ্ঞানবতী-রাণী ভীষ্মের কথায়,
মৌনবতী মহতী-চিন্তায়!
নিবেদিলা ক্ষণপরে পুনঃ দেবব্রত,—
“শুন মাতঃ!
এ ভরত-কুল রক্ষা উপায়-কথন—
করি নিবেদন;—
কোন গুণবান ধর্ম্মশীল সুব্রাহ্মণে,
ধনদানে করি পরিতোষ,
গৃহে তব কর মা আহ্বান।
বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে,
উৎপাদন করুন সন্তান।”
অনন্তর সত্যবতী হ’য়ে লজ্জাবতী,
স্মিতমুখে কহিলেন পুত্র দেবব্রতে;—
“মহাবাহু ধর্ম্মার্থ-কুশলী জ্ঞানী তুমি,
তব বাক্য অশ্রদ্ধেয় নয়,
ফলতঃ প্রকৃতপক্ষে সারগর্ভ কথা;
কিন্তু বৎস, তব প্রীতি বিশ্বাসের হেতু,
আমি কোন কহিব কাহিনী;
কুলোজ্জ্বল তুমি যাদুমণি,
মহাজ্ঞানে করহ বিচার।
তুমি ধর্ম্মজ্ঞ গুণজ্ঞ অতি,
আপদ্ধর্ম্ম তোমা হ’তে,
কদাচ না হ’বে প্রত্যাখ্যিত।
এ বংশের কুলকর্ম্মা তুমি,
তুমি ভিন্ন আর কোন নাহিক উপায়।

আমার বক্তব্য যাহা করিয়া শ্রবণ,
যেবা হয় সদসৎ কর বিবেচন।
শুন বৎস! আমার কুমারীকালে,
ছিল একখানি তরি পিতার আমার।
ধর্ম্মপ্রার্থী হ'য়ে,
বিনা শুল্কে সবাকারে বহিত্র বাহিয়া,
পারাপার করিতেন সদা।
একদিন কোন কর্ম্ম হেতু,
পিতা মোর দূরদেশে করিলা গমন;
এই হেতু পারকার্য্যে,
আমারেই করিলা আদেশ;
তখন যৌবনোদ্ভেদ হ'য়েছিল মম।
অনন্তর ঋষি পরাশর,
যমুনা-পারার্থী হ'য়ে,
আসিলেন আমার নৌকায়!
সেই অসিতাঙ্গ ব্রতধারী—মহাঋষি-জন,
আমার লাবণ্য-রূপে হইল মগন।
মোহিত সংপ্রীত হ'য়ে মধুর ভাষায়,
কত ভাবে কত কথা বলিলেন মোরে।
অতীব দুর্ল্লভ বর করিবেন দান,—
প্রতিশ্রুত হ'লেন মহর্ষি।
পিতৃ-তিরস্কার আর ঋষি-শাপ ভয়ে,
একান্তই হইলাম ভীতা,—
প্রত্যাখ্যান করিবারে হইনু অক্ষম।
ধর্ম্ম, তপ, তেজের প্রভাবে মুনিবর—
মোরে বশীভূতা করি,
কুজ্ঝটিকা আচ্ছন্ন করিয়া,
তখনি অভীষ্ট সিদ্ধি করিল তথায়।

পূর্ব্বে মদীয় সর্ব্বাঙ্গ হ'তে
দুর্গন্ধ মীনের গন্ধ হইত নির্গত ;—
অতঃপর তপোবলে
অপূর্ব্ব কমলগন্ধ হইল সঞ্চার !
সুপ্রসন্ন মুনিবর কহিলেন মোরে ;—
"শুন শুন মৎস্যগন্ধে ! শুন মোর বাণী ;—
যোজন অন্তর হ'তে তব গাত্রবাস—
অনুভূত হ'বে অতঃপর,
এ হেতু 'যোজনগন্ধা' রাখিনু সুনাম।
সম্মুখে যমুনাদ্বীপে করিয়া গমন,
যাও গিয়ে কর ত্বরা গর্ভের মোচন।"
মুনির আদেশক্রমে যমুনা-দ্বীপেতে,
এক মহাশয় পুত্র করিনু প্রসব।
সেই অনুপম মহাযোগী পরাশর-সুত,
দ্বীপেতে প্রসূত হ'ল বলি'
নাম তাঁর হইল দ্বৈপায়ন।
চতুর্ব্বেদ-ভাগকর্ত্তা বলি,—
বেদব্যাস মহানাম হইল তাহার,
পুনঃ অসিতাঙ্গ বলি,
পূর্ণ নাম হইল তাঁর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
প্রসূত হইয়া ব্যাস বদরিকাশ্রমে,
"কার্য্য-কালে—করিও স্মরণ," এই বলি,—
তপ যোগে ধর্ম্ম হেতু করিলা প্রস্থান।
সেই সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মহাতাপসেরে,
অনুরোধ করিলে বাছনি !
অবশ্য বিচিত্র-ক্ষেত্রে হ'বে বংশলাভ।
যদি তব হয় অভিমত,
তা'হইলে বল বৎস ! সেই মহাতপা—

কৃষ্ণদ্বৈপায়নে এবে করি রে স্মরণ !”
ভীষ্মদেব ব্যাস নাম করিয়া শ্রবণ,
করিলেন নিবেদন কৃতাঞ্জলিপুটে ;—
“ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি
দৃষ্টি রাখি’ যেই মহামতি,
কার্য্যক্ষেত্রে করেন চারণ,
তিনিই মঙ্গলাস্পদ পরম ধার্ম্মিক ।
মা জননি ! অতি সার যুক্তিপূর্ণ কথা,—
কুলের পরম হিতকর,—
ইথে মোর কিছুমাত্র নাহি অসম্মতি ।”
অনন্তর সত্যবতী,
ভীষ্মের সম্মতি ল’য়ে,
কায়মনে দ্বৈপায়নে করিল স্মরণ ।
ভগবান্ বেদব্যাস বেদ-রচয়িতা—
জননীর আবাহন-ডোরে বদ্ধ হ’য়ে,
অকস্মাৎ তখনি তথায় আবির্ভূত !
সত্যবতী কুরুকুল-রাণী—
বহুদিন পরে হেরি পুত্রবরে,
যথাবিধি করিয়া সম্মান,
স্নেহ-বিনিঃসৃত-স্তন্য-ক্ষীরে—
করি তাঁরে যথা-অভিষেক,
অবিরল বিগলিত আনন্দ-সলিলে,
আপনায় করিয়া প্লাবিতা—
শিরঃঘ্রাণ মুখ-চুম্ব করিলা হরিষে ।
জননীরে হেরিয়া দুখিনী,
মহাজ্ঞানী ব্যাস মহামুনি,
প্রণিপাত পুরঃসর কৈলা নিবেদন ;—
“কেন মা জননি ! অজি ক’রেছ স্মরণ ?

কিবা তব অভিপ্রায় ?
কোন্ কার্য্য হেতু—
অকস্মাৎ মোরে আবাহন ?"
অনন্তর কুল-পুরোহিত তথা আসি—
সুমন্ত্র করিয়া উচ্চারণ,
মহর্ষিরে যথাবিধি করিল অর্চ্চনা !
পূজিত অর্চ্চিত হ'য়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
সুখাসনে হৈলা অধ্যাসীন।
সত্যবতী পুত্রের কুশল-বার্ত্তা ল'য়ে,
কহিলেন অতি প্রীতিভরে,—
"শুন বৎস !
অতীব বিশেষ কার্য্যে ক'রেছি স্মরণ,
কায়মনে কর অবধান ;
গর্ভৌরসজাত পুত্রধন,
মাতা পিতা উভয়েরই হ'ন সাধারণ ;—
পুত্র প্রতি জনকের প্রভুত্ব যেরূপ,
তদপেক্ষা জননীর নহে কভু ন্যূন।
জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি শাস্তশীল,
পরলোকগত—
যেমতি বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ তোমার,
দেবব্রত ভীষ্মদেব,
পিতার সম্বন্ধে যথা বিচিত্রের ভ্রাতা,
সেইরূপ তুমিও বাছনি !
মাতৃসম্বন্ধের বলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁর।
সত্যসন্ধ জীতেন্দ্রিয় ভীষ্মমহোদয়,
আমার বিবাহকালে,
ক'রেছেন কঠোর-প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার,
দার-পরিগ্রহ কিম্বা রাজত্ব-শাসন—

এ জীবনে করিবে না কখন পালন।
অতএব হে অনঘ যোগ-ব্রতধারি!
কোন এক অকাট্য-বিষয়ে—
করিতে নিয়োগ তোমা হ'য়েছি অধীর।
এ রাজ্যের হিত হেতু,
পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর প্রাণ প্রতি,
পরোক্ষে ভ্রাতার প্রতি,
যদি তুমি হও অনুকূল,
তবে দয়াবান হ'য়ে,
নিষ্কুল এ কুরুকুল, রক্ষা কর বাছা!
অনুপমা যৌবন-সম্পন্না গুণবতী—
তব ভ্রাতৃজায়াদ্বয়,
এবে অতি পুত্রার্থিনী হ'য়েছেন তাঁরা।
তাঁহাদের পবিত্র-জঠরে,
অনুরূপ সুসন্তান করি উৎপাদন,
বংশ রক্ষা কর বংশোজ্জ্বল!
নচেৎ উপায় কিবা কিছু ত দেখি না!"
—কহিলেন বেদব্যাস ধীর-নম্রস্বরে,—
"মহাপ্রাজ্ঞবতী মা জননি,
তুমি মা সর্ব্বতোভাবে—
সর্ব্বধর্ম্ম আছ পরিজ্ঞাত;
ধর্ম্মের সত্যের প্রতি ভক্তিমতি তুমি,
তোমারে কি বুঝাব মা কুরু-কুল-রাণি?
অতি সৎবিবেচনা অভিপ্রায় তব,
তৎ-অনুষ্ঠানে মোর সম্যক্ সম্মতি।
কহি আমি পূর্ণ সত্যজ্ঞানে,
মদীয় ভ্রাতার ক্ষেত্রে,
মিত্রাবরুণের তুল্য

অতি গুণবান পুত্র করিব উদ্ভব।
সম্প্রতি ভারতী মোর ধর মা জননি!
ভ্রাতৃজায়া দেবীদ্বয় একবর্ষ কাল,
হইয়া নিয়মবতী পবিত্র-আচারে,
আমার নির্দ্দিষ্ট-ব্রত উপাসনা করি,
ধর্ম্মাচারে থাকুন দু'জনে,
অবশ্যই পুত্রবতী হ'বেন তাঁহারা।
স্থির জেনো মনে মা জননি!
কদাপি ব্রতবর্জ্জিতা অপবিত্রা-নারী,
স্পর্শনীয়া নহেন আমার।"
সত্যবতী সাতিশয় হইয়া দুঃখিতা,
কহিলেন গদগদ-স্বরে,—
"শুন পুত্রবর!
একবর্ষ? ওহো, সে যে বহুদিন কাল!
অচিরায় যাহে বধূদ্বয়—
হ'ন গর্ভবতী,
এরূপ ত্বরায় বৎস, কর অনুষ্ঠান!
জনপদ এবে অরাজক,
রাজ্যে রাজা নাই!
এ রাজ্যে ঘটিবে নহে মহা-বিশৃঙ্খল!
সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মক্রিয়া হইবে বিলোপ!!
তাহা যদি হয় বাছা!
দেবগণ যজ্ঞ অংশ না পাবেন কভু,—
ধরায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে
বৃষ্টি-ধারা না হ'বে পতন।
ফলতঃ ইহাও সার কথা,—
একবার অরাজক হ'লে,
সে রাজ্য নিয়মে আনা বড়ই কঠিন!

অতএব শুন পুত্র ধর্ম্ম-ধুরন্ধর!
দেবীদের অবিলম্বে কর গর্ভাধান,
ভীষ্মদেব করিবে রক্ষণ সেই শিশু।”
কহিলেন বেদব্যাস;—
“পুত্রের অবশ্য-পাল্য জননী আদেশ।
ভাল, তাই হ’বে;—
কিন্তু মাতা, শুন এক কথা;—
যদি তব কমনীয়া পুত্রবধূদ্বয়
আমার বিকটমূর্ত্তি ভয়ঙ্কর বেশ—
অসহ্য এ তেজ-গন্ধ পারেন সহিতে,
তবেই অম্বিকাদেবী
গর্ভাধান করিবেন আজি।
শুচিবস্ত্র করি পরিধান,
রমণীয় বেশ-ভূষা করি সমাধান,
অতীব পবিত্রমনে শয়ন-আগারে—
করুন প্রতীক্ষা কায়-মনে,
অদ্যই হ’বেন তিনি সিদ্ধ-মনোরথ!”
বিনয়ে জ্ঞাপন করি’ জননীর পদে,
মহামতি বেদব্যাস হইল অন্তর্দ্ধান;
অতঃপর সত্যবতী কুরু-কুল-রাণী,
নির্জ্জন-বাসিনী—
পুত্রবতী অম্বিকারে নির্জ্জনে আহ্বানি’,
মহা-হিত-কথা সৎ উপদেশ দিয়ে,
কহিলেন অতি স্নেহস্বরে;—
“শুন মা অম্বিকে! আমা’ সবাকার—
দারুণ-দুর্দ্দৈব হেতু,
মহান্ ভরতকুল হ’ল মা নির্ম্মূল!
ইথে আমি বড়ই দুঃখিতা,

সাতিশয় বিষণ্ণও পিতৃবংশ তব।
মহামতি ভীষ্মদেব,
এ হেন বিষাদনীরে—
নিমগ্ন হেরিয়া মোরে,
এ কুল রক্ষার হেতু,
ক'রেছেন অতি সদুপায়,
তাহা বৎসে, তোমারই অধীন।
অতএব শুন মা অম্বিকে!
ভীষ্মের নির্দ্দিষ্ট যুক্তি করি অনুসার,
কর মা গো কুলোদ্ধার নিজ গুণে তব;
তাহাতে ফলিবে অতি সুফল তোমার,
দেবরাজ তুল্য—মহাপুত্র করিবে প্রসব!
সেই পুত্র ল'বে রাজ্যভার,
রাজমাতা হ'বে তুমি মাতা,
তা' হ'তেই বংশ রক্ষা হ'বে পুনর্ব্বার।"
সত্যবতী এবম্বিধ অনুনয়-ভাষে,
সেই ধর্ম্ম-পরায়ণা অম্বিকার প্রাণ—
করিয়া প্রবণ,
ব্রাহ্মণ-অতিথি আর মুনি ঋষিগণে,
অতি প্রীতি ভক্তিমতি হ'য়ে,
সেবার করিলা আয়োজন।

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরোৎপত্তি।

শুন শুন রাজা জন্মেজয়!
অতঃপর সত্যবতী স্নেহময়ী হ'য়ে,
ঋতুস্নাতা পুত্রবধূ দেবী অম্বিকারে—
যথাকালে ধর্ম্মার্থ-পূরিত সুশয্যায়
শোয়াইয়া, কহিলেন মায়ামাথাস্বরে ;—
"শুন বৎসে, আমার নিদেশ ;—
দেবতুল্য মহাজ্ঞানী ভাশুর তোমার,
আজিকার নিশীথ-সময়ে,
করিবেন আগমন শয্যায় তোমার।
অতএব শুন বৎসে, তুমি অপ্রমত্তা হয়ে
পুত্র লাভ হেতু,
ভাশুরের প্রতীক্ষায় থাক মা শয়নে!
ইথে যেন অন্যমতি না হয় সুমতি!"
অম্বিকা শ্বশ্রূর এই শুনিয়া নিদেশ,
ভগবানে মনঃপ্রাণ করি সমর্পণ,
অপ্রমত্তা-কাম-রাগ হইয়ে বর্জ্জিতা,
ভাশুর-চিন্তায় প্রতীক্ষায়—
রহিলেন পবিত্র সজ্জায়।
হেনকালে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
অখণ্ড মাতার সত্য করিতে পালন,
ধীরে ধীরে পশিলেন শয়ন-আগারে।
রাজকক্ষ প্রদীপ্ত-শিখায় আলোকিত—
মনোহর পুষ্পশয্যা গন্ধে আমোদিত।
রাজহর্ম্ম্য অতি রম্য—অতি প্রাণহর,
অতি মনোরম!
সচকিতে হেরিলেন ব্যাস মহামুনি,

প্রফুল্লিত পুষ্পের স্তবক রাশি রাশি,
কে যেন শয্যার'পরে দে'ছে বিছাইয়া!
আহা মরি বিদ্যুল্লতা সজ্জিতা শায়িতা!
কে করে বর্ণন হেন অতুলিত শোভা?
—চকিতা সভীত-চিতা—
কনক-কষিতা মরি অম্বিকা সুন্দরী,
অকস্মাৎ দেখিলেন দ্বারদেশ পানে।
প্রকাণ্ড বিরাট-ছায়া অন্ধকার-রূপী,
আপিঙ্গল জটাজাল—কি ভয়াল ভয়ঙ্কর ছবি!
লোহিতাভ শ্মশ্রুজালে—
অবরিত ভয়ানক বদনমণ্ডল!
ধক্ ধক্ ভয়াল রক্তিম-চক্ষু জ্বলে!
দীর্ঘনখ করি শুণ্ড বিদারে সক্ষম!
দীর্ঘ দীর্ঘ লোমাবৃত বক্ষ সুবিশাল—
দীর্ঘ চর্ম্ম-উপবীত গলে।
তুলসীর মালা—ঠুন্ ঠুন্ গলদেশে দোলে!!
পরিধান অতি তীব্র রক্তিম বসন,
কৃষ্ণ অঙ্গে লালবস্ত্র রূপ কি ভীষণ!!
প্রবল-চরণদ্বয়ে কাষ্ঠের পাদুকা,
খটাৎ খটাৎ শব্দে চলে!
অতি উগ্র কি বাস বিষম—
অঙ্গ হ'তে উঠিছে পবনে!
কে এল ও ভয়ঙ্কর সুবিরাট-বেশে!!
অতি ক্লেশে মনোভাব করিয়া গোপন,
অম্বিকা বিস্ময়াবেশে হইয়া আকুলা,
ভীতপ্রাণে নয়ন মুদিয়ে,
স্থির-সৌদামিনী প্রায় রহিল শুয়িয়ে!
মাতার চরণ, করিয়া স্মরণ দ্বৈপায়ন—

কাম মোহ হ'য়ে বিস্মরণ,
করিলেন কায়াস্পর্শ মাতার আদেশে।
ভয়াবেশে ব্যাকুলিতা সচকিতা নারী,
দুর্ব্বহ বিষম ভার ক্লেশে সহ করি,
রুদ্ধশ্বাসে নেত্র নিমীলিয়ে,
ভগবানে কায়মনে করিয়া স্মরণ,
ঋষির দুর্দ্দমতেজ করিলা ধারণ!!
অনন্তর যথাকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
কক্ষ বহির্গত হ'য়ে—
দেখেন জননী দূরে আছেন দাঁড়ায়ে।
ভাবগ্রস্ত বেদব্যাস
প্রণমিয়া ভক্তিভরে মাতার চরণে,
রহিলেন দাঁড়াইয়ে!
সত্যবতী কহিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়নে;—
"কহ বৎস, ক'রো না গোপন,
অম্বিকা ত গুণবান সৎ-সুনন্দন,
করিবে প্রসব যথাকালে?"
অতীন্দ্রিয় গুণবান্ অলৌকিকতেজা—
ভগবান ব্যাসদেব,
কহিলেন মাতৃবাক্য করিয়া শ্রবণ;—
"শুন মা জননি!
ভ্রাতৃবধূ অম্বিকা সুতন্বী জ্ঞানবতী,
অলৌকিক অনুপম ধীশক্তি-সম্পন্ন—
অযুত নাগেন্দ্র সম মহাবলবান—
মহাবল মহাবীর্য্যশালী সুবিদ্বান,
এক পুত্র করিবে প্রসব।
কিন্তু সেই মহাত্মন্,
মাতৃদোষে জন্মান্ধ অক্ষম হ'বে ভবে।"

—ব্যাসের এ বাক্য শুনি সত্যবতী দেবী,
অন্তরে বিষম ব্যথা পে'য়ে—
কহিলেন পুনর্ব্বার ;—
"কেন হেন কহ বৎস ?
জন্ম যার তব মহৌরসে,
কি দোষে সে জন্ম-অন্ধ হ'বে ?
জন্মান্ধ অধম পুত্র,
রাজ্যভার—পিণ্ড-অধিকার,
কেমনে করিবে লাভ, কহ বৎস মোরে ?
কেন হেন অঘটন ঘটিল বাছনি ?"
কহিলেন ব্যাস মহামুনি ;—
"পূর্ব্বেই ত ব'লেছিনু জননি তোমায়,
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মোর !
এ মূর্ত্তি হেরিয়া কি মা,
সে হেন চকিতা কুরঙ্গিনী,
স্থিরমূর্ত্তি হ'বেন জননি ?
হায় মা, অম্বিকাদেবী আমারে হেরিয়ে,
চক্ষু মুদি' ভয়াবেশে বিহ্বল-হৃদয়ে,
মহাতেজ ধ'রেছে জঠরে !!"
হেন কথা সত্যবতী করিয়া শ্রবণ—
মহাদুঃখে কহিলেন ;—"ওরে বাপধন !
কি হ'বে কি হ'বে ওহো, কহ রে আমায়,
অন্ধরাজা কোন্ কালে রাজ্যভার পায় ?
অতএব কহি পুনঃ শুন জ্ঞানবান,
আর এক সৎপুত্র করহ প্রদান,
রাজ্যের মঙ্গলে যাহে বংশ রক্ষা হয় !"
অতঃপর জননীরে করিয়া সান্ত্বনা,
দ্বৈপায়ন "তথাস্তু" বলিয়া—

নিজস্থানে—
একান্ত প্রহৃষ্টমনে করিল প্রস্থান।
যথাকালে যথাবিধি নিয়মানুসারে,
সুভগা-অম্বিকাদেবী কাশীরাজ-সুতা,
অন্ধপুত্র করিল প্রসব।
দেবব্রত ভীষ্মদেব, সেই অন্ধসুতে—
রাখিলেন ধৃতরাষ্ট্র নাম।
অতঃপর সত্যবতী কুলের কল্যাণী,
ভীষ্ম-সনে পরামর্শ করি,
অম্বালিকা কনিষ্ঠা রাজ্ঞীরে,
যথাবিধি দিয়া উপদেশ,
করিল স্মরণ পুনঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে।
ভগবান ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ মুনি,
আকর্ষিয়া জননীর স্মরণাকর্ষণে,
আবির্ভূত হইল তথায়।
যথারীতি দিয়া অনুমতি—
অতি ঘোরা যামিনী সময়ে,
প্রেরিলেন পুত্রবরে অম্বালিকা-ঘরে।
দ্বৈপায়ন পূর্ব্বমত ভয়ঙ্কর বেশে,
উপনীত হইলেন রাজকক্ষ-মাঝে।
অম্বালিকা নেহারিয়ে ঋষির আকার,
সে হেন অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ-মূরতি,
ভয়ানক ভয়াবেশে অভিভূতা হ'য়ে,
করিলেন পাণ্ডুবর্ণ আকার ধারণ।
বিষণ্ণা বিবর্ণা হেরি ব্যাস মহামুনি,
গর্ভসংস্কার করি,
কহিলেন তার-স্বরে ;—
"শুন ভদ্রে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি !

হেরি মোর ভয়ঙ্কর ছবি,
হইয়াছ পাণ্ডুবর্ণা—আকার-বিহীনা!
এই হেতু শুন শুন কল্যাণি আমার!
পুত্র তব পাণ্ডুবর্ণ হইবে নিশ্চয়,
পাণ্ডু নামে সুবিদিত হ'বে চরাচরে।"
মহর্ষি বধূরে এই মহাবাক্য দিয়ে
নিয়মিত প্রস্থানের কালে,
প্রণমিয়ে কহিলা মাতারে;—
"শুন মাতা কুরুকুলেশ্বরি!
তব পুত্রবধূ—অম্বালিকাদেবী—
প্রসবিবে পুত্র সুনিশ্চয়;
কিন্তু মাতা, মাতৃদোষে তিনি,
অপরূপ পাণ্ডুবর্ণ হ'বেন নিশ্চয়,
পাণ্ডু নামে সুবিখ্যাত হ'বেন সংসারে!"
ইহা শুনি সত্যবতী শোকমতি হ'য়ে,
সন্তানেরে দিলা অনুমতি,
"সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুত্র করিতে উদ্ভব।"
মহর্ষি "তথাস্তু" বলি,
জননীরে সান্ত্বনা প্রদানি,
নিজ স্থানে করিল প্রস্থান।
অনন্তর অম্বালিকা যথাবিধি কালে
পরম সুন্দর মনোহর—
পাণ্ডুবর্ণ সুসন্তান করিলা প্রসব।
শুন শুন মহারাজ!
সেই পাণ্ডুনরবর হ'তে,
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চজন—
তোমার প্রপিতামহগণ জন্মিলা ধরায়।
অনন্তর পুনর্ব্বার অম্বিকামহিষী,

যথাকালে ঋতুমতী হ'লে,
মাতা সত্যবতীদেবী,
প্রিয়পুত্র ব্যাসদেবে পুনঃ সহযোগে,
করিলেন আদেশ প্রদান।
কিন্তু তায়, অম্বিকা-সুন্দরী,
কমনীয়া সরমের লতা,
মহর্ষির উগ্রগন্ধ ভীমমূর্ত্তি স্মরি,
শ্বশ্রূর আজ্ঞায় পুনঃ দিল না সম্মতি।
—সত্যবতী অম্বিকার হেরি অসম্মতি,
অপ্সরী সদৃশী এক পরমা-সুন্দরী—
শুচিময়ী পূতপ্রাণা জনৈকা দাসীরে,
মহামূল্য-অলঙ্কারে করি বিভূষিতা,
পাঠালেন ঋষিপাশে পুত্র-কামনায়।
পরম-পবিত্রা সেই ললনা-সুন্দরী,
অতি ভক্তিসহকারে—
নানাবিধ পূজা-উপচারে,
ঋষিবরে করিল সৎকার।
বেদব্যাস সে নারীর পরিচর্য্যা হেরি,
ভক্তি-পাশে আবদ্ধ হইয়া,
অতিমাত্র প্রীত হ'য়ে প্রণয়-বিভোরে,
সুন্দরীরে কহিলেন মুনি ;—
"হে শুভে! পবিত্রচেতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি!
সরল প্রাণের তব সরলতাবশে,
আমি আজি বড় তুষ্ট হইনু তব প্রতি।
শুন বুদ্ধিমতি!
অচিরায় দাসত্ব-শৃঙ্খল হ'তে তুমি
কর মুক্তিলাভ প্রেমময়ি!
ঘুচাইনু দাসীত্ব তোমার।

তব গর্ভজাত অপত্যপ্রবর মহাজন,
অসামান্য বুদ্ধিমান—
পরম ধার্ম্মিক হ'য়ে—
লোকমাঝে হইবে প্রখ্যাত ;
মঙ্গল হউক তব।"
মহাকার্য্য করি সম্পাদন,
ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—
শূদ্রাণীর সুতোৎপত্তি-কথা,
জননীরে করি নিবেদন,
ধর্ম্মপাশে অঋণী হইয়া—
সেই ক্ষণে হৈলা অন্তর্হিত।
শুন শুন রাজা জন্মেজয়!
সেই শূদ্রাণী-সম্ভূত ব্যাসাত্মজ,
ভারতে বিদুর নামে হ'লেন বিখ্যাত।
মহাতপা মহাতেজা—
মাণ্ডব্যমুনির অভিশাপে,
ধর্ম্মরাজ জগতে বিদুররূপী হ'য়ে,
অবতীর্ণ হইলেন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে।
এই রূপে দ্বৈপায়ন মহান্-ঔরসে—
বিচিত্র-পবিত্রক্ষেত্রে,
জনমিলা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর।

মাণ্ডব্যমুনির উপাখ্যান।

মহান্ সংশয়-চিত্তে পবিত্র-হৃদয়ে,
জন্মেজয় করিল জিজ্ঞাসা ;—
"কহ কহ মহাযশা বৈশম্পায়ন !
কি হেন দুষ্কর্ম্ম কাজ—ক'রেছিলা ধর্ম্মরাজ,
যাহে তিনি ধর্ম্ম হ'য়ে অভিশপ্ত হ'ন ?
কহ তপোধন !
কোন্ ব্রহ্মর্ষির শাপে—ধর্ম্মরাজ—
অপকৃষ্ট শূদ্রযোনি করিলেন লাভ ?
মহান্ সংশয় প্রাণে উদয় আমার !
এ বিষয়ে যথাযথ করিয়া বিস্তার,
কৌতূহল করহ ভঞ্জন।"
কহিলেন বৈশম্পায়ন ;—
"অবধান হে রাজন্ !
আছিলা মাণ্ডব্য নামে এক সত্যবাদী,
জীতেন্দ্রিয়, তপোরত,
পরমধার্ম্মিক সুব্রাহ্মণ।
সেই মৌনবান্ মহাতপা মুনি,
যোগাশ্রম সন্নিহিত এক বৃক্ষমূলে,
যোগাভ্যাস করিতেন ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে।
এইরূপে বহুকাল হইলে অতীত,
একদিন লোপ্ত্রহারী দস্যু কতিপয়,
করিল প্রবেশ সেই মাণ্ডব্য-আশ্রমে।
নগরপালের ভয়ে তস্কর সকলে—
মহাভীত হ'য়ে,
স্তেয়ধন করি লুকাইত,
অতি সংগোপনে তথা কৈলা অবস্থিতি।

অতঃপর অনুগামী রাজরক্ষিগণ,
মহামৌনী ঋষিবরে হেরিয়া তথায়,
করিলা জিজ্ঞাসা কুতূহলে ;—
"দেখেছ কি দ্বিজোত্তম!
তস্করেরা কোন্ পথে কৈল পলায়ন ?
এসেছে কি আশ্রমে তোমার ?
অথবা রাখ কি কোন সংবাদ ইহার ?
কহ শীঘ্র, ক'র না গোপন মুনিবর।
গৃহস্থের মহাশত্রু তস্কর সকলে,
রত্ন ধন করিয়া হরণ,
এই পথে করিয়াছে আগমন,—
অবশ্যই অবগত আছ হে ব্রাহ্মণ!
আমূলত করিয়া প্রকাশ,
সংসারের মহাত্রাস করহ ভঞ্জন!"
মৌনব্রতী মুনি
শুভাশুভ কোন কথা না করি প্রকাশ,
সেইরূপ রহিলেন উর্দ্ধবাহু হ'য়ে।
রক্ষিগণ ইতস্ততঃ করে অন্বেষণ,
অকস্মাৎ স্তেয়-ধনরাশি,
নেহারিল লুক্কায়িত ঋষির আশ্রমে।
তখনি তাঁহার প্রতি নগরপালের
বিলক্ষণ হইল সংশয়।
অন্তরে ভাবিল ;—
"এই ভণ্ড-চূড়ামণি.
রত্ন ধন করিয়া হরণ,
কপটে করিছে এবে মৌনী-আচরণ।"
অতঃপর দস্যুগণ-সনে সে ব্রাহ্মণে
হস্ত পদ বদ্ধ করি,

আনয়ন করিল রাজার সন্নিধানে।
রক্ষিগণ-মুখে শুনি এ সব বারতা,
মাণ্ডব্যেরে তস্করের দলপতি ভাবি',
দলে বলে প্রাণদণ্ড করিল বিধান।
রাজার আদেশ ক্রমে রাজ-পুরুষেরা,
তপোধনে মহাশূলে করি আরোহণ—
হৃতধন—রাজপদে কৈল প্রত্যর্পণ।
—মহাযোগী মহাযোগে আছে নিমগন,
আপন দুর্দ্দশা—ওহো ভীষণ দণ্ডতা—
কিছু মাত্র বোধগম্য না হ'ল তাঁহার!
তপস্যাও না হ'ল ভঞ্জন!!
আহা, সেই শূলবিদ্ধ তপোরত-মুনি—
আহার বিহীন হ'য়ে,
বহুদিন শূলোপরি কৈল অবস্থান;
কিন্তু তবু প্রাণাত্যয় হ'ল না তাঁহার।
একদা নিশীথকালে হ'য়ে সহৃদয়,
কতিপয় মহাঋষি—
পক্ষীরূপ করিয়া ধারণ,
মাণ্ডব্যের তাদৃশ দুর্দ্দশা দরশনে,
অতীব দুঃখিত হ'য়ে করিল জিজ্ঞাসা;—
"কহ ব্রহ্মজ্ঞানী মহামুনি!
কি পাপে দুর্দ্দশা হেন হইল তোমার?
তুমি হেন তপোরত-জন,
শূলবিদ্ধ কেন দ্বিজোত্তম?
বল বল ক'র না গোপন মহামুনি!"
মুনিবর মাণ্ডব্য তাপস,
সমাগত পক্ষীরূপী মুনিগণে হেরি,
মৃদুস্বরে করিলা উত্তর;—

"কারে আমি করি দোষারোপ ?
অপরাধী কেহ নয় আমার নিকটে !"
ইহা শুনি মুনিগণ করিলা প্রস্থান।
এইরূপে শূলবিদ্ধ মাণ্ডব্য-মনিসী,
বহুদিন শূলোপরি করিলা নিবাস.
কালস্রোতে বহুদিন হইল অতীত।
একদিন দৈবক্রমে তথা রক্ষিগণ,
আসিয়া করিলা নিরীক্ষণ :—
কি আশ্চর্য্য ! শূলবিদ্ধ হ'য়ে,
এত দিন চোর কভু রহে কি জীবিত ?
একি অলৌকিক কাণ্ড !
অদ্ভুত ব্যাপার !
মহা-কৌতূহলী হ'য়ে রাজরক্ষী সবে,
রাজপদে ঋষির এ আশ্চর্য্য ক্ষমতা,
মহাভয়ে কৈলা নিবেদন।
নগরপালের মুখে শুনি এ ঘটনা,
মহাভয়ে হ'য়ে অভিভূত,
মন্ত্রবিৎ মন্ত্রীসনে স্বমন্ত্রণা করি,
শূলবিদ্ধ ঋষিবরে প্রসন্ন করিতে,
অতঃপর অস্তি-ত্রাসে হ'ল অগ্রসর।
মাণ্ডব্য মুনির পাশে,
অতীব বিনীত-ভাবে—
মহারাজ রাজ-রাজেশ্বর—
সকরুণ সানুনয়ে কৈলা নিবেদন ;—
"হে ব্রহ্মণ ! অতীব অজ্ঞান আমি !
জ্ঞানহীন মোহান্ধতা হেতু,
গুরুতর দুষ্কর্ম্মের করিয়াছি অনুষ্ঠান !—
ক্ষমা কর ক্ষমাশীল ওহে মহাভাগ,

মহাক্রোধ মহাতেজ কর সম্বরণ,
সুপ্রসন্ন হও ভগবন্!"
—ভূপতির কাতরতা অনুনয় হেরি,
ঋষিবর সুপ্রসন্ন হ'লেন হৃদয়ে।
মাণ্ডব্য মহান্ মৌনী মুনি,
নৃমণিরে নম্রমুখে করিলেন ক্ষমা।
কোন কথা কোন ভাব না করি প্রকাশ,
মহান্ উদাস প্রায় স্তব্ধ মহামুনি।
অতঃপর নরবর শূলস্থ-ঋষিরে,
শূল হ'তে করি উত্তোলন—অবতরি,
মহাশূল করিতে নির্গত—
বিধিমতে করিলা যতন,
কিন্তু হায়!
কিছুতেই শূলমুক্ত না হলেন ঋষি!
পরিশেষে রাজেশ্বর না হেরি উপায়,
মূলচ্ছেদ করিলেন বিষণ্ণ-হৃদয়ে!
হায় হায়! মাণ্ডব্য তাপস
সেই অন্তর্গত-শূল করিয়া বহন,
ত্রিভুবন কৈলা পর্য্যটন।
অতঃপর কঠোর তপস্যা যোগ সাধি'
করিলা বিজয়—সর্ব্ব অসুলভ-লোক।
এ হেতু ভুবনে "অণিমাণ্ডব্য" নামেতে
সুবিখ্যাত হ'লেন ভারতে।
একদিন মহাতেজা মুনি—
যমলোকে হ'য়ে উপনীত,
সিংহাসনারূঢ়—
যমরাজে করি তিরস্কার
মহাদম্ভে করিলা জিজ্ঞাসা;—

"কহ ধর্ম্ম! একি তব বিধর্ম্ম গর্হিত!
সর্ব্বলোক-সুবিচার-পতি হ'য়ে তুমি,
কি পাপে এ ফলভোগ করিতেছি আমি?
শীঘ্র বল, ইহা কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফল?
এখনি দেখিবে মম তপঃ-ধর্ম্ম-বল!"
ভীমমূর্ত্তি মাণ্ডব্যেরে হেরিয়া শমন,
করিলেন নিবেদন;—
"শুন তপোধন!
কোনকালে ক্রীড়াছলে,
পতঙ্গের পুচ্ছস্থলে—
তৃণাবিষ্ট করেছিলে তুমি,
সেই দুষ্কর্ম্মের হেতু কর ফলভোগ।"
কহিলা মাণ্ডব্যমুনি উপদেশ-ছলে;—
"আর্য্যধর্ম্ম এই কি তোমার হে অজ্ঞান?
লঘুপাপে গুরুদণ্ড ক'রেছ বিধান?
এই হেতু নরলোকে নর-কলেবরে
শূদ্রযোনি নিশ্চয় করিবে লাভ মূঢ়!
আরো শুন যমরাজ!
অদ্যাবধি পাপ-পুণ্য সীমার নির্দ্দেশ
করিয়া দিতেছি,
শুন বিধি সবিশেষ;—
চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ না হইলে কেহ,
পাপ পুণ্য ফলভাগী না হ'বে কদাচ।
পঞ্চদশ বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে,
অবশ্য কার্য্যানুসারে ফলভাগী হ'বে।"
—এই হেতু ধর্ম্মরাজ নিজ অপরাধে,
মাণ্ডব্যের অভিশাপে বিদুর রূপেতে—
দাসীগর্ভে ব্যাসৌরসে লভিলা জনম।

শুন শুন মহারাজ!
এই শিশু প্রাপ্ত-বয়ঃকালে,
লোভশূন্য জীতক্রোধ
বহুদর্শী সম-পর হ'য়ে,
কুরুকুলে—
পরম হিতৈষীরূপে ল'বে খ্যাতি লাভ।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"ভীষ্ম-চরিত" সমাপ্ত।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

পাণ্ডু-চরিত।

"আমারে ভার্য্যার সনে অপবিত্রকালে,
বিনাশিলে যেমতি নির্ব্বোধ।
জ্বলন্ত এ অভিশাপ দিতেছি তোমায়,
তুমিও এ হেনকালে—
সুনিশ্চয় মৃত্যুমুখে হইবে পতিত।"

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥"

পাণ্ডু-চরিত।

পাণ্ডুর রাজ্যাভিষেক।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর,
এই তিন রাজপুত্র হইলে উদ্ভব,
কুরব, কুরুজাঙ্গল আর কুরুক্ষেত্র,
এই তিন মহাজনপদ,
অতীব বিভবশালী শোভিল সুন্দর।
সরস হইল বসুন্ধরা,
শস্যপূর্ণ হৈল সর্ব্বভূমি!
ঢালে জল—মেঘদল যথাবিধিকালে,
সরস কুসুম শোভে পাদপ সকলে,
গজ বাজী গাভী আদি প্রহৃষ্ট বাহন,
মৃগযূথ পক্ষিগণ সানন্দিত মন।
পুষ্পে বাস, ফলদলে রস সম্পূরণ!
অত্যুন্নত হর্ম্ম্যমালা মহাশোভা করি,

রাজবর্ত্ম কিবা আহা চারু-মনোহারী !
মহান্ বিস্তৃত সেই শোভিত নগরে,
ব্যবসায়ী শিল্পগণে করিল বসতি।
মহাবল পরাক্রান্ত জনপদবাসী—
কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র, কর্ম্মী, সুধার্ম্মিক।
ক্রূর, দস্যু, তস্করের নাহি প্রাদুর্ভাব,
লোকের অধর্ম্মাচার হৈল তিরোভাব,
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নাই,
সবাই প্রহৃষ্টমনা পূর্ণ-ধর্ম্মজ্ঞানী।
প্রজাদের হেরি হেন সৎ-আচরণ,
দ্বাপরে, সত্যের কথা মনে হয় যেন !
জলপূর্ণ জলনিধি প্রায়—
জনাকীর্ণ সে মহানগর,
মেঘাকার তোরণ-কলাপে—
অনির্ব্বচনীয়-শোভা করিল ধারণ।
শত শত রম্য-হর্ম্ম্য দৃশ্য মনোহর,
মহেন্দ্রনগরী প্রায় সদা শোভাকর।
বিলাসী—নগরবাসী—ধনবানগণ,
নদ, নদী, সরোবরে,
ক্রীড়া-শৈলে, বন, উপবনে,
বিহরে মনের সুখে বিপুল আমোদে।
ব্যয়-কুণ্ঠ কৃপণ-স্বভাব নহে কেহ,
নিয়মিত দানে সদা তেজঃপুঞ্জ-দেহ।
পতিহীনা বিধবা-কামিনী—
কুত্রাপি নয়ন-পথে না হয় পতিতা।
প্রজালোক রঞ্জন-কারণ—
স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, দীর্ঘিকা সকল
সুনিয়মে চির-প্রতিষ্ঠিত।

মহান্ সমৃদ্ধিশালী দ্বিজাতি-ভবনে,
অবিরাম আরাম উৎসব—
ঘন ঘটা জাগে প্রতিদিন!
দেব-আত্মা দেবোপম—
দেবব্রত ভীষ্মের আদেশ ল'য়ে সবে,
প্রতি কার্য্য করে সম্পাদন।
স্থানে স্থানে চৈত্য আর যূপকাষ্ঠরাশি,
যজ্ঞের প্রমাণরূপে নিয়মে রক্ষিত!
একাই ভীষ্মের বাক্য—সাহায্যে কেবল,
শোভিল নগরী-পুরী নিন্দিয়ে ত্রিদিব।
দেবহৃদি-দেবব্রত ভীষ্ম শান্তনব,
প্রতিষ্ঠিলা ধর্ম্মচক্র বিরাট-শোভায়।
ভীষ্মবীর নিয়মিতকালে,
শস্ত্রশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করেন কুমারত্রয়ে;
পৌর কিম্বা জনপদবাসী প্রজাগণ,
তাঁহাদের আচরিত আদর্শ প্রণালী,
লভিতে সকলে ছিল নিতান্ত উৎসুক।
প্রাসাদে নিত্যই ঘটা নিত্য মহোৎসব,
"দিয়তাং—ভুজ্যতাং" উঠে মহারোল!
পুত্রনির্ব্বিশেষে ভীষ্ম রাজপুত্রত্রয়ে,
কুলক্রিয়া—বিদ্যাদানে সংস্কার করি,
ধনুর্ব্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্ম্ম-খেলা,—
গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, পুরাণেতিহাস—
বেদান্ত, বেদাঙ্গ, বেদে,
পারদর্শী করিলেন সম্যক্ প্রকারে।
মধ্যম কুমার পাণ্ডুদেব
ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় হ'লেন শিক্ষিত;
ধৃতরাষ্ট্র অসামান্য মহাবলবান্;

ধর্ম্মবীর বিদুরের মত সুনৈতিক,
ছিল না তখন কেহ অবনী-মাঝারে।
এরূপে প্রনষ্টপ্রায় শান্তনুর কুল,
হইল পুনরুদ্ধার দেবকৃপাবলে।
সর্ব্বত্র সত্যের সমাদর,
মহান্ গৌরব-জ্যোতিঃ ভাতিল ভারতে।
হে পাণ্ডুকুল চূড়ামণি রাজা জন্মেজয়!
জানিও নিশ্চয়,
সে হেন পুণ্যের কালে,—
বীরপ্রসবিনী নারীমাঝে
কাশীশ্বর-নন্দিনী প্রধানা;
দেশের মধ্যেতে কুরু-জাঙ্গল মহান্,
ধার্ম্মিক সমাজ মাঝে বিদুর উত্তম,
নগরের মধ্যে সেই হস্তিনানগরী—
হইল প্রধান বিস্তীর্ণ ভারতমাঝে।
মহাবলী ধৃতরাষ্ট্র জন্ম-অন্ধ বলি,
রাজ্যভার অর্পিল না তাঁয়।
ধার্ম্মিক বিদুর পারসব;
কাজে কাজে পাণ্ডুবীরে কোন শুভযোগে,
ভীষ্মদেব করিলেন রাজ্যে অভিষেক।

ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ ।

অতঃপর একদিন ভীষ্ম নরমণি—
পরম ধার্ম্মিক ভক্ত বিদুরে আহ্বানি',
কহিলেন প্রীতিস্বরে ;—
"শুন ভক্ত চূড়ামণি !
এ ভুবনে যাবতীয় রাজকুল মাঝে—
অস্মৎ মহান্ বংশ—
সমধিক সুপ্রসিদ্ধ বহুগুণময় ।
পূর্ব্বতন সুধার্ম্মিক রাজেন্দ্রনিকরে
সদাই পরিরক্ষিত—যত্নে সুসেবিত ;
অধুনা কালের স্রোতে নেহারি উচ্ছেদ,
ভগবতী সত্যবতী, ব্যাস, আর আমি,—
তিন জনে মিলি যুক্তি করি,
শাস্ত্রসিদ্ধ মহাযুক্তি ল'য়ে,
তোমাদের করি উৎপাদন,
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিনু যতনে ।
এই হেতু শুন শুন কুল-শিরোমণি !
যাহাতে এ মহাবংশ লভে ক্রমোন্নতি,
সদযুক্তি—উপায় বিধান—
উচিত সর্ব্বতোভাবে নাহিক সংশয় ।
এইরূপ জনশ্রুতি ;—
মদ্রপতি আর সুবলের, অনুপমা—
পরমাসুন্দরী বালাদ্বয় আজিও কুমারী ।
অতি সৎকুলোদ্ভবা,
এ কুলের অনুরূপা সদা ।
এই হেতু ক'রেছি মানস,
সেই অনুপমা কুলীনা ললনাদ্বয় সনে

শুভযোগে করি সম্মীলন
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর সহিত।
এ কুলের কুলকীর্ত্তি স্থায়ীত্ব কারণ,
কন্যাদ্বয়ে করিতে বরণ
একান্তই ক'রেছি মনন।
তুমি সৎবিবেচক—সৎগুণগ্রাহী,
সুধাই তোমায় বৎস!
কহ, তব এ বিষয়ে কিবা অভিপ্রায়?"
কহিলা বিদুর মৃদুভাষে,
"মহাপ্রাজ্ঞ মহোদয়—
কুলের শেখর সুধার্ম্মিক!
আমাদের পিতৃতুল্য মহাগুরু তুমি;
ইথে আমি অনুমতি কি দিব তোমায়?
উৎকৃষ্ট যা হয় বিধান—
অনুষ্ঠান কর মতিমান্!"
অতঃপর একদিন কুরুপিতামহ—
ভীষ্মদেব, শুনিলেন বিপ্র-প্রমুখাৎ,
মহারাজ সুবল-তনয়া গান্ধারীকুমারী
দেবদেব মহাদেবে করি আরাধনা,
এই বর ক'রেছেন লাভ,
"শতপুত্র-প্রজনিকা হইবেন তিনি।"
কুলের প্রসূতি হেন কন্যারত্ন হেতু—
ভীষ্মদেব, মন্ত্রীসনে পরামর্শ করি,
ধৃতরাষ্ট্র-কুলকর্ম্ম সংস্কার তরে,
সুবলরাজের কাছে প্রেরিলেন দূত।
সুবল গান্ধাররাজ মহা বিচক্ষণ,
অন্তরেতে করিলা চিন্তন;—
"জন্ম-অন্ধ পতি ল'য়ে,

গান্ধারী কি হইবে সুখিনী ?"
কিন্তু শেষে সবিশেষ করি আলোচনা,
মনে মনে ভাবিলেন রাজা ;—
"হেন কীর্ত্তিময় সুবিখ্যাত কুলে জন্ম যার,
সদ্‌বৃত্ত, বলবান্ এ হেন জামাতা—
চরাচরে কার ভাগ্যে ঘটে ?
তাঁহারেই কন্যাদান অবশ্য বিধান।"
—অন্তঃপুরে পশিল সংবাদ !
মহারাণী আর আর পুরনারীগণে
সকলে বিষণ্ণ হ'ল এ কথা শুনিয়া।
কিন্তু হায়, বিধির কি আশ্চর্য্য বিধান !
যখনি শুনিল—
পতি প্রতি ভক্তিমতি গান্ধারী সুন্দরী—
পিতা মাতা অন্ধবরে ক'বে সম্প্রদান,
তখনি সে পতি-পরায়ণা
সান্দ্র-বস্ত্রে নেত্রযুগ করিল বন্ধন।
"মহাপূজ্য পতিদেব যবে
জগতের কোন বস্তু করে না দর্শন,
মোর দৃষ্টি চিরতরে আবদ্ধ হউক।
এই স্থির সংকল্প আমার—
কদাপি অভক্তি কিম্বা অশ্রদ্ধা, অসূয়া,
করিব না প্রকাশ জীবনে।"
সুবলের তনয় শকুনি যুবরাজ,
পিতার আদেশে—প্রীতিবশে—
লক্ষ্মীযুক্তা—যৌবন-লক্ষণা—ভগিনীরে
মহামূল্য রথোপরি বসায়ে যতনে,
উপনীত হইলেন হস্তিনা-ভবনে।
ভ্রাতা ভগ্নী সমারোহে হ'লেন আদৃত।

অনন্তর শুভদিনে শুভযোগবশে,
ভীষ্ম অনুমতি ল'য়ে কুমার শকুনি,
ভগিনীরে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র-করে—
মহানন্দে করি সম্প্রদান,
যথাবিধি হইয়া অর্চ্চিত সমাদৃত,
ভগিনীরে মহারাণী পদে অভিষেকি',
স্বনগরে করিলা প্রস্থান।
মহাসতী গান্ধারীর পতিভক্তি হেরি,
সদাচার সুশীলতা সার্ব্বজনীনতা,
ভীষ্ম আদি কুরুবৃদ্ধগণ
হইলেন মহান্ সন্তুষ্ট প্রাণে মনে।

কুন্তীর উৎপত্তি।

কহিলেন বৈশম্পায়ন,—
আছিলেন শূরনামা যদুকুলপতি।
(তৎপুত্র বসুদেব, কৃষ্ণ-জনয়িতা)
সর্ব্বলোক-ললাম-বিভূতা—
পৃথা নাম্নী এক কন্যা আছিল তাঁহার।
যুবশ্রেষ্ঠ শূর-মহারাজ,
ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কুন্তিভোজ কাছে ;
(কুন্তিভোজ শূরের পিতার ভগ্নীসুত)
"প্রথম সন্ততি হ'লে মম,
অনপত্য তুমি,—
তাই আমি তোমাকেই করিব প্রদান।"
সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় শূর মহারাজ
পৃথা নাম্নী কন্যারত্ন লভিলে জনম,
বন্ধুবরে সেই কন্যা করিল প্রদান।

অপুত্রক পাইল সন্তান,
কুন্তিভোজ কন্যাটিরে ঔরসের মত
মহাযত্নে করিল পালন।
দিনে দিনে চন্দ্রকলা প্রায়—
বাড়িতে লাগিল পৃথা কুন্তিভোজালয়ে।
কুন্তিভোজ-পালিতা বলিয়া,
কন্যা পৃথা "কুন্তী" নাম করিল ধারণ।
কুন্তীদেবী কন্যাকালে,
অতিথি-চর্য্যায় আর ব্রাহ্মণ-সেবায়,
সদাই ব্যাপৃতা ছিল।
বহুযত্নে অভ্যাগত-জনে,
সর্ব্বতোপ্রকারে কুন্তী করিত সন্তোষ।
একদা ঘটনা ক্রমে মহান্ তেজস্বী
জীতেন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা মহর্ষি,
মহারাজা কুন্তিভোজ-গৃহে
করিলেন আতিথ্য স্বীকার।
আতিথেয়ী কুন্তীদেবী মহাভক্তিমতী,
মহাভক্তি-সহকারে মহা-সমাদরে,
মহর্ষির সেবা-বিধি করিলে নির্ব্বাহ,
দুর্ব্বাসা পরম-তুষ্ট হৈলা তার প্রতি।
ভক্তিপাশে বদ্ধ হ'য়ে ঋষি,
এই মহাবর দিলা কুন্তী রূপসীরে ;—
"শুন বৎসে !
পরম সন্তুষ্ট আমি সেবায় তোমার ;
এই হেতু শুন চারুশীলে !
এই এক মহামন্ত্র করিনু প্রদান।
ভক্তিভরে মন্ত্রবীজ ধ্যান-ধারণায়—
করিয়ে স্মরণ-কায়মনে,—

অমর তেত্রিশকোটী মাঝে—
যে দেবতা করিবে আহ্বান,
তাঁহারি প্রভাববলে তোমার জঠরে,
তুল্য বলশালী পুত্র লভিবে জনম।"
এত বলি' মুনিবর করিলা প্রস্থান।
অনন্তর একদিন ভোজরাজ-সুতা,
বাল্যস্বভাব-সুলভ কুতূহল বশে,
মহর্ষি-প্রদত্ত মন্ত্র করিয়া স্মরণ,
সূর্য্যদেবে নমস্কারি' কৈলা আবাহন।
(এ মন্ত্র কেবল তাঁর পরীক্ষার হেতু!)
মন্ত্রের অব্যর্থ-আকর্ষণে,
ত্রিভুবন-উদ্দীপক—
ভগবান্ ভাস্বর তপন,
অকস্মাৎ কুন্তীপাশে হ'য়ে উপনীত,
কুন্তীর ত্রিলোকমান্য রূপ নেহারিয়ে,
কহিলেন প্রেমপ্রীতি-ভাষে;—
"কহ লো সুন্দরি!
কোন্ কার্য্য সাধনায়—
কোন্ অভিপ্রায় বিধানিতে,
ক'রেছ স্মরণ মোরে মন্ত্রতেজঃ-বলে?
বল বল কি করিতে হ'বে?
ভুবন-মোহিনী তুমি অনুপমা বালা!
কহ মুগ্ধে, কোন্ কার্য্য হেতু—
ভুবনদ্বীপদীপক তেজস্বী ভাস্কর,
উপস্থিত হ'ল আজি তোমার সকাশে?"
এ হেন অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া দর্শন,
কুন্তীদেবী মহা উচাটন!
ভয়াবেশে প্রকম্পিত প্রাণে,

নিবেদিল কৃতাঞ্জলিপুটে ;—
"ভগবন্‌, ওহে অংশুমাল প্রভাকর !
মহর্ষি দুর্ব্বাসা মোরে—
মন্ত্র-আকর্ষী বিদ্যা করেন প্রদান ;
আমি তাই বালিকা-সুলভ-মতি হেতু
পরীক্ষা মানসে—
আপনারে করি' আবাহন—
অতীব মূঢ়ের কার্য্য ক'রেছি সাধন !
কোটী কোটী অপরাধ ক'রেছি শ্রীপদে,
এ বিপদে রক্ষা কর দেব।
ওহে তেজোময়—অনল-প্রভাব প্রভাকর !
শ্রীচরণে সবিনয়ে করিহে প্রার্থনা ;—
হা কৃপাশালীন।
লোকসাক্ষী কোটী-চক্ষু ভানু।
কৃপা করি অপরাধ করহে মার্জ্জনা।
শ্রীচরণ-শরণারে রক্ষা করি' প্রভু,
মহত্বের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথুন ধরায়।
বালিকা কুন্তীর মুখে শুনি হেন
দিনমণি মধুভাষে কহিলা ;—"সুন
দুর্ব্বার দুর্ব্বাসা ঋষি,
যে মন্ত্র তোমারে শুভে, ক'রেছে ৎ
আমি তাহা সমস্তই আছি অবগত
উপরতা হও বালা মধুরভাষিণি।
হ'য়োনা শঙ্কিতা-ভীতা,
অসংশয় মনে—প্রেমময় প্রাণে—
আমার প্রেমাভিলাষ করলো পূরণ
শুন শুন সুকেশী রূপসি !
অব্যর্থ এ মন্ত্ররশ্মি মহা- আকর্ষণে,

টেনেছ আমারে বিনো
তাই আমি আসিয়াছি
তোমারি সকাশে প্র
আমার এ মনস্কাম
তোমার কি হয়
তবে যদি এক
দিননাথ ম্লান
চ'লে যাবে হুতাশ নিশ্বাসে,
তুমিও অপরাধিনী হ'বে প্রাণময়ি !"

এইরূপ প্রিয়ভাসে দিনেশ তপন,
কাতরে মিনতি করি যাচিল প্রণয়।
তবু কিন্তু লজ্জা-ভয়ে ভোজরাজসুতা,
কমলিনী-মনোহরে না দেন সম্মতি।
দিনপতি প্রিয়ভাষে কহিলেন পুনঃ ;—
"শুন বালে—সুভগে সুন্দরি বরারোহে !
কেন এত সচকিতা হইতেছ ভীতা ?
এই কিহে কোমলার কোমল আচার ?
কহি শুন পুনঃ প্রেমময়ি !
আমার প্রসাদ-বলে—
নারী-ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রহিবে তব,
কোন দোষে হ'বে না পতিতা প্রণয়িনি !
সূর্য্যের কুন্তীর এই সুমিলন কথা,—
ত্রিজগতে কেহ না জানিবে।
এস প্রিয়ে, অচুম্বিত-প্রস্ফুট-গোলাপ !
মনোহর সুবাস আঘ্রাণে—
ঘ্রাণেন্দ্রিয় পূর্ণ কর মোর !
অপ্রস্ফুট সুধারস,
আ মরি নবীনা সুধাময়ি !

তৃপ্ত কর সুধাদানে এ তপ্ত অন্তর!
প্রজ্বলিত প্রভাকরে স্নিগ্ধ কর প্রিয়ে!"
কমলিনী-প্রাণহর পরম প্রেমিক!
যার প্রেমরসে বসুন্ধরা জীবিতা জাগ্রতা,
যার প্রেমে ত্রিভুবন পূর্ণ প্রাণময়,
সেই প্রাণনাথ প্রদীপ্ত রবির,
হেন কাতরতা—হেন প্রেমভাষ শুনি,
পরমা-প্রেমিকা ভোজ-রাজার নন্দিনী—
কুন্তীবালা, পূর্ণরূপে হইলা সম্মতা।

কর্ণের উৎপত্তি।

অতঃপর তপনের অব্যর্থ সংযোগে,
কুন্তীদেবী হইলেন পূর্ণ-গর্ভবতী।
অচিরাৎ ভগবান সূর্য্য-বার্য্যতেজে,
জনমিল পুত্র মনোহর,
কবচ-কুণ্ডলধারী অতীব সুন্দর!
কুন্তীর কন্যাত্ব পুনঃ আসিল ফিরিয়ে।
সদ্যোজাত কুমারে নিরখি' ভোজসুতা,
অন্তরেতে মহা সশঙ্কিতা;—
"কি করি এখন?
কেমনে এ পুত্রোৎপত্তি-কথা,
রাজপুরে রাখি সংগোপনে?
সূর্য্যের এ বরদান—
এ সংসারে কেহ নাহি করিবে প্রত্যয়,
অকলঙ্ক পিতৃকুল হইবে পতিত!
কুল-কলঙ্কিনী হ'য়ে,

চিরদিন রহিব দুঃখিনী !
না না না না—তা' হ'বে না—কথন হ'বে না,
জগতের পরিত্যক্তা হ'য়ে—
কে চাহে রাখিতে প্রাণ এ বিশ্ব-সংসারে ?
যা' হয় তা' হ'বে—যা' থাকে কপালে,
সদ্যোজাত পুত্র এই করি আচ্ছাদন,
চুপি চুপি অতীব গোপনে—
এখনি ভাসায়ে দিই তটিনী-প্রবাহে।
দিনমণি ! রক্ষা কর তব পুত্রধনে,
মহাপাপ কবহ বিনাশ ;
মহেশ্বাস প্রবল তপন !
উদ্দেশে তোমাব পদ কবিয়ে পূজন,
পুত্ররত্ন মহাজলে দিব বিসর্জ্জন,
মাতা পুত্রে রক্ষা কর দেব দিননাথ।"
এই বলি আত্মদোষ কবিতে ক্ষালন,
মঞ্জুষায় মহাযত্নে করিয়া রক্ষণ,
পাষাণে বাঁধিযা প্রাণ ভূপাল-বালিকা—
নদীজলে পুত্রধনে দিল ভাসাইয়া।
—মঞ্জুষায অবস্থিত সদ্যোজাত শিশু,
ভাসিতে ভাসিতে চ'লে গেল—
অতিক্রমি কত দেশ কতই নগর !
যশস্বী রাধার স্বামী অধিরথ সূত,
দৈবক্রমে প্রাতঃস্নানে আসি—
দেখিল পরম-সুশ্রী কবচ-কুণ্ডলধারী,
সদ্যোজাত শিশু এক জলে ভাসমান।
সহৃদয় করুণ-হৃদয় অধিরথ,
পরম দয়ার্দ্রচিতে
জল হ'তে করি উত্তোলন,

পুত্ররত্নে করিবারে লালন পালন,
(পুত্রত্বে গ্রহণ হেতু)
ল'য়ে গেল আপন ভবনে।
কবচ-কুণ্ডলরূপ ধনের সহিত—
করিয়াছে জনম গ্রহণ,
এই হেতু প্রাপ্ত বয়ঃকালে,
"বসুষেণ" নামে অভিহিত করিল কুমারে।
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাশাস্ত্রবিৎ,
সর্ব্বগুণময় পুত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—
সূর্য্যাত্মজ বসুষেণ,
প্রত্যহ প্রভাত হ'তে প্রদোষ অবধি,
করিতেন প্রাণ ভবি' সূর্য্য-উপাসনা।
সে সময় অর্থী-প্রার্থী ব্রাহ্মণ সকলে,
তাঁহার নিকটে যাহা করিত প্রার্থনা,
অতি কষ্টসাধ্য—অতি দুষ্প্রাপ্য হ'লেও,
বসুষেণ পরাঙ্মুখ না হ'তেন কভু।
অতঃপর অত্যাশ্চর্য্য নেহার ঘটনা।
ভয়ঙ্কর কুরুক্ষেত্র সমর সময়ে,
তোমার প্রপিতামহ –
ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় হিত সাধিবারে,
দেবরাজ দ্বিজরূপে ধরি ছদ্মবেশ,
তাঁহার সকাশে আসি অতি প্রীতিভাবে,
অঙ্গস্থ কবচ বস্তু করিলে প্রার্থনা,—
বসুষেণ অবিলম্বে আত্মদেহ হ'তে,
নৈসর্গিক সে কবচ করি উন্মোচন,
ম্লান-বদনে ইন্দ্রে করিল প্রদান।
ন আত্মত্যাগ—
ন অলৌকিক মহাদান হেরি,

পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে সহস্রলোচন,
সর্ব্বলোক-ভয়াবহ প্রতিদায় রূপ,
অসামান্যা শক্তি অস্ত্র করিয়া প্রদান,
কহিলা সাদরে বসুষেণে ;—
"শুন বৎস, হেরি তব অলৌকিক দান,
পুলকে পূর্ণিত মোর হইল পরাণ।
এই হেতু—
এই এক মহাশক্তি পুরুষ-ঘাতিনী—
করহ গ্রহণ বৎস !
ইহাতে বিশেষ তব হ'বে উপকার।
মন্ত্র পাঠ করি—
এই অস্ত্র যার প্রতি করিবে নিক্ষেপ,
চরাচরে কুত্রাপি সে পাবে না নিস্তার,
অবশ্য সে শক্তিশেলে হ'বে নিপাতিত।"
এই বলি ইন্দ্রদেব করিল প্রস্থান।
বসুষেণ আত্মভেদ করি—
দেবেন্দ্রে কবচ দান করিল বলিয়া,
তদবধি এ সংসারে হইল বিখ্যাত—
কর্ণ আর বৈকর্ত্তন নামে।

কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ।

অতঃপর কালক্রমে বিধির বিধানে,
কুন্তিভোজালয়ে থাকি' কুন্তী-মনোরমা,
নবীনা যুবতীপদে হ'ল অভিহিতা।
জনশ্রুতি—লোকপ্রমুখাত—
কুমারীর অলোকসামান্য রূপরাশি—
অতুল মাধুর্য্য কথা সৌন্দর্য্য-কাহিনী,

দেশে দেশে ভেসে গেল প্রবাহ বহিয়ে।
করদ অধীন আর স্বাধীন সম্রাট্,
শুনিয়া এ সুমহতী রূপসীর কথা,
অন্তরেতে মদনের মহাব্যথা পেয়ে,
কন্যা লাভ-আশে—পাণিগ্রহণাভিলাষে,
কুন্তিভোজ-সকাশে সকলে,
দলে দলে দূতগণে করিল প্রেরণ।
কুন্তীর জনক সদাশয,
ভাবিলেন একান্ত হৃদয়ে ;—
"একটি তনয়া মোর ননীর পুতলি—
কার করে কবিব অর্পণ ?
বহু বহু রাজা মহারাজা,
আমার তনয়া-প্রার্থী।
কি করি,—কাহারে কন্যা করিব অর্পণ ?
কি করিব হায়,—
কি করি উপায ?
কোন্ দিক্ রক্ষা করি ?
কারে করি কন্যা সম্প্রদান ?
অজ্ঞান চঞ্চল মন কুন্তীর বিবাহে !
স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য আমার ;
কাল(ই) করি সভা অনুষ্ঠান,
নিমন্ত্রণ করি যত মহারাজগণে,
মনোহর বেশভূষা করি',
আসুন সকলে স্বয়ম্বর-স্থানে।
নিরূপিত শুভদিনে—
কন্যা মোর যাঁয়ে হেরি করিবে মনন,
এই কথা—এই স্থির—প্রতিজ্ঞা আমার,
তাঁরি করে করিব অর্পণ।"

—অতঃপর ভোজরাজ মহাহর্ষভরে,
দেশে দেশে নগরে নগরে চতুর্দ্দিকে—
দূতগণে নিমন্ত্রণ-পত্র করি দান,
পৃথিবীর রাজগণে কৈলা নিমন্ত্রণ,
রাজাদেশে রঙ্গস্থল হইল নির্ম্মাণ।
মনোহর চন্দ্রাতপ চন্দ্রোপম আভা,
স্থানে স্থানে রাজ-সিংহাসন,
মণি মুক্তা প্রবালে জড়িত—
মহান্ সজ্জিত সভা অমরা-লাঞ্ছিত।
স্বয়ম্বর-শুভদিন ক্রমে সমাগত,
সমাগত স্বাগত নৃপতি-সুত যত,
স্বীয় স্বীয় সুখাসনে সবে অলঙ্কৃত!
যশস্বিনী কুন্তীবালা পিতার আজ্ঞায়,
সভাস্থলে হইলা উপনীত।
গলে পুষ্পমালা,
পুষ্পের স্তবক আর করে পুষ্পহার,
মনোনীত বরে দিতে উপহার,
স্বীয় রূপ-প্রভা উজলিয়ে,
রঙ্গস্থলে করিলা প্রবেশ।
অকস্মাৎ দেখিলেন কুন্তিভোজ-সুতা,
মহাবল পরাক্রান্ত ভাস্কর সমান,
অনুপম মহাতেজা পাণ্ডু মহারথ,
দেহপ্রভা করি বিকীরণ—
সমস্ত ভূপতিগণে করি আচ্ছাদন,
সংগোপনে আছেন বসিয়ে।
সিংহসম ভীষণ-প্রতাপ,
বক্ষদেশ কবাট বিস্তার,
বিকচ কমলসম নয়ন যুগল।

জ্ঞান হয়, যেন পুরন্দর—
স্বর্গপুরী করি পরিহার,
কন্যা কামনায় আসি সভায় শোভিত।
সুভগা সুশীলা কুন্তী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,
নৃপতির মনোহর রূপ নিরীক্ষণে,
জর্জ্জরিত-কলেবরা মীনকেতু-বাণে।
ব্রীড়াবতী লজ্জারক্ত অবনতমুখে,
মনোহরা সখীগণ পরিবৃতা হ'য়ে,
পাণ্ডু নরপতি গলে—
সভাস্থ রাজন্যগণে, অবহেলে—
বরমালা করিল প্রদান!
হস্তিনাসম্রাট্ পাণ্ডু দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ—
বরত্বে বরণ হেরি',
কন্যা-কাম করি বিসর্জ্জন,
অন্যান্য ভূপতিগণ দুঃখে স্ববাহনে,
ম্লানমুখে করি আরোহণ,
বর কন্যা সুমিলন করিয়া স্মরণ,
অধোমুখে করিলা প্রস্থান।
শুভলগ্নে শুভদিনে কুন্তিভোজরাজ,
পাণ্ডু নৃপতির সনে কন্যার বিবাহ—
নির্ব্বাহ করিল সুখে সহ-পরিবারে।
অতঃপর বর কন্যা যুগলের শোভা,
সুশোভিল শচী-সখ-সহস্রাক্ষ প্রায়।
বেদ-বিধি বিবিধ বিধানে,
পাণ্ডুর উদ্বাহ ক্রিয়া হইল সমাধা।
কুন্তী-পালয়িতা কুন্তিভোজ মহারাজ,
কত ধন সম্পত্তি যৌতুক করি দান—
পাণ্ডুরে কন্যার সনে হস্তিনানগরে,

মহানন্দে করিলা প্রেরণ।
কুরুকুলোজ্জ্বল পাণ্ডু রাজ-রাজেশ্বর,
সুমহতী অনিকিনী ধ্বজ-পতাকিনীসনে—
ঋষি, দ্বিজ, প্রজাদের—
আশীর্ব্বাদ স্তুতিগীত শুনিতে শুনিতে,
ইন্দ্রাসন প্রায় বরাসন উজলিয়ে,
স্বপুরে পশিলা বীর প্রণয়িনী ল'য়ে।
কিছুদিন এই রূপে পাণ্ডুনরপতি,
রূপবতী প্রিয়তমা কুন্তীর সংহতি,
প্রেমখেলা খেলিলেন বিবিধ বিধানে।

মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ।

এইরূপে নৃপতির মহা-প্রেমামোদে—
কালস্রোতে কিছুদিন যায়;
শান্তনব ভীষ্ম মহাত্মন্,
পাণ্ডুর অপর এক বিবাহে মনন,
করিলেন পরামর্শ সত্যবতী-সনে।
অকস্মাৎ শুনিলেন দেবব্রতদেব,
"মদ্ররাজ কীর্ত্তিমান ধীমান্ শল্যের,
অনুপমা মাদ্রী নাম্নী ভগিনী তাঁহার,
আজিও কুমারী, বালা সর্ব্বাঙ্গ রূপসী!"
এ শুনি ভীষ্ম কি কভু থাকিবেন স্থির?
তখনি পাণ্ডুরে বরাসনে বসাইয়ে,
প্রধান প্রবীণ দ্বিজ ঋষিগণ সনে,
চতুরঙ্গ অনিকিনী পরিবৃত হ'য়ে—
মদ্রদেশে সমারোহে করিল গমন।

মদ্ররাজ শল্য মহাত্মন্,
ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মের শুভ-আগমন শুনি',
অতিমাত্র হর্ষভরে সত্বর আপনি,
সমাদর সম্ভাষণে পরম যতনে—
স্বদলে ভীষ্মেরে সম্ভাষিলা নিজ পুরে।
উপযুক্ত সিংহাসন—
পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক করিয়া প্রদান,
যথোচিত সুসম্মান করিল তাঁহার।
অতীব বিনয়ে আহা, শল্য-অধিপতি,
কুরুপতি ভীষ্মদেবে,
সুধাইল আগমন-সংবাদ কারণ।
কহিলেন ভীষ্ম দেবব্রত ;—
"শুনিলাম মদ্ররাজ! সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী—
তোমার সুশীলা-ভগ্নী, আজিও কুমারী।
এই মোর ভ্রাতৃস্পুত্র পাণ্ডু-গুণধরে,
সযতনে সম্প্রদান করহ ভগ্নীরে,
এ মানসে আসিয়াছি তোমার সকাশে।
শুন মদ্রপতি!
আমা দোঁহাকার বংশ পবিত্রতা-গুণে,
সমান, নাহিক উণ,—
কোন অংশে নাহিক প্রভেদ।
এই যুক্তি করিয়াছি স্থির,
পাণ্ডুরে ভগিনী করি দান,
কুটুম্বিতা কর রাজা, আমাদের সনে।"
—অতীব বিনয়-গর্ভ মধুর বচনে,
কহিলেন মদ্র-অধীশ্বর ;—
"বীরবর!
তব বাক্যে অতি প্রীত হইলাম আমি,

অতীব সৌভাগ্য মম,
কখনই অসম্মতি নাহিক আমার।
কুরুবংশ করি পরিহার—
আর কোথা ভগ্নী দান করিব বীরেশ ?
তব কুলগতা হ'লে অনুজা আমার,
ভাগ্যবতী মানিব তাঁহারে ;
কিন্তু মহাত্মন্ !
আমাদের কুলকর্ম্ম—পূর্ব্ব-পুরুষের ধর্ম্ম—
আপনি ত সবিশেষ আছেন বিদিত ?
শুভ হ'ক—অশুভ হউক—
তাহে আমি অন্যমত—কেমনে করিব মহারথ ?
এই তব চরণে বিনীত নিবেদন !
সে নিয়ম করিয়া পালন—
আমারে করুন ধন্য—মহাভাগ্যবান।"
কহিলেন দেবব্রত ;—
"শুন মদ্রপতি !
এ বিষয়ে অসম্মতি কিছু নাহি মম।
প্রজাপতি আপনি স্বয়ং,
'শুল্কপণ করিয়া গ্রহণ—
কন্যাদান করিবে নিশ্চয় !'
এই বিধি তাঁর নির্দ্ধারিত।
নির্দ্দোষ সাধু-সম্মত কুলধর্ম্ম তব ;
অবশ্যই যুক্তিমত হইবে পালিত।"
এই বলি ভীষ্মদেব মদ্র-অধীশ্বরে
হয়, গজ, রথ, বাস, ভূষা,
মণিমুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত—
মহামূল্য অলঙ্কাররাজী,
শুল্করূপে করিলা প্রদান।

শল্যরাজ সে সকল করিয়া গ্রহণ,
মহাহর্ষ-ভরে—সালঙ্কৃতা ভগিনী মাদ্রীরে,
ভীষ্মকরে পাণ্ডু হেতু করিলা প্রদান।
প্রত্যাগত হ'য়ে ভীষ্ম হস্তিনানগরে,
প্রাসাদে পরম যত্নে রাখিলা মাদ্রীরে।
অনন্তর শুভদিনে শুভলগ্ন-যোগে,
পাণ্ডুসনে মহাসমারোহে—
মাদ্রীর উদ্বাহ-ক্রিয়া হইল নির্ব্বাহ।
শুভ বিভা হ'লে সম্পাদিত,
নরবর পাণ্ডুগুণধর—
অত্যুন্নত সে রাজ-প্রাসাদে,
বিচিত্র সুরম্য হর্ম্ম্য করিলা নির্দ্দেশ।
পরম প্রণয়ে প্রেমাবেশে,
কিছুদিন কেটে গেল দোঁহে এক প্রাণে।
কুন্তী মাদ্রী মনোহরা দুই রাণী ল'য়ে,
স্বেচ্ছামত করেন বিহার।

পাণ্ডুর দিগ্বিজয়।

উদার প্রেমিক রাজা পাণ্ডুগুণাধার,
এইরূপে মহাসুখে ত্রয়োদশ নিশা—
অন্তঃপুরে মহাসুখে করিয়া বিহার,
দিগ্বিজয় আশে—
ভীষ্ম আদি বৃদ্ধ গুরুগণে—
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রে করিয়া প্রণাম,
যথাযোগ্য সকলের ল'য়ে অনুমতি,
চতুরঙ্গ সৈন্য-সহকারে—

দিগ্বিজয়ে শুভযাত্রা কৈলা শুভযোগে।
শুভ-যাত্রা কালে,
নাগর নাগরী পুরনারীগণে,
নানাবিধ মঙ্গলাচরণ.
বীররস-পূর্ণ স্তুতি গান,
একতানে তুলে তান সবে ফুল্ল-প্রাণে।
বিবিধ পতাকা-শ্রেণী উড়ে পত-পতে,
রাজপথে জনস্রোতঃ উঠে ওতঃপ্রোত,
ঘোর ঘনঘটা—
বাজে বাদ্য মেঘমন্দ্র জিনি।
সুবিপুল সৈন্যদল সনে,
হস্তী, অশ্ব, রথ আর পদাতি সঙ্কুল,
বাহিরিল পাণ্ডুরাজা নগর হইতে।
প্রথমতঃ কুরুকীর্ত্তি রাজা—
পূর্ব্ব অপরাধী দশার্ণ-পতিরে,
মহারণে করিতে সংহার,
পশিলা দশার্ণদেশে ভীম হুহুঙ্কারে।
তাঁহার সে মহাবল মহাদল স্রোতে,
হায় রে দশার্ণপতি—
খরস্রোতঃ কালস্রোতে কোথা ভেসে গেল!
অতঃপর মহাবৈরী—বহু অপকারী,
বলদর্প সমন্বিত মগধরাজেশে,
মহাবাণে করিয়া সংহার—
তাঁহার কোষস্থ মণি, রত্ন সমুদয়,
আর তাঁর চতুরঙ্গ সেনাচয় সনে—
করিলেন আত্মসাৎ ভীমবাহুবলে!
মিথিলায় ভীমদম্ভে ক'রিয়া প্রয়াণ,
আহবে বিদেহগণে কৈলা পরাভব;

বশীভূত হ'ল তারা পাণ্ডুর অধীনে।
অবশেষে মহাযশা বীর,
কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র আদি অন্য অন্য দেশে,
জয় রোল কল্লোল তুলিয়া—
সদলে পশিলা ভীমবলে!
তথাকার রাজগণে করি পরাজয়,
স্থাপিলা অনন্তকীর্ত্তি এই কুরুকুলে।
এইরূপে পাণ্ডুর ভীষণ শরানলে—
দগ্ধীভূত হ'ল রাজগণ!
হীন-বল নৃপদল কিঙ্করের প্রায়,
বশ্যতা স্বীকার করি সম্রাট্ চরণে,
তাঁহার মঙ্গল কাজে হইল ব্যাপৃত।
পাণ্ডুরে একাধিপত্য করিয়া প্রদান—
অধীন করদ নৃপগণ,
অতীব বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে,
মণিমুক্তা প্রবাল রজত স্বর্ণ রাশি—
হস্ত্যশ্ব, মহিষ, রথ—
রাঙ্কব প্রভৃতি আস্তরণ—
ভক্তিভরে রাজপদে করিল অর্পণ।
রাজসিংহ ভীমবাহু পাণ্ডু মহোদয়,
বিশাল ভারতরাজ্যে একেশ্বর হ'য়ে,
বলবৃন্দ দমি' বাহুবলে—
মহানন্দে ফিরিলেন হস্তিনাভিমুখে।
ভরত-শান্তনু-ম্লান যশের চন্দ্রমা,
এতদিনে পূর্ণরূপে
পাণ্ডু হ'তে প্রকাশিল পুনঃ পূর্ণিমায়।
কুরুকুল নিরাশ্রয় অসহায়-কালে,
যাহারা হরিয়াছিল কুরু-রাজ্যধন,—

করিলা পুনরুদ্ধার পাণ্ডু-মহাবল।
বিপুল অক্ষয় বলে করিয়া দমন,
লোকমুখে শুনিয়া পাণ্ডুর দিগ্বিজয়,
ভীষ্মদেব অতি প্রীতমনে—
পৌর-জনপদ আর মন্ত্রিগণ সনে,
সাদর সম্ভাষ তরে—
সিংহদ্বারে কৈলা অবস্থিতি।
এদিকে বাসবসম অমিতবিক্রমী,
ঘোররোলে বিজয় নিশান তুলে,
প্রাসাদের সিংহদ্বারে আসি'
প্রণমিলা দেবব্রতে—গুরুজনগণে।
রাষ্ট্রজয়ী—বিশ্বজয়ী পাণ্ডুরে নেহারি',
ভীষ্মদেব প্রেমানন্দ-চিতে,
প্রেম-বাষ্প-চ'খে করিলেন আলিঙ্গন।
চতুর্দ্দিকে তুর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভির ধ্বনি,
মহানন্দ—মহান্ কল্লোল—
জয় জয় গান—
একতানে গগন ভেদিয়া উঠে!
আনন্দের সীমা নাই হস্তিনা-প্রাসাদে।
ভ্রাতুষ্পুত্রে বক্ষে করি ভীষ্ম মহামনা,
ল'য়ে গেল সৌধের ভিতর।

পাণ্ডুর বনবিহার ও বিদুরের বিবাহ।

তমাচ্ছন্ন রাজপুরী হ'ল আলোকিত!
সত্যবতী মহান্ পুলকে পুলকিত—
প্রিয়-পৌত্র পাণ্ডুধনে করি নিরীক্ষণ,
অপার আনন্দে রাণী হইলা মগন।
জয়ন্তের আলিঙ্গনে ইন্দ্রাণী যেমন—
ভাবভোরে হ'ন স্নেহময়ী;
সেইরূপ কুরুকুলেশ্বরী,
পুত্রবরে আলিঙ্গিয়ে পুলকিত-তনু।
অমিত-বিক্রমী পাণ্ডু রাজা,
বিজিত অমূল্য রত্নরাশি,
ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র আর পুরোহিত-পদে,
ভক্তিভরে করিলেন অঞ্জলি প্রদান!!
রাজপুরে মহোৎসব—মহান্ পুলক!
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর প্রভাবে—
প্রচুর দক্ষিণা—শত শত অশ্বমেধ,
করিলেন সুচারু নির্ব্বাহ।
এইরূপে কিছুদিন হইলে অতীত—
বিচিত্র সুরম্য হর্ম্ম্য—রম্য রাজভোগে,
অপূর্ব্ব সুন্দরী—আদর্শ-রমণী
কুন্তী, মাদ্রী পত্নীদ্বয়-সনে,
বনবিহারের আশে—
বনপথে করিলা প্রয়াণ।
সদা সুখে মৃগয়ানুষ্ঠান,
প্রেমময়ী প্রিয়তমা হাস্যময়ী-সনে,
কভু অধিত্যকা কভু উপত্যকাদেশে,
কভু বা পর্ব্বতশিরে, মহাশালবনে,

করেণুর মধ্যবর্ত্তী—
গজরাজ ঐরাবত প্রায়,
ভ্রমেণ আনন্দে নৃপবর!
দেশবাসী বনবাসিগণ,
ভার্য্যাদ্বয়ে সুশোভিত,
বিচিত্র-কবচ-শালী ধনুর্ব্বাণধারী,
পাণ্ডুরে দেবতাজ্ঞানে করিত অর্চ্চনা।
ধৃতরাষ্ট্র প্রেরিত কিঙ্করগণে,
রাজরাণী প্রয়োজন মত,
সর্ব্ব কর্ম্ম করিত সাধন।
এইরূপে মহাতেজা পাণ্ডু মহারাজ—
কুন্তী, মাদ্রী প্রণয়িনীসনে,
কাননে পরম সুখে করিলা বসতি।
এ দিকেতে হস্তিনায় শান্তনু-নন্দন,
মহীপাল দেবকের পরমাসুন্দরী
পারসবী যুবতী কন্যারে,
হস্তিনায় করি আনয়ন,
করিলা শুভমিলন বিদুরের সনে।
মনমত ভার্য্যা লাভ করি—
ধার্ম্মিক বিদুর,
পত্নী প্রতি সদা যত্নবান,
গর্ভে তাঁর সৎপুত্র কৈলা উপাদন।

দুর্য্যোধনাদি একাধিক শতপুত্র ও দুঃশলার জন্ম।

অনন্তর প্রজ্ঞাচক্ষু মহাবলবান—
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী-জঠরে—
শতপুত্র কৈলা উৎপাদন।
সেবায় আছিল তাঁর এক বৈশ্যানারী,
গর্ভ তাঁর হ'ল না নিষ্ফল,
তাঁর(ও) গর্ভে পুত্র এক লভিল জনম।
অতঃপর ধর্ম্ম আদি পঞ্চদেব হ'তে,
মহাপুণ্যবতী-কুন্তী—মাদ্রীর জঠরে,
মহারথ পঞ্চপুত্র জন্মিল পাণ্ডুর।
এতদিনে এই কুরুকুল,
হ'ল পুনর্ভব বহু শাখা-প্রশাখায়।
হে মহাত্মা কুলরবি রাজা জন্মেজয়!
তুমি সেই পুণ্যবংশে ল'ভেছ জনম।
—কহিলেন জন্মেজয়,
"কহ দ্বিজোত্তম!
অন্ধের ঔরসে আর গান্ধারী-জঠরে,
শতপুত্র কেমনে জন্মিল তপোধন?
কোন্ কীর্ত্তি—কোন্ কার্য্য করি সম্পাদন,
কতদিনে আয়ুঃ শেষ হইল তাঁহার?
পুনঃ একি বিচিত্র ব্যাপার!
মহারাণী বর্ত্তমানে বৈশ্যার গর্ভেতে,
অন্ধরাজ—
কেমনে করিল এক পুত্র উৎপাদন?
কহ কহ মহামুনি!
অন্ধ নৃপমণি,

সানুকূলা স্বধর্ম্মাচারিণী—
প্রণয়িনী গান্ধারীর সনে,
করিতেন কিরূপ আচার ব্যবহার?
একি অপূর্ব্ব ঘটনা!
শাপগ্রস্ত পাণ্ডু নৃপ হ'তে,
পঞ্চপুত্র কেমনে জন্মিল?
অলৌকিক হেন সংঘটনা,
সবিস্তারে করিয়া বর্ণনা,
পিপাসিত অন্তরের কামনা আমার—
পরিতৃপ্ত করুন বিদ্বন্!"
কহিলেন বৈশম্পায়ন;—
"শুন কুরুকুলরবি রাজা জন্মেজয়!
একদিন মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
ক্ষুৎপিপাসায়—
মহাশ্রমান্বিত হ'য়ে,
উপস্থিত হইলেন হস্তিনা-প্রাসাদে।
গান্ধারী পরমাসতী মহাস্তুতিবাদে,
ভক্তিভরে সমাদরে,
পরম অতিথি দ্বৈপায়নে,
যথোচিত করিলা সৎকার।
মহাঋষি বেদব্যাস গান্ধারী সেবায়,
মহান্ সন্তুষ্ট হ'য়ে—
বরদানে হইলে উৎসুক,
সবিনয়ে কহিলা গান্ধারী,—
"দাসী প্রতি যদি তুষ্ট ওহে ঋষিবর!
এই বর করুন প্রদান,—
আমার জঠরে যেন স্বামীর সমান,
বলবান্ মহাগুণবান্—

শত পুত্র জন্মলাভ করে প্রাজ্ঞবান্!"
"তথাস্তু" বলিয়া ঋষি করিলা প্রস্থান।
অনন্তর কিছুকাল হইলে অতীত,
ধৃতরাষ্ট্র সহযোগে গান্ধারী মহিষী,
হইলেন গর্ভবতী ঈশ্বর-কৃপায়।
কিন্তু হায় শুন নরবরায়!
বিধির কি অপূর্ব্ব বিধান।
গর্ভ-ধারণের পর,
বর্ষদ্বয় হইল অতীত,
তবু ও সন্তান হায় ভূমিষ্ঠ না হয়!
রাজারাণী মহাচিন্তাকুল,
মহাশঙ্কা পুরবাসী-প্রাণে,
পূর্ণগর্ভা মহারাণী না হ'ন প্রসূতি।
অনন্তর একদিন—
শুনিলেন গান্ধারী মহিষী,
পাণ্ডুপত্নী কুন্তী মহারাণী,
বাল-সূর্য্য-সম-প্রভা পরম সুন্দর,
একপুত্র ক'রেছে প্রসব।
শুনিয়া কুন্তীর এই পুত্রোৎপত্তি-কথা,
মনে প্রাণে মহাব্যথা পে'য়ে,
সাতিশয় হ'য়ে ঈর্ষান্বিতা,
স্বামীর অজ্ঞাতসারে—
গর্ভপাত করিল গান্ধারী।
অমনি তখনি হায়! দ্বিবর্ষ-সম্ভূত—
এক মহা মাংসপেশী হইল প্রসূত!
একি অলৌকিক কাণ্ড!—অপূর্ব্ব-ব্যাপার!
সাতিশয় হইয়া দুঃখিতা মহারাণী,
মাংসপেশী পরিত্যাগে হইলে উদ্যত,

অকস্মাৎ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
হইলেন তথা প্রাদুর্ভূত!
আকস্মিক সন্ত্রাস বিস্ময়ে,
কহিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন;—
"একি রাজরাজেশ্বরী সুবল-নন্দিনি।
একি কাজ ক'রেছ সজ্ঞানে?
মম বাক্য করি অবহেলা,
কি মহা অনর্থপাত করিলে কামিনি!"
হিংসা লোভে হ'য়ে বশীভূতা,
নিজ মন-অভিপ্রায় করিয়া গোপন,
কহিলা গান্ধারী ছলে,—
"মহাত্মন! অপরাধ করহ মার্জ্জনা,
অজ্ঞান-ললনা আমি রক্ষা কর মোরে!
লোভমাখা কামিনীর কামনা-লালসা—
উদ্দীপিত হইয়াছে প্রাণে।
হিংসার জলন্ত জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হৃদে,
তাই প্রভো, তব বাক্য ক'রেছি হেলন।
রক্ষা কর ভগবন্!
কুন্তীর জন্মিল পুত্র শুনিলাম কাণে,
তাই প্রভো, হীনজ্ঞানে—ঈর্ষাপূর্ণপ্রাণে
গর্ভপাত ক'রেছি আমার!
হায় মুনিবর! দে'ছ মোরে বর,
শত পুত্র জন্মিবে জঠরে।
কিন্তু প্রভো, একি সর্ব্বনাশ!
একি ছার মাংসপিণ্ড করিনু প্রসব!
তব বাক্য হ'বেনা ত কখন অন্যথা,
প্রাণের এ তীব্রব্যথা ঘুচাও দয়াল!
বাক্য তব হ'ক সম্পূরণ।

এই মাংসপেশী হ'তে—
শতপুত্র করুন উদ্ভব।"
কহিলেন বেদব্যাস প্রশান্ত অন্তরে ;—
"শুন মা সুবল-সুতা।
মোর কথা কখন না হইবে অন্যথা।
মাংসপিণ্ড হীনবোধে ক'র না সংশয়,
অবশ্যই শতপুত্র লভিবে জননি!
শতপুত্র মা মা ব'লে ডাকিবে তোমায়।
শুন দেবি, কবহ প্রত্যয় মম ভাষে,—
অতি গুপ্তদেশে এই দৃঢ় মাংসপেশী,
একশত ঘৃতপূর্ণ কুম্ভের ভিতর,
রক্ষা কর অতি সাবধানে,—
অবিরাম জল-সেক কর দৃঢ় প্রাণে।"
ব্যাসের বচন শুনি শকুনি-ভগিনী,
ঘৃতপূর্ণ কুম্ভশত করিয়া প্রস্তুত,
অতি সংগোপনে স্থাপি' অতীব নির্জ্জনে
একমনে ভগবানে করিয়া স্মরণ,
দ্বৈপায়ন-চরণ হৃদয়ে প্রেমে স্মরি',
মাংসপিণ্ডোপরি,
অনিবার জলসেক করে ঝারি ভরি'।
শুন শুন রাজা জন্মেজয়!
অতীব বিস্ময়কর—অপূর্ব্ব ঘটনা!
কিছুক্ষণ জলধারা হইলে বর্ষিত,
একাধিক শতখণ্ডে বিভক্ত হইল।
প্রতি খণ্ড অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব পরিমিত
অতি ক্ষুদ্র ধরিল আকার!
অতঃপর গান্ধারী মহিষী,
গোপন-প্রস্তুত সেই কুম্ভ শত আনি'

অতি গূঢ়রূপে অতি নির্জ্জনপ্রদেশে,
ভগবান ব্যাসের বিধান অনুসারে,
সাবধানে করিলা রক্ষণ।
লোকাতিশায়িনী-ক্রিয়া হ'লে সমাধান,
ভগবান্ বেদব্যাস কহিলা রাণীরে ;—
"শুন সৌবলেয়ি!
অতিক্রান্ত হ'লে পরে দুইবর্ষকাল,
উন্মোচন ক'রো কুম্ভচয় ;—
কিন্তু শুন, বার বার করি মা বারণ!
ইথে যেন নাহি ঘটে কোন ব্যতিক্রম,
সবিশেষ থে'ক সাবধানে!"
এত বলি ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
হিমাচলে তপস্যায় করিলা গমন।
কালস্রোতে ভেসে গেল দুই বর্ষকাল ;
ব্যাসের অমোঘ-বাক্যমত,
বিধাতার অলৌকিক অপূর্ব্ব বিধানে,
দুর্য্যোধন জন্মিল প্রথমে।
ওই দিনে—ওই মহাক্ষণে,
জনমিল ভীমসেন পবন-ঔরসে।
কিন্তু শুন রাজা জন্মেজয়!
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির জন্ম হ'লে পর,
মহাপাপী দুর্য্যোধন লভিয়া জনম,
তুলিল কর্কশধ্বনি রাসভের প্রায়!
ঘোর ঘনরব—
কাঠিন্যের মহা হুহুঙ্কার!
গোমায়ু, গর্দ্দভ, গৃধ্র, বায়স প্রভৃতি,
অতি অমঙ্গল স্বরে করিল চীৎকার!
খরতর বহে প্রভঞ্জন,

ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত বিনামেঘে,
দেশে দেশে দিগ্দাহ—
ভয়ঙ্কর অশিব চীৎকার!
শোণিত মূষলধারে ঢালে জলধর!
ঘন ঘন ভূমিকম্প ধরা প্রকম্পিতা!!
ভয়ানক বিপদ—দুর্দ্দিন!!!
নেহারিয়ে অমঙ্গল অশুভ-ঘটনা—
ধৃতরাষ্ট্র উন্মনা-ব্যথিত কায়মনে,
মহাভীত সাতিশয় হইয়া ব্যাকুল,
কুরুকুল অনুকুল ভীষ্ম ও বিদুরে,
সকাতরে ডাকি দু'জনায়—
অপর সুহৃদগণ আর কুরুগণে
কহিলেন মহাভীত-প্রাণে;—
"হে কুরুবান্ধব—
সদাশয় মহাত্মা সকল।
জ্যেষ্ঠপুত্র জাতমাত্রে কি অনর্থপাত!
প্রত্যক্ষ ক'রেছ সবে জ্ঞানের নয়নে,
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মবীর,
এ মহাসাম্রাজ্য তারি পূর্ণ অধিকার।
একান্ত সভীতপ্রাণে সুধাই সবায়;
যুধিষ্ঠির গত হ'লে পর—
এই পুত্র হ'বে কি হে রাজ্য অধিকারী?
সদসৎ করি' বিবেচনা,
আমায় অম্লানমনে প্রদান' উত্তর।"
রাজসভা নিস্তব্ধ নিথর!
এ প্রশ্নের নাহি প্রত্যুত্তর—
কুরুগুরুগণ—অতি ম্লান সভীত অন্তরে
পরস্পর মুখ চাহি আছেন নীরব।

হেন কালে ভয়ঙ্কর বোলে,
নিষ্ঠুর ক্রব্যাদগণ করিল চীৎকার!
অতি অমঙ্গল স্বরে পাপ শিবাকুল,
অতীব কর্কশ-কণ্ঠে দিল প্রত্যুত্তর।
হেন দুর্নিমিত্ত—ঘোর দুর্লক্ষণ হেরি,
ধীমান বিদুর আর ভীষ্ম কুরুগণ,
ধৃতরাষ্ট্রে কাতরে কহিল ;—
"ক্ষমা কর হে মহারাজন্!
এই তব জ্যেষ্ঠপুত্র অতি নরাধম!
অতি অলক্ষণ—অতি অবাধ্য দুর্জ্জন!
ইহারি কারণ—
এ সকল দুর্লক্ষণ তীব্র প্রদর্শিত।
এই হেতু স্পষ্ট বোধ হয়,
তোমার তনয় এই পাপাত্মা দুর্জ্জয়—
এই পাপী মূঢ় হ'তে—
এ মহান্ কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল।
আমাদের হীন বোধে—
এই মত হয় সমুচিত,
ত্বরায় এ পাপপুত্র করুন বর্জ্জন।
তা' না হ'লে সুমহান্ অনর্থ ঘটিবে।
শুন হে ভূপাল!
রাজরাজেশ্বর কৃপাল মহান্,
এই তব জ্যেষ্ঠপুত্র হ'তে,
ভবিষ্যতে কি যে মহা অনর্থ ঘটিবে,
ভাবিয়ে সে ভাব তাহে না পাই নিস্তার!
বংশ যদি রক্ষিবারে চাহ,
তবে এই দুরাত্মারে করিয়া বর্জ্জন,
অপর একোনশত নন্দন সহিত

অতি সুখে কাল যাপ' ওহে মহীপাল !
জগতের হইবে মঙ্গল।
শাস্ত্রকার কহেন সর্ব্বথা,
একজনে ত্যজিলে যদ্যপি,
কুল মান হয় সংরক্ষণ,
অবশ্য করিবে তাহা—শাস্ত্রের বিধান।
কুল-পরিত্যাগে যদি গ্রাম রক্ষা হয়,
একান্ত সর্ব্বতোভাবে বিধেয় সর্ব্বদা ;
কিন্তু যদি জনপদ রক্ষিবারে চাহ,
গ্রাম ত্যাগ কর অবহেলে।
অথবা সমস্ত পৃথ্বী করিয়া বর্জ্জন,
আত্মরক্ষা হয় যদি তাহে,
তাহাও বিধেয় মতিমান !"
হেন সৎকথা—হেন সৎ উপদেশ,
কহিলেন ধার্ম্মিক-মণ্ডলী ;
কিন্তু তবু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহ হেতু,
মায়ার্ণব সেতু—
স্নেহময় পুত্রমুখ না পারি বিস্মরি'
জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনে,
প্রাণ ধ'রে পারিল না করিতে বর্জ্জন।
দুর্য্যোধন জনমের কিছু দিন পরে,
ঊনশত পুত্র আর একটি তনয়া,
জনমিল পরে পরে বিধি অনুসারে।
ফলতঃ জে'নো হে জন্মেজয় !
মাসেক ভিতরে,
এ বিস্তীর্ণ কুরুবংশ-মাঝে,
শতপুত্র এক কন্যা হইল উদ্ভব।
অতঃপর শুন আরো রহস্য-জনম ;—

যখন গান্ধারী সতী ছিলা গর্ভবতী,
অতি কষ্টে গর্ভভার—
ক্লিষ্টমনে করিতেন সদাই বহন,—
সেই কালে এক দাসী বৈশ্যা গুণযুতা,
আছিলেন রাজার সেবায়।
তাঁর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র-রাজ-সহযোগে,
জন্মিল যুযুৎসু বীর ধার্ম্মিক সুধীর!

দুঃশলার জন্ম-বিবরণ।

কহিলেন জন্মেজয় ব্যাকুল অন্তরে ;—
"শুনিলাম হে মহর্ষে জনম-কথন,
কিন্তু প্রভু, মনে বড় সংশয় ভীষণ!
ইতিপূর্ব্বে কহিলে আমারে,
গান্ধারী-জঠরে—
ব্যাসবরে শতপুত্র লভিল জনম।
তবে প্রভু কিরূপে কন্যাটি,
মাংসপেশী হ'তে পুনঃ লভিল জনম?
ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
গান্ধারী-প্রসূত সেই মহা-মাংসপেশী,
শতখণ্ডে করিল বিভাগ।
গান্ধারী ত আর গর্ভ করেনি ধারণ;
তবে প্রভু, বল বল ধরি শ্রীচরণ,
কিরূপে দুঃশলা নাম্নী—
শতাধিক আর কন্যা লভিল জনম?
পরিষ্কার পরিস্ফুট করুন বর্ণন!"
কহিলেন বৈশম্পায়ন ;—

"শুন শুন হে মহারাজন্!
প্রশ্ন তব বুঝিনু বিশেষ;
সবিশেষ শুন প্রভো! কায়মনঃ-প্রাণে;—
করকা-শীতল জল করিয়া সেচন,
মাংসপেশী প্রতি ভাগে করিলা বিভাগ।
রাণীর নিয়োক্তা ধাত্রীগণ,
প্রতি ভাগ কুম্ভ মধ্যে করিল স্থাপন।
হেনকালে মহারাজ্ঞী সুবল-নন্দিনী,
মনে মনে করিলা চিন্তন:—
কথন(ও) মহর্ষিবাক্য হ'বেনা অন্যথা,
অবশ্য আমার শত-সন্তান জন্মিবে।
কিন্তু হায়, বিধি মোরে সদা হ'ন বাম!
যদি এক কন্যা জনমিত,
তা হ'লে আমার পতি দৌহিত্র জনিত—
কোন পাপে কোন তাপে না হ'ত পতিত।
আমিও দৌহিত্র ল'য়ে সংসার মাঝারে,
লোক-যাত্রা করিতাম সুখেতে নির্ব্বাহ।
যদি কভু ভক্তিদানে—
গুরুজনে ক'রে থাকি সেবা,
তবে যেন মোর পুণ্যবলে,
এক কন্যা জন্মে মোর পতিসেবা-ফলে।"
এইরূপ চিন্তা করে গান্ধারী মহিষী,
হেনকালে ব্যাসদেব তথা প্রবেশিলা;
গান্ধারীর মনোভাব বুঝিয়া অন্তরে,
সে সকল ভাগ করিয়া গণনা,
দেখিলেন স্বচক্ষে নেহারি,
একশত একভাগ খণ্ডে পরিণত!
কহিলেন গান্ধারীরে দেব বেদব্যাস;—

"শুন বৎসে, শুন শুন কুরুকুলেশ্বরি!
এই শত ভাগ তব
শতপুত্রে হ'বে পরিণত।
এই যে অপর ভাগ হেরি অবশেষ,
শুন মা বিশেষরূপে,
ইহা হ'তে কন্যামুখ করিবে দর্শন।
দৌহিত্র-জনিত-লোক পাইবে নিশ্চয়,
বাক্য ধর, ইথে আর নাহিক সংশয়!"
বেদব্যাস আর এক ঘৃতকুম্ভ আনি',
কন্যাভাগ স্থাপিলেন তাহে।
শুন শুন মহারাজ!
এইরূপে দুঃশলা রাজার প্রিয়সুতা,
প্রসূতা হ'লেন ধরাতলে,
তার পর বল আর কি করি বর্ণন?

দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতা এবং কন্যার নামকরণ।

কহিলেন জন্মেজয় পিপাসিত-প্রাণে;—
"জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠতাক্রমে, এই ধরাধামে,
শতপুত্র কি নামে হ'লেন অভিহিত?
ত্বরায় বিশদভাবে,
এ রহস্য করিয়া প্রকাশ—
কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন আমার।"
কহিলেন বৈশম্পায়ন;—
"ওহে মহাত্মন্ কুলরবি ধার্ম্মিক-প্রবর!
যথাজ্ঞানে শতনাম করিব বর্ণন,

আমারো হইবে দূর মনের সংশয়,
অবধান রাজা জন্মেজয় ;—

১
প্রথমেতে জনমিল রাজা দুর্য্যোধন,
২ ৩
দ্বিতীয় যুযুৎসু রাজা, পরে দুঃশাসন,
৪ ৫ ৬ ৭ ৮
দুঃশল, দুঃসহ, জলসন্ধ, সম, সহ,
৯ ১০ ১১ ১২
বিন্দ, অনুবিন্দ, দুষ্প্রধর্ষণ, সুবাহু,
১৩ ১৪ ১৫ ১৬
দুর্ধর্ষ, দুর্ম্মুখ, আর কর্ণ, দুর্ম্মর্ষণ,
১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
বিবিংশতি, শল, সত্ব, চিত্র, সুলোচন,
২২ ২৩ ২৪ ২৫
উপচিত্র, বিকর্ণ, চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র,
২৬ ২৭ ২৮ ২৯
শরাসন, দুর্ব্বিগাহ, বিবিৎসু, দুর্ম্মদ,
৩০ ৩১ ৩২ ৩৩
সুনাভ, বিকটানন, নন্দ, উর্ণনাভ,
৩৪ ৩৫ ৩৬
সুবর্ম্মা, উপনন্দক, বীর চিত্রবাণ,
৩৭ ৩৮ ৩৯
চিত্রবর্ম্মা, অয়োবাহু, দুরবিমোচন,
৪০ ৪১ ৪২
চিত্রাঙ্গ, চিত্রকুণ্ডল, বীর মহাবাহু,
৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬
ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, সুষেণ,
৪৭ ৪৮ ৪৯
উগ্রায়ুধ, বলবরধন, কুণ্ডধার,
৫০ ৫১ ৫২
মহোদর, চিত্রায়ুধ, পাশী,
৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬
দুষ্কর্ণ, নিষন্দী, দৃঢ়বর্ম্মা, বৃন্দারক,
৫৭ ৫৮ ৫৯
দৃঢ়ক্ষেত্র, সোমকীর্ত্তি, অনূদর,
৬০ ৬১ ৬২ ৬৩
দৃঢ়সন্ধ, জরাসন্ধ, সত্যসন্ধ, সদ,
৬৪ ৬৫ ৬৬
সুবাক, দুষ্পরাজয়, রাজা উগ্রশ্রবাঃ,

৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০
সুহস্ত, অপরাজিত, বাতবেগ, উগ্রসেন,
৭১ ৭২ ৭৩
কুণ্ডশায়ী, বিশালাক্ষ, ধীর দুরাধর,
৭৪ ৭৫ ৭৬
সুবর্চ্চাঃ, আদিত্যকেতু, দৃঢ়হস্ত বীর,
৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০
বহ্বাশী, কবচী, কুণ্ড, বলী নাগদত্ত,
৮১ ৮২ ৮৩
অগ্রযায়ী, ভীমরথ, রাজন ক্রথন,
৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭
ধনুর্দ্ধর, উগ্র, অলোলুপ, বীরবাহু,
৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১
অনাধৃষ্য, কুণ্ডভেদী, বিরাবী, অভয়,
৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫
প্রমথ, চিত্রকুণ্ডল, ব্যূঢ়োরু, প্রমাথী,
৯৬ ৯৭ ৯৮
কুণ্ডাশী, কনকধ্বজ, আর দীর্ঘরোম,
৯৯ ১০০
বিরজা ও দীর্ঘবাহু এই পুত্র শত—
তার পর এক কন্যা দুঃশলা নামিনী
প্রসবিলা মহারাণী সুবল-ভগিনী।
শতপুত্র পরস্পরে কেহ নহে ন্যূন,
সকলেই অতিরথ যুদ্ধ বিশারদ,
বেদবেত্তা সর্ব্বশাস্ত্র কুশলী সকলে!
যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ মহারাজ,
পরীক্ষিতা, সৎকুলোদ্ভবা—
পরমাসুন্দরী রম্যা রাজপুত্রীগণে,
করি আনয়ন স্বীয় উৎকৃষ্ট প্রাসাদে,
শুভদিনে শুভযোগে অতি শুভক্ষণে—
পুত্রগণে দিলেন বিবাহ।
অতঃপর রাজবালা দুঃশলা কন্যারে,
সিন্ধুদেশ অধিপতি জয়দ্রথ করে,
করিলেন সম্প্রদান অতি সমাদরে।

পাণ্ডুর প্রতি মৃগরূপী কিন্দমমুনির অভিশাপ।

কহিলেন জন্মেজয় পিপাসিত প্রাণে ;—
"শুনিলাম তপোধন, অদ্ভুত-কাহিনী !
ব্যাসবরে কুরুকুল শাখা প্রশাখায়,
সুবিস্তারে বংশতরু হইল রোপণ ;
শতপুত্র শতনাম শুনিনু শ্রবণে ;—
মম বৃদ্ধপিতামহ পাণ্ডুর চরিত,
শুনিতে বড়ই মোর কৌতূহল-চিত।
কেমনে জন্মিল তাঁর পঞ্চবীর সুত ?
পাণ্ডবের অতুলিত যশোকীর্ত্তি গাথা—
আমূলতঃ করিয়া কীর্ত্তন,
দেবগণ অংশাবতরণে—
পুরন্দর-পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডব,
দেব অংশে কেমনে জন্মিল তাঁরা সবে ?
কৃপা করি করুন কীর্ত্তন কৃপাময় !
বৈশম্পায়ন ক'ন—"শুন শুন হে রাজন্ !
একদিন মৃগয়া-বিহারী নরপাল,
মৃগ-ব্যাল পরিপূর্ণ মহারণ্য মাঝে,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সাজে হৈলা উপনীত।
হেনকালে অকস্মাৎ হেরিলেন ভূপ,
এক মৃগ-যূথপতি মৃগীর সহিত
অতি নিমগণ দু'টি কামক্রীড়া-রসে।
নেহারি' বীভৎস দৃশ্য সাধু বিগর্হিত,
মোহবশে মহীপাল পাণ্ডু মহারথী,
এককালে পঞ্চবাণ করিলা নিক্ষেপ।
হায় হায়, শুন জন্মেজয় !

হিতে মহা-সর্ব্বনাশ ঘটিল অচিরে,
বর্ণিবারে রুদ্ধকণ্ঠ হয় হে আমার!
নহে গো প্রকৃত ওই হরিণ-দম্পতী;
এক অতি মহাতেজা ঋষির নন্দন—
প্রণয়িনীসনে,
লোকালয় করি' পরিহার,
মৃগরূপ করি' পরিগ্রহ,
আছিল প্রমত্ত দোঁহে মহাক্রীড়ারসে।
দেবরাজ-বজ্র-সম মহাশরাঘাতে,
আর্ত্তনাদ হাহাকারে—
বনভাগ করি প্রকম্পিত—
উলটি পড়িল আহা মৃত্যুমুখ-প্রাণে!
অতঃপর ঋষিরূপী সেই কুরঙ্গম,
কহিলেন মহা-শোকাকুল প্রাণে;—
"হায় হায় মহারাজ!
একি ভয়ানক কাজ করিলে স্বজ্ঞানে?
পরিহরি লোকলাজ—
একি হে বিষম-বাজ হানিলে আমায়!
কাম-ক্রোধ-পরতন্ত্র অতীব নির্ব্বোধ,
অতি পাপাশক্ত যারা—
তারাও এ হেন হায় নৃশংসাচরণে,
হয় হে বিমুখ—এই সর্ব্বলোক-সুখাবহ-কালে!!
অতি ধর্ম্ম-ভীত এই অকলঙ্ক-কুলে,
কেমনে অঙ্কিলে হেন কলঙ্ক-কালিমা?
হে রাজন্! জেনো এই সার,
তর্ক-বাদে বিধির না হয় নাশ কভু;
কিন্তু প্রভু—
বিধি হ'তে তর্কবাদ হয় যে বিনাশ!

এ হেন বিরুদ্ধ-বিধি অতি হেয় কাজ,
তোমার কি সাজে মহারাজ ?"
কহিলেন পাণ্ডু মহাযোধ ;—
"নহি হে নির্ব্বোধ আমি শুন মৃগবর !
শত্রুবধ যেমতি কর্ত্তব্য ভূপতির,
মৃগবধ সেইরূপ বিধি।
প্রচ্ছন্ন, প্রকাশ্য, ছদ্ম, যেরূপ(ই) হউক—
দৃষ্টি মাত্র মৃগ বধ করিবে নিশ্চয়,
ইথে কোন নাহি পাপ—নাহি অন্তরায় !
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান হেতু অগস্ত্য ধার্ম্মিক—
ক'রেছেন প্রশস্ত মৃগয়া-বিধি দান,
এ কথা কি অবিদিত তব ?
সেই মৃগ-বসা দিয়ে—
হোমকার্য্য হ'য়েছিল সম্পাদন তাঁর !
অতএব আমারে হে বৃথা তিরস্কার।"
মহাখেদে কহিল কুরগ ;—
"যুক্তি তব অকাট্য নিশ্চয় হে রাজন্ !
কিন্তু বল দেখি হে ধার্ম্মিক !
ব্যসন-নিরত বৈরি'পরি
হেন বজ্রসার শরক্ষেপ,
সুবিদ্বান বুদ্ধিমান জনের কথন,
হয় কি বিধান নরনাথ ?
ন্যায়-বলে শত্রু বধ অনিবার্য্য বিধি।"
প্রত্যুত্তরে কহিলা ভূপতি ,—
"মত্ত, ভীত, পলায়িত হেন শত্রুজনে,
কদাচ না করিবে সংহার !'
ইহাই প্রশস্ত বিধি ক্ষাত্র-ধর্ম্মমতে ;
কিন্তু তুমি যেবা হও, ক্ষতি নাহি তায়,

মৃগ হেরি' মৃগবধ মৃগয়ার ছলে,
মম পক্ষে অবিধেয় নহে কদাচন।"
—প্রকম্পিত কুরঙ্গম প্রকম্পিত স্বরে,
সুধীরে কহিল আহা পাণ্ডু নরবরে ;—
"মৃগভ্রমে ক'রেছ সংহার মহারাজ !
কোনমতে নাহি পারি দোষিতে তোমায় ;—"
কিন্তু—বিহার-বিরতিকাল অপেক্ষা করিয়া,
আমারে বিনাশ করা ছিল হে উচিত !
বল দেখি ওহে সুবিদ্বন্ ! কোন্ ভদ্রজনে—
এ হেন মৈথুনরত কুরঙ্গ-মিথুনে,
বজ্রবাণে কভু কিহে ক'রেছে সংহার ?
হায় হায়, একি সর্ব্বনাশ !
পুরুষার্থ-ফলপ্রার্থী হ'য়ে,
মৃগীরূপা প্রিয়তমা প্রণয়িনী সনে,
একান্ত আসক্ত ছিনু,
তাহে তুমি করিলে নিরাশ ?—
হা পাষাণ ! দেখ দেখ হরিণী আমার,
রক্তময় বনভূমে প'ড়েছে লুটায়ে !
দয়া কি হ'লনা মনে ওহে নিরদয় !
জনমি' অনিন্দ্যকর্ম্মা মহা-কুরুকুলে,
একি হে করিলে কাজ লোক-বিগর্হিত !
শাস্ত্রজ্ঞ রতিকোবিদ্ বলি'
জানিতাম তোমারে রাজন্ !
এই কি তোমার কার্য্য হ'ল মতিমন্ ?
ফল মূলাহারী—অরণ্য-নিবাসী মুনি আমি,
মৃগ বেশে রতিরসে ছিনু নিমগন,
আমারে বিনাশ ক'রে—
কি যে মহা-সর্ব্বনাশ কৈলে আপনার,

এথনি বুঝিবে তাহা শুন দুরাচার!
আমারে ভার্য্যার সনে অপবিত্রকালে,
বিনাশিলে যেমতি নির্ব্বোধ!
জলন্ত এ অভিশাপ দিতেছি তোমায়,
তুমিও এ হেন কালে,
সুনিশ্চয় মৃত্যুমুখে হইবে পতিত।
তপোরতঃ ব্রহ্মজ্ঞানে মুনিপুত্র আমি,
কিন্দম আমার নাম,
লোক-লজ্জা-ভয়ে—মৃগরূপ করিয়া ধারণ,
আসি এ গহন-বনে—
আছিনু মৈথুন-রত—মৃগীরূপা পত্নীর সহিত।
দ্বিজ বলি' জান নাই আগে,
এই হেতু ব্রহ্মহত্যা পাপে—
হ'বে না পাতকী তুমি ;
কিন্তু হেন সঙ্গম-সময়ে,
দু'টি প্রাণ একবাণে করিলে সংহার,
এই পাপে অবশ্যই হ'বে ফলভোগী।
মৃত্যুকালে এই সত্য করি উচ্চারণ,
নিশ্চয় জানিও হে রাজন্!
যে সময় স্ত্রী-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইবে,
মৃত্যুর করালগ্রাসে নিশ্চয় পড়িবে!'
সংসর্গী হ'বেন তব যেবা প্রণয়িনী,
নিশ্চয় সহগামিনী হইবেন তিনি!
ওহো!—রুদ্ধকণ্ঠ—নেত্রজ্যোতি হইল মলিন!
পঞ্চভূতে এথনই হইব বিলীন!!
পুনঃ বলি শুন ছন্নমতি!
যেমতি সুখের কালে মোরে দুঃখ দিলে,
তুমিও পাইবে দুঃখ হেন সুখকালে!"

শুন শুন কুলোজ্জ্বল রাজা জন্মেজয়!
জলন্ত এ অভিশাপ করিয়া বর্জ্জন,
মৃগরূপধারী আহা তাপস কিন্দম,
এইরূপে পত্নীসনে—
পরলোকে করিল প্রয়াণ!
হায় মহারাজ! তব বৃদ্ধ পিতামহ—
মহাতেজা মহারথী পাণ্ডু গুণধর,
এইরূপে শাপগ্রস্ত হ'য়ে,
তথা হ'তে ফিরিলেন শোকাকুল-প্রাণে।

পাণ্ডুর সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ।

বান্ধব-বিয়োগ-কষ্টে অন্তরে অধীর,
মহারাজ পাণ্ডুগুণাকর,
মৃগরূপী তপোধনে করি পরিত্যাগ,
অতি শোকাকুল মনে পত্নীদ্বয় সনে,
অতীব বিলাপ-পরিতাপে,
ভাবিলেন শাপগ্রস্ত রাজা;—
"পাষণ্ড যথেচ্ছাচারী জন—
সৎকুলে করিলে জনম,
তবু সে আপন কর্ম্মদোষে,
সম্ভোগে দুর্গতি বহুতর!
শুনিয়াছি গুরুজন-মুখে,
পরম ধর্ম্মের কুলে ধর্ম্মাত্মা ঔরসে,
পিতা মোর লভিলা জনম;

কিন্তু হায়, পূর্ব্বগত প্রাক্তনের ফলে,
বাল্যকালে অতি-কাম-প্রবণতা হেতু,
অকালে কালের গ্রাসে করেন গমন!
বাচংযম সংযমী মহান্ নরোত্তম—
ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
সেই কামপিপাসীর ক্ষেত্রে,
আমারেই উৎপাদন কৈলা তপোবলে।
হায় হায়, মহাত্মার এ হেন ঔরসে—
লভিয়া জনম আমি পূর্ণ কলেবরে,
এ হেন গর্হিত ছার মৃগয়া-ব্যসনে,
হিংসা হেতু বনে বনে করি রে ভ্রমণ?
আরে মন! স্থির জেনো সার,
এ সংসারে বৈরাগ্যই সার।
ব্যাসদত্ত সুবৃত্তির অনুবর্ত্তী হ'য়ে,
অবশ্যই মোক্ষধর্ম্ম করিব আশ্রয়!
জেনেছি বুঝেছি সবিশেষ,
এ অসার সংসার-বন্ধন চেয়ে,
ক্লেশকর আর কিছু নাহি অবনীতে।
অদ্যাবধি এই স্থির করিনু মানসে,
কঠোর তপেতে মন করিব নিবেশ।
পরমা প্রেমিকা পত্নীদ্বয়,
আর আর শুভাকাঙ্ক্ষী বান্ধবনিকরে,
অনা'সে অসার বোধে করিয়া বর্জ্জন,
একাকী আপনা নি'য়ে সাধনার সনে,
আশ্রমে আশ্রমে আমি করিব ভ্রমণ!
ইষ্টানিষ্ট, সুখ দুঃখ করি পরিত্যাগ,
ছার ভাবি' আপনারে ধূলি ধূসরিত দেহে—
শূন্য গৃহে অথবা তরুর স্নিগ্ধ ছায়ে—.

দিবানিশি করিব যাপন।
শূন্য ও মনুষ্য প্রাণে,
শোক হর্ষে বশীভূত না হ'ব কখন ;
সভ্রাটীয় দাম্ভিক ক্রোধিত অহঙ্কার—
ধূলি ব'লে অবহেলে মিশা'ব ধূলায় !
সমজ্ঞান নিন্দা প্রশংসায়—
নিন্দা তিরস্কার করি অঙ্গ আভরণ,
পূর্ণজ্ঞানে অহঙ্কার করিব বর্জ্জন।
নমস্কার পুরস্কার কিম্বা আশীর্ব্বাদ,
নির্ব্বিবাদে হেলায় ত্যজিব সিন্ধুজলে।
দম্ভভরে উপহাস, হাস্য, পরিহাস,
ভ্রূকুটি-কুটিল-চ'খে
না করিব নিরীক্ষণ কখন কাহারে !
সর্ব্বদা প্রসন্নমুখে প্রসন্ন অন্তরে—
এ সংসারে হিত হেতু করিব যতন।
কি সাগর কি জঙ্গল সপ্তদ্বীপা-ধরা,
সবারে আপনা ভেবে করিব বিশ্বাস।
আয় রে আয় রে, তোরা জগতের প্রাণি !
আজ কুরুকুল বংশধর পাণ্ডু ছারমতি—
সত্যভাষে পূর্ণজ্ঞানে দিতেছে অভয় ;—
আয় আয়, ধেয়ে আয় বুকে,
প্রাণের সন্তান ব'লে করিব আদর।
সাক্ষী হ'ও হে ভুবনবাসি !
সাক্ষী তুমি কোটীচক্ষু লোক-সাক্ষী ভানু !
এ ছার জীবন সুধু রক্ষিবার তরে,
তরুবরে—
ফল হেতু সুধু ভিক্ষা করিব প্রার্থনা ;
যদি পাই, তাহাতেই যাপিব জীবন।

তরু যদি ভিক্ষাদানে হয় পরাঙ্মুখ,
তবে স্থধু পাঁচ জন গৃহস্থ-ভবনে,
প্রাণ হেতু ভিক্ষাজীবী হ'ব।
অধিক লাভের আশে—দশম গৃহস্থবাসে,
কদাপি না করিব গমন ;
সাক্ষী থাক ক্ষাত্রধর্ম্ম হে ব্রহ্মণ্যদেব!
উপবাসে স্থনিশ্চয় কাটা'ব সে দিন।
ক্ষতি লাভ সমজ্ঞানে করিব বর্জ্জন!
বামবাহু অশ্রুজলে সিক্ত রাখি সদা,
চন্দনে দক্ষিণ-বাহু করিব ভূষিত।
শুভাশুভ কখন না করিব বিচার ;
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—
অবহেলে মিশায়ে অনলে,
কেবল নিষ্কাম-ধর্ম্ম করিব পালন।
সমুদয় বন্ধন ছেদিয়া অনায়াসে—
কীর্ত্তিবাসে করি আবাহন,
কীর্ত্তি, জ্ঞান, মান, লাভ হ'য়ে বিস্মরণ,
মুক্তিপথ-ব্রহ্মপদ করিয়া আশ্রয়,
ভূমানন্দ প্রেমানন্দ করি অনুভব,
ব্রহ্মজ্ঞানে অবশিষ্ট কাটাইব কাল!"
অতীব দুঃখিত-চিতে পাণ্ডু মহারাজ—
অবিরাম পরিতাপ বিবিধ বিলাপে—
অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল করিয়া প্লাবিত,
কহিলেন কুন্তী, মাদ্রী দুই পতিনীরে ;—
"যাও প্রিয়ে হস্তিনানগরে!
মাতৃদ্বয়ে—ধর্ম্মাত্মা বিদুরে
সবান্ধব-ধৃতরাষ্ট্ররাজে,
আর্য্যা সত্যবতী আর ভীষ্ম নরদেবে,

মহাত্মা ব্রাহ্মণ আর পুরোহিতগণে,
আমার আশ্রিত প্রিয়-পুরবাসীগণে—
সাম্বনয়ে কহিবে সুধীরে ;—
রাজ্যাশ্রম তৃণ জ্ঞানে করি পরিত্যাগ,
বিরাগ সন্ন্যাসধর্ম্ম করিয়া গ্রহণ,
পাণ্ডুবর্ণ পাণ্ডুরাজ হ'ল বনবাসী!
আর সেই সুখময় রাজ-নিকেতনে,
পাণ্ডু কভু ফিরিবে না আর!
প্রভু ব'লে মান্য যদি থাকে মোর প্রতি,
ধর সতি, দুর্ব্বল পতির বাক্য ধর!
ফিরে যাও হস্তিনা-প্রাসাদে,
নির্ব্বিবাদে কহ গিয়া রাজ-পৌরগণে।”
শুনিয়া পতির কথা কুন্তী পতিব্রতা—
কহিলেন বিনয়-বচনে ;—
“শুন প্রাণনাথ—ওহে পৃথিবীর পতি!
অজ্ঞান অবলা আমি অতি মূঢ়মতি!
তোমারে কি বুঝা'ব প্রাণেশ?
সবিশেষ জান ত হে নরেশ বিদ্বন্!
সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়া—
বহুবিধ আছে ত আশ্রম,
যাহাতে সস্ত্রীক হ'য়ে ধর্ম্ম আচরণ,
অনায়াসে পারহ সাধিতে?
তবে নাথ, কেন আজি এত অন্যমন?
পতিপদে সতীনারী সদা আজ্ঞাবর্ত্তী,
তবে কেন প্রাণপতি! এত হে উদাস?
বিশ্বাস করহ মোর ভাবে!
আমি জ্ঞানবতী নাথ—তব জ্ঞানসুধা পানে,
যথাজ্ঞানে কহি জ্ঞানময়!

জ্ঞানকাণ্ড করি সম্পাদন—
জ্ঞানধর্ম্মে নিবেশ' প্রাণেশ !
আমরা আশ্রিতা পত্নীদ্বয়,
সংযমি' ইন্দ্রিয়-গ্রাম ওহে গুণগ্রাম !
জ্ঞানকাণ্ড করি' সমাধান,
তব সনে স্বর্গধামে—
দুইজনে রাজিব সতত।
অন্তরায় যদি প্রভু, ভাব আমা দোঁহে,
এখনি জ্বলন্ত চিতারোহে',
ছার প্রাণ ত্যজিব অনা'সে !"
—শুনিয়া কুন্তীর কথা কুন্তীমনোহর,
কহিলেন ভার্য্যাপ্রাণ পাণ্ডু গুণাকর ;—
"জানি সতি ! তোমাদের সরল চরিত,
নেহারিয়ে তোমাদের পতি-ভালবাসা,
তবুও প্রেমের মোহ-আশা—
পারি না ত্যজিতে ওলো প্রেম-তরঙ্গিনি !
তবে যদি বনবাসী-স্বামীর সহিত,
তপস্যায় একান্তই থাকে লো বাসনা ;
তবে প্রিয়ে, অদ্যাবধি পৃথিবীর সুখ—
তৃণ বোধে করি পরিত্যাগ,
বল্কল ধারণ করি'—বনবাস সহ্য করি'—
এস প্রাণেশ্বরি, তুমি স্বামীর ধরমে !
বন্য-ফল-মূলাদি ভক্ষণ,
ত্রিসন্ধ্যায় হোম-স্নান, পরিমিতাহার,
চীরচর্ম্ম, পরমহংসের ধর্ম্ম-বোধে—
শীত-বাতাতপ-ক্লেশ করি' তুচ্ছ জ্ঞান,
ক্ষুধা তৃষ্ণা হ'য়ে বিস্মরণ,
বৈরাগ্য সন্ন্যাস-ধর্ম্মে

শুষ্ক কর সোণার শরীর!
মিহিরে চন্দ্রমা জ্ঞান করি' চন্দ্রাননি,
পতিধর্ম্ম পালহ পতিনি!
আত্মীয় বান্ধব কিম্বা গ্রামবাসিগণে,
ধর্ম্ম আবরণে—শশীমুখ সতত লুকায়ে,
কর প্রিয়াচার তুমি হে প্রিয়বাদিনি!
আরণ্য-কঠোর এই সন্ন্যাস-বিষম,
যদি দোঁহে কোমলাঙ্গে পার সহিবারে,
এস তবে স্বামীর সহিত,
পালহ সন্ন্যাসধর্ম্ম ওলো গুণবতি!"
বনবাসে দৃঢ়তা হেরিয়া পতিনীর,
প্রিয়া-প্রাণ পাণ্ডু প্রেমময়,
নিষ্ক-চূড়ামণি আর অঙ্গদকুণ্ডল,
মহামূল্য বসন ভূষণ,
সাম্রাজ্ঞীর অতুলিত রাণী-আভরণ,
সমুদয় বিপ্রগণে করিয়া প্রদান,
কহিলেন প্রেমপূর্ণ প্রাণে ;—
"যাও তবে শুভাকাঙ্ক্ষী বিপ্র-দেবগণ!
সপত্নীক পাণ্ডুর এ কানন-গমন,
হস্তিনায় যথাবিধি করগে বর্ণন।
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি পাণ্ডুরাজাধম,
ফিরিবে না আর কভু বনবাস হ'তে।
পুর-হিতে যদি রত হও পুরোহিত!
পূর্ণজ্ঞানে কহিবে হে পুরবাসিগণে,—
বৈরাগী তেয়াগী পাণ্ডু ফিরিবে না আর!"
—এইরূপ সবাকারে প্রদানি' আদেশ,
নরপতি পাণ্ডু মতিমান—
অর্থ, কাম, রতি-সুখ করিয়া বর্জ্জন,

পত্নীসনে তথা হ'তে,
শূন্যচিতে বনপথে করিলা প্রয়াণ।
পুরোহিত, রাজদাস, সামন্ত নিকর—
রাজার অপ্রিয়-কথা শুনিয়া শ্রবণে,
উতরোলে হাহাকার তুলিয়া কল্লোল,
অশ্রুপূর্ণ শোকাকুল-চ'খে—
হস্তিনা-নগর-মুখে করিয়া গমন,
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র-চরণ সমীপে,
সমুদয় করিলা বর্ণন।
শুনিয়া পাণ্ডুর বনবাস—
ধৃতরাষ্ট্র হুতাশ নিঃশ্বাসে,
আহার বিহার আহা, শয়ন প্রভৃতি
হ'য়ে বিস্মরণ—
পাণ্ডু-শোকে নিতান্তই হইয়া অধীর,
মহাবীর দিবানিশা পাণ্ডুর বিরহে,
জ্বলন্ত চিন্তার চিতারোহে'—
দেহ প্রাণ কৈলা প্রজ্বলিত।

পত্নীদ্বয়ের সহিত পাণ্ডুর তপস্যা।

অতঃপর মহীপতি পাণ্ডু মহামতি,
বন্য-ফল-মূল মাত্র করিয়া আহার,
মন্মথমোহিনী দুই পত্নীর সনে,
নাগশত-গিরি'পরে হৈলা উপনীত।
তথা হ'তে চৈত্ররথ আর কালকূট,
তপোবলে নিমিষে করিল নিরীক্ষণ।
হিমগিরি-হিমাচলে মহাতেজবলে,
উত্তুঙ্গ মহান্ শৃঙ্গে হ'য়ে উদ্ভবিত,
শ্রীগন্ধমাদনে রাজা করিলা গমন।
নৃপতি-মহর্ষি-সিদ্ধ সদাসেবী হ'য়ে,
কভু সম—কভু বা বিষম মহাস্থলে,
কুতূহলে পত্নীসনে—
স্থান হ'তে স্থানান্তরে করিলা গমন।
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর আর হংসকূট,
অতি সুখে করি অতিক্রম—
শতশৃঙ্গে তপস্যায় দিলা রাজা মন।
ঘোরতর তপস্যায় সিদ্ধ হ'লে পর,
জীতেন্দ্রিয় সংযমাত্মা পাণ্ডু নরবর,
সিদ্ধ-চারণের অতি প্রিয়পাত্র হ'য়ে,
অচলিত যত্নার্জ্জিত তপস্যা প্রভাবে,
স্বশরীরে স্বর্গপথে করিলা গমন।
শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধ-চারণ সকলে—
কেহ কেহ বন্ধুভাবে,
কেহ বা সোদরভ্রাতা, কেহ পুত্রভাবে,
বহুভাবে ভাবিতেন—
ভাবগ্রাহী মহান্ ভাবুক পাণ্ডুরাজে।

এইরূপে বহুকাল তপ-অনুষ্ঠানে,
সমস্ত দুরিত তাঁর হইল দূরিত।
মহান্ প্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির প্রায়—
ব্রহ্মানন্দে বিরাজিলা স্বর্গের সুপথে।
অনন্তর একদিন শতশৃঙ্গবাসী—
মহাত্মা মহর্ষিগণ, মহাভাবাবেশে,
ভগবান ব্রহ্মাদেবে দর্শন মানসে,
গমন করিতেছিলা ব্রহ্মলোক-পথে।
এমত সময়ে পাণ্ডু কৃতাঞ্জলিপুটে,
তাঁ'দের নিকটে আসি' কহিলা বিনয়ে ;—
"দশদিক তপস্তেজে করি উদ্ভাসিত—
কহ হে শংসিতব্রত মহামুনিগণ!
কোন্ পথে সমবেতে হ'তেছে গমন ?"
—কহিলেন মহর্ষি সকলে ;—
"অদ্য অমাবস্যা-তিথি,
সাধনার মহা-শুভদিন ;
এই হেতু অতি শুভক্ষণে,
আজি পুণ্যময় ব্রহ্মলোকে—
দেব ঋষি পিতৃগণ সমবেতে,
মহোৎসবে যোগদান দিবেন প্রেমেতে।
তাই আজি মোরা সবে অপ্রমত্ত-চিত্তে,
সর্ব্বলোক-পিতামহ প্রজাপতি-দেবে,
দর্শন-মানসে রাজা, করি হে গমন।"
শুনিয়া অমৃতমাখা ঋষিবাক্য-রাশি,
রাজঋষি পাণ্ডু গুণধাম,
সাধু-সহবাসে—
সপত্নীক স্বর্গোপরি গমন মানসে,
কৌতূহল উল্লাস আবেশে,

চলিলা উত্তরমুখে প্রীতি-ফুল্লমুখে।
সুরলোকে গমন-উন্মুখ হেরি ভূপে,
সাতিশয় বিস্ময় বিকাশে,
কহিলা মহর্ষিগণ গদগদ-ভাবে ;—
"একি বিসদৃশ-ভাব তব হে রাজন্ !
অতিমাত্র দুর্গম ভীষণতর দেশে,
মানুষের সাধ্য কি যে প্রবেশিতে পারে !
মোরা তপোবলে আর ব্রহ্মকৃপাবলে,
বহুবার এ প্রদেশ ক'রেছি ভ্রমণ ;
ক্রমেই ভীষণ হ'তে ভয়ানক-স্থান !
কোন স্থান ভয়াবহ দুর্গে বিরাজিত ;
কোথাও বা শত শত বিমান স্থাপিত ;
কোথাও সঙ্গীত-শাস্ত্র-মহা-বিশারদ—
সুকণ্ঠী গায়কগণ করে বেদগান ;
কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথা মহানদী,
কোথা বা ভীষণতম পর্ব্বতগহ্বর !
এ হেন ভীষণতর ভয়ঙ্কর দেশে,
জীব জন্তু কথা দূরে থাক্—
সুপক্ষ সক্ষম-পক্ষী গমনে অক্ষম ;
কেবল পবনদেব, সিদ্ধ ঋষিগণ—
তথায় গমনাগমে সদা অধিকারী !
এই সুকুমারী—নবীনা-বল্লরী—
কোমলা অদুঃখোচিতা রাজপুত্রীদ্বয়,
কেমনে হে লঙ্ঘিবে দুর্গম গিরিবর ?
হও হে নিবৃত্ত ক্ষান্ত ওহে শান্তশীল,
নিদারুণ মনোবেগ কর নিবারণ !"
মহর্ষির প্রমুখাৎ শুনি হেন বাণী,
অতি ভগ্ন ক্ষুণ্ণমনে কহিলা নৃমণি ;—

"হায় হায়, মহাভাগ হে মহাত্মাগণ !
বক্ষে যেন বজ্রাঘাত হইল আমার!
অপুত্রকে কোথা পায় স্বর্গ অধিকার ?
আমি অনপত্য, অতি পতিত অজ্ঞান,
পিতৃঋণে নাহি মুক্ত আমি,
এ কারণে দুঃখানলে সদা দগ্ধীভূত ।
এ জীবন বিড়ম্বনাময়,
অকারণ জীবন ধারণ !
মনুষ্য ভূমিষ্ঠমাত্র এ মনুজলোকে,
দেব ঋষি পিতৃ আর মনুজের ঋণে,
তখনি হে হয় ঋণবান্ ;
যেরূপে হউক্ এই চাতুর্ব্বিধ ঋণ—
যথাকালে পরিশোধ নরের উচিত ।
যজ্ঞ হ'তে দেবঋণ হয় পরিশোধ ;
বেদ অধ্যয়নে আর তপস্যা প্রদানে,
ঋষিঋণ হ'তে মুক্ত হয় ;
পুত্রোৎপাদনে আর শ্রাদ্ধাদি তর্পণে,
মহাঋণ পিতৃঋণে পায় পরিত্রাণ ।
অবশিষ্ট এ মহান্ মনুজের ঋণ,
অনৃসংশ আচরণে বিনির্ম্মুক্ত হয় ।
অতীব দুর্লভ এই নরদেহ ধরি',
যে দুরাত্মা এ অপার চাতুর্ব্বিধ ঋণ—
পরিশোধে করে অন্যমতি,
কভু না সদ্গতি লাভ হয় হে তাহার ।
ওহে তপস্তেজোময় ধার্ম্মিকমণ্ডলি !
তোমাদের আশীর্ব্বাদ-বলে,
দেব ঋষি মনুজের ঋণে,
পরিমিত পরিমাণে ঋণমুক্ত আমি ।

কিন্তু হায়, নিদারুণ দুরদৃষ্ট হেতু,
অদ্যাপিও পিতৃঋণে আছি জড়ীভূত!
দাও হে বিধান মোরে ওহে জ্ঞানময়!
ব্রহ্মলোকে যদি মোর নাহি অধিকার,
কেমনে এ পিতৃঋণে হইব উদ্ধার?
করুণা-কটাক্ষ পাতে কহ এ অধমে,
মহাঋষি মহামনা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
যেমতি পিতার ক্ষেত্রে
ক'রেছেন মোরে উৎপাদন,
সেইরূপ মম ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদনে,
কোন কি উপায় আছে প্রভু?"
কহিলা তাপসগণ আস্য বিকশিতে;—
"শুন অবহিতচিতে ওহে নরপতি!
ব্রহ্মের কৃপায় আর দিব্য চক্ষুবলে,
সর্ব্বদাই করিহে দর্শন,
দেবতুল্য মহাপ্রাজ্ঞবান্,
শ্রেষ্ঠপুত্র জন্মিবে তোমার,
যত্ন কর পুত্রলাভ হেতু;
পুন্নাম-নরক-সেতু অপার্থিব ধন,
অবশ্য তোমার ক্ষেত্রে জন্মিবে নন্দন।"
এত বলি ঋষিগণ ব্রহ্মলোক মুখে—
হর্ষবিকশিত-মুখে করিল প্রস্থান।

কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর পুত্রোৎপাদনের অনুমতি প্রদান।

শুনিয়া তাপসবাণী—পাণ্ডু প্রাজ্ঞ নৃপমণি—
অপত্যোৎপাদনে হায় অক্ষমতা স্মরি',
মহাভয়ে হইলা ব্যাকুল।
অতঃপর যশস্বিনী পতিপদপ্রাণা
তপস্বিনী সুচারুনয়না,
ধর্ম্মপত্নী কুন্তী সুন্দরীরে,
কহিলেন নির্জ্জনে সাদরে ;—
"শুন শুন প্রণয়িনী হে বরবর্ণিনি !
এ হেন আপৎকালে—অপত্যোৎপাদনে,
যত্নবতী হও গুণবতি !
কর পার সুদুস্তার পুন্নাম-নরকে !
ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতের সদ্যুক্তি এই ;—
অনপত্য জনে,
পুণ্য, তপ, অবিরাম দানে,
কোন রূপে সফলতা না পায় কখন।
আমি অতি দীন—সন্তানবিহীন,
শুভলোক-প্রাপ্তির কি আছে সম্ভাবনা?
পতিপ্রাণা সুচারুহাসিনি শুন সতি !
সুবিদিতা আছ তুমি সম্যক্ প্রকারে,
পুত্রোৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট আমার—
ভয়ঙ্কর মৃগ-অভিশাপে !
এই হেতু করি অনুরোধ,—
অন্য কোন সদুপায়ে,
সন্তানোৎপাদন কর ধার্ম্মিকা সুশীলে !

ধর্ম্মের নিগূঢ় কথা জান ত হে তুমি,
আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্র মতে—
ছয় রূপ বন্ধু, ছয় অবন্ধু-দায়াদ,
পুত্ররূপে আছে নির্দ্দেশিত।
স্বয়ংজাত, পরিক্রীত, প্রণীত, কানীন,
পৌনর্ভব, স্বৈরিণীজ—
এই ছয় বান্ধব-দায়াদ ;—
দত্ত, ক্রীত, জ্ঞাতিরেতা, স্বয়মুপাগত,
সহোঢ় ও হীনযোনিধৃত,
এই ছয় অবন্ধু-দায়াদ ;—
এইরূপ দ্বাদশ প্রকার,
সন্তান-গ্রহণ-প্রথা আছে উল্লিখিত।
এতন্মধ্যে কয়রূপ অভাবের কথা,—
শুন শুন পতিব্রতা ওহে পৃথুসুতা!
স্বয়ংজাতাভাবে পুত্র প্রণীত উত্তম ;
তদভাবে পরিক্রীত পরে পৌনর্ভব,
এইরূপে পর পর অভাবের বিধি,
আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ণ প্রকটিত ;—
তা' ছাড়া আপৎকাল হ'লে উপনীত,
অপত্য লভিবে সতী দেবর হইতে।
মহাপ্রাজ্ঞ স্বায়ম্ভুব-মনুর সুমতে,
ঔরসপুত্রের চেয়ে প্রণীত সন্তান—
মহাশ্রেষ্ঠ—ধর্ম্মফলপ্রদ।
পুত্র উৎপাদনে আমি নিতান্ত অক্ষম,
তাই কহি শুন প্রিয়তমে!
তুল্য জাতি অথবা মহৎ জাতি হ'তে,
পুত্র উৎপাদন করি উদ্ধার' আমায়।
এ কথা ত জান প্রিয়ে!

মহাসাধু শরদণ্ডায়ন, অপত্য উৎপন্ন হেতু,
নিযুক্ত করিয়াছিল ধর্ম্মপতিনীরে।
মহাসতী শারদাণ্ডায়নী,
স্নানাহ্নিক করি সমাপন,
সুবিচিত্র পুষ্পমাল্য করিয়া ধারণ,
নিশাযোগে চতুষ্পথে করিয়া গমন,
নেহারি' তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরে,
ভক্তিভরে করিলা বরণ।
হুতাশনে পুংসবন হোমক্রিয়া সাধি',
দুর্জ্জযাদি মহাবল পরাক্রান্ত রথী—
পুত্রত্রয় ধরিলা জঠরে।
তাই অনুরোধ করি শুন হে কল্যাণি!
আমি স্বামী—মহাগুরু তব ;
মোর বাক্য তব পক্ষে ত্যজ্য কভু নয়!
আমার এ অলঙ্ঘ্য আদেশে,
কোন তপস্তেজোময় ব্রাহ্মণ হইতে,
নন্দনের চন্দ্রমুখ করায়ে চুম্বন,
মহান্ পুন্নাম হ'তে কর পরিত্রাণ!"

ব্যুষিতাশ্ব-উপাখ্যান।

কুরুকুল-চূড়ামণি স্বামীর—এ কথা শুনি,
প্রমদার শিরোমণি কুন্তী পতিপ্রাণা,
পতিপদ স্পর্শ করি কহিলা সুধীরে ;—
"ধর্ম্মপত্নী আমি তব ওহে ধর্ম্মাত্মন্!
তোমাতেই সদা অনুরক্তা ;
কেন হেন অসঙ্গত বাণী মোর প্রতি ?
অনুগতা পদাশ্রিতা জনে,
কেন আজি হও হে বিমুখ ?
নিশি দিন জাগে প্রাণে তব মূর্ত্তিখানি,
তোমা বিনা কারে জানি প্রভু ?
অনুমতি করহ দাসীরে,
অনুগতা হই তব সনে।
যে সংসার এতই বিষম,
যে সংসারে শাপানল জ্বলে,
সে সংসারে থেকে আর কি ফল স্বামিন্?
স্বামী স্ত্রীর অভেদ্য এ প্রাণের মিলন—
পার্থিব প্রাণের হেতু করিব বিচ্ছেদ ?
গর্ভে মোর উৎপাদন করহ কুমার,
খুলে যাবে স্বর্গের দুয়ার ;
সেই স্বর্গদেশে পশি দোঁহে একাসনে,
অজর অমররূপে করিব বিরাজ!
তুমি ছাড়া কারে প্রভু করিব ভজন ?
হেন ঘৃণ্য আকিঞ্চন করহ বর্জ্জন।
অতীব অজ্ঞান আমি অতি মূঢ়মতি,
রীতি নীতি কিবা আমি জানি ?
পিত্রালয়ে শুনিয়াছি পৌরাণিকী-কথা,

যথাজ্ঞানে করিব বর্ণন, শুন প্রভু!—
পুরাকালে পুরুকুলে পরম প্রেমিক,
আছিলেন নরপতি ব্যুষিতাশ্ব নামে।
ইন্দ্র আদি দেবগণে করি পরিতোষ—
করিলেন যজ্ঞ সমাধান।
সেই যজ্ঞ অবসানে ব্যুষিতাশ্ব রাজা,
প্রখর প্রভাবশালী হৈলা ধরামাঝে।
উদীচ্য, পাশ্চাত্য, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য আদি—
সর্ব্বদেশ করি পরাজয়,
পৃথিবীর রাজগণে কৈলা বশীভূত।
পুনর্ব্বার এক যজ্ঞ কৈলা আয়োজন,
অতি নিরাপদে তাহা হৈল সম্পাদন।
এইরূপে নরপতি—
দশমত্তহস্তী-বীর্য্য করিয়া ধারণ,
প্রভূত সন্নীতি-বলে
আপনারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাবিলেন মনে।
মহাপ্রাজ্ঞ কাক্ষীবান-বালা,
ভদ্রা নাম্নী পরমাসুন্দরী—
আছিলেন মহিষী তাঁহার।
অলৌকিক রূপে তাঁর সদা মত্ত রাজা,
একান্তই বশীভূত তাঁর।
অবশেষে রাজকার্য্য করি পরিত্যাগ,
মহিষীর বাহুপাশে সদা বদ্ধ রাজা।
অমিত ইন্দ্রিয়-শক্তি ক্ষয়ের কারণ,
ভয়ঙ্কর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলা।
দিনে দিনে কৃতান্তের করাল-কবলে,
অবশেষে মহীপতি হৈলা নিপতিত।
প্রাণাধিক প্রিয়তমে গত-আয়ু হেরি,

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভদ্রা পতির বিরহে,
একেবারে হ'ল উন্মাদিনী।
পতিদেহ কোলে করি' শোকের প্রবাহে—
ভেসে গেল রাজরাজেশ্বরী।
হেরি তাঁর অস্থিরতা করুণ-বিলাপ,
সহসা আকাশবাণী পশিল শ্রবণে ;—
"ক'রো না বিলাপ আর শুন বরারোহে!
মহামোহে হ'য়ো না মোহিতা ;
শুন ভদ্রে—সুচারুহাসিনি!
এই বর করিনু প্রদান ;—
চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমীতে—
ঋতুস্নান করি' সমাধান,
মোর সনে সুশয্যায় থাকিও শয়ান।
আমি স্বীয় শবদেহে দেব-কৃপাবলে,
পূর্ণরূপে হ'য়ে আবির্ভূত,
তব গর্ভে সুসন্তান কৈ'ব উৎপাদন!"
এইরূপে ভদ্রাসতী মৃতপতি হ'তে,
তিন শাল্ব, চারি মদ্র করিল প্রসব।
পত্নীর সতীত্ব প্রভু হ'ল ত রক্ষণ?
মহিষী ত কোন পাপে হ'ল না পতিতা?
এত যদি হয়, তবে সদাশয়!
পরে কেন বিলাও পত্নীরে?
এইরূপে কর প্রভু, গর্ভ সমাধান,
আমার(ও) সতীত্ব রক্ষা হ'ক গুণধাম!"
ব্যুষিতাশ্ব-বিবরণ করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন নরবর গদগদ-ভাবে ;—
"যা' কহিলে সত্য বটে হে বরবর্ণিনি!
আছিলেন দেবতুল্য ব্যুষিতাশ্ব রাজা,

সকলি সম্ভব তাঁর।
তাদৃশ অনুপ-কার্য্য মাদৃশ মানবে—
সম্ভবে কভু কি প্রিয়তমে ?
মহাজন হ'তে পথ প্রশস্ত যাহায়,
অতি সংযুক্তি সেই পথে বিচরণ !
কি আর বলিব তোমা' জান ত সকলি,
পূর্ব্বেতে মহিলা-দল ছিল অনাবৃতা ;
বিহার ভ্রমণ ছিল ইচ্ছা অনুসারে,
ছিলনা ক কাহার(ও) অধীন।
ফলতঃ পুরুষান্তর করিলে ভজনা,
প্রত্যবায়ে হ'ত না পতিতা।
অদ্যাবধি উত্তর-কুরুতে,
এ নিয়ম আছে প্রচলিত ;—
কিন্তু হে অঙ্গনাকুল একের অধীনে,
কেমনে হ'লেন একীভূতা,—
সবিশেষ করিব বর্ণন, শুন সতি !
অতি পূর্ব্বকালে—
ছিল এক মহাঋষি উদ্দানক নামে,
শ্বেতকেতু নামে পুত্র তাঁর।
কোন কালে শ্বেতকেতু পিতামাতাসনে,
কালক্ষেপ করিছেন আনন্দিত মনে ;—
হেনকালে কাম-মত্ত জনেক ব্রাহ্মণ—
অকস্মাৎ পশিয়া তথায়,
সবলে মাতার হস্ত করিয়া ধারণ,
কহিল উন্মাদ-প্রাণে ;—
"এস লো সুন্দরি !
হেথা কেন বসি একমনে ?
চল চল স্থানান্তরে যাই,

দু'জনায় স্বর্গসুখে করিগে বিহার!"
শ্বেতকেতু নিরখিল ভীষণ ব্যাপার!
পিতার সমক্ষে হ'বে জননী-হরণ?
মহাক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলিল অন্তরে!
ক্রোধগ্রস্ত হেরিয়া নন্দনে উদ্দালক,
কহিলেন শশব্যস্তে আকুল-বচনে;—
"ক্ষান্ত হও, শুন বৎস, করিও না ক্রোধ,
পূর্ব্বাপর আছে এই বিধি।
এই নিত্য-ধর্ম্ম-সনাতন!
সজাতীয় শত শত সহস্র-পুরুষে,
স্ত্রীগণ অনা'সে রতা হইবারে পারে,—
ইথে তাত, ক্রোধ-চিত তব অনুচিত!"
শ্বেতকেতু হতজ্ঞান শুনি এই কথা!
"পুত্রের সম্মুখে মাতা হ'বে পরগতা?
এই ধর্ম্ম আর্য্য সনাতন?
জননী-হরণ হয় পুত্রের সম্মুখে?
পিতৃদেব পুত্রে প্রতিকূল?
পতিনীর ব্যভিচারে অনুমতি দান?
বিদ্যাবান্ মহান্ প্রতিভাশালী—
গবেষণা-প্রতিভার এই ছার বাণী?
যদি মোর থাকে ব্রহ্মবল,
পিতৃমাতৃ-পদে থাকে ভক্তি-ঐকান্তিকী,
শাস্ত্র আলোচনা যদি কভু ক'রে থাকি,
তবে অদ্যাবধি এই ভারত-সমাজে—
ব্রহ্মপদ করিয়া স্মরণ,
এ নিয়ম করিনু স্থাপন;—
বিবাহিতা যেই নারী, ধর্ম্মার্থকুশলী—
পরিণীত-পতি ভিন্ন পুরুষ অন্তরে,

সংসর্গ করিবে যেই ভাবে ;—
অথবা যে কামান্ধ-পুরুষ,
কৌমার-ব্রহ্মচারিণী, কিম্বা পতিব্রতা—
যে কোন মহিলাসম্ভোগে আসক্ত হইবে,
সেই দোঁহে সুনিশ্চয় ভ্রূণহত্যা সম,
ঘোরতম পাপপঙ্কে নিলিপ্ত হইবে!
আর(ও) তবে শুন জগজ্জন!
আর্য্যধর্ম্ম শেষ-সীমা করিনু স্থাপন ;—
পুত্রোৎপাদন হেতু বিবাহিত-স্বামী,
পতিব্রতা পত্নীরে করিলে নিয়োগ,
যদি পতি-মহাবাক্য ব্যর্থ হ'য়ে যায়,
উল্লিখিত পাপে সেই নারী—
অবশ্য ভুঞ্জিবে অতি মহাক্লেশ ফল!"
—শুনিলে ত প্রণয়িনি! শ্বেতকেতু-বাণী?
সম্পূর্ণ যখন তুমি মম অনুগতা,
এ কথা অবশ্য রাখা তোমার উচিত!
এরে কি হে ব্যভিচার বলে?
পুন্নাম-নরক হ'তে তুমি ত্রাণময়ি!
নরান্তরে করিলে ভজনা,
তুমি কি অসতী হ'বে প্রিয়ে?
মহা উপার্জ্জন ফল সন্তান ধারণ,
সে ফলে বিমুখ কেন কর মোরে সতি?
আরো দেবি, ভেবে দেখ মনে,—
পূজ্যপাদ নৃপতি কল্মাষপাদ সাধু,
পতিপ্রাণা মদয়ন্তী প্রিয়া পত্নীরে,
মহর্ষি বশিষ্ঠযোগে মহান্ ঔরসে,
অশ্মক নামেতে পুত্র কৈলা উৎপাদন।
তাহে যদি উপাখ্যান বলি',

প্রত্যাখ্যান কর যুক্তি মম ;—
এ কথা উত্তমরূপে জান ত সুন্দরি ?
এ বিপুল কুরুকুল রক্ষার কারণ,
মদীয় পিতার ক্ষেত্রে বেদব্যাস হ'তে,
আমরা ত সমুৎপন্ন তাঁর কৃপাবলে ?
অতএব হে চারু-হাসিনী অনিন্দিতে !
পতিত-পতির বাণী অসন্দিগ্ধ-চিতে,
প্রকৃত কর্ত্তব্য বোধে করলো পালন !
রাজরানি ! মহাজ্ঞানবতী তুমি ;
কি ব'লে তোমারে প্রিয়ে, বুঝাইব আমি ?
বেদবাণী শুনেছ ত সাধুজন-মুখে,
রজঃস্বলা-কালে যদি কুলবতী-নারী,
পরিত্যাগ করি', পতিবরে—
মনোমত নরান্তরে করে সহবাস,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, নাশ নিশ্চয় তাহার !
অথবা অবর্ত্তমানে—কিম্বা হে সম্মতিদানে,
পতিব্রতা নারী যদি মহাপুণ্যকাল—
ঋতু-কাল করে হে নিষ্ফল,
তা হ'লে তাহারো আর নাহিক উপায় !
নিশ্চয় নরকে হয় নিবাস তাহার !!
আরো কি বলিতে হ'বে মোরে ?
স্বামীর আদেশ—স্বামীর নিদেশ—
যেরূপে যে কোন ভাবে হোক্,
পত্নীর পালন তাহা অবশ্য উচিত !
তাই আমি কর-জানু পাতি',
কহি আমি তোমারে যুবতি !
কোন এক মহামতি ব্রাহ্মণ সংযোগে,
গুণময় পুত্ররত্ন তব স্বামী-কোলে,

দাও প্রিয়ে, দাও তুলে দাও,—
মহান্ পুন্নামে মুক্তি দাও মোরে দাও।"
একান্ত কান্তের এই অশান্তি নেহারি',
কুন্তীদেবী কুন্তিভোজ-সুতা—
প্রশান্ত অন্তরে ধীরে দিলা প্রত্যুত্তর ;—
"আমি জ্ঞানহীনা,
একান্তই তব পরাধীনা,
কি সাধ্য আমার—তব মতে অন্যমত করি ?
এক প্রাণ এক আত্মা তুমি,
এ প্রাণের অদ্বিতীয় তুমি অধীশ্বর !
তুমি বিনা কি আছে এ জগত ভিতর ?
তোমার অকাট্য যুক্তি ন্যায় রীতিসার,
সাধ্য কি তাহাতে প্রভু, করি প্রত্যাহার ?
হায় দেব ! দৈব বলবান্ !
কি সাধ্য পুরুষকার দৈবে করে হীন ?
নরোত্তম হে প্রবীণ—মনঃপ্রাণেশ্বর !
যদি হে (পুরুষকারে) পুরুষ-অন্তরে,
নিয়োগ করিতে মোরে একান্ত বাসনা,
প্রাণকান্ত ! আছে তার এক সদুপায় ;—
এ দাসীর দোষরাশি করিয়ে মার্জ্জনা,
পদে ধরি, শুন প্রভু বাল্যের কাহিনী ;—
এ অধীনা যবে ছিল পিতার আলয়ে,
আছিনু নিযুক্ত আমি অতিথি-সৎকারে ;
সদাই শংসিতব্রত দেব দ্বিজগণে,
করিতাম পরিচর্য্যা ভক্তি-প্রাণমনে।
একদিন হেনকালে, আমার সুকৃতিবলে—
জীতেন্দ্রিয় সুধার্ম্মিক মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
আতিথ্য-কারণ তথা লইলেন বাসা।

কায়মনোবাক্যে—করিনু শুশ্রূষা তাঁর।
সেবায় সন্তুষ্ট হ'য়ে মহর্ষি দুর্ব্বার—
বর দান করিলেন মোরে ;—
"অতি পরিতুষ্ট আমি তব শুশ্রূষায়!
দুর্ব্বাসায় প্রাণ দিয়ে যেবা করে তোষ,
আশুতোষ তুষ্ট তাঁর প্রতি।
শুন রূপবতি!
এই এক মহামন্ত্র ধর প্রীতিভরে,
মহাবর—ধর তবে কুন্তিভোজ-সুতা!—
মোরে স্মরি' এই মন্ত্র করি উচ্চারণ,
যে দেবে করিবে আবাহন,
অকাম সকাম তিনি যে দেবতা হ'ন,
তব পাশে অবশ্য হ'বেন বশীভূত।
শুন বালে!
তুমিও নিশ্চয় সে দেব-প্রসাদে—
নির্ব্বিবাদে সেই মত পুত্র প্রসবিবে।"
এত বলি মহর্ষি দুর্ব্বাসা,
হইলেন অন্তর্হিত নিজতেজঃবলে।
এই মাত্র সদুপায় করিয়াছি স্থির,
বাক্য তাঁর অব্যর্থ নিশ্চয়।
তবে যদি প্রাণপতি, কর অনুমতি,
বল তবে, কোন্ দেবে করিব আহ্বান?
অবশ্য পাইবে ক্রোড়ে অতি সুসন্তান!"
সাতিশয় আহ্লাদিত পাণ্ডু নরপতি,
শুনি' পতিনীর এই মহতী সুনীতি,
কহিলেন হর্ষ-বিকশিতে ;—
"বড় তুষ্ট করিলে আমায় প্রণয়িনি!
এ যদি জানিতে আগে, বল তবে প্রিয়ে!

কেন বৃথা কর কালক্ষেপ ?
স্বামীর আক্ষেপ উক্তি কেন তবে শুন ?
হে সুন্দরি ! করে ধরি, ধর মোর বাণী !
দেবোত্তম ধর্ম্মরাজ সবার প্রধান,
তাঁরে তবে কর লো আহ্বান !
নিশ্চয় লভিব সুসন্তান !
ধর্ম্মের ঔরসে পুত্র হইবে ধার্ম্মিক,
ইথে কি হে আছে লো সন্দেহ ?
অম্লান-বদনে আমি দিতেছি আদেশ,—
ধর্ম্মরাজে করি আবাহন,
ঋষিদত্ত মহামন্ত্র করি উচ্চারণ,
ধর্ম্মশীল পুত্রোৎপন্ন কর প্রাণাধিকে !
ইহলোক পরলোকে পাইব নিস্তার !!”
পতির আদেশ শুনি—পতিরতা সুবদনী—
কুন্তীদেবী, মহাভক্তিভরে,
নিভৃত নিলয়ে বসি—কায়মনে ভাবি’ ঋষি,
ধর্ম্মোদ্দেশে মন্ত্র জপ করেন বিভোরে।

পঞ্চপাণ্ডবের উৎপত্তি।

কহিলেন বৈশম্পায়ন ;—
"শুন শুন ধর্ম্মশীল রাজা জন্মেজয়!
স্বামীর চরণ বন্দি কুন্তী সুবদনা,
অতি-ভক্তি-প্রেমপূর্ণপ্রাণা,
অতীব নির্জ্জনাগারে,
ঋষিদত্ত মহামন্ত্র মহাজপ করি,
ধর্ম্মদেবে করিল আহ্বান।
শুন শুন মহারাজ!
ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী,
ঠিক্ ওই দিনে—একবর্ষ পূর্ণ হ'ল তাঁর।
অতঃপর কুন্তীদেবী বিবিধ আচারে,
ধর্ম্মপূজা করি সম্পাদন,
ঐকান্তিক মনে তাঁরে করিলা স্মরণ।
সূর্য্যসম সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম দেবেশ্বর,
জ্বল জ্বল অনল সঙ্কাশ,
প্রভাপুঞ্জে পরিপূর্ণ করিয়া আকাশ,
মহান্ বিমান্ হ'তে ধীরে অবতরি',
হাসিতে হাসিতে মরি প্রেমপূর্ণমুখে,
কুন্তী-সন্নিধানে ধীরে করিলা গমন।
দেখিলেন ধর্ম্মরাজ,—কুন্তী মহাদেবী,
অতি শুদ্ধাসনে বসি' নয়ন মুদিয়ে,
ধর্ম্ম-ধ্যানে পূর্ণ নিমগনা।
দেবতা-দুর্ল্লভা তাঁর হেরি রূপরাশি,
চমকিলা প্রাণে প্রাণে ধর্ম্ম দেবেশ্বর!
কহিলেন ধর্ম্ম প্রীতিভরে ;
"মহামন্ত্র-আকর্ষণে আকর্ষিত হ'য়ে,

স্বর্গভূমি ত্যজি অবহেলে,
আজি সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ,
তব বাসে এসেছে সুকেশি!
মিলিয়া নয়নযুগ তুলি' চন্দ্রানন,
কহ মোরে আবাহন স্বরূপ কারণ।"
—উন্মিলি' নয়নযুগ কুন্তী পতিরতা,
দেখিল অপূর্ব্ব প্রভা গৃহে প্রজ্বলিত!
সেই প্রভাপুঞ্জ-মাঝে—অপরূপ দেহ রাজে,
সুদীর্ঘ বিরাটছবি জলে স্নিগ্ধোজ্জ্বল!!
ভয়-ভক্তিপ্রাণে—
প্রণমিয়া ধর্ম্ম-শ্রীচরণে,
কহিলেন কুন্তীদেবী অবনত-মুখে;—
"বিষম বিপদে পড়ি' আজি এ অধিনী,
ধর্ম্মরাজে ক'রেছে আহ্বান!
ওহে মহাত্মন্ সর্ব্ব-অন্তর্যামী দেবেশ্বর!
অগোচর কিবা আছে তব?
পতি মোর পুত্র-হেতু সদা উচাটন,
পুন্নামের ভয়ে—মহাভীত পাণ্ডু নরমণি!
তাই তাঁর একান্ত কামনা,
দেবদেব ধর্ম্মরাজ হ'তে,
এ দাসী-জঠরে,
ধর্ম্মতুল্য মহাপুত্র করেন দর্শন।
দেবদেবোত্তম!
ওহে কোটীচক্ষু ত্রিলোকশাসক!
পুত্ররত্ন করুন প্রদান এ দাসীরে!!"
ধর্ম্মরাজ পূর্ণরূপে দিলেন সম্মতি।
অনন্তর যথাকালে কুন্তীর জঠরে,
সর্ব্বপ্রাণীহিতকর অতি শুভযোগে,

মহাপুত্র ভূমিষ্ঠ হইল !
অতি শুভযোগ—অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার !!
পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম সে শিশু,
চন্দ্রযুক্ত দেবেন্দ্র-দৈবত,
অভিজিৎ অষ্টম মুহূর্ত্তে,
প্রথর মধ্যাহ্নকালে—মধ্যাহ্ন তপন প্রায়—
জন্মিল ধরণীতলে,—
ধরাধামে পূর্ণোৎসব আজি !
সপ্তর্ষি মণ্ডল-মাঝে দেবগণ বসি',
ধর্ম্মদত্ত নবজাতশিশু,
দেখিছেন প্রাণ ভরি' নয়ন মিলিয়ে।
ঠিক সেই অষ্টমের ক্ষণে,
দৈববাণী হ'ল আচম্বিতে ;—
"এই যে প্রথমজাত পাণ্ডুর তনয়,
ধরাধাম উজলিয়ে লভিল জনম,—
এ শিশু উত্তরকালে ধার্ম্মিক, পরম—
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অপূর্ব্ব-বিক্রমী,
ব্রতাচারী, অহিংসা আচারী হ'য়ে,
মহারাজ যুধিষ্ঠির নামে—
ধরাধামে একচ্ছত্রী সম্রাট্ হইয়ে,
আপন ঔরসবৎ প্রজা সুপালনে,
কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিবে ধরায় !
অবশেষে সশরীরে সুরলোকে আসি',
দেবের সমাজ মাঝে হ'বে সুমিলিত !"
শ্বেতসুকুমারসুত রূপে স্নিগ্ধোজ্জ্বল,
আলোকরা চাঁদহরা শিশু,
তুলে দিল পৃথাদেবী পতিদেব-কোলে।
সে চন্দ্রমুখের চুম্ব কি স্বাদ মধুর !

৪৯ হইতে ৫৫ সংখ্যা।

পঞ্চম বেদ

বা

মহাভারত

নাট্যকাব্য।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিরচিত।

২৩নং বিডন্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"ভারতং শ্রাবয়িত্বাং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
ভারতং ভবনে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ।

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"

Calcutta:
PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS,
AT THE FULL MOON PRINTING WORKS,
No. 24, Beadon Street. E. C.
1899.

কত সুধা চন্দ্রমুখে ক্ষরে!!
পাণ্ডু নরবর—
অন্তরে বুঝিল আহা, ধর্ম্মের প্রসাদে
মৃদু মৃদু মৃদুল হিল্লোল বহে যায়!
সুখদ-বসন্তকালে—
অনুপম পুত্র কোলে,
পাণ্ডু নৃপ আনন্দ-প্রবাহে ভেসে যায়।
কুন্তী মাদ্রী কৃতাঞ্জলিপুটে—
স্বামীর নিকটে নতমুখে,
প্রেমভরে আছে দাঁড়াইয়ে।
চন্দ্রমুখে হাসি হাসে ধর্ম্মের আত্মজ!!
 এইরূপে মহানন্দে বর্ষ কেটে গেল।
দেবের আদেশে পাণ্ডু নবজাতসুতে,
রাখিলেন যুধিষ্ঠির নাম;—
কিন্তু তবু পরিতৃপ্ত ন'ন নৃপবর।
একবর্ষ হইলে অতীত,
নরপতি কুন্তীরে সাদরে আবাহনি',
কহিলেন সুধাসম বাণী;—
"শুন প্রিয়ে, তনয়বৎসলে!
ক্ষত্রকুলে বলবান্ সুত
অধিক প্রশংসনীয় জানিও নিশ্চয়
অতএব প্রাণময়ি!
নিবেদি' তোমায়,
অতি বলবান্ পুত্র প্রসবি' ধরায়,
মুখোজ্জ্বল কর হে স্বামীর।
অমিতবিক্রমশালী পুত্র প্রসবিয়ে
বীরমাতা নাম ধর সতি!
এ জগতে প্রভঞ্জন চেয়ে,

নহে কেহ বলশালী জানি বিধিমতে।
অমোঘ মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করি',
পবনদেবেরে পুনঃ স্মর' প্রাণেশ্বরি।"
—শুনিয়া পতির আজ্ঞা কুন্তী-পতিব্রতা,
প্রবেশিল পূর্ব্বমত পবিত্র আগারে;
বিধিমত মন্ত্র জপ ক'রে,
আহ্বানিলা প্রভঞ্জন দেবে।
মন্ত্রমন্ত্র আকর্ষণ করিয়া স্মরণ—
মহাবল পরাক্রান্ত দেব সমীরণ,
অমনি মৃগারোহণে—হর্ষ বিকশিত মনে,
আসিলেন কুন্তীর সদনে।
কহিলেন বায়ুদেব প্রেম প্রীতিস্বরে;—
"কহ পাণ্ডু মহিষী গো কুন্তিভোজ-বালে!
কেন মন্ত্রপূতা সতি, মোরে আকর্ষিলে?
বল বল, কি অভীষ্ট করিব প্রদান?
আজ্ঞাধীন পবন তোমার,
তুমি চন্দ্রানন,
কহ মোরে আবাহন স্বরূপ কারণ!"
লজ্জানম্রমুখে—মহা-প্রেম-সুখে,
ঈষৎ কটাক্ষে চাহি' কহিলা রূপসী;—
"সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি দেব সুরোত্তম!"
তোমারে কি বুঝাবে এ দাসী?
যদি মোরে অনুকূল ওহে প্রভঞ্জন!
তবে মোর এ অভীষ্ট সিদ্ধ কর দেব!
মহাকায় দর্পশালী মহাবলবান্,
বীরপুত্র করুন প্রদান।
চতুর্দ্দশ-লোকমাঝে সমকক্ষ তার,
যেন নাহি থাকে আর প্রভু!"

—প্রেম-প্রীতিভরে তবে—
অমিতবিক্রমী বায়ুদেব—
গর্ভে তাঁর মহাপুত্র করিলা সঞ্চার।
পাণ্ডু-প্রাণসমা কুন্তীদেবী
অতি ভীম-বলশালী পুত্র প্রসবিল।।
অমনি হইল দৈববাণী,—
"সুখে থাক সুন্দরী সুশীলে সুধাননি!
এই মহাবীর পুত্র—
অজেয় অমরবৃন্দে রহিবে ধরায়।"
শুন শুন মহারাজ পাণ্ডুবংশোজ্জ্বল।
সে দিন ঘটিল এক অদ্ভুত ব্যাপার।
সদ্যোজাত নব-শিশু
ছিলেন নিদ্রিত যবে জননীর কোলে;
ভীমমূর্ত্তি ব্যাঘ্র এক করিল গর্জ্জনা!!
ব্যাঘ্রভয়ে রাজবালা হ'লে ব্যাকুলা,
ক্রোড়-নিদ্রা ভীমসেনে হইয়া বিস্মৃত
পলায়ন আশে—
যেমনি করিল গাত্রোত্থান,
অমনি সে সদ্যোজাত শিশু—
জননীর উৎসঙ্গ হইতে—
মহান্ পর্ব্বতোপরি হৈলা নিপতিত,—
বজ্রপাতে গিরি যেন বিচূর্ণ হইল!!
হেরিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনা,—
পাণ্ডুরাজ সাতিশয় হ'লেন বিস্মিত!
শুন শুন গুণধাম ভরতসত্তম।
যে দিন ঘটিল এই ভীমের জনম,
জনমিল সেই দিনে রাজা দুর্য্যোধন।
বৃকোদর দিনে দিনে সিংহশিশু সম,

বাড়িতে লাগিল যেন সিংহের বিক্রমে!
একদিন নিরালায় ভাবিলেন ভূপ,
কিসে আমি সর্ব্বলোক-শ্রেষ্ঠ মহাবাহু—
মহাবীর ধনুর্দ্ধর—পুত্র করি লাভ?
দৈব ও পুরুষকারে চলিছে সংসার;
এতন্মধ্যে দৈববল মহাশ্রেষ্ঠ বল,
নরের পুরুষকার গবেষণা-ফল;
কিন্তু, দৈববলে বলী হওয়া অতি সুকঠিন।
শুনিয়াছি দেবরাজ বীরেন্দ্র প্রবীণ,
অপ্রমেয় বলশালী মহাবজ্রধর।
কায়মনোপ্রাণে করি তপ অনুষ্ঠান,
তপে তাঁরে প্রসন্ন করিয়া,
পুত্রবর করিব প্রার্থনা,
অবশ্য পূরিবে মোর অভীষ্ট কামনা।
এ হেন সঙ্কল্প করি' পাণ্ডু মহাযশা,
মহর্ষিগণের সনে করিয়া মন্ত্রণা,
কুন্তীরে দিলেন আজ্ঞা, 'একবর্ষকাল—
নিয়তই মগ্ন রহ ব্রত অনুষ্ঠানে!'
আর নিজে পাণ্ডু গুণধাম—
উদয়াস্ত সংযম নিয়মে, একপদে—
থাকিয়া দণ্ডায়মান সুকঠোর তপে,
দেবরাজে কৈলা আরাধন।
অনন্তর সহস্রলোচন,
রাজর্ষির তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া,
আবির্ভূত হইলেন তাঁহার সমীপে।
কহিলেন দেবরাজ;—
"ধন্য মহারাজ!
ধন্য তব তপ-নিষ্ঠা আত্মসংযমতা!

বুঝিয়াছি মনোভাব তব,
মনমত পুত্র তুমি অবশ্য লভিবে।
ওই পুত্র আমার কৃপায়,
গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারী—ত্রিলোক-বিশ্রুত—
জগতের আনন্দ-বর্দ্ধন,
বৈরীপ্রাণ-বিদারণ মহাধনুর্দ্ধর
সর্ব্বার্থ-কুশলী হ'য়ে,
মহাকীর্ত্তি করিবে সঞ্চয়!"
এত বলি' সহস্রাক্ষ হৈলা অন্তর্হিত।
হ'য়ে মনোরথ-সিদ্ধ পাণ্ডু নরনাথ,
কহিলা কুন্তীরে; "শুন শুন হে কল্যাণি!
এতদিনে আমা দোঁহে পূর্ণ-মনস্কাম,
মহাবর লভিয়াছি সহস্রাক্ষ হ'তে।
অতএব ইন্দ্রদেবে করি আবাহন,
লভ' পুত্র দুরাধর্ষ অরাতিসূদন!"
পতির অনুজ্ঞা ল'য়ে পৃথা প্রেমময়ী—
জপিয়া মহর্ষিদত্ত মহামন্ত্র-জপ,
ইন্দ্রদেবে কৈলা আবাহন।
—মন্ত্রডোরে বদ্ধ হ'য়ে ইন্দ্র কুন্তীকাম,
তখনি কুন্তীর পাশে হৈলা বিদ্যমান।
কুন্তীর কামনা পূর্ণ হইল অচিরে,
মহাধনুর্দ্ধর পুত্র জন্মিল সংসারে।
তনয় জন্মিবা মাত্র গম্ভীর নির্ঘোষে,
মেঘ-মন্দ্র—ভীম-স্বরে হৈল দৈববাণী;
"ধন্য ধন্য পৃথাসতি! রত্নগর্ভা তুমি!
মহাপুত্র জন্মিল তোমার!
কার্ত্তবীর্য্যোপম—
শিবসম অমিত-বিক্রম—

ইন্দ্র জিনি' ভারত-ভুবনে,
অলৌকিক যশোরাশি করিবে বিস্তার।
ফাল্গুন-নক্ষত্রে শিশু লভিলা জনম,—
নাম রাখ ইহার অর্জ্জুন।
এই পুত্র স্বীয় বাহুবলে,
কুরু, সোম, চেদী, কাশী, করুষ প্রভৃতি,
বহুবিধ জনপদ করি বশীভূত,
কুরুকুলে মহাকীর্ত্তি করিবে সঞ্চয়!
নিজ ভীম-ভুজবলে দেব হুতাশনে,
অখণ্ড খাণ্ডববনে,
সর্ব্বভূত মেদ-দানে পরিতৃপ্ত করি,
কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিবে ধরায়।
এই ধনুর্দ্ধারী মহাবীর,
পৃথিবীর নৃপগণে করি পরাজয়,
এক প্রাণে ভ্রাতৃগণ সনে,
মহা-সমারোহে—যজ্ঞত্রয় ক'রে সম্পাদন।
ধন্য তুমি পাণ্ডু-মনোরমে!
এই দিগ্বিজয়ী বীরপুত্র তব,
পরশুরামের সম মহা-বীর্য্যবান,
বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত বীরেন্দ্র প্রধান;
দেবদেব-আশুতোষে করি পরিতোষ,
মহা-অস্ত্র লভিবেন পাশুপৎ নামে।
ইন্দ্রবৎ পূজ্য হ'য়ে ইন্দ্রালয়ে আসি'
দেবশত্রু নিবাতকবচ নাশ করি',
দেবধামে মহাকীর্ত্তি করিবে সঞ্চয়!
করি আশীর্ব্বাদ,
রণে, বনে, সঙ্কটে, দুর্গমে,
ত্রিলোক অজেয় হ'য়ে হ'বে আয়ুষ্মান্।"

কুন্তীসতী, পাণ্ডুনৃপ, বনবাসিগণে,
অতি ফুল্লপ্রাণে, জয় জয় গানে,
মহোৎসব কৈলা সম্পাদন।
দশদিশি সমাচ্ছন্ন সুবাসিত করি',—
অবিরত পুষ্পবৃষ্টি হয় বরষিত।
আকাশে দুন্দুভিধ্বনি বাজিল নির্ঘোষে!
ব্যোমদেশ করি আলোকিত,
দেবগণ স্তব-গান করে অবিরাম;—
ত্রিলোক-নিবাসী যেন হ'য়ে এক প্রাণ,
অর্জ্জুনের মহারূপ করে নিরীক্ষণ।
শুন শুন রাজা জন্মেজয়!
এইরূপে তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়,
হইয়া ত্রিলোকপূজ্য লভিলা জনম!
—লালসার সীমার নির্দ্দেশ,
কে পারে করিতে এই অবনী মাঝারে?
প্রার্থনীয় ধনরত্ন হ'লে অধিকৃত,
ক্রমোঽধিক লোভী হয় নর,
এ কথা ত জান নরবর!
সেইরূপ পাণ্ডু নৃপতির
ক্রমে পুত্রলোভ আশা হইল প্রবল!
তিনটি উজ্জ্বল মরি অনুপম ধন,
পরিপূর্ণ করিলেন হৃদি-কোষাগারে,
কিন্তু—তবু পরিতৃপ্ত নহেন অন্তরে।
পুনঃ পুত্র'কামনায় কুন্তীপাশে আসি',
হাসি হাসি নিবেদিলা অন্য পুত্র তরে।
স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া ভামিনী,
কহিলেন মহাভয়ে ব্যাকুলিত প্রাণে;—
"প্রিয়তম, ধরি পায়, ক্ষমা কর মোরে!

আর পুনঃ পুরুষ-অন্তর-সহবাসে,
অনুরোধ ক'রো না দাসীরে হৃদিমণি!
না জানি কতই গুপ্তপাপে—
এ অধিনী হ'তেছে পাপিনী।
পাপের উপরে পাপ আর কেন স্বামী?
কুৎসিত কামনা-কাম করি পরিত্যাগ,
কেবল তোমার বাক্যে—অপত্যের হেতু—
তিনজনে বিলায়েছি কায়!
ধরি পায়, এ কথা গো ব'লনা ব'লনা!
আমি তব একান্তই শরণা-ললনা;
রক্ষা কর, আর মোরে কাঁদাওনা প্রভু!
সত্য বটে তোমার আদেশে—
দেবভোগ্যা হ'য়েছে পাপিনী,
দেব হৃদে দিয়াছি হৃদয়;
কিন্তু পতি! প্রত্যয় করহ মোর ভাবে,
এ দেহে তখন প্রাণ ছিল না আমার!
তোমার বদনচন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে—
জপিতে জপিতে ওই রাঙ্গা পা দু'খানি,
পাপ-দেহ দি'ছি দেবত্রয়ে;
তবে আর কেন অনুরোধ?
এ বিরোধ অর্থ-কষ্টস্থলে,
আর কেন ভাসাও দাসীরে অশ্রুজলে?
তুমি মহাশাস্ত্রবিৎ, সৎ, বিদ্যাবান্,
তোমারে কি বুঝা'ব প্রাণেশ?
শাস্ত্রকার বলেন সর্ব্বথা,
আপদে পতিতা হ'লে পুত্রার্থিনী যারা,
ঊর্দ্ধ তিনবার শুধু পর-সহবাসে
পতির প্রীত্যর্থে পুত্র লভিবারে পারে।

যেরূপে—যেভাবে হোক্, পতি-বিদ্যমানে—
তিন সনে সহবাস আছে শাস্ত্রবিধি ;
তার ঊর্দ্ধ চারিবার হ'লে,
সে নারী স্বৈরিণী বোলে পরিত্যক্তা হয়।
পঞ্চজনে যদি প্রাণ বিলায় কামিনী,
বেশ্যা হ'য়ে চিরদিন রহে কলঙ্কিনী ;
অতএব হে বিদ্বন্ সম্রাট্‌শেখর !
করযোড়ে করি হে প্রার্থনা,
ক'রনা হে কলঙ্কিনী পদাশ্রিতা-জনে !"
—কুন্তীর অকাট্য-বাধা না করি লঙ্ঘন,
পাণ্ডু নবোত্তম,
চ'লে গেল মাদ্রী সন্নিধানে।
স্বামীরে একাকী হেরি' মাদ্রী গুণবতী,
অতিমাত্র কাতরে বিনয়ে—
কহিল প্রাণের কথা পা দু'খানি ধরি' ;—
"হে সম্রাট্ !
হ'য়ে আমি সাম্রাজ্ঞী তোমার,
আর প্রাণে দুঃখভার না পারি বহিতে।
শুনিতে হইবে প্রভু, সন্তাপ-কাহিনী ;—
স্বামীন্ ! দুর্ভাগ্যদোষে—ঋষি-অভিশাপে,
পুত্র উৎপাদনে তুমি হ'য়েছ বঞ্চিত,
তাহে মোর কোন ক্লেশ নাই,
বরারোহা হ'য়ে আমি হইয়াছি হীনা,
তাহাতেও নাহি পরিতাপ,
গান্ধারী-মহিষী—
শতপুত্র ধরিয়াছে কোলে,
তাহাতেও কিছুমাত্র হিংসা নাহি মম ;
কিন্তু হায়, প্রাণনাথ !

আজি আমি মুখ ফুটে এ মনের ব্যথা,
জানাইব তব শ্রীচরণে ;—
কৃপা করি' রোষ পরিহরি',
শুন পতি, দাসীর মিনতি ;—
কুন্তী আমি দুইজন(ই) তব প্রণয়িনী,
দু'জনে সমান মোরা তব পদপাশে।
তাই হীনা হীনভাবে কহে প্রকাশিয়ে ;—
কুন্তীদেবী তিন-পুত্র ধরিল জঠরে,
আমি কেন সে ধনে বঞ্চিত র'ব প্রভু ?
মোরা দোঁহে পতিবলে নহি বলী এবে,
কিন্তু তাঁর মন্ত্রবল অব্যর্থ অদ্ভুত !
তবে কি আমার আশা একান্ত দুরাশা ?
তবে কি আমার প্রভু, অক্ষয় নরক ?
পিতৃদেবে দৌহিত্র-হীনতা মহাপাপে,
আমি নাথ, করিব পাতিত ?
পতিবতী হয়েও দুহিতা,
পিতারে দৌহিত্রমুখ পা'ব না দেখাতে ?
আমার ত মন্ত্রবল নাই,
তবে প্রভু, কি হ'বে আমার ?
দিদি যদি মোর প্রতি কৃপা-চোখে চায়,
তা হ'লে এ দাসী পুত্র পায়,
কিন্তু—নাথ, তা'ও মোর একান্ত দুরাশা !
কুন্তীদেবী মোর সপত্নী ;
যদিও সাপত্ন্য-দ্বেষ আমা দোঁহে নাই,
কিন্তু, সে প্রণয় হেথা রহিবে না।
এ হেন বিরোধস্থলে মম অনুরোধ,
তাঁর কাছে কেমনে করিব হে সুবোধ ?
তবে যদি প্রভু মোর পক্ষেতে সদয়,

মোর হ'য়ে অনুরোধ কর দয়াময়!
তা হ'লেই চরিতার্থা হয় তব দাসী।
মাদ্রীর এ মধুমাখা মধুরতা হেরি,
অতি মাত্র আহ্লাদিত হ'য়ে নরপতি,
মাদ্রীর চিবুক ধরি' কপোলে চুম্বন করি',
কহিলেন সচঞ্চল ভাবভরা-প্রাণে ;—
"প্রেয়সি হে!
তোমারি প্রাণের মত এই প্রিয়কথা,
তোমারি মনের মত এই সরলতা,
এ কথা তোমাতে সাজে ;
তুমি হে পতিনী যার প্রধানা উত্তমা,
ভাগ্যবান কে আছে হে তাহার সমান ?
এ কথা অনেক পূর্ব্বে ভেবেছিনু সতি!
তাই শুধু মন পরীক্ষিতে,
ছলনায় বলি নাই আমি।
কি জানি তোমার মত যদি নাহি হয়,
তাই মনে ছিল লো সংশয় ;
এখন দোঁহার মত দোঁহে মিলে গেল,
তবে আর বিলম্বে কি ফল?
ছেড়ে দাও অনুগতে আশ্রিতে তোমার,
একবার যাই কুন্তীপাশে,
নিবেদন করি সব তাঁহার সকাশে।
জানি আমি গুণবতী কুন্তিভোজ-সুতা,
কনিষ্ঠা ভগিনী প্রায় তব অনুগতা ;
এ কথায় অবশ্য সম্মতি দিবে রাণী!"
—মাদ্রীরে নির্জ্জনে রাখি' মাদ্রী-মনোরম,
পাণ্ডু নরোত্তম,
চলে গেল কুন্তীর কুটীরে।

কালব্যাজ লোকলাজ করি পরিত্যাগ,
মহাভাগ কুন্তীস্বামী পাণ্ডু মহারথা,
কহিলেন কাতরে কুন্তীর কর ধরি' ;—
"শুন গুণবতি—লোক-ললাম বিভূতে !
আজি আমি মহাযুক্তি ল'য়ে,
আসিয়াছি তব সন্নিধানে ,
জেনো চন্দ্রাননে,
আশার নিবৃত্তি নাই ত্রিলোক-মাঝারে।
দেখ সতি ! দেবপতি ইন্দ্র দেবরাজ—
ত্রিদশার আধিপত্য করিয়া সম্ভোগ,
তবু পুনঃ যশ বাসনায়,
ক'রেছেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
তপঃ-স্বাধ্যায় নিরত—
মন্ত্রবিৎ দ্বিজাতি সকলে,
কেবল যশের হেতু শ্রীগুরু-করণে,
নানাবিধ সৎক্রিয়া করে অনুষ্ঠান।
অতএব শুন শুন কমল-বয়ান।
মম স্বর্গবাস—
বংশবৃদ্ধি, পিতৃপিণ্ড-রক্ষার কারণ,
ক'রেছ পতির অতি প্রীতি সম্বর্দ্ধন।
তাই প্রিয়ে, কহি করে ধরি,
একবার মাদ্রীপ্রতি কর দৃষ্টিপাত।
কনিষ্ঠা ভগিনী প্রায় তব সপত্নিনী,
তব চির-প্রিয়ানুগামিনী,
তার প্রতি কৃপা কর ওলো কৃপাময়ি !
করি পুত্র দান,
মাদ্রীয়ে নরক হ'তে কর পরিত্রাণ !
অজি যশবতী হ'য়ে এ পৃথিবী-তলে,

মহাসুখে করিবে বিরাজ মহারাণি !”
　শুনিয়া পতির কথা পৃথা পতিব্রতা,
মাদ্রী প্রতি হ'য়ে কৃপাবতী,
ঋষিদত্ত মহামন্ত্র শিখাইয়া তারে,
কহিলেন অতি স্নেহস্বরে ;
“যাও—সুচারু-হাসিনি গুণবতি !
তব মনোমত দেবতায়,
কর লো অর্চ্চনা আজি করি উপবাস।
যে দেবে করিবে আবাহন,
ভক্তিভরে মূর্ত্তি তাঁর করিয়া স্মরণ,
নির্জ্জন আগারে বসি এই মন্ত্র জপ' !
মন্ত্রের গণনা পূর্ণ হ'লে,
অব্যর্থ এ মন্ত্র-আকর্ষণে—
অবশ্যই আবির্ভাব হ'বেন ভগিনি !
তাঁ হ'তেই অনুরূপ অপত্য লভিবে।”
　মহামন্ত্রে হইয়া দীক্ষিতা মাদ্রীসতী,
কুন্তী উপদেশে অতি নির্জ্জন আবাসে,
সদাচারী হ'য়ে শুচীমতি,
কাম, মোহ হ'য়ে বিস্মরণ,
মহামন্ত্র করিয়া স্মরণ,
অশ্বিনীকুমারে সতী কৈলা আবাহন।
তাঁ হ'তেই কার্য্য সিদ্ধ হ'ল ;
দেবশক্তি মহাবীর্য্য ফলে,
মহাপুণ্যবতী সতী মাদ্রীর জঠরে,
দেবতুল্য জন্মিলা যমজ সুতদ্বয়।
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র হৈল দৈববাণী ;—
“ধন্য তুমি পাণ্ডুর গৃহিণি !
অশ্বিনীকুমার চেয়ে এই দুই শিশু,

অতীব তেজস্বী-রূপ গুণশালী হ'য়ে,
বৈমাত্র বিস্মরি'—অতি ভক্তি ভবি',
পূর্ব্বজ ভ্রাতার সনে একীভূত হ'য়ে,
মহাকার্য্য সাধিবে ধরায় ;
নাম রাখ শিশুর নকুল সহদেব।"
শতশৃঙ্গ-অধিবাসী মহাঋষিগণ,
দেববিধি বিধানানুসারে,
প্রফুল্ল কুমার-যুগে করি' আশীর্ব্বাদ,
দৈববাণী উক্তিমতে—
ওই নামে কৈলা অভিহিত।
যুধিষ্ঠির, ভীমসেন,
অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,
এই পঞ্চ সুসন্তান দেব-কৃপাবলে,
জন্মিলেন পরে পরে প্রতি বর্ষান্তরে।
কিন্তু মরি, দেবতার কি আশ্চর্য্য খেলা !!
পঞ্চপুত্র প্রাপ্তবয়ঃকালে,
হেরিলে সবায় জ্ঞান হ'ত,
যেন এক হ'তে জন্মিয়াছে এই পঞ্চশিশু !
এইরূপে শুন শুন রাজা জন্মেজয় !
শার্দ্দূল-বিক্রমী সেই মহাবলশালী,
পূর্ণচন্দ্র প্রায় প্রতিরূপ,
সর্ব্বকার্য্য ধুরন্ধর মহাধনুর্দ্ধর,
মহাশুভ-লক্ষণ-সমূহে বিরাজিত,
ফুল্ল-সরোবরস্থিত কমলের প্রায়,
মহাবীর পাণ্ডুর তনয়
দিনে দিনে হইল বর্দ্ধিত।

পাণ্ডুর মানবলীলা সম্বরণ।

সর্ব্বভূত-প্রিয়তম—অতিমাত্র মনোরম—
সুখদ বসন্তকাল ক্রমে সমাগত।
সর্ব্বলোক সম্মোহনকারী—
ঋতুরাজ দুরন্ত বসন্ত সঙ্গে করি',
বিরাজিল হৈমবৎ সুন্দর পর্ব্বতে।
যথায় রাজর্ষি পাণ্ডু পত্নীপুত্রসনে,
মহান্ আনন্দমনে সুখে নিবসিত।
একদা সে সুবসন্ত সুখদ-সময়ে,
কুন্তীরে পুত্রের সনে রাখিয়া মন্দিরে,
দিব্যাম্বর পরিধানা মদ্ররাজসুতা—
প্রিয়তমা পতিনীর সনে,
বিহরিলা উপবনে প্রেমিক দম্পতি।
সুচারু সুরম্য উপবন,
ফলপুষ্পে সুশোভিত দৃশ্য অনুপম!
কুমুদ কহ্লারদল, প্রস্ফুটিত শতদল,
পান্থপ্রাণ-সরোবরে সুন্দর সজ্জিত।
বৃক্ষে বৃক্ষে কাকলীর তান,
একতানে উঠে উতরোলে!
কাকলী-কল্লোল উঠে গভীর ঝঙ্কার,
বিমোহিত প্রাণ মন তাহে।
মধুর বসন্তোদয় মনোহর কাল!
মাদ্রীসনে মহারাজা—
সুমধুর মলয়-মারুত পরশনে,
মদন আবেশে মত্ত হ'লেন অচিরে।
হায় হায়, ঘটে বুঝি মহা সর্ব্বনাশ!
অথবা অখণ্ডনীয় দৈবের ঘটন!!

স্মরশরে উন্মত্ত ভূপাল।
ভয়ঙ্কর মৃগ-অভিশাপ—
আজি রাজা এককালে হৈলা বিস্মরণ।
মাদ্রী প্রতি ধাইল সকাম আলিঙ্গনে।
—মাদ্রীসতী নেহারিয়ে আসন্ন-বিপদ,
পদে পদে ঋষিশাপ করায় স্মরণ।
কিন্তু হায়, মদোন্মত্ত রায়,
কোন কথা না করি' শ্রবণ—
পতিনীরে সবলে করিল আকর্ষণ।
মৃগ-শাপ অমূচ্য-অটল,—
ফলিল তখনি পূর্ণরূপে।
হায় হায়, তখনি ঘটিল সর্ব্বনাশ!!
মহেষ্বাস রাজঋষি নৃপ—
শবাকারে তখনি পড়িল ভূমিতলে!
অকস্মাৎ নিপতিত হেরি' নরনাথে,
পতিদেহ ক্রোড়ে করি' মাদ্রী অভাগিনী,
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ তুলিলা সঘনে।
কাঁপাইয়া বনান্তর কম্পিত সমীরে,
সে গভীর অনন্ত-বিলাপ ভেসে আসি',
পশিল কুন্তীর কর্ণমূলে।
প্রকম্পিতা চমকিতা পৃথুরাজ-সুতা,
পঞ্চপুত্র সঙ্গে ল'য়ে হ'য়ে বিচলিতা,
আর্ত্তনাদ অনুসরি' ধাইয়া আসিল।
নেহারি' কুন্তীরে দূরে পুত্রগণ সনে,
ঘোর আর্ত্তনাদে মাদ্রী কহিলা সঘনে;—
"পুত্রগণে দূরে রাখি',
একাকিনী এস গো ভগিনি!
ঘটিয়াছে ঘোর সর্ব্বনাশ!

অসহায় করি' মো সবায়—
হায় হায়! স্বামীদেব গিয়াছেন চলি'!"
—পুত্রগণে বৃক্ষতলে রাখি'—
শিরে হানি' করাঘাত,
ঘোররোলে তুলি' আর্ত্তনাদ,
ছুটিয়া পড়িল আসি মৃতপতি-পদে।
কহিলেন মহাখেদে দরদর-ধারে;—
"আমাদের করি অনাথিনী,
কোথা গেলে পাণ্ডু হৃদিমণি!
ধূলায় ধূসরে কেন রাজ-কলেবর?
প্রফুল্ল কমলতুল্য—অতুল্য বদন,
কেন ম্লান হেরি প্রাণনাথ?
উঠ উঠ, পায়ে ধরি পতি!
একবার মুখ তুলে চাও,
একবার কথা কও,
অনাথিনী করি মো'সবায়,
কোথা গেলে প্রাণকান্ত নয়নের মণি?
—একি গো—নিশ্চল-নেত্র!
শীতল তুষার সম রাজ-কলেবর!!
তবে কি সত্যই আজি হইনু বিধবা?
সত্য সত্য অনাথিনী পাণ্ডুর গৃহিণী?
সত্য সত্য ফলিল কি ঋষি-অভিশাপ?
আরে আরে—সপত্নিনী কাল-ভুজঙ্গিনি!
একি কাজ ক'রেছিস্ আজ মাথা খেয়ে?
লাজ খেয়ে—দেখ্ দেখি চেয়ে?
তোরি তরে নিপাতিত শরীর তমাল!
জেনে শুনে মৃগ অভিশাপ
হেন বজ্রাঘাত কেন করিলি বিমূঢ়ে?

হেন জিতেন্দ্রিয় রাজ-ঋষি জনে,
কেমনে ভুলালি সর্ব্বনাশি ?
হায় হায়, মাটী খেয়ে কেন তোর সনে
প্রাণধনে ছেড়ে দিনু আমি ?
মৃগশাপ-বিষয়িণী চিন্তা-ভার ল'য়ে,
সদা ক্লিষ্ট থাকিতেন পতি ;
অদ্য তাঁরে ভুলাইয়ে নির্জ্জনে আনিয়ে,
এই কি সতীর ব্রত কৈ'লি উদ্‌যাপন ?
এই কিরে পতিভক্তি তোর ?
আরে রে নিঠুরে! কাম-লোলুপা কামিনি!
একদিন পারিলি না রিপু-সংযমিতে ?
জেনে শুনে হেন কাজ কেন রে করিলি ?
তুলে দিলি আপন পতিরে কালগ্রাসে ?
তোরে আর অধিক কি কব!
যথার্থ সপত্নীকাজ সাধিলি পাপিনি!
বরঞ্চ স্বামীরে দিতে পারি যম-কোলে,
তবু সতিনীরে দিতে নারি কোনকালে,—
আজি তুই পূর্ণরূপে এ জগতীতলে
সপ্রমাণ করিলি এ কথা!"
 একে নিদারুণ পতিশোক,
তাহে পুনঃ কুন্তীর এ নিদারুণবাণী—
বাজিল মাদ্রীর বুকে অশনি নির্ঘোষে!
লুটায়ে পড়িল মাদ্রী কুন্তীর চরণে,
করযোড়ে করি হাহাকার—
কাতরে কহিল সতী মর্ম্মভেদী স্বরে ;—
"ক্ষমা কর দিদি!
আর তুমি বজ্রাঘাত ক'রো না মাথায়!
একে মনাগুনে পুড়ে মরি,

তাহে পুনঃ তোমার এ মর্ম্মান্তিক কথা—
বড় ব্যথা বাজে—আর সহিতে না পারি!
আমি কি করিব বল দেবি,
দুরদৃষ্টে কর তিরস্কার!
বারবার সেধেছিনু—
হাতে ধ'রে পায়ে ধ'রে এ বিষম কাজে
বিমুখিতে মহারাজে; অভিশাপ কথা—
বারবার দিয়াছিনু করায়ে স্মরণ!
ভূযোভূয়ঃ করিনু নিষেধ!!
কিন্তু হায়, শুন মহারাণি!
কোনরূপে তাঁরে শান্ত করিতে পারিনি।
দুর্ম্মদ মদন-বাণে উন্মাদ নৃপতি,
কর্ণপাত না করিয়ে মোর অনুরোধে,
সবলে করিলা আকর্ষণ;—
আমি জ্ঞানহীনা—বলহীনা নারী,—
তাঁরে আমি কেমনে করিব নিবারণ?
হায় দেবি, মুখ ফুটে কি বলিব আর,—
দুর্ব্বার মত্ততাবশে, প্রথমালিঙ্গনে
নিপতিত হলেন প্রাণেশ!"
হায় হায়, অতঃপর দুই মহারাণী,
মহারাজ-কলেবর—ক্রোড়ে করি'—
সুগভীর বিলাপ রোদনে,
উন্মন করিল হায় বন্য জন্তুগণে,
পাখিগণ সেই রোলে করিল রোদন।
অশ্রুর প্রবাহে দোঁহে হ'ল পরিপ্লুত,
সে গভীর শোকের কি দিব হে উপমা?
উন্মাদিনী পতির বিরহে।
অতঃপর শোকোচ্ছ্বাস হ'লে মন্দীভূত,

রোদন-অস্ফুটস্বরে মহাশোকভরে,
কহিলেন মাদ্রী পানে চাহি—কুন্তীদেবী ;—
"আর কি বলিব তোরে ওলো অভাগিনি !
তুই ধন্য,—তুই ভাগ্যবতী আমা'চেয়ে,
প্রাণেশের শেষকথা শুনেছিস কাণে,—
দেখেছিস্ প্রসন্ন-বদন শেষকালে।
যা হ'বার হ'য়ে গেল—ফিরিবার নয়,
তবে বোন্, শেষ কাজ কর অন্তিমের,
চিতানল জ্বাল বনস্থলে।
আমি সতী—পতিভক্তি জানি বিধিমতে,
আমারে পতির সনে চিতা-আরোহণে
অনুমতি দেলো দুর্ভাগিনি !
আমি জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী—
শ্রেষ্ঠফল আমারই প্রাপ্য শাস্ত্রমতে।
পতির এ চন্দ্রানন দেখিতে দেখিতে,
পতিদেহ কোলে করি—জলন্ত চিতায় পশি',
হাসি হাসি পতি সনে যাই স্বর্গদেশে।
আর মোরে ক'রনা বারণ,
অন্তিমেতে দিওনা লো বাধা !
হাতে ধ'রে শেষ কথা ব'লে তোরে যাই,
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন অতিশয় শিশু,
তা'দের দেখিস্ ভাই !
তারা যেন পিতৃমাতৃ-হারা হ'য়ে,
অনশনে না হারায় প্রাণ।
প্রাণের নকুল সহদেব—
তোমার যেমন পালনীয়,
সেইরূপ ভেব' এই অনাথ ক'জনে।"
উতরোল আর্ত্তনাদে গম্ভীর ক্রন্দনে

কহিলেন মাদ্রী গুণবতী ;—
"একি মর্ম্মান্তিক কথা বল দিদি মোরে!
আমারে এ সব কথা তোমার উচিত?
তুমি কেন যাবে পতি সনে?
পতির কনিষ্ঠা পত্নী আমি,
পতির সহমরণে আমার(ই) বিধান।
জেনে শুনে প্রাণ ধ'রে একি বল দিদি?
পতির অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠা মহারাণী
বসিবেন প্রতিনিধি হ'য়ে—
পতির রাজত্ব সিংহাসনে।
তুমি গেলে—অসহায় পতির সাম্রাজ্য—
রাজকার্য্য—কে করিবে দিদি?
আমি তব শরণা-অধিনী,
রাখ বাণী, পায়ে ধ'রে সাধি!
শুন আর্য্যে পতি-প্রতিনিধি!
অদ্যাবধি স্বামী সহযাগে পরিতৃপ্তা নহে দাসী;
তাই সাধি তব পদে ধ'রে,
পতি-নিধি কোলে ক'রে ব'সে চিতানলে,
স্বর্গধামে পতির সহিত নিবসিয়ে,
অতৃপ্ত-কামনা মম করি গো পূরণ!
আরো ভেবে দেখ মনে মহাজ্ঞানবতি!
মহীপতি প্রাণপতি মম,
আমাতেই আসক্ত হইয়া
ইহলোক ক'রেছেন ত্যাগ!
তাই আমি তাঁর সনে করিয়া গমন,
তাঁহার(ও) অতৃপ্ত-ক্ষুধা করিব পূরণ!
বিশেষতঃ আমি হীনমতি,
কেমনে পালিব আমি সংসার-ধরম?

এ হেতু সহগমন শ্রেয়ঃকল্প মম।
শেষ ভিক্ষা—শেষ নিবেদন
নিবেদি' তোমার শ্রীচরণে ;—
প্রাণেশের মৃতদেহ সনে,
আমারে কর গো ভস্মীভূত।
আর যদি দিবসান্তে পাও অবসর,
আমার এ মাতৃহীন কুমার দু'টিরে,
বিন্দু কৃপা-স্নেহ দিও দিদি!
আর আমি বেশী কথা বলিতে না পারি,
প্রাণ আমার বড় ব্যাকুলিত,
পতির বিরহানলে সতী দগ্ধীভূত!
পদধূলি নি'নু তুলি শিরে,
এ দাসীরে ক্ষমা কর সতি!
সতিনী বলিয়া তোমা ভাবি নাহি কভু,
প্রভু সম ভাবিতাম সদাই তোমায়।
তুমি জ্যেষ্ঠাভগ্নী সুপূজ্যা আমার,
ক্ষমা কর মোরে বিধিমতে!
যাই দিদি,—চ'লে যাই স্বামীরে লইয়ে ;
আশীর্ব্বাদ কর অভাগীরে,
যেন স্বামীসনে—ত্রিদিব-ভবনে,
পূর্ণপ্রাণে পতিপ্রেম পাই প্রেমময়ি,
এই শেষ আশীর্ব্বাদ করগো আমায়!"
এত বলি মদ্র-রাজসুতা,
হাহাকারে পড়িল ধরণীতলে,
হায় হায় পতিপ্রাণা সতী,
নিমিষে ত্যজিল প্রাণ পতি-পদতলে!

পাণ্ডু ও মাদ্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন ।

অতঃপর ঋষি দ্বিজগণ,
সমবেতে করিয়া মন্ত্রণা,
এই স্থির করিলেন সবে ;—
"মহাযশাঃ মহীপতি পাণ্ডু নররাজ,
রাজকাজ করি পরিত্যাগ,
এ স্থানে মোদের সনে হায় বহুদিন—
করিয়াছিলেন মহাতপ অনুষ্ঠান !
আজি সেই মহাতেজা পাণ্ডু নরনাথ,
কনিষ্ঠা-পত্নিনীসনে ত্রিদিব-ভুবনে,
করিলেন অকালে গমন ।
এবে এই জ্যেষ্ঠারাণী আর পঞ্চশিশু
কার কাছে করিব অর্পণ ?
অতএব চল সবে হস্তিনানগরে,
রাজদম্পতির ঔর্দ্ধ্বদেহিক-ক্রিয়াদি—
সম্পাদিত হোক্ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র কাছে।"
এত বলি সবে মিলি পরামর্শ করি',
কুন্তী আর পঞ্চশিশু সনে,
রাজদম্পতির মৃত কলেবর ল'য়ে,
হস্তিনানগরে সবে করিলা গমন ।
শুনি হেন অকস্মাৎ ঘোর বজ্রাঘাত,
শোক-তমসায় আজি আচ্ছন্ন হস্তিনা !
পতিহীনা বিধবার প্রায়—
চন্দ্রহীন তারকার ন্যায়—
গভীর শোকেতে মগ্ন হস্তিনানগরী ।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও বিদুর,

পাণ্ডুর বিরহে হায় বালকের প্রায়
ঘনঘোর আর্ত্তনাদে সবে হতজ্ঞান!
প্রিয়তম পুত্রশোকে অম্বালিকাদেবী.
ছিন্ন-বল্লরীর মত পড়িল ভূতলে।
সত্যবতী অম্বিকার সনে,
পাণ্ডুশোকে পাগলিনী প্রায়,
বক্ষে করাঘাত করি' ভ্রমিয়া বেড়ায়।
হেনকালে রাজপথে—প্রাসাদ সম্মুখে,
উঠিল গগন ভেদি জনতার রোল।
সহস্র সহস্র প্রজা তুলিয়া-কল্লোল—
মহাশোক কোলাহলে পূরিল প্রাসাদ।
রাজরাণী-মৃতদেহ ল'য়ে,
আসিলেন কুন্তীদেবী পঞ্চশিশুসনে।
হাহাকার আর্ত্তনাদ—
শিরে হানি' করাঘাত,
ছুটিল মহিলাকুল ভীষ্মের পশ্চাতে।
প্রাসাদ-তোরণে আসি দেখিল সকলে,
শুভ্রবাসে আবরিত দম্পতির দেহ.
মহান্ পর্য্যঙ্কে আহা আছেন শয়িত!
ভীষ্ম আদি কুরুগুরুগণ,
পশিলেন ম্লানমুখে জনতার মাঝে।
—গবাক্ষ হইতে ওহো পুরনারীগণ
পুত্রসনে কুন্তীরে করিলা নিরীক্ষণ!
মহামনা ভীষ্মদেব হ'লে অগ্রসর,
কহিলেন জনেক মহর্ষি ;—
"শুন দেবব্রত মহোদয়!
তব পুত্র তুল্য এই পাণ্ডু রাজ-ঋষি,
অসহায় করিয়া ভারত,

এই প্রজাবৃন্দে হায় করিয়া অনাথ,
অকালে করিলা আহা, স্বর্গে আরোহণ!
কনিষ্ঠা মহিষী তাঁর—
পতিশোক সম্বরিতে নারি,
পতিপদে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন সতী।
আর এই জ্যেষ্ঠারাণী কুন্তিভোজ সুতা—
পতির অনুজ্ঞা ল'য়ে,
ধর্ম্ম, বায়ু, দেবরাজ হ'তে,
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন এ তিন নন্দন
উৎপাদন ক'রেছেন ভারত-ভুবনে!
আর এই দেবতুল্য—
কন্দর্প-নিন্দিত দুই শিশু,
অশ্বিনীকুমার হ'তে মাদ্রীর জঠরে
জন্মেছেন মহাশুভযোগে।
হে কুরুকুল-অগ্রগণ্য মহা-ধনুর্দ্ধর!
এইরূপে পরম ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুরাজ,
বনবাসে ভোগসুখে দিয়া জলাঞ্জলি—
নষ্টপ্রায় পৈতামহকুল—
ক'রেছেন সাবোদ্ধার দেবতার বরে!
হায় হায়, রাজশোকে নাহি সরে বাণী,
পরাণী কাতর অতিশয়!
এই মনুজসত্তম গুণধাম দয়াময়—
অভিপ্সিত পুত্র করি লাভ,
অদ্য সপ্তদশদিন কাঁদায়ে সবায়—
স্বর্গবাসী হইলা অকালে!
ঈশ্বর-প্রসাদে—তব আশীর্ব্বাদে,
আমাদের কার্য্য যাহা ক'রেছি পূরণ;
এখন এ শবদেহদ্বয়

কুন্তী, যুধিষ্ঠির আদি ভ্রাতৃগণ সনে,
অগ্নি আর প্রেতকার্য্য সারি' বিধিমতে,
অন্তিমের কার্য্য যাহা করুন পূরণ।"
এত বলি শতশৃঙ্গবাসী-ঋষিগণ,
অন্তর্দ্ধান হইলেন চক্ষের নিমিষে!—
সমাগত পৌর-জানপদ,
সিদ্ধ-ঋষি-তেজঃপুঞ্জ-কায় দরশনে,
অতীব বিস্ময়াপন্ন পুলকিত-প্রাণে,
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়ে সবাকায়,
চ'লে গেল নিজ নিজ বাসে।
অনন্তর শোক-অভিভূত—
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরে আহ্বানি'
রাজ-আজ্ঞা করিলা প্রচার ;—
"বৃথা শোকে আর ভাই, ফল কিবা বল ?
যা হ'বার হ'য়ে গেল বিধির বিধানে!
এবে যাহে পাণ্ডুর মাদ্রীর শবদেহ—
রাজোচিত সমারোহে হয় হে সৎকার,
বিধিমতে হও যত্নবান্।
নিত্য-ব্যবহৃত—
যাবতীয় মহামূল্য বসন, কাঞ্চন,
ধন,রত্ন, হস্ত্যশ্ব প্রভৃতি—
প্রার্থীর প্রার্থনা মত করহ প্রদান ;
কুন্তী যেন মাদ্রীর করেন শেষ-কাজ!
আরো শুন, হে ধার্ম্মিক সত্য-ধুরন্ধর!
মাদ্রীরে এরূপ ভাবে কর সুসম্বৃত,
লোক-চক্ষু দূরে থাক্,
অধিক কি পবন, তপন—
যেন নাহি তাঁর দেহ না পা'ন দর্শন।

আর ভাই, পাণ্ডুশোকে হয়োনা অধীর,
বধির করহ কর্ণ পুরীর ক্রন্দনে।
ধন্য ধন্য পাণ্ডু মহাত্মন্!
যেহেতু—সে অতি ভাগ্যবান্;
পাঁচটি কমল তুল্য প্রফুল্লনন্দন,
রাখি এই ধরাধামে কীর্ত্তির স্বরূপ—
ক'রেছেন অসুলভ-স্বর্গে আরোহণ!"
—শুনিয়া বিদুর অন্ধরাজের আদেশ,
হা হুতাশ—অশ্রুজল করি সম্বরণ,
অতীব পবিত্রতর রাজার শ্মশানে,
ভীষ্মসনে অগ্রসরে হ'লেন প্রস্তুত;
কুরুপুরোহিতগণ,
আজ্যগন্ধ পরিপূর্ণ জ্বালাগ্নি লইয়া,
বাষ্পচোখে দাঁড়ালেন শবের পশ্চাতে।
অমাত্য বান্ধব জ্ঞাতি মেলিয়া সকলে,
নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, কুসুম-চন্দনে—
বিভূষিত করিলেন কলেবরদ্বয়।
মহামূল্য বস্ত্রে আবরিয়ে,
স্থাপিলেন মৃতদেহ শিবিকার মাঝে!
অতঃপর সবে মেলি সে শব-শিবিকা
স্কন্ধোপরি তুলি',
চলিলেন হাহাকারে ঘোর আর্ত্তনাদে!
কেহ কেহ শুভ্রছত্র করিলা ধারণ,
কেহ বা করিছে ধীরে চামর ব্যজন!
চারিদিকে ঘোর বাদ্যধ্বনি!
"হরে মুরারে মধুকৈটভারে—
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে!
মহান্ তারকব্রহ্ম-নাম

বেদনাদে উঠে গান মিলি একতানে!
রাজরাণী সুসঞ্চিত মহামূল্য ধন,
চতুর্দ্দিকে বৃষ্টিসম হ'তেছে বর্ষিত!
অর্থী, প্রার্থী, যাচক, ভিখারী কত শত
মহাকোলাহল করি রাজপথ হ'তে—
মহাবেগে করিছে সংগ্রহ!—
শুক্লাম্বর—শুক্ল-যজ্ঞ-উপবীতধারী,
জ্ঞানবান সুপণ্ডিত যাজক সকলে,
প্রদীপ্ত অনলে হায় আহুতি প্রদানি,
শিবিকার অগ্রে অগ্রে করেন গমন!
ঘনঘোর সঙ্কীর্ত্তন হরিধ্বনি মাঝে,
উঠিছে হৃদয়ভেদী রোদনের ধ্বনি!
এইরূপ ঘোরতর শোক-সমারোহে,
অগ্রগামী শান্তনব বিদুরের সনে,
মহতী জনতা ল'য়ে,
সে শব-শিবিকা স্কন্ধে নিরানন্দ-প্রাণে
উত্তরিলা পুণ্যস্রোতাঃ ভাগীরথী তীরে!
 অনন্তর ভীষ্ম আদি কুরুগুরুগণ,
শিবিকা-শয়িত মৃত রাজদম্পতিরে,
আনয়ন করিলেন জাহ্নবীর তীরে!
কালাগুরু-চন্দন প্রভৃতি,
নানাজাতি গন্ধদ্রব্য করিয়া লেপন,
সুবর্ণ কলসী হ'তে সুবারি সেচন
করিলেন শবদেহ'পরি!
পরিশেষে স্বদেশীয় অতি শুভ-বাস,
পরালেন মৃত ম্লান, রাজারাণী কায়ে!
হায় হায়, কি বলিব সাধু জন্মেজয়!
অতি শুভ্র মহার্ঘ্য বসন-পরিধানে,

কুসুমাদি চন্দন ধারণে,
মহাপুণ্য-প্রাণ সেই নৃপতি-দম্পতি,
যেন নব-বিবাহিত প্রায়,
বরকন্যা একাসনে করিছে বিরাজ!
অনন্তর পুরোহিত মন্ত্র উপদেশে,—
প্রেতকার্য্য করি সম্পাদন—
পাণ্ডুরে মাদ্রীর সনে ঘৃতে অভিষেকি',
চন্দনাদি বহুবিধ কাষ্ঠস্তূপ দিয়ে,
দম্পতির দাহ-ক্রিয়া কৈলা বিধিমতে।
হায় হায়, অম্বালিকাদেবী,
চিতাগ্নি মধ্যস্থ পুত্র পুত্রবধূ হেরি',
"হা পুত্র,—হা বধূমাতা!" বলি'—
বিদীর্ণ করিয়া বনস্থলী,
অজ্ঞান মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়িলা ধরায়!
পতিহীনা কুন্তীদেবী শাশুড়ীর সনে,
মহাশোক-ভার আর সহিতে না পারি,
শুইলেন শাশুড়ীর পাশে!
প্রভাতের হীন-প্রভ তারকার প্রায়,
শোকতপ্তা রাজারাণী দোঁহে,
শোক-মোহে অভিভূতা হেরিয়া তখন,
রাজভক্তি-পরায়ণ—
হাহাকার ক্রন্দন-ব্যাকুল প্রজাগণ,
"কি হ'ল কি হ'ল হায়! একি সর্ব্বনাশ!
বিপদের উপর এ কি রে বজ্রাঘাত!"
—এই বলি হাহাকার তুলি',
অশ্রুর প্রবাহে সবে হৈল ভাসমান!
হায় হায়, সে সময় হাহারোল শুনি',
মনুষ্যের কথা দূরে থাক্,

অবলা তীর্য্যক্‌যোনি পশুপক্ষিগণ,
নীরবে চ'খের জল ঢালিল শোকেতে!
হায় হায়, শান্তনব,
সবিদুর ধৃতরাষ্ট্ররাজা,
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চভ্রাতা,
জ্ঞাতিবর্গ বান্ধবমণ্ডলী,
আকুলা কৌরবকুল-ললনা সকলে,
উতরোলে আর্ত্তনাদ তুলি,
সমস্ত উদকক্রিয়া করি সম্পাদন,
গঙ্গাস্নানে সকলেই শুদ্ধ করি' দেহ,
শুদ্ধ শ্বেত-নববাস করি পরিধান,
অতি ম্লানমুখে—অতি শোকাকুল-প্রাণে,
ফিরিলেন সকলে প্রাসাদে।
পিতৃহারা পঞ্চশিশু মহাখেদে,
পিতৃশোকে একান্ত অধীরচিত্ত হ'যে,
সবান্ধবে শুইলা ভূতলে।
ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণ প্রজা,
পিতৃহীন পাণ্ডবের প্রায়,
সকলেই ভূমিশয্যা করিল আশ্রয়!
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হস্তিনানিবাসী,
দশদিন অতিশোকে শোকাতুর হ'য়ে,
শোকের সাগরে সবে রহিলা মগন।
অতঃপর ভীষ্ম আদি বৃদ্ধ কুরুগণে,
বেদবিধি অনুসারে—
ঘোরঘটা সমারোহে—
পাণ্ডুর শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া কৈলা সমাপন;
লক্ষ লক্ষ দ্বিজগণ করিল ভোজন।
তারপর কৃতশৌচা কুন্তীর সহিত—

পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডবগণেরে সমাদরে,
ধৃতরাষ্ট্র আনিলেন অন্তঃপুর মাঝে।
এইরূপে কিছুদিন হইলে অতীত,
একদিন মহাঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
সত্যবতী জননীরে করি আবাহন,
কহিলেন শোকতপ্ত গদগদভাবে ;—
"শুন মা জননি !
জ্ঞান-চক্ষে দেখিতেছি আমি—
ঘোরতর দুঃসময় হইল উদয় !
লেশমাত্র সুখ নাই আর এ আলয়ে !
ক্রমে পাপ হ'তেছে বর্দ্ধিত ;
ধর্ম্ম পুণ্য হ'লো অন্তর্দ্ধান—
ফলহীনা শস্যহীনা হ'লেন পৃথিবী,
মায়াজাল বিস্তৃত হ'তেছে চতুর্দ্দিকে,
জীবগণে ক্রমেই হইল বিজড়িত !
বিশেষতঃ অম্বিকার পৌত্র দুর্য্যোধন,
অতীব দুরন্ত দুরাচার—
হেন পুণ্য কুরুকুলে কলঙ্ক স্বরূপ !
জন্মিয়াছে মূর্ত্তিমান্ পাপ !!
তাহার দুর্নীতি হেতু—
রাজলক্ষ্মী তিরোহিতা জন্মদিন হ'তে !
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আমি,
অন্ধের এ মোহ-অন্ধ নন্দনের হেতু,
কুরুকুলে বাতি দিতে না রহিবে কেহ !
তাই আমি সময় থাকিতে—
অনুরোধ করি' মা তোমায়,
স্বচক্ষে আপন বংশ, ধ্বংস দেখিবার আগে,
চল মাগো ! যোগাশ্রমে যাই,

যোগ তপ অনুষ্ঠানি' অবশিষ্ট কাল—
ধ্যান-ধারণায় মাগো, যাপিব জীবন!"
মহাজ্ঞানী পুত্রের এ মহাবাক্য প্রতি—
সত্যবতী মনোগতি করিলেন স্থির।
তখনি অম্বিকা-পাশে হ'য়ে উপনীত,
ব্যাসের এ ভবিষ্যৎবাণী—
কহিলেন বিস্তারিয়ে কাতর বচনে।
পুত্রশোকাতুরা আহা অম্বালিকাদেবী,
তখনি দিলেন মত অম্বিকার মতে।
অতঃপর ভাগ্যহীনা রাণী সত্যবতী,
স্নুষাদ্বয় সঙ্গে করি',
ভীষ্মেরে' করিয়া আমন্ত্রণ,
বেদব্যাস—মত অনুসারি'—
বনবাসে করিলা গমন।
তথায় কঠোরতপ করি' সমাপন,
সত্যবতী কুরুকুলরাণী—
দুই পুত্রবধূ ল'য়ে,
ত্যজিয়া এ ইহ-কলেবর,
অভিপ্সিত নিজ নিজ পথে,
তেজঃপুঞ্জ দেহ ল'য়ে করিলা গমন।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"পাণ্ডু-চরিত" সমাপ্ত।

নিবেদন।

করুণাময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান বিশ্বনাথের কৃপায়, আমাদের পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী মহাভারত-নাট্যকাব্য নবোদ্যমে পূর্ণোৎসাহে কয়েক মাসের পর ৫০ সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হইল। কোন একটি বিশেষ কারণে মহাভারত যথা সময়ে গ্রাহক-মহাশয়গণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমরা শত শতবার ক্ষমা প্রার্থী; অধিকন্তু মহাভারতের ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ ঘোষাল মহাশয় নানাবিধ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায়, ভারত প্রকাশরূপ গুরুতর ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; এই হেতু ভারত প্রকাশে আরও বিলম্ব ঘটিয়াছে। তাঁহার সহিত এই মহাভারত-নাট্য-কাব্যের আর অনুমাত্রও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এখন হইতে যাবতীয় কার্য্যই নিম্নলিখিত ঠিকানায় নূতন প্রকাশক কর্তৃক সম্পাদিত হইবে। এতৎসম্বন্ধে তাঁহার একখানি অনুজ্ঞাপত্রও কভারিংয়ের ২য় পৃষ্ঠে প্রকটিত হইল। এখন হইতে মহাভারত-নাট্যকাব্য যথা সময়ে প্রকাশিত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব বা বিশৃঙ্খল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যাহাতে এরূপ আর কখন না হয়, বিধিমত প্রকারে তাহার আয়োজন করা হইয়াছে। মহাভারত কার্য্যালয় করিবার জন্য, বহু অর্থব্যয়ে ২৩নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ নূতন বাটী প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কিরূপ পূর্ণোৎসাহে কার্য্য চলিতেছে, তাহা সহরবাসী গ্রাহক-মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া যাইলে, আমাদের সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারিবে। এক্ষণে গ্রাহক-মহোদয়গণের নিকটে সবিনয়ে নিবেদন এই যে, ৩য় বৎসর প্রারম্ভে, অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষের ১লা আষাঢ় মাসে ৪৯ সংখ্যা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পর পর মাসে না হইয়া উপস্থিত ১৫ই মাঘ, ৫০ সংখ্যা হইতে যথাবিধানে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। কারণ, বহুসংখ্যক ভারত বক্রী পড়িয়াছে, একবারে এত সংখ্যা একত্রে প্রকাশ, বহুব্যয় এবং কষ্টসাধ্য বিবেচনায়, ১লা মাঘ হইতে ৩য় বর্ষ আরম্ভ করিলাম, ইহাতে গ্রাহকগণের কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ৪৯শ সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠায়

সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতেই যখন নম্বরানুসারে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে পুস্তক সম্বন্ধে আর কি ক্ষতি হইতে পারে ? আর যখন ২য় বৎসর সমাপ্ত হইয়া ৩য় বৎসরের মাত্র ১ সংখ্যা বাহির হইয়াছে, মূল্য সম্বন্ধেও তখন আর কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ; কেননা, ৩য় বৎসরের অগ্রিম মূল্য প্রায় কাহারও নিকট হইতে লওয়া হয় নাই। তবে ১লা আষাঢ়ের সংখ্যা যাহা পাইয়াছেন, আষাঢ়ের স্থলে (কভারিংয়ের শিরোভাগে যাহা মুদ্রিত আছে) "মাঘ" শব্দটি মাত্র হস্তে লিখিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে আর মাস-বিভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না। ১লা মাঘ হইতেই নববর্ষ আরম্ভ করা হইল।

উপসংহারে সহৃদয় গ্রাহক-মহোদয়গণের নিকটে সানুনয়ে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, আমার পরম ভক্তিভাজন শুভানুধ্যায়ী শ্রীমৎ প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি বড় স্পর্দ্ধা করিয়া তৎবিরচিত মহাভারত প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি ; বলা বাহুল্য, অতি গুরুতর ভারই গ্রহণ করিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব প্রকাশক মহাশয়কে উৎসাহ দানে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ অস্মদের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখিলে পরম অনুগৃহীত হইব, পরন্তু লেখক মহাশয়কেও যৎপরোনাস্তি বাধিত রাখিবেন। সাবেক হিসাবে যাঁহার নিকটে যাহা কিছু প্রাপ্য আছে, তাহা এবং বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য চিঠি পত্রাদি সমুদয় নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইতে হইবে ;— অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

মহাভারত কার্য্যালয়।
২৩নং বিডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১লা মাঘ, ১৩০৫ সাল।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর

পূর্ব্বজন্ম-কথন।

"পতি দাও পতি দাও পতি দাও বলি,
মোহে ভুলি পঞ্চবার করেন প্রার্থনা ;
আমিও ইহাঁরে—
পঞ্চপতি বর দান করিনু তখন।
ইনি সেই দেবীরূপা তাপসী-তনয়া—
মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ প্রকৃতি !
ইনি মহা-যশস্বিনী হ'য়ে,
অবনীতে প্রধানা কামিনীরূপে—
তোমাদের পঞ্চজনে একপ্রাণে বাঁধি,
নিরবধি পতিপ্রেমে বিভোরা পরাণে,
মহাকীর্ত্তি স্থাপিবেন ভারত ভুবনে।"

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥"

পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর

পূর্ব্বজন্ম-কথন।

(হস্তিনা,—রাজসভা)

বৈশম্পায়ন ও জন্মেজয় এবং সভাসদ্‌গণ।

জন্মেজয়। হে পণ্ডিত ব্যাসশিষ্য পূজ্য-মহাত্মন্!
সুবিদ্বন্ মহাপ্রাজ্ঞ বৈশম্পায়ন!
অত্যদ্ভুত মহাশক্তি তব অতুলন,
কি মধুর কবিত্ব, কি বর্ণনা তোমার!
মহাজ্ঞান-শলাকায়—
ঘুচাইলে মো'সবার অজ্ঞানান্ধকার।
যত শুনি, ততই লালসা বৃদ্ধি হয়,
মহোদয়! নমস্কার করি হে তোমায়!
কহ প্রভু, কৃপা করি অনুগত-জনে,
এ ভারত-পারাবারে মো'সবায় ল'য়ে,
কতদূর হ'লে অগ্রসর?

বৈশম্পায়ন। এ ভারত মহাঘোর অপার পাথার!
পারাপার দৃষ্টি নাহি চলে,
অতি দূর দূরতম মহান্ বিস্তার।
এতদিন ছিনু মোরা এ ভারতকূলে,
আজি হ'তে ঝাঁপ দিনু এ মহা-অকূলে।
শ্রীহরির পদতরী ক'রেছি আশ্রয়,
কি ভয় রাজন্ জন্মেজয়?
তাহে পুনঃ ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা তাঁর—
কর্ণধার এ মহাভেলার।
বিজয়-নিশান তুলি—হরি হরি হরি বলি,
অবশ্যই পারে উত্তরিব।
রেখ' না সংশয় তাহে হে মহারাজন্!
মহাভিষ উপাখ্যান হ'তে,
আদ্যন্ত এ জন্মের কাহিনী,
সংক্ষেপতঃ কাব্যাকারে কবিনু কীর্ত্তন;—
এইবার কুরু-পাণ্ডবীয় মহালীলা,
যথাসাধ্য নাট্যকাব্যে করিব বর্ণন।
নাট্য ও কাব্যের বিভিন্নতা—
বুঝেছ ত জ্ঞানীবর?
এ ভারত বিস্তর চরিত্র ইতিহাসে,
পরিপূর্ণ জটিলতাময়।
যে স্থল চরিত্র চিত্রে মধুর অঙ্কিত,
সেই স্থান নাট্যরূপে হ'তেছে শোভিত।
আর—যেই স্থানে চরিত্র অভাব,
মাধুর্য্য-বিহীন মাত্র গল্প ইতিহাস,
সেই স্থল কাব্যরূপে 'প'তেছে প্রকাশ।
এই হেতু, এত দূর জন্মের কাহিনীগুলি,

কাব্যরূপে প্রকাশিনু তোমার গোচরে।
এইবার কুরু-পাণ্ডবীয়—
মধুর অমিয়মাখা
সুমহৎ বীরকীর্তি চরিত্র-কাহিনী,
যথাশক্তি নাট্যরূপে করিব বর্ণন।
পাণ্ডবের জন্ম-কথা সংক্ষেপ-কীর্ত্তনে—
ক'রেছি প্রকাশ তব ঠাঁই;
এইবার জন্মের কারণ, হেতুবাদ—
প্রকাশিব, অবধান হে রাজন্!

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(ব্রহ্মলোক)

[রাজহংস-বাহনে ব্রহ্মা উপবিষ্ট ;
ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিতে করিতে
ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ]

(গীত)

ইমন্——চৌতাল।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলক্ষ্য নিরঞ্জন,
অনাময় অবিনাশী অজর অমর প্রভু সনাতন!
দীননাথ দয়াল দামোদর শুভ-সদন,
দুঃখহারী তাপবারী ভবতারণ হে! নমো ভগবন্!
কেশব-ভব-চিন্তামণি হে, সংসার-ত্রিতাপ-মর্দ্দন,
বিশ্বপতি পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বোত্তম ;—
স্মর রে কুসঙ্গ-চারী তনুমনঃ, ভব-গভীর ভীষণ!!
কাণ্ডারী সেই পরাৎপর—
ভয়-ভয়-নিবারি কল্পদ্রুম!!

সকলে। জয় জয় ব্রহ্মাদেব সৃষ্টির পালন!

ব্রহ্মা। এস এস, দেবরাজ সহস্রলোচন,
কুবের, বরুণ, সোম, শুক্র, বসুগণ,
অশ্বিনীকুমার রুদ্র আদি!
কুশলে আছত সবে ?
দেবকার্য্য যথাবিধি হয়ত পালন ?
করি কি মনন
আসিয়াছ সবে ব্রহ্মলোকে ?

ইন্দ্র। প্রণমামি প্রজাপতি—
সর্ব্বলোক পিতামহ হে অনাদিনাথ!
বড় দায়ে ল'য়েছি শরণ শ্রীচরণে,
বড়ই বিপদ দেবধামে,—
ধরাধামে বড় বিশৃঙ্খল!
রসাতল-গতা বুঝি হয় বসুন্ধরা!
শুন প্রভু, অধীনের নিবেদন ;—
অন্যান্য দেবতা সনে নৈমিষ-কাননে,
সংহারস্বরূপ বৈবস্বত-ধর্ম্মরাজ—
মহাসত্র দ্বাদশবার্ষিকী—
দীর্ঘব্রতে হয়েছেন ব্রতী।
কি কহিব, হায় প্রজাপতি!
ভুলেছেন যমরাজ কর্ত্তব্য মহান্,
সংহার বিনাশ নাম নাহি ধরাধামে ;—
ক্রমেই জীবের সংখ্যা হতেছে বহুল,
ধরাসতী অতি নিপীড়িতা।
হে প্রভু, অপরিমিত জীবের বর্দ্ধনে—
আজি এ অধীন দেবগণে,
বড় ভীত হইয়াছে প্রাণে!
যাহে দেব, নিরুদ্বিগ্ন নিরাপদ মনে

ত্রিদিব-ভুবনে সুখে করি নিবসতি,
তাই সবে অনুরোধ করি প্রজাপতি!

ব্রহ্মা। এত ভয় দেবরাজ দেবতার প্রাণে?
তোমরা অমর—মহাপুণ্যবান্ জাতি;
ক্ষীণপুণ্য হীনবীর্য্য নরের শঙ্কায়—
আজি ভীত দেবতার চিত?
একি হে অদ্ভুত কথা পশিল শ্রবণে!

ইন্দ্র। আর লজ্জা দিওনা বিধাতা!
অন্তর্যামি, বোঝ না কি দেবতার কথা?
এ দাসের নতি,
একবার কৃপা করি' শোন সৃষ্টিপতি!
এবে আর মর্ত্ত্যলোক মরলোক নয়,
মরণে না করে আর ভয়,
ধরাধাম দেবধামে পরিণত প্রায়!
নরজাতি হইলে অমর মৃত্যুঞ্জয়,
ডরিবে কি আর দেবতায়?
প্রভূত-বিক্রমী তারা হ'য়েছে এখন,
দেব সনে কিছু মাত্র নাহিক বিশেষ;
সুবিপুল বলবৃন্দ দেব-নির্ব্বিশেষে
ভ্রমিছে যথেচ্ছাচারী হ'য়ে।
এই হেতু, দেব-নরে করিতে প্রভেদ,
ও অভয়-পদে
ল'য়েছি শরণ দয়াময়!

ব্রহ্মা। এত ভীত হইবার নাহি প্রয়োজন!
শুন সহস্রলোচন! শুন ভীত দেবগণ!
মহাযজ্ঞে যমরাজ ব্যাপৃত বলিয়া,
অল্পপ্রাণ মানবের মৃত্যু নাহি হয়,
কিছুমাত্র নাহি ভয় তায়;

অতীব মহৎকার্য্য হেতু
মৃত্যুরাজ মৃত্যুরে ভুলেছে।
সত্য বটে—মৃত্যুহীন মানব এখন
দেব সনে সমকক্ষ প্রায়,
কিন্তু তাহা অতি স্বল্প কাল।
মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলে যমরাজ,—
পৃথিবীতে মহামারী হ'বে আবস্তন।
শৌর্য্যবীর্য্য বৃথা পরাক্রম—
তখনি বুদ্বুদ প্রায় হইবে বিলীন।
দীন হীন হ'যে—মহামৃত্যু ভযে
তখনি উন্নত শির হইবে নমিত।
তোমাদেরো দেবপ্রভা ব্রহ্মতেজ বলে
অবহেলে যমের শরীর
মধ্যাহ্ন মিহির প্রায়—
মহাতেজে হ'বে অলঙ্কৃত।
এখন সকলে যাও নৈমিষ-কাননে
যমরাজ-মহাযজ্ঞ-স্থানে,—
তথায় হইবে সিদ্ধ কামনা সবার।

ইন্দ্র। ধন্য কৃপা তব কৃপাময়!
পাইনু অমোঘ বল কৃপায় তোমার,
পাদপদ্মে কোটী কোটী করি নমস্কার।
জয় জয় ব্রহ্মাদেব সৃষ্টির কারণ।—

(দেবগণের প্রস্থান)

ব্রহ্মা। পুরন্দর! এখন(ও) অজ্ঞান তুমি।
তুমি কি বুঝিবে বৎস, শমনের ভাব?
যিনি হে যমের যম যম-নিয়োজিতা,
তাঁহারি অব্যর্থ-কার্য্য-কারণই বিধান—

কি বুঝিবে সহস্রলোচন ?
ভগবান্ ত্রিলোচন কেন যমরাজে—
ধরামাঝে মহাযজ্ঞে করেছেন ব্রতী,
আমি কি জানি না দেবপতি ?
ধরাসতী নিপীড়িতা জীব-পদভরে,
ইথে কি ভাবনা মোর নাই ?
ধরাভার করিতে হরণ,
তোমাদের(ই) ধরামাঝে হ'বে প্রয়োজন।
ত্রিশূলীর মহা সুকৌশলে,
অব্যর্থ মায়ার জালে হইবে জড়িত,
তাই এই মহাকার্য্য হ'তেছে সূচনা।
এবে যাই ভূতনাথ পাশে ;
মহাধ্যানে মগ্ন মহাদেব,—
জাগায়ে তাঁহারে কহি এ সকল কথা।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হিমালয় পর্ব্বত।)

যোগমগ্ন মহাদেব।

ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। সংহর্ত্তা, প্রবর্ত্তয়িতা, বিধির ঈশ্বর!
জাগ জাগ দেব দেবেশ্বর!
হে মহিমাময় মহাদেব!
বিধি আজি মহাকার্য্য-আশে
আসিয়াছে তব পদপাশে;
উন্মীলন কর আঁখিদ্বয়।
জয়ঃজয় দেবদেব দেব ত্রিলোচন!

(মহাদেব ধ্যানভঙ্গ হইয়া)

মহাদেব। এস এস প্রজাপতি সৃষ্টির ঈশ্বর!
ওহে প্রজাপতি—দীন-হীন-গতি!
এ অধীন পশুপতি
তোমারি মহিমাধ্যানে সদা নিমগন।
কি কারণ জাগালে মহেশে?
কহ, কোন কার্য্য আজি করিব সাধন?
ব্রহ্মা। ধন্য ধন্য উমাপতি!
এ হেন মহিমাময় নাহি হ'লে তুমি—
কভু কি রক্ষিতে পার এই বিশ্ব-ভূমি?

প্রণমামি শ্রীপদে তোমার।
ওহে সংহার-কারণ মৃত্যুঞ্জয়!
বৈবস্বত মৃত্যুদেব তব আজ্ঞাকারী,
মহাব্রতে সুদীক্ষিত নৈমিষ-কাননে।
জীবনাশ নাহি হয় ভবে,
দেবগণে পরাভব তাহে।
দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দান্ত নব মৃত্যুহীন হ'যে,
স্বেচ্ছাচাব কবিতেছে ভুবন আলয়ে।
ডরে দেবগণ, এসেছিল ব্রহ্মলোকে—
জানাইতে এ সব কাহিনী,
ভয়হারী তব নাম ল'যে,
দেবগণে দিয়াছি অভয়।
কহ প্রভু, কি কবি এখন?
মহাভার নিপীড়ন হ'তে—
ধবারে কেমনে দেব কবিব বক্ষণ?
হে ত্রিশূলীন্ ত্রিনয়নাপতি।
প্রজাপতি বড়ই কাতব।
বল প্রভু, অতঃপর কি করিতে হ'বে?

মহাদেব। ভয় নাই, শুন শুন হে ভূতভাবন।
মহাকার্য্য সাধনাব তরে,
দেবগণে দিব বরাভয়।
আসিল দুরন্তকাল দ্বাপর অধীনে,
অতীব দুর্দ্দিন আজি ভারত-ভুবনে!
পাপ-ধর্ম্মে ভয়াবহ ঘোর সংঘর্ষণ—
অবিলম্বে হইবে সাধিত,
পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্র মাঝে।
জীবরক্তে প্রবাহিত হ'বে বসুন্ধরা!
এ হেন দুর্দ্দম-রিপু করিতে দমন

পঞ্চ ইন্দ্র হ'বে প্রয়োজন !
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মাঝে চারি ব্রহ্মাণ্ডের
লোকপাল ইন্দ্র চতুষ্টয়ে—
করিয়াছি বশীভূত হিমাদ্রি গুহায় ,
অবশিষ্ট এ বিশ্বের সহস্রলোচনে
তা' সবার সনে সংমিলিয়ে—
পঞ্চ ইন্দ্র করিব সৃজন ধরাতলে !
প্রকৃতি রূপিণী লক্ষ্মীদেবী
এ পঞ্চের হ'বেন পত্নী,—
তাঁহারেও বিধিমতে দিয়াছি আদেশ ।
এবে সেই লোক-মনোরমা,
দীনগতি অনুপমা বিশ্ব উদ্ধারিণী—
প্রকৃতি মহিমাময়ী দেবী,
করিছেন অবস্থিতি ভাগীরথী বাসে,—
তাঁ' হ'তেই কার্য্যসিদ্ধি হ'বে ।
যাও ব্রহ্মাদেব,—
দেখ গিয়ে প্রকৃতির খেলা ।
হে বিরিঞ্চি ! কোন ভয় ভাবিও না মনে ;
লোকপালগণে সতী প্রপঞ্চে ভুলিয়ে,
মনমত নায়ক সৃজিয়ে ধরাধামে—
দেবতার মনস্কাম করিবে পূরণ,
নরাকারে দেবলীলা হইবে সাধন ।
আমি যাই ছদ্মবেশে পার্ব্বতীর সনে
যোগাসন-পর্ব্বতে আমার ,
তথায় ভুলায়ে পুরন্দরে—
অবশিষ্ট কার্য্য-বিধি করি নিরূপণ ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(ভাগীরথী তীর)

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ)

ইন্দ্র। অত্যুন্নত দেবভূমি স্বর্গধাম হ'তে—
নানাবিধ ভূধর প্রান্তর অতিক্রমি',
এই ত আসিনু সবে ভাগীরথী-তীরে।
ও—কতদূর দূরান্তর পথ!
হায়! আর কত কষ্ট আছে দেবভালে?
সুধা পিয়ে অমর হইয়ে,
ভেবেছিনু নিষ্কণ্টক হ'ল সুখ-পথ,
কিন্তু হায়, দেবভাগ্য কি জটিলময়!
দেখ সোম, দেখ হে জলেশ!
কি বিষম বিধাতার খেলা!
মর-নর অমরে জিনিল?
মৃত্যু জিনি' দুর্দ্দান্ত মানব—
বাসবে করিবে পরাভব?

বরুণ। চল, আর ভাবিলে কি হ'বে?
বৃথা বাক্য-ব্যয়ে আর ফল কিবা ভাই?
এই ভাগীরথী তীর মহাপথ ধরি'
যেতে হ'বে নৈমিষ-কাননে।
পথশ্রান্তে বড় ক্লান্ত মোরা;—
এস পুরন্দর!

পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে,
করি সবে অবস্থান,
একান্ত শ্রমার্ত্তপ্রাণ করি হে সুস্থির !

(দেবগণের ভাগীরথী-তীরে উপবেশন)

(একটি সুবর্ণনির্ম্মিত প্রস্ফুটিত
পদ্ম গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া
অপরদিকে প্রস্থান)

ইন্দ্র। দেখ হে ঐশ্বর্য্যবান্ ধনাঢ্য কুবের !
কি অদ্ভুত অপরূপ স্বর্ণ-সুনির্ম্মিত—
প্রস্ফুটিত বিমল কমল
গঙ্গাজলে ধীরে ভেসে যায়।
আহা মরি কি অপূর্ব্ব শোভা !
হেন স্বর্গ মনোলোভা—
কভু ত নয়নপথে পড়েনি আমার ?
দেখ দেখ দেবদল ! শ্বেত-গঙ্গাজলে
স্বর্ণ-কমলের কিবা শোভা মনোহর !

কুবের। দেখেছি নন্দনবনে মন্দার ব্যাপৃত
কল্পবৃক্ষে স্বর্ণফল সুবর্ণ-বল্লরী,
কিন্তু মরি, হেন মনোহারি—
অপূর্ব্ব গঠন স্বর্ণ-কমল-মাধুরী
কখন দেখিনি দেবরাজ !
তটিনীর তর তর লহরীর বুকে,
মহাসুখে সোণার কমল ভেসে যায় !
বলিহারী মর্ত্ত্যদেশ !

বরুণ। পুনঃ দূরে দেখ দেবরাজ !
আরো এক সোণার কমল ভেসে আসে,

কি আশ্চর্য্য ! দেখ দেখ মরি কি মাধুরী !

সোম। দেখ দেখ দেবরাজ, উহারি পশ্চাত্তে,

আরো কতগুলি পদ্ম ধীরে ভেসে আসে।

ইন্দ্র। ওই দেখ ওই দেখ কত ঝাঁকে ঝাঁকে,

স্বর্ণপদ্ম ভেসে আসে ভাগীরথী-স্রোতে।

চল সবে চল ছুটে চল,

করি এই রহস্যের নব-আবিষ্কার !

এক(ই) দিক হ'তে,

ধীর-স্রোতে সমবেগে আসে।

চল সবে স্বর্ণপদ্ম পথ অনুসরি',

করি হে গমন মোরা সমুৎসুক-প্রাণে।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(ভাগীরথী-তীর)

(তীরে রোরুদ্যমানা প্রকৃতিদেবী উপবিষ্টা)

গীত।

শ্রী——পট্‌তালী।

তটিনী-তীরে, ধীর-সমীরে,
নয়ান-নীরে আকুলা লো!
মনোবেদনা তান, বিরহ-গাথা-গান,
বিভোলা পাগলিনী উতলা লো।
দেব-আদেশে, নির্জ্জন-বাসে
বিরহিনী-বেশে— কাঁদি ব'সে,—
ছাঁদ-বাঁধ-ফাঁদে, প্রেমিক-চাঁদে,
হৃদে ধরি পাশরি' এ জ্বালা লো!!

প্রকৃতি। দেবদেব মহেশ আদেশে,
হায় এ বিজন বাসে ভাগীরথী তীরে—
বিরহের ক্ষীণমূর্ত্তি ধরি,
বিরহ-ঝঙ্কার করি হ'য়ে উন্মাদিনী!
কি জানি কি বিধাতার অদ্ভুত বিধান,
কি জানি কি ত্রিশূলীর অব্যর্থ এ খেলা!

মর্ত্ত্যদেশে আসি,
ধরিয়া মর্ত্ত্যের ছার মানবী আকার,
মর্ত্ত্যের মানবী মত—হায় অবিরত
আঁখিনীরে ভাসি,
অশ্রুধারা মিশাই জাহ্নবীজলে।
এই মোহ-মায়াহীন—
কল্পনা অশ্রুর বিন্দু,
যেমনি পড়িছে গঙ্গাজলে,
অমনি কি চমৎকার স্বর্ণপদ্ম হ'য়ে,
ভেসে যায় তটিনী-লহরে।
প্রজাপতি-প্রমুখাৎ শুনিয়াছি আমি,
কল্পিত এ সোণার কমল—
মায়ামোহে জড়াইবে লোকপালগণে।
এই পথ ধরি—আসিবেন দেব পুরন্দর ;—
তবে কেন এখনো বিলম্ব হয় ?
আমি আর কত দিন শোকাকুলাবেশে,
হায় নেত্রাসারে ভেসে র'ব!
ওই না কাহারা দূরে আসে ?
বোধ হয় লোকপালগণ।
কে ওই আসিছে অগ্রগামী ?
শচী-স্বামী সহস্রলোচন ?
মরি মরি, কি মধুর রূপ!
হেন প্রতিরূপ—
হৃদয়ের সদাই বাসনা!
আহা! চোখ ভুলে গেল—ফিরাতে না পারি!!
যাই হোক্,—ভাবিলে কি হ'বে ?
মহেশ আদেশ মত কার্য্য করি আমি।

(অধোমুখে রোদন)

দেবগণের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । এই যে পদ্মের রাশি ফুটন্ত স্তবক ।
তীরে নীরে কি মধুর ভাব !
নীরে ভাসে সোণার কমল,
তীরেও নেহারি তাই !
বলিহারি—বলিহারি যাই !
আহা, দেখ হে বরুণ,
অনুপমা কি মাধুরি ছবি ।
পদ্মমুখী অধোমুখে রয় !
প্রস্ফুটিত পদ্মনেত্র হ'তে,
নিন্দিত হীরক-বিন্দু স্বচ্ছ অশ্রুবারি
গঙ্গানীরে যেমনি মিশিছে,
অমনি ফুটিছে মরি সোণার কমল ।
তাই বলি তীরে নীরে অপরূপ খেলা ।
বল বল কে তুমি সুন্দরি !
কেন অক্ষিবারি ঢাল জাহ্নবীর বুকে ?
কি দুঃখে—কি শোকে শোকাকুলা ?
ম্লানময়ী বেশে ধনি, কেন ব'সে আছ ?
আহা, দেখ—বারেক তুলিয়ে চারু-আঁখি,
তব নেত্রনীর হ'তে,
অপূর্ব্ব সুবর্ণ-পদ্ম ফুটে !
এ হেন পদ্মের খেলা তোমাতেই সাজে ।
মুখে পদ্ম—চোখে পদ্ম—পদ্মময় মুখ,
হাতে পদ্ম—পায়ে পদ্ম—পদ্মময় বুক !
হেন পদ্মের মিলন যথা,
অশ্রুতে সোণার পদ্ম কেন না ফুটিবে ?
বল ভদ্রে ! কে তুমি রোদন কর বসি ?

হেন শশীমুখে কেন হাসির অভাব ?
বল বল, রোদন-কারণ কিবা বল ?
চেয়ে দেখ শুভে,
আমি ইন্দ্র সহস্রলোচন,
ঘুচাতে তোমার ব্যথা আছি হে প্রস্তুত।

প্রকৃতি। তুমি ইন্দ্র দেবরাজ ?
প্রণমি হে চরণ-রাজীবে !
আমার মনের ব্যথা তুমি কি বুঝিবে ?
অমোচ্য আমার আঁখি জল।
আমার এ রোদন-কারণ,
এ মুখের বর্ণনীয় নয়।
যদি দেবরায়, তুমি সহায় আমার,
তবে এস মোর সনে দেববৃন্দ ল'য়ে,
তোমারে দেখা'ব মোর মর্ম্মভেদীস্থল !

ইন্দ্র। তুমি পদ্মিনী রমণী ;
না জানি তোমার বাস,
পদ্মের সৌরভে মরি কত সুরভিত।
চল শুভে ! চল চল,
তব অনুগামী হ'লে,
দেবতার সৌভাগ্য বাড়িবে।
মূল্য নাই তোমার ষোড়শি !
না জানি সে কত ভাগ্যবান্—
তুমি হেন শশী যার আলো কর প্রাণ !
এ অধীন তোমার কি মহিমা বুঝিবে ?
মহতী প্রকৃতিদেবী হ'তে
মহীয়সী তুমি সর্ব্বরূপে।
রেখ'না সংশয়-কূপে নিমগ্ন এ দাসে ;
যদি হে সদয়া দেবতথি,

পরিচয় দেহ শুভে—সুভগা সুশীলে!
অন্তঃশীলা বহে যথা নদী,
সেইরূপ তুমিও হে নবসৃষ্ট নিধি।
প্রেমের প্রবাহে প্রবাহিনী—
ওলো সুচারুহাসিনি!
আজি হে অশনিধর অধীন হইয়ে
পরিচয় চায় সুধাননে!

প্রকৃতি। পরিচয় তোমারে কি দিব বজ্রধর?
বিধি মোরে ক'রেছেন পরিচয়হীনা:
পরিচর্য্যা করি তাঁর যেবা মোরে চায়;
কিন্তু হায়, সহস্রলোচন দেবরায়!
আমি অতি অভাগিনী এ ত্রিলোক মাঝে;
তাই তটিনীর তীরে ব'সে কাঁদি।
যদি এ দাসীর প্রতি—সদয় হে শচীপতি!
এস মোর সনে গুণনিধি!
আমার নিবাস যথা, পরিচয় পাবে তথা,
দান দিব যা আছে আমার;—
হেন নিধি যদি পাই, লুকাবার কিছু নাই,
সঁপে দিব সর্ব্বস্ব সংসার!

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে মায়া-নিকেতন)

(রাজা-রাণীবেশে পার্ব্বতী ও মহাদেবের পাশাক্রীড়া)

পার্ব্বতী। মহেশ্বর!
আর আমি মনোভাব না পারি লুকাতে,
আর তব ছদ্মবেশ না পারি দেখিতে।
এ কি মায়া তব মায়াময়?
হাসি পায় তোমারে হে হেরে হেন বেশে।
ব্যাল-মৌলী ফেলে দিয়ে,
পরিয়াছ সমুজ্জ্বল কিরীট মুকুট;
সতরঙ্গা গঙ্গা তরঙ্গিনী—
ছলু ছলু ঘোরবোলা সুরধুনী ধনে,
কোথায় লুকালে প্রাণনাথ?
তবে বুঝি আমার মহিষীসাজ দেখে,
হিংসায় সতিনী দিদি
মন্দ মন্দ বহে গেছে মন্দাকিনী হ'য়ে?
ফোঁস্ ফোঁস্ অতি প্রিয় সর্পগুলি আজ—
ওহে ও রাজাধিরাজ!
কোন্ বনে ছেড়ে দিয়ে—
ব'সেছ মহিষী ল'য়ে রাজ্যেশ্বর হ'য়ে?
বলনা—বলনা উমাপতি!
সেই সর্প-উপবীত কোথায় লুকালে?

আর আমি অত কথা বলিতে না পারি—
হেসে মরি তোমারে দেখিয়ে !
তুমি ভিখারী ভাঙ্গড় ভোলা শ্মশানবিহারী,
ভূত প্রেত দানা দৈত্য ফের' সঙ্গে করি,
সদানন্দ ব্যোমভোলা হ'য়ে
হাহা হুহু সঙ্গে নিয়ে,
প্রকাণ্ড তম্বুরা ঘাড়ে করি,
গান গেয়ে কাঁপাও ত্রিলোক ;—
তুমি আজ কি আশে হে রাজবেশে ভূষি'
আমারে মহিষী ক'রে বামে বসাইয়ে,
পাশাখেলা অভিনয় কর যাযাবর ?

মহাদেব। তোমারে সকল কথা না কহিলে খুলি,
বুঝিতে পারনা বুঝি সতি !
হরি হরি, এই তুমি অন্তর্য্যামিনী ?
এখনো কি বুঝিতে পারনি' মহারাণি ?
কেন আজ রাজা-রাণী হ'য়ে,
বসি দোঁহে রাজসিংহাসনে—
দ্যূতক্রীড়া করি কুতূহলে ?
এ ভাব কি দিতে হ'বে খুলে ?
দুর্গা—দুর্গা !
তুমি বুঝি'সব ভুলে গেলে ?
তা হ'বেনা কেন বল,—
তুমি যে ভোলার ভুল ধর,—
তা না হ'লে নিজে ভুলে গেলে ?
অথবা ইহাও সত্য কথা ;—
ভব ভুলে ভোলানাথ যার পদতলে,
যার প্রেমে ভুলে ভূতনাথ আত্মভোলা হয়,
তার ভুল ব্যোমভোলা কি বুঝিবে বল ?

আমি কিসে অত কথা জানি ?
তুমি যে কবিতা-প্রসবিনী ;
এত কি কবিত্বশক্তি আছে হে আমার ?
শুন তত্ত্ব তবে তত্ত্বময়ি !
সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা-অনুরোধে,
দেবকার্য্য সাধিবার তরে,
আজি এই ছদ্মবেশ ধরিয়াছি সতি !
মর্ত্ত্যশ্রেষ্ঠ নৈমিষকাননে,
দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে ব্রতী যমরাজ,
শমন কর্ত্তব্যে উদাসীন ;
তাই প্রিয়ে মর্ত্ত্যমাঝে,
মৃত্যুর অধীন আর নয় নর-নরে।
হইয়া যথেচ্ছাচারী,
দেবতায় পরাভব ক'রেছে মানব ;
এ হেন অদৃষ্টপূর্ব্ব হেরি নবভাব,
ব্রহ্মাদেব ক'রেছেন মোরে অনুযোগ,
যাহাতে দর্পান্ধ নর, অমিত-বিক্রম
যমের কবালগ্রাসে হয় নিপতিত ;—
তাই আজি হেন বেশ ধ'রেছি ভবানি !

পার্ব্বতী। আমাদের হেন ছদ্মবেশে,
কি কার্য্য উদ্ধার হ'বে দেবতা উদ্দেশে ?
তুমি যবে সংহারাবতার—
মৃত্যু যবে অধীন তোমার,
তবে দেবতার এত ভয় কি কারণ ?
তোমার শূলের অনুগ্রহে,
আর তব চক্ষুর মধুর চাহনিতে,
ত্রিজগৎ, ভস্ম হয় যবে,
তবে কেন এত ভাণ—হেন অভিনয় ?

মহাদেব। পার্ব্বতি! জানিও স্থির কাল বলবান্!
ঘূর্ণমান্ ত্রিজগৎ কালের নিয়মে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি এই চতুর্দ্দশলোক,
কালের অধীন সবে;
সুখ দুঃখে কালচক্র সদাই ঘূর্ণিত।
যখন যে লোকে চক্র হয় নিপতিত,
অমা পূর্ণিমার ধর্ম্মে অবশ্য সে লোক,
কভু উদভাসিত কভু আঁধারে আবৃত।
সেরূপ ত্রিদশালয়ে চক্র অমাময়—
কালধর্ম্মে এবে অভ্যুদয়,
ওদিকে মনুজলোকে পূর্ণিমার প্রায়—
কালচক্র বিকশিত অমর-কিরণে।
বুঝেছ পার্ব্বতি!
এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের খেলা।
তাই প্রিয়ে!
দেববৃন্দ নিরানন্দ প্রাণে,
সাধিলেন মোর কাছে বিহিত বিধান।
তব অংশীভূতা—সাবিত্রীস্বরূপা,
পাঠায়েছি মহালক্ষ্মী দেবী প্রকৃতিরে,
পুণ্যস্রোতা সুরধুনী-তীরে।
নিয়োজিতা করিয়াছি প্রকৃতি সতীরে
দেবগণে ভ্রমে জড়াইতে,
তা হ'তেই কার্য্যোদ্ধার হ'বে।
ইন্দ্রদেবে করিয়া ছলনা
এখনি আসিবে সুলোচনা।
চতুর্বিধে ইন্দ্র চতুষ্টয়ে,
রেখেছি মায়ায় বদ্ধ অদ্রির গুহায়।
অবশিষ্ট এই আখণ্ডলে,

মিশাইলে তা সবার সনে,
পঞ্চ ইন্দ্র সৃজন করিব ভূমণ্ডলে ;
আর ওই মহালক্ষ্মী প্রকৃতি সখীরে—
পত্নীপদে করিয়া বরণ,
প্রেরিব সবারে প্রিয়ে, ধরাধাম মাঝে ;
তা হ'লেই বলদর্পী পাপপরায়ণ,
দ্বাপর কলির অংশী পাপ নরগণ,
কালস্রোতে পাবে লয়, মৃত্যুর অধীনে।
ওই শুন মধুমাথা বীণার ঝঙ্কার !
আসিছে প্রকৃতিদেবী ল'যে দেবগণে,
এস দোঁহে পাশাক্রীড়া করি একমনে।

নেপথ্যে—গীত।

মারোয়া——যৎ।

আমার মনের গাথা, যতগুলি আছে গাঁথা,
সকলি বলিব খুলে কিছু লুকা'ব না।
যতনে যাতনা যত, হৃদয়ে রাখি সতত,
তোমারে সকলি দিব কিছু লুকা'ব না।
জ্বালা-মাখা মালাগুলি, দিব তব গলে তুলি,
তুমি যদি লহ নাথ, এ দাসী শরণা ;—
তুমি যদি ভুলে যাও, বারেক না ফিরে চাও,
তবুও আমার র'বে, আমি ভুলিব না।

(ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত প্রকৃতির প্রবেশ
এবং রাজা ও রাণীর একমনে
পাশাক্রীড়া)

ইন্দ্র। এ কি!—কোথায় আনিলে দেবি! এ অধীনগণে?
মরি মরি, কি অপূর্ব্বলোক!
দেবতা দুর্ল্লভ!
মর্ত্ত্যভূমি কেন মনোহর?
ইন্দ্রের প্রাসাদ চেয়ে হেন উচ্চতর
মহামূল্য আছে নিকেতন,
পূর্ব্বে আমি ভাবি নাই কভু।

বরুণ। দেখ পুনঃ স্থির-দৃষ্টে সহস্রলোচন!
কি সুন্দর মনোহর ছবি দুইখানি!
মহামূল্য ইন্দ্রাসন জিনি'
দেখ দেখ রত্নাসনে—দম্পতি যুগল রাজারাণী—
দ্যূতক্রীড়া করিছেন কি সুন্দর ছবি!
সত্য ক'রে বল সতি, কেও ওই পুরুষ?

ইন্দ্র। এ কি! চন্দ্রলোকে আসিলাম মোরা?
এ বিরাট সৌন্দর্য্যের মাঝে
কে ওই পুরুষ সুবিরাজে?
উনিই কি এ দেশের রাজা?
অথবা কি মায়াজালে হইয়া জড়িত—
ইন্দ্রপ্রাণ মোহাচ্ছন্ন হইতেছে ক্রমে?
বল সতি, থেকোনা নীরবে—
কেবা এই নরেন্দ্র দম্পতি?

(প্রকৃতিদেবী ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিয়া
নীরবে ইঙ্গিত)

এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!
বাক্য নাই নীরব নিথর—
গম্ভীর অম্ভোধি সম স্থির অচঞ্চল!!
কিছুই বুঝিতে নারি!
এ কি কোন মায়াবীর খেলা?
এ কি স্বপ্ন? অথবা কি মোহের বিকার?
আজি মর্ত্ত্য মাঝে আসি
যার প্রতি করি নেত্রপাত,
সকলি অপূর্ব্ব অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার?
মর্ত্ত্যের মানবী আঁখিজলে,
প্রস্ফুটিত স্বর্ণপদ্ম ফলে?
কে এই যুবতী অশ্রুমতী?
পরিচয় দিল না কৌশলে,
যেন মায়ায় ভুলায়ে,
ল'য়ে এল দেবদলে নয়ন ইঙ্গিতে!
পুনঃ একি বিচিত্র ব্যাপার!
আমি ইন্দ্র লোকপাল দেবদেবেশ্বর,
ত্রিলোকের আধিপত্য করগত মম;
আমি আজ প্রবঞ্চিত মানবীর ছলে!
ধিক্ ধিক্ দেবত্বে আমার!
আরে আরে এত অহঙ্কার!
রে রে রে দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার!
আতিথ্য সৎকার-ব্রতে হ'য়েছ বিমুখ?
এত স্পর্দ্ধা তোর দুরাশয়!
বসি ছার সুমুখী সুন্দরী সমাসনে,
সর্ব্বলোক-অধিপতি ইন্দ্রে তুচ্ছ জ্ঞান?
চেয়ে দ্যাখ্ ওরে পাপাত্মন্!
আমি ইন্দ্র বজ্রধর,

অভ্যাগত হ'য়ে
আসিলাম তোর তুচ্ছ দ্বারে,
নর হ'য়ে এত উচ্চ ভেবেছিস্ মনে মূঢ় ?
দেবতায় নিকৃষ্ট করিলি দুরাত্মন্ !
জানিস্‌নি রে অধম !
আমারই করগত এই ত্রিভুবন ?
আমি সর্ব্বলোক-পূজ্য দেব আখণ্ডল,
একমাত্র আমি প্রভু,
একান্তই আমারি অধীন ভূমণ্ডল !
এ হেন আমারে
সমুচিত না করি সৎকার,
এই তোর ব্যবহার আরে দুরাচার !
প্রগল্‌ভা কামিনীসনে—
একাসনে বসি দ্যূতক্রীড়া ?

(সেই বিরাট রাজপুরুষ ক্রোধোন্মত্ত ইন্দ্রের
প্রতি অট্ট অট্টহাসে অবজ্ঞা-চক্ষুতে
নিরীক্ষণ ও দেবরাজ
ভয়াকুল হইয়া)

একি একি ! অট্টহাস লোমহর্ষণ !
প্রাণ-বিদারণ-রূপ ভয়াল ভীষণ !!
যূপকাষ্ঠে বদ্ধ যেন সর্ব্বাঙ্গ আমার !!!
নয়ন-অনলে পুড়ে মরি,
কি করি কি করি !
এত তেজ নরে কি সম্ভবে ?
কেবা তুমি কহ ছদ্মবেশী !
অতি মূঢ় আমি দেবাধম,

ভয়ঙ্কর সংহার-মূরতি নিরখিয়ে
আজি ভীত—ভীতিহারী দেব পুরন্দর।
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে,
স্থানু প্রায় নিশ্চল শরীর।
মৃত প্রায় প্রাণ আমার—
গভীর সাগরে নিমজ্জিত।

মহাপুরুষ। আরে মূঢ়—মোহমদে এত মত্ত তুই।
রে রে রে রে দুরাচার পাষণ্ড কপটি।
ভেদ জ্ঞান এত তোর এই ক্ষুদ্রপ্রাণে?
এত গর্ব্ব তোর দুরাশয়?
তৃণাদপি তুচ্ছ হ'য়ে,
উচ্চজনে এই রসাভাব?
আরে আরে—
এই গুণে সর্ব্বলোক অধিপতি তুই?
বুঝিলাম এতদিনে—
সহস্রলোচন তোর কেন হীন নাম।
শুন শুন অশ্রুমতী সতি!
ল'য়ে এস পাপাত্মারে আমার সমীপে,
স্পর্শ কর এই দর্পী মূঢ় দেবাধমে,
এ গর্ব্বের সমুচিত পা'ক্ প্রতিফল।
এখনি শিথিল-দেহ জরাগ্রস্ত হ'য়ে,
ভূমিতল করিবে আশ্রয়।

(প্রকৃতিদেবীর ইন্দ্রকে স্পর্শ করণ;
ইন্দ্র জরাগ্রস্ত হইয়া ভূতলে পতন)

শুন শক্র, বার বার করি হে বারণ,
জেনে শুনে হেন কাজ ক'র না কখন।
দেখ—নিজ অহঙ্কার বলে,

মোহমুগ্ধ পতঙ্গের প্রায়,
ঝাঁপ দে'ছ জলন্ত অনলে।
আপন দুষ্কৃতি-ফল ল'ভ দুর্ব্বিনীত!
শুন সদুপায়, কহি হে তোমায়:
জানি তুমি প্রভূত-বিক্রম;
তাই কহি শুন:—
এ পর্ব্বত করি উত্তোলন—
দেখিবে বিবর মাঝে, সূর্য্যসম মহাতেজে—
তোমা সম সমাসীন আছে চারিজন,
যাও শীঘ্র করহ গমন;
এ স্থানের উপযুক্ত নহ কভু তুমি।

(ইন্দ্র পর্ব্বতোলন করিয়া তন্মধ্যে
প্রবিষ্ট হওন)

পট পরিবর্ত্তন।

(হিমালয় গহ্বর মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়দেহী ব্যক্তি
চতুষ্টয় ম্লানমুখে উপবিষ্ট)

ইন্দ্র। একি।

আশ্চর্য্য অদৃষ্টপূর্ব্ব-লোক অলৌকিক
যেন ঘোর ইন্দ্রজাল প্রায়,
ইন্দ্রপ্রাণ মোহে বিমোহিত।
একি একি কি দেখি কি [illegible]
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম তে[illegible]
কেবা এই মহাকায় [illegible]
অপরূপ ব্যক্তি [illegible]
হেরি জ্ঞান [illegible]
যেন কো[illegible]
প্রচণ্ড [illegible] সমরূপ ধরি,
নি[illegible]।
[illegible]র রূপ—
[illegible] পুণ্যে পায় দেবগণ।
[illegible]ার কি দশা হ'বে?
[illegible] সর্ব্বলোক অধিপতি হ'য়ে,
এই [illegible] গুহামাঝে করিব বসতি?
আরো দেখ আশ্চর্য্য ব্যাপার।
বরুণ কুবের আদি দেবতা সকলে,
অব্যাহতি পাইল রসাতলে,

কেবলি কি আমারি এ অদৃষ্টের ভোগ ?
এখনো বুঝিতে নারি,
একি সত্য, অথবা কি স্বপন-বিকার ?
কেবা সেই মহাকায়,
অদ্ভুত দম্পতি বেশে দেবেন্দ্রে দমিল ?
কেবা সেই মায়াবিনী মায়া-অশ্রুমতী ?
হায় হায়, তারি ছলে ভুলে,
আখণ্ডল গেল রসাতলে।
কোথা হে পার্ব্বতি পরমেশ !
দেবেশ্বর আজি বড় বিপদে পতিত।
বার বার তব বরাভয়ে,
বিপদে পে'য়েছি পরিত্রাণ,
আজি এ বিপদ হ'তে কর মুক্তিদান।

(অকস্মাৎ গুহামধ্যে নিজ বেশে মহাদেবের আবির্ভাব)

মহাদেব। তাই তো হে একি অদ্ভুত !
অত্যুন্নত হিমগিরি-মহাশৃঙ্গ চেয়ে—
মহাদর্পী ইন্দ্র দেবরাজ,
আজ বিপদে পার্ব্বতীনাথে করে আবাহন ?
এতক্ষণে বুঝিলে কি সহস্রলোচন ?
সহস্রাক্ষে অশ্রুধারা,
এতক্ষণে উথলিয়ে প্রবাহ বহিল ?
শোন দেবরাজ।
আঁখিজলে নির্ম্মল হইল পাপহৃদি ;
সকাতরে ডেকেছ আমায়,
তাই বৎস !
আমিও তোমার অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়ে,

আসিলাম তোমার সমীপে।
বুঝিলে এখন পুরন্দর?
অহঙ্কারে তত্ত্বজ্ঞান হয় হে বিনাশ?
হেন বালক-স্বভাব তুমি?
তোমারি চপলতায় হীনদশা তব;
কিন্তু কত অপমান ক'রেছ আমার,
তাই এই গুহামধ্যে হইল নিবাস।

ইন্দ্র। দাসে যদি এত দুঃখ দিলে,
ইন্দ্রত্ব ছিনিয়ে যদি ভূতলে ফেলিলে,
ভগবন্! পাদপদ্মে করি নিবেদন,
অদ্যাবধি এ অনন্ত চতুর্দ্দশলোক—
করিও রক্ষণ কৃপা করি।
যা' হ'বার হইল আমার,
এ ত আর নহে ফিরিবার;
নাহি জানি কতদিনে এ আঁধার হ'তে,
পাইব উদ্ধার উদ্ধারিন্!

মহাদেব। তোমা সম অহঙ্কারী হীনমতি জন,
পারে না শাসিতে কভু এ তিন ভুবন।
তাই কহি সহস্রলোচন!
কিছুকাল এইরূপে কর ক্লেশ ভোগ।
ওই যে বসিয়া হেট-মুখে চারিজন—
প্রভাপুঞ্জ করি বিকীরণ;
এঁরাও তোমার মত ছিলেন গর্ব্বিত,
হের তাই নিপতিত অন্ধ-গুহামাঝে।
এখন সকলে মিলে কর কালক্ষেপ;
অধুনা গর্হিত কর্ম্মফলে,
নরযোনি প্রাপ্ত হও সবে;
অতঃপর জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে,

পা'বে সবে নিজ নিজ লোক।

ভূতপূর্ব্বেন্দ্র। দয়াময় দেবদেব!
দেবলোক-চ্যুত যদি হ'লেম সকলে,
তবে প্রভু, মোক্ষ যথা আয়াস-সুলভ,
সেই চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ পুণ্য নরলোকে,
করিব গমন পঞ্চজনে;
কিন্তু দেব, শ্রীচরণে এই ভিক্ষা চাই,
ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র আর অশ্বিনী-কুমার,
কোন্ দেবীরূপা মানবী-জঠরে—
উৎপাদন করিবেন আমা সবাকারে?

ইন্দ্র। আমারো কামনা দয়াময়!
আমি স্বীয় বীর্য্যবলে,
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী মহাতেজা নরে,
উৎপন্ন করিব ত্রিশূলীন্!
পঞ্চমের স্থান পূর্ণ করিবেন তিনি।

মহাদেব। বড় তুষ্ট হইলাম শুনি এই কথা।
এই সর্ব্বলোক-ললাম বিভূতা,
প্রেমলতা কনককষিতা কামিনীরে,
তোমাদের পত্নীপদে করিনু বরণ।
এক পত্নী পঞ্চস্বামীবতী বলি,
হ'বে না অধর্ম্ম কোন, কিম্বা যশঃহীনা।
এই সুন্দরী ললনা সুলোচনা,
আছিলেন পূর্ব্বজন্মে তাপস-তনয়া;
অনুরূপ পতি লাভ হেতু,
করিতেন ঘোরতর তপস্যা কঠোর।
তপে তাঁর সন্তুষ্ট হইয়া,
বরে আমি দিনু দরশন,
"পতি দাও—পতি দাও—পতি দাও—" বলি—

মোহে ভুলি পঞ্চবার করেন প্রার্থনা।
আমিও ইহাঁরে,
পঞ্চপতি বরদান করিনু তখন,
ইনি সেই দেবীরূপা তাপসী-তনয়া,
মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ প্রকৃতি।
ইনি মহাযশস্বিনী হ'য়ে,
অবনীতে প্রধানা কামিনীরূপে,
তোমাদের পঞ্চজনে এক প্রাণে বাঁধি,
নিরবধি পতিপ্রেমে বিভোরা-পরাণে,
মহাকীর্ত্তি স্থাপিবেন ভারত-ভুবনে।
এস সবে মোর সনে নারায়ণ-পাশে,
তোমাদের প্রস্থানের করি আয়োজন।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(বিষ্ণুলোক)

একাসনে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী

বিষ্ণু। শুন লক্ষ্মি,—
আজি মর্ত্ত্যভূমে ঘোরতর বহ্নি সংঘর্ষণ,
প্রায় পূর্ণ অমরত্ব পাইয়াছে নরে,
ডরে দেবগণ কম্পমান!
পাপ অবতার,
দুরন্ত কলির অত্যাচারে,
পূর্ণবলে বলীয়ান মানবের প্রাণ!
দেবদেব উমেশ-কৌশলে,
দেবগণ মহাজালে হ'য়েছে পতিত।
আসিবেন উমাপতি স্বয়ম্ভু শঙ্কর;—
পৃথিবীর পঞ্চভূত প্রায়—
পঞ্চইন্দ্র করি সমাবেশ,
প্রেরিবেন তাঁহাদের অবনী-মাঝারে,—
দমিবারে পাপাশয়গণে।
ভোলানাথ আসিছেন দূরে, হের দেবি!

(মহাদেবের সহিত পঞ্চইন্দ্র এবং প্রকৃতি-দেবীর প্রবেশ)

ব্যোমকেশ ব্যোমচূড় ওহে বাঘাম্বর!
ত্রিশূলীন্ দেবদেবেশ্বর!

বহুভাগ্যে ও অতুল রাঙ্গা শ্রীচরণ,
পাইলাম গৃহে বসি'
প্রণমামি উমাশশি।

মহাদেব। প্রণমি হে আশুতোষ-শিরচূড়ামণি!
প্রণমি পতিব্রতাসতী সাবিত্রী-শ্রীপদে!
হে ভবতারণ নারায়ণ!
দেহ দেহ বরাভয় এই পঞ্চজনে,
আর এই অনুগামী প্রকৃতি সতীরে।
সকলি ত জান প্রভু কি আর বলিব!
এই দর্পী দেবগণ স্বর্গচ্যুত হ'য়ে,
তব সৃষ্ট ধরামাঝে হ'তেছে পতিত ;
আশীর্ব্বাদ কর জনে জনে,
যেন ধরাভার করিতে হরণ,
ঐশীবল পা'ন নরদেহে।

নারায়ণ। আমি আর কি বলিব দেব দিগম্বর?
অবহেলি তোমার আদেশ—
আমি আর কি কব অধিক?
শুন গো প্রকৃতি সতি!
মহালক্ষ্মী অংশীভূতা তুমি,
এ পঞ্চের হইয়া পতিনী,
প্রেম, ধর্ম্ম, স্নেহ, ভক্তি, সরলতা, প্রীতি—
প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে ক্ষিতিমাঝে,
শিক্ষা দাও জগত-সংসারে!
নারীমূর্ত্তি কর লো ধারণ প্রেমময়ি!—

প্রকৃতি। প্রভু! খেদ নাহি তাহে,
পাদপদ্মে জনম আমার,
গর্ভবাস মহাক্লেশ সহি নাহি কভু।
তাই প্রভু! অধীনীর এই নিবেদন

পাপ তাপ মোহপূর্ণ ছার মর্ত্ত্যমাঝে,
নারীমূর্ত্তি ধরি ক্ষতি নাই,
দুখময় দরিদ্র-জীবনে,
বহু ক্লেশ সহিতে পারিব ;
গর্ভবাস—
অসীম যন্ত্রণা শুধু সহিতে নারিব।

বিষ্ণু। ভয় নাই—তাপ কর দূর,
অযোনি-সম্ভবা তুমি,
যজ্ঞভূমে প্রস্ফুটিবে স্থলপদ্ম প্রায়!
রাজঋষি দ্রুপদ-ঝিয়ারী হ'য়ে,
যাজ্ঞসেনী নামে,
প্রখ্যাত হইবে ধরাধামে।
আগামী পূর্ণিমা নিশিযোগে,
বৃহস্পতি, চন্দ্র সনে সম সূত্রপাতে—
মহাশুভ ব্রহ্মযোগে,
করিবেন অবস্থিতি সউর-মণ্ডলে,
ওই যোগে ভূমণ্ডলে হ'বে আবির্ভূতা।

সকলে। প্রণাম শ্রীপদে দয়াময়!

(পঞ্চইন্দ্র এবং প্রকৃতির প্রস্থান)

বিষ্ণু। পার্ব্বতীরঞ্জন!
দেবতার অভিলাষ করিনু পূরণ,
ইহাঁরাই দমিবেন দুষ্ট নরগণে ;
কিন্তু প্রভু! ইহাঁদের রক্ষা করিবারে,
হ'বে প্রয়োজন—
বিরাট পুরুষ দুইজন।

(মস্তক হইতে শুক্র এবং কৃষ্ণ কেশ যুগল উৎপাটন করিয়া)

এই শুক্ল কৃষ্ণ কেশযুগ,
মহাপুণ্যবতী সতী যদুকুলনারী,
রোহিণী দেবকী দেহে করি সমাবেশ।
শুভ্রকেশ হলায়ুধ বলদেব রূপে,
আর এই কৃষ্ণকেশ কেশব স্বরূপে
অবতার করিব ভুবনে;
ইহাঁরাই ঘুচাবেন ধরার রোদন।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্ম-কথন" সমাপ্ত।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

পাণ্ডবের জলক্রীড়া।

"যত্তেপীতো মহাবাহো রসোঽয়ং বীর্য্যসম্ভৃতঃ।
তস্মান্নাগাযুতবলো রণেঽধৃষ্যো ভবিষ্যসি॥" ২৪। ১২৯ অঃ

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥"

গ্রন্থ-সূচনা।

(হস্তিনা—যজ্ঞস্থল)

বৈশম্পায়ন, জন্মেজয় ও সদস্যগণ।

বৈশম্পায়ন। অতঃপর শুন শুন রাজা জন্মেজয়,
যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন—
শ্রীনকুল সহদেব সনে,
মহাসুখে আপনার পৈত্রিক-ভবনে,
দিনে দিনে শশীকলা প্রায়,
পূর্ণচন্দ্র প্রতিভাতে হইল বর্দ্ধিত।
রাজভোগ উপভোগে,
পরস্পর জনকের বল স্পর্দ্ধা স্মরি'
দিনে দিনে হয় বর্দ্ধমান।
বেদোক্ত সংস্কার সমুদয়,
যথাবিধি হইল সম্পাদিত।
দুর্য্যোধন আদি শত অনুজের সনে,

সতত পরম সুখে প্রেমপূর্ণ-চিতে,
অনুদিন করিতেন ক্রীড়া।
কিন্তু শুন, আশ্চর্য্য ঘটনা মহারাজ!
সেই বাল্যকেলি ছলে,
সবিশেষ তেজস্বিতা পাইত প্রকাশ।
শিশু বীর ভীমসেন প্রভঞ্জন-সুত,
যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে,
অতি মাত্র ব্যথিত করিত লহমায়।
মহাস্পর্দ্ধা সবেগ-গমনে,
লক্ষ্যাভিহরণে—
অদ্বিতীয় মধ্যম পাণ্ডব।
ফুল্লবেশী পরম বিলাসী দুর্য্যোধন,
অন্য অন্য ভ্রাতৃগণ সনে,
মহামূল্য ক্রীড়নক ল'য়ে,
যখন পরমাহ্লাদে করে শিশু খেলা,
সেই কালে মহাবীর বৃকোদর আসি'
পরস্পর শিরে শিরে ধরি'
মহাবেগে এমনি করিত সংঘট্টন,—
কেহ বা ব্যথিত—
কেহ হইত অজ্ঞান।
ফলতঃ তাহার মত মহাবলবান,
ছিল না এমন কেহ ভ্রাতৃগণ-মাঝে।
তথাপি সকলে আহা, অশ্রুজলে ভাসি'
হেন মহা অত্যাচার,
নীরবে সহিত অনায়াসে।
কখন কাহারে ভীম ধরি পদদ্বয়,
অথবা ধরিয়া কেশমূল,
এমনি সবলে দূরে করিত নিক্ষেপ,

ক্ষত-জানু, ক্ষত-শির, ক্ষত-স্কন্ধ হ'য়ে,
নিজ নিজ প্রাণনাশ ভয়ে—
পরিত্রাহি আর্ত্তস্বরে করিত চীৎকার।
মহানন্দে রাজপুত্রগণ,
স্নানছলে জলক্রীড়া করে যমুনায় ;
হেনকালে জলগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়ে,
সবার অলক্ষ্য-সন্তরণে—
মহাবীর শিশু ভীমসেন,
এক কালে ধরি দশজনে,
জলগর্ভে করি আকর্ষণ—
মহাবলে রাখিত চাপিয়া।
অবশেষে হ'লে মৃতপ্রায়,
দয়া করি তাহাদের করিয়া বর্জ্জন,
মহাবেগে দূরে পুনঃ উঠিত ভাসিয়া।
উচ্চতর শাখে উঠি রাজপুত্রগণ,
মহানন্দে করিতেছে সুফল চয়ন ;
সেই কালে আসি তথা পবননন্দন,
বৃক্ষমূলে সবলে করিত পদাঘাত।
সে ভীম-প্রহার বেগ সহিতে না পারি,
কভু বা বৃক্ষের সনে—অথবা ফলের সনে—
শূন্য হ'তে রাজপুত্রগণ,
দলে দলে ভূমিতলে হইত পতিত।
বাস্তবিক ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
বাহুবলে, কিম্বা কোন মতে,
ভীমসেনে না পারে আঁটিতে।
ভীমসেন দুর্দ্ধর্ষ অজেয়,
বীরদর্পে হেয় জ্ঞান করে সবাকারে ;
তাই সে তেজস্বী শিশু বাল্যকালাবধি,

কুরুপক্ষে অতিশয় হইল অপ্রিয়।
এই হেতু কি যে ঘোর ঘটনা ঘটিল,
মহাক্রূর দুরন্ত দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধন,
ভীম প্রতি কি যে মহা শত্রুতা সাধিল,
মহাশোক-পরিণাম ভীষণ ঘটনা,
করিব বর্ণনা তাহা জলক্রীড়া-ছলে,
অবধান রাজা জন্মেজয়!

পাণ্ডবের জলক্রীড়া।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(প্রাসাদ)

দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। কারে বলি ভাই-ভালবাসা ?
সৌভ্রাতৃ-প্রণয় কারে বলে বিশ্ববাসী ?
আমি যারে ভালবাসি,
সে কেন না মোরে ভালবাসে ?
আমি কেন ভীম সনে সাধিব প্রণয় ?
জানি আমি দুঃশাসন যেমন আমারো ভাই,
ভীম ও তেমনি ভাই মোর।
সরল আমার প্রাণ—
তাই আমি প্রাণাপেক্ষা তারে করি জ্ঞান।
কিন্তু, নেহারিলে ভীমের বদন,
প্রাণ মন জলে যায় নিরাশায় কেন ?
তেজ, গর্ব্ব, দর্প তার হইলে স্মরণ,
হতাশে হৃদয় ফাটে,
প্রতিহিংসা জেগে উঠে,

মায়া টুটে হেরিলে সে মুখ।
আর চায় তারে,
তত আমি রোষ-চক্ষে না করি ঈক্ষণ;
বিষদৃষ্টি শুধু মোর ভীমের উপর।
সুধিব জনেকে আজি,
যবে তিনি—
ভ্রাতৃপ্রেম-উপদেশ দানিবেন সযতনে,
বলিব তাঁহারে—মোর যা থাকে কপালে;—
"পিতা, তুমি বল ভীমেরে ভালবাসিতে,
কিন্তু মন চায় তারে বিনাশিতে।"

(ধীরে ধীরে ভীমের প্রবেশ ও দুর্য্যোধনের অঙ্গে সবলে অঙ্গ ঘর্ষাইয়া ইতস্ততঃ অন্য মনে পরিক্রমণ)

ওঃ—বাজিল দারুণ!
হায় হায়, কি হ'বে কি হ'বে!
হা বিধাতঃ—
এই তব মনে ছিল,
দাস হ'য়ে রহিব কি পাণ্ডব সমীপে?
হায় হায়—
ভীমাপেক্ষা নাহি অঙ্গে বল,
প্রতিফল কেমনে দানিব?

(অপমানে মৌন হওন)

ভীম। (সহাস্তে) কি হে দুর্য্যোধন!
একেবারে নির্ব্বাক হ'লেযে?
ছি ছি ছি ছি!
সামান্ত আঘাতে তুমি হ'লে অধোমুখ?

পোড়া-মুখ ভবে আর কারে দেখায়ো না।

দুর্য্যোধন। (ক্ষোভে ও রোষে) শুন ভীম,—
কি বীরত্ব দেখাও আমায় ?
বলী ব'লে আর তুমি দম্ভ করিওনা,
পরিত্রাণ নাহি পা'বে,
অপমান হ'বে—পুনরায় যদি ক্লেশ দাও।

ভীম। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ভাল ভাল !
এতেও সন্তুষ্ট তুমি না হইলে ভাই ?
অঙ্গে অঙ্গে ঠেকিয়াছে ব'লে,
অকস্মাৎ ব্যথিত হইলে ?
এই দেখ শরীরের বল !

(দুর্য্যোধনকে ভূতলে পাতিত করিয়া)

কি হে বলবান !
কেবা ত্রাণ করিল তোমারে ?
কই ভাই,
সমুচিত শাস্তি তুমি কই দিলে মোরে ?
হাসি পায় শুনিয়া তোমার কথা,
পরাভব হইয়াও তবু দম্ভ এত ?

(পুনর্ব্বার বল প্রকাশ)

দুর্য্যোধন। ওহো, কোথা যা'ব ?
অস্থি চূর্ণ হ'ল—বিকল শরীর !
কে রক্ষা করিবে মোরে ?
উঃ ! এত অপমান !
ছার প্রাণ না রাখিব—
দগ্ধানন কারে না দেখাব,
ডুবিয়া মরিব আসি অতল সলিলে।

(দূরে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

দেখ দাদা,
মরি আজি ভীমসেন-হাতে,
ভীমাঘাতে এই দেহ চূর্ণ হইয়াছে!
আর রক্ষা নাই—
উপায় দেখাও ভাই?

যুধিষ্ঠির। ওকি ভীম, কি কর কি কর?

ভীম। দূর্—দূর্—দুর্য্যোধন!
দাদারে বলিয়া মোরে করিলি লজ্জিত?
প্রতিশোধ পাবি অচিরাৎ।

(বেগে প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। উঠ ভাই,
ধরাসনে থেক'না থেক'না.—
পিতা তব নেহারিলে দুর্দ্দশা তোমার,
আমারেই বকিবেন উঠ দুর্য্যোধন!

দুর্য্যোধন। দাদা, বড় ব্যথা লেগেছে হৃদয়ে!
শক্তি নাই—
ধর হাত—তোল তোল।

(যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে উত্তোলন)

যুধিষ্ঠির। ভয় নাই ভাই,
আজি আমি সমুচিত শাস্তি দিব ভীমে।
চল এবে পিতার সদনে,
শক্তি পা'বে—সুস্থ হ'বে বিকল শরীর।

(উভয়ের প্রস্থান ও যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। মরুক্—মরুক!
শীগ্গির শীগ্গির শত্তুর মরুক।

ওমা—দেখ দেখি বুকের পাটা!
কুন্তীর মেজো ব্যাটা, আমার খোকায়—
কল্লে কিনা আটাপেটা?
ছোঁড়া এত খায় ঝাঁটা,
তবু ত একটু লজ্জা হয় না?
আ মর্! দেখে বাঁচিনি—
তো'তে আর রাজপুত্তুরে সমানি?
উঃ কি দেমাক—হলুম অবাক!
আবার যিনি বড়,
তাঁকে দেখ্‌লেই আমার নাড়ী করে ধড়ফড়।
ওই ছোঁড়া যত নষ্টের গোড়া।
ও আবার ধার্ম্মিক? ছাই!
ওই ত শিখিয়ে দিলে,
নইলে ভীমে চুলোমুকো কি
বাছার সঙ্গে লাগ্‌তে পারে সাহস ক'রে?

(জনৈক পরিচারিকার সহিত গান্ধারীর প্রবেশ)

গান্ধারী। কি হেতু যশোদা তোরে রোষান্বিতা হেরি?
কেন ভীমাভাব—
কি অভাব তোর?

যশোদা। আমার সঙ্গে লাগ্‌বে কেন?
দিয়ে এক হ্যাচ্‌কা টান,
ছিঁড়বো প্রাণ—
তখন আমায় জান্‌বে ভাল।

গান্ধারী। যশোদা! যশোদা!
ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে,
দিগ্বিদিক্ হারায়েছ কেন?

স্থিরনেত্রে কর দৃষ্টিপাত,
আমি রাণী এসেছি হেথায়।

যশোদা। কে গো রাণী এলে?
দুর্য্যোধনের প্রাণটা গেলে,
তুমি এলে খবর নিতে?
ছেলের যে দফা নিকেশ—
কোত্তো ভীমে ছোঁড়া;
ভাগ্যে ছিল যশোদা,
তাই বাছা উদ্ধার পেলে।

গান্ধারী। কেন? কেন?
কি অশুভ হ'য়েছে যশোদা?
কোথা দুর্য্যোধন?
বল ত্বরা যশোদা আমায়!

যশোদা। ওগো—রক্তপাত! রক্তপাত!
দারুণ আঘাত!
কুন্তীর বেটা তোমার বেটায়,
মৃগে যাঁটায় যেমন ধেড়ে বাঘ,
বাপ্‌রে বাপ!
তেমনি ক'রে মুখ থুব্‌ড়ে,
মাল্লে আছাড় এই শাণের ধারে।
ওগো, বল্‌বো কি তোমার বাছায়—
মাল্লে যখন হতচ্ছাড়া ভীমে,
ওগো, কি বল্‌বো আর—
চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ব'সে খেলে বাছা যায়?

গান্ধারী। এত ভাল কথা?
দুর্য্যোধনে ভীমসেনে কি আছে প্রভেদ?
দুই ভায়ে ক'রেছে বিবাদ;
শিশুমতি তারা—

হিতাহিত, বুঝিতে কি পারে ?
দুই শিশু এক স্থানে একত্র হইলে,
কখন' পরম মিত্র কখন' অরাতি,
ইহা প্রকৃতির লীলা।
লো যশোদে! জেন' স্থির মনে,
শিশুর সরল প্রাণে নাহি থাকে দ্বেষ।
এই ক্ষণে যাহাদের ঘটিল বিবাদ,
পরক্ষণে তারা পুনঃ হ'য়েছে সুহৃদ,
ঈশ্বরের এই সুকৌশল।

যশোদা। মার প্রাণ কিনা ?
অমনি উথলে উঠেছে,
বোঝান কার সাদ্ধি—বাপ্!

(প্রস্থান)

গান্ধারী। ঈশ্বরের সুনিয়মে আছে বিপর্য্যয়,
নহে কেন শিশু-মনে এত দ্বেষ রয় ?
হায় হায় নাহি জানি পশ্চাতে কি হয়,
এই ভেবে সদা প্রাণ কাঁদে।
নিয়ে চল মোরে দাসি, অন্ধরাজ কাছে,
বুঝাইয়ে বলি সবিশেষ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজোদ্যান)

দুঃশলা ও বালিকাগণ।

গীত।

পরজ-রামকেলী——দাদ্‌রা।

দুঃশলা। বল্‌রে গোলাপ, হৃদয় খুলে
কার প্রাণেতে সুবাস দিবি,
কার গলাতে বিভোর হ'য়ে
প্রাণটি আপন পরাইবি ?

১মা বালিকা। বল্ লো গোলাপ, হেলে দুলে,
ফুট্‌বি সখি, কাহার গলে,
তোর বদলে কে যা'বে লো,
স্থানটি তব অধিকারে ?

বালিকাগণ। তিনটি গোলাপ আছি মোরা
পসন্দ হয় লো কারে ?

১মা বালিকা। গোলাপমুখী মোদের আলী,
দুল্‌বে গিয়ে ফুট্‌বে কলি,
কোথা আছিস্ আয় রে অলি,
মধু নিয়ে উড়ে যারে।

১মা বালিকা। আয় ভাই মালা গাঁথি।
২য়া বালিকা। কার গলে দিব উপহার ?
১মা বালিকা। জগত-মাঝারে প্রিয় আছে যে যাহার!
২য়া বালিকা। আমি বলি এ জগতে প্রিয় এ দুঃশলা।
দুঃশলা। লো সরলা,—
এ জগতে সকলেই প্রিয়,
সকলেই প্রেমময়,
প্রেমে মাখা জগত সংসার।
কার গলে ফুলহার দিব উপহার ?
পিতা পূজনীয়,
অবশ্যই প্রিয়—পূজ্যপাদ তিনি, মানি আমি।
কিন্তু এ কুসুমহার, না শোভে গলায় তাঁর,
চরণেরি যোগ্য ফুলমালা।
যদি বল ভ্রাতা,
আমি স্নেহময়ী ভগিনী তাঁহার,
ফুলমালা তাঁরো যোগ্য পদে।
২য়া বালিকা। তবে কি এ ফুলমালা কারো যোগ্য নয় ?
১মা বালিকা। না ভাই, বুঝনা তুমি কুমারীর মনোভাব।
মার মুখে শুনি উপদেশ,
"এ জগতে স্ত্রীলোকের,
একমাত্র স্বামীই সহায়।"
বুঝি তাই হয় ;
নহে কেন কুমারীর মন—
কারো গলে ফুলমালা দিতে নাহি চায় ?
না সখি ? এ ফুলহার—
স্বামী হ'লে তাঁর গলে দিবে উপহার ?
দুঃশলা। বেশ কথা, আগে সই, স্বামী হোক্,
পরে সবে মন প্রাণ খুলে,

তাঁর গলে দোলাইব কুসুমের মালা;
হ'ল ত তোমার ভাই বিবাদ ভঞ্জন?

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। এত উষাকালে কি হেতু দুঃশলে—
এই পুষ্পোদ্যানে সবে?
এখন ও পূর্ণরূপে হয়নি প্রভাত,
যাও চলি অন্তঃপুরে এবে।

(বালিকাগণের প্রস্থান)

প্রাণ মন স্ফূর্ত্তি নাহি চায়,
সদা ম্লান হয়
ডুবে আছি অতল সাগরে।
ঘোর রঙ্গে আতঙ্কিত মন,
চায় প্রাণ শুধুই রোদন।
এই যে প্রভাত-বায়ু
কুসুম-সৌরভ ল'য়ে ভ্রমে চারিদিকে,
যেন বোধ হয়—
ভীমের নিশ্বাস-অগ্নি দগ্ধে মোর কায়।
ওই যে শ্রবণ করি কাকলী-লহরী,
যেন বিষমাখা ভীমের কর্কশ-স্বর।
ওই যে পূর্বাম্বরে,
আরক্তিম ছবি দেখা যায়,
বোধ হয় ভীমের রক্তিম আঁখি,
বহ্নি বর্ষি করে নিরীক্ষণ।
ওই যে নিরখি,
অস্তোন্মুখ শশধর রবি আশঙ্কায়—
পলায় ত্বরায়;

ওর সনে যেন কিছু,
মনের সম্বন্ধ আছে।
সূর্য্যভয়ে ও যথা পলায়,
আমারো পলায় প্রাণ ভীম আশঙ্কায়।

(প্রস্থান)

(গীত গাহিতে গাহিতে যুধিষ্ঠিরাদি
রাজকুমারগণের প্রবেশ)

টোড়ী——সুরফাঁক্তা।

মত্ত মাতঙ্গ সম চল হে সঙ্গিগণ,
রঙ্গে ভঙ্গে সবে আনন্দে মাতিয়ে!
কোদণ্ড টঙ্কারে ভীম হুঙ্কারে,
অনন্ত বসুন্ধরা কম্পিত করিয়ে;—
প্রচণ্ড ভাস্করে প্রচণ্ড শরে শরে
অন্ধকার ক'রে দাও হে ছাইয়ে!

দুঃশাসন। কার কত শক্তি আছে যুঝ মোর সনে।

সহদেব। ক্ষুদ্র প্রাণে না সহিবে আমার ঘর্ষণ।

দুঃশাসন। রাখ অহঙ্কার—
সাধ্য থাকে কর প্রতিকার!

সহদেব। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) দাদা, সাক্ষী মানি তোমা,
কার হার কার জিত কহিও নিশ্চয়।

(উভয়ের বল প্রকাশ ও দুঃশাসনের পরাজয়)

যুধিষ্ঠির। দাও সবে করতালী,
হারিয়াছে দুঃশাসন সহদেব সনে।

দুঃশাসন। কি, অসত্য বচন!
ভ্রাতা বলি ভ্রাতৃস্নেহে অজ্ঞান হইয়া,
কহিলে এ মিথ্যা কথা?
ভাল ভাল, দেখাই প্রতাপ;
এস যুধিষ্ঠির!
পঞ্চজনে কর আক্রমণ,
অনায়াসে পরাজিব তোমা সবাকারে।

নকুল। কাজ কি হে পঞ্চজনে?
একা মোর সনে
যদি তুমি যুঝিতে সক্ষম হও,
তা' হইলে জানিব হে বলী দুঃশাসন!
এস এস—
কত শক্তি ধর ভুজে দেখিব তোমার।

(উভয়ের অস্ত্রযুদ্ধ ও নকুলের পরাজয়)

দুঃশাসন। কি ভাই নকুল!
এক ঘায়ে আকুল হইলে?
আপন অনুজ হ'তে আপনি দুর্ব্বল এত?
ধিক্ ধিক্—ছি ছি!
এই শক্তি ল'য়ে তব এত অহঙ্কার?

অর্জ্জুন। ভাল,
বীরপুত্র পণ্ডুর তনয় মোরা,
কাজ নাই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে,
শরশক্তি কার আছে করহ প্রকাশ।
এস, সবে মিলি হানি শর,
যার দূরে পড়িবে ঠিকরে,
বীর শ্রেষ্ঠ জানিব তাহারে।

যুধিষ্ঠির। বেশ কথা;—

এস ভাই দুঃশাসন, সবে মিলি হানি বাণ,
দেখা যা'বে কার দূরে যায়।

(সকলের এককালে তীর ত্যাগ)

দুঃশাসন। পঞ্চশর এককালে অদৃশ্য হইল!
কার গেল দূরে বাণ নাহিক প্রমাণ,
বীর বলি কাহারে মানিব?

অর্জ্জুন। ভাল,
হের দূরে সুপক্ক রসাল,
উচ্চশাখে ফলিয়াছে ফল;
দূরদৃষ্টি কাহার অধিক,
এইবার বোঝা যা'বে—
কার কত শক্তি আছে বিন্ধ ওই ফলে।

(সকলের পুনঃ তীর ত্যাগ)

যুধিষ্ঠির। সাবাস সাবাস বীর অনুজ অর্জ্জুন,
ধন্য তব তীক্ষ্ণদৃষ্টি,
অনায়াসে বিন্ধিলে রসাল।

দুঃশাসন। পলাও পলাও—
দ্রুতবেগে আসে ভীমসেন!
হের মত্ত করি শিশু!
পদ্মবৃন্ত সম ওহো বন্যবৃক্ষ দলে—
দলি পদতলে, আসিছে ভীষণ বেগে!
উহুঃ সিংহনাদে শিহরে পরাণ!

(কেহ বৃক্ষে, কেহ নিকুঞ্জে; কেহ অন্তরালে লুক্কায়িত হওন)

(বেগে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। কোথা গেল কোথা গেল মূঢ় দুর্য্যোধন !
কেন তার না পাই সন্ধান ?
এক ঘায় নাশিব পরাণ তার।
পাতি পাতি সকলি খুঁজিনু ;
অন্তঃপুর ক্রীড়াভূমি যথা গতি তার,
সকলি দেখিনু,—কিন্তু ব্যর্থ শ্রম মোর ?
এ্যাঁ এ্যাঁ—
দাদারে বলিয়া মোরে করিল লজ্জিত ?
একবার দেখা পেলে হয়,
করিব দুর্দ্দশা তার যাহা প্রাণ চায়।
বুঝি এই স্থানে আছে,—
দেখি ভাল করি।

(বৃক্ষোপরি চাহিয়া)

এই ত এই ত বটে বৃক্ষের শাখায়,
আমার শঙ্কায় মূর্খ আছে লুকাইয়া।
রে দুর্ম্মতি কাপুরুষ !
আয় আয় নীচে আয়,
প্রতিহিংসা সাধিব ত্বরায়।

(সজোরে বৃক্ষ কম্পিত করণ)

নকুল। দাদা, দাদা, কি কর কি কর !
কেন প্রাণে মার ?
নহি আমি দুর্য্যোধন, নকুল তোমার,—
রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(ভূতলে পতিত হওন)

ভীম। কে তুই—নকুল ?
ভয় নাই—মারিব না তোরে,
বলিতে পারিস্ কোথা আছে দুর্য্যোধন ?

নকুল। দাদা, কিছুই জানি না আমি।
প্রাতঃকালে চার ভায়ে মিলে,
আসিয়াছি খেলার আশায়।
দেখি নাই দুর্য্যোধনে, করিনু শপথ—
সঙ্গে আছে দুঃশাসন।

ভীম। বল্ শীঘ্র, নহে মোর স্বর শুনে,
পলাইবে দুর্য্যোধন।
দাদা কোথা ? সহদেব, অর্জ্জুন কোথায় ?
আর কোথাই বা দুঃশাসন ?

নকুল। দাদা মহাশয় ওই নিকুঞ্জ ভিতরে,
তৃতীয় পাণ্ডব ওই অটবী উপরে,
দুঃশাসন অন্তরালে আছে লুক্কায়িত।

ভীম। ভাল ভাল, শুনিনু সকল,
এখানেও আসে নাই দুর্য্যোধন ?
কোথা যাবে—কোথা গেলে নিস্তার পাইবে ?
ডুবিলে সলিলে,—
বাড়ব হইয়ে তারে পোড়া'ব নিশ্চয়।

(বেগে প্রস্থান)

দুঃশাসন। আজি বুঝি অগ্রজের নাহিক নিস্তার,
ভীম আজ মত্ত ক্রোধমদে,
দুর্য্যোধনে কি জানি কি করে!
যাই মা'র কাছে—
এই বেলা সতর্ক করিগে।

(প্রস্থান)

অর্জ্জুন। দাদা, কি হ'বে কি হ'বে,
ভীম আজ কেমনে গো ক্রোধ সম্বরিবে ?

যুধিষ্ঠির। তাই ত অর্জ্জুন,—
ভাবিয়া না পাই পথ ;
কাল হ'তে ভীমসেন, দুর্য্যোধন প্রতি—
একান্ত হ'য়েছে বাম,
নাহি জানি কি আজ অনর্থ ঘটে।

(সকলের প্রস্থান ও দুর্য্যোধনকে মারিতে মারিতে ভীমের প্রবেশ)

ভীম। রে দুরাত্মা দুর্য্যোধন!
রক্ষা তোরে কে করে এখন ?
বড় যে দাদারে ব'লেছিলি ?
বড় যে রে দম্ভ ক'রেছিলি,
সে দম্ভ এখন তোর কোথায় রহিল ?

(পদাঘাত)

কাপুরুষ !
কাল তোরে একেবারে মারিতাম প্রাণে,
শুধু দাদা এসে বাঁচাইল তোরে,
কে রক্ষা করিবে আজ দেখিব পামর।

(পুনঃ পদাঘাত)

দুর্য্যোধন। কোথা পিতা এ সময়,
মরে আজি তোমার তনয়,
কোথা মা গো !
একবার দেখা দাও গো !
প্রাণে হত হ'ল তব সুত।

ভীম, ভীম,
পায়ে ধরি—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর ।

ভীম । ক্ষমা চা'স্ ?—ক্ষমা নাহি ভীমের হৃদয়ে,—
এত অহঙ্কার তোর ?
আমাদের ছেলেখেলা দাদারে বলিস্ ?
যুধিষ্ঠির কাছে—চল্ তোরে বেঁধে ল'য়ে যাই,
দেখি তোরে কেবা রক্ষা করে,—
দাদাই বা কি করে আমার ।

(দুর্য্যোধনকে বন্ধনান্তর দম্ভভরে প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কক্ষ)

ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, গান্ধারী ও পুত্রগণ।

ধৃতরাষ্ট্র। আয় দুর্য্যোধন,
আয় আয় অন্ধের নয়ন,
আয় আয় কোলে আয় জুড়াই জীবন!

দুর্য্যোধন। পিতা, আর আমি কোলে যাইব না,
আর এই পোড়ামুখ কারে দেখা'ব না,—
অপমান সহেনা গো আর।

(রোদন)

ধৃতরাষ্ট্র। কেন বাপ, এত তাপ রাখরে হৃদয়ে?
কি অভাব হ'য়েছে তোমার?
কেন এত মনঃকষ্ট বাছা—
কে কি বলিয়াছে তোরে?

দুর্য্যোধন। পিতা, পিতা,
বলিবার নাহিক শকতি,
মনঃপীড়া পাইয়াছি অতি।

ধৃতরাষ্ট্র: রে অবোধ ছেলে,
প্যাগলের সম কি বলিস্ বার বার?
আত্মহারা কেন হস্ তুই?
ভুলে যারে—ভুলে যারে—সে সব বচন;
ভীম তরে এতই যন্ত্রণা পাও?

এই হেতু হৃদে ব্যথা দাও মোর ?
ভীম তোরে করিয়াছে অপমান—
এত স্পর্দ্ধা তার ?
সুযোধন,
আমি তার প্রতিকার করিব প্রভাতে।
সে ত নিতান্তই ভক্ত মোর,
এত শক্তি তার,
তোর অঙ্গে করে রে আঘাত ?
বৎস, শান্ত হও,
কাল আমি সমুচিত শাস্তি দিব তারে।

গান্ধারী। বাছা, আর কেন নিরুত্তরে থাক ?
যাহা হয় হ'বে কালি—আজি স্থির হও ;
আহা—আহা,
নাহি জানি কত ক্ষুধা পেয়েছে রে তোর !
আয় আয়,
ক্ষুধা শান্তি করিবি রে আয় ?

দুর্য্যোধন। না মা, আর কিছুই খা'ব না।
আজি হ'তে করিলাম পণ,
যদবধি ভীমেরে না দিব প্রতিফল,
নিশ্চিন্ত র'বনা আর।
পিতা, পুনর্ব্বার বলি গো তোমায়,
আজি হ'তে-ছিদ্র অন্বেষণে তার হইলাম ব্রত,
ভীমরক্ত যদবধি না পিয়িতে পারি,
দুর্য্যোধন নাম তবে—
যাইবে মিশায়ে মহাকাশে,
পুত্রহারা হ'বে তুমি না হ'বে অন্যথা,
মর্ম্মব্যথা ঘুচাইব তাহার রুধিরে।

(বেগে প্রস্থান)

ধৃতরাষ্ট্র। (প্রবুদ্ধ হইয়া) একি হ'ল অকস্মাৎ!
বজ্রাঘাত হ'ল কিরে কুরুকুলে আজি?
একি—একি—মনের বিভ্রম!
কি বিষম চিন্তার উদ্রেক!
কুরুক্ষেত্রে কে রোপিল বিষময় বীজ?
ফল ফুলে তরুবর হ'ল সমুন্নত,
বিষফল—বিষমাখা ফল!
না না না না—নহি অন্ধ আমি,
মোহান্ধ হইয়ে আছি অনন্ত জগতে,
সব দেখি—সব অন্ধকার!
মনশ্চক্ষু হ'য়েছে সতেজ!
দেখেছি রে দেখেছি রে রাহু,
চন্দ্রে গ্রাস ক'রেছে করাল-মুখে!
দেখেছি রে অন্তশ্চক্ষু দিয়ে,
কুরুকুল ভস্মসাৎ হ'ল!
ধূমরাশি উঠিল অনন্ত ব্যোমে,
ক্ষণ পরে মিলাইয়ে গেল।
উড়ে যায় সমীরণ সনে—
শতেক নন্দন-রেণু!
কে করে ফুৎকার!
দেখ দেখ—
ভীমাকার কালদণ্ড হাতে!!
বিদুর—বিদুর—
কোথা গেল—কি হইল—বুঝাও বুঝাও!

(মূর্চ্ছা)

বিদুর। একি সর্ব্বনাশ!
মূর্চ্ছাগত অন্ধরাজ

একি রে উন্মাদ প্রায় ?
আহা, ভাবী-ফল নিরখিলে।
উঠ কুরুরাজ !
একি হ'ল সহসা তোমার ?
কেন এত ভাবান্তর ?
বিষম বিয়োগ-কাণ্ড ঘটিবে এখনি।

ধৃতরাষ্ট্র। সুযোধন—সুযোধন !
অন্ধের নয়ন !
আয় রে আয় রে—আমার প্রাণের পুত্রধন !
মহিষি—মহিষি !
বলে দাও—বলে দাও—কোথা দুর্য্যোধন ?
নহে পুনঃ মূর্চ্ছা হ'বে !
না—না—
আন শীঘ্র রাখি তারে তপ্ত বুকে !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ)

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। আবার উদিল রবি লোহিত বরণে—
নীল নির্ম্মল গগনে।
ফুরাইল শশীহাসি ফুরাল জোছনা রাশি,
কোথা গেল তমস্তূপ ভানুর প্রকাশে ?
চন্দ্রমা মলিন হ'য়ে স্তম্ভিল আকাশে।
স্নিগ্ধ হ'ল এ শরীর, উষার সমীর সেবি,
তাপিত এ চিত শান্ত, নেহারি আনন্দ-ছবি !
এবে রবি বড় স্নিগ্ধ বড় মনোহর ;—
ক্ষণ পরে দিবাকর—দানিবে প্রচণ্ড কর,
অনন্ত বহ্নির রাশি সহিবে মেদিনী,
পুড়িবে,'সহিবে তাপ শত কোটী প্রাণী।
আবার আদিত্য দেব যা'বে অস্তাচলে ;
আবার উদিবে শশী, মৃদু মৃদু হাসি হাসি,
বিস্তারিবে সুধারাশি অনন্ত ভুবনে,
হ'বে শান্ত, পা'বে শান্তি বিশ্ববাসিগণে।
এইরূপ বিধাতার লীলা,—
ক্রমে ক্ষীণ ক্ষীণ-তম, ক্ষীণ-তম শেষে।

এবে ক্ষীণ কুরুকুলমতি,
ক্রমে ক্রমে বাড়িবে মাত্রায়,
পরে আত্ম-সর্ব্বনাশ করিবে আপনি।
হা মহাত্মা পাণ্ডু নরমণি!
ভয়ঙ্কর শোচনীয় হ'বে তব কুল।
তোমার জীবন সনে,
কুরুলক্ষ্মী গিয়াছেন চলি।
মঙ্গল দেখি না আর,
হ'বে বংশ ছারখার,
দুরাচার কুরুদের দুর্নীতি কারণ।
ওহো, ভবিষ্যত করিলে স্মরণ,
উচ্ছ্বসিত হয় শোক,
মন প্রাণ কি আঘাতে যেন ভেঙ্গে যায়!

(গীত গাহিতে গাহিতে কতিপয় করদ রাজা ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিদুরের প্রবেশ।)

দেশী-কামোদ——ঝাঁপতাল।

ভাঙ্গিল সুমেরু-গিরি জলধির জলে,
নিবিল মরীচিমালী খসিল ধরণী-তলে।
শোকসিন্ধু উথলিয়া,
আমাদের কাঁদাইয়া,
গোলোকে বসিল পাণ্ডু নিজ পুণ্যবলে,
চল যাই শূন্যমনে ভাসিয়ে নয়ন-জলে!

(নৃপতিগণের প্রস্থান)

বিদুর। মহর্ষে, মহর্ষে, কি হ'বে কি হ'বে!
পাণ্ডুকুল কিসে রক্ষা পা'বে?
এই ভেবে হৃদ্‌কম্প হয়;
বল সদুপায়,
চিত্ত স্থির কিসে হয়?
প্রজাদের আর্ত্তনাদে,
বড় ব্যথা পাই হৃদে;
ভোজসুতা কুন্তীর হৃদয়-ভেদী খেদে,
বড় তাপ পে'তেছি হৃদয়ে।
বল বল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন!
ছাড়িব না যুগল চরণ,
কিসে শান্ত হয় পাণ্ডুকুল?

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। উঠ উঠ হে বিদুর! মহাজ্ঞানী তুমি;
কাল-লীলা ফুরায়েছে পাণ্ডু নৃমণির,
কে রক্ষা করিতে পারে?
সদুপায় কি বলিব তোমা?
ক্রমে কাল হ'তেছে দারুণ।
না রহিবে সুখলেশ,
ক্রমেই বাড়িবে ক্লেশ,
পাপস্রোতে ক্রমেই ভাসিবে ধরা,
শস্যশূন্যা ফলহীনা হইবে পৃথিবী।
কালধর্ম্মে মোহজাল হ'তেছে বিস্তৃত,
আপনা-বিস্মৃত হ'য়ে প্রকৃতি-মণ্ডলী,
স্বেচ্ছাক্রমে হ'তেছে জড়িত!
জীবগণ রত হ'বে কুকর্ম্মানুষ্ঠানে,—
ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইবে।
দুর্ব্বিনীত কুরুদের—
না র'বে রাজশ্রী আর।

এই হেতু জননী আমার,
পুত্রশোকে উন্মাদিনী স্নুষাদ্বয় সহ,
গিয়াছেন বনবাসে।
কি কহিব হা বিদুর!
এ যাতনা যাইবার নয়,
বিধি-লিপি অবশ্যই হইবে পূরণ।
কুরুকুলে জন্মিয়াছে এক কুলাঙ্গার,
তার তরে এই বংশ উচ্ছন্ন হইবে।
ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানহারা পুত্রের মায়ায়,
ভুলে গেছে ভ্রাতৃশোক,
দুর্য্যোধন আদি পাইয়ে শতেক সুতে।
ছলমতি দুর্য্যোধন,
নানা ছল করিতেছে উদ্ভাবন;
কিন্তু, নিজেই নিজের জালে হইবে জড়িত।
যাও নিজ স্থানে,
রেখোনা সন্তাপ মনে,—
স্থির হ'য়ে দেখ ব'সে ঘটনার খেলা।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

কুন্তী।

কুন্তী। হা নাথ—হা কুন্তীর জীবন!
কোথা গেলে চিরদিন মত?
ফাঁকি দিয়ে কোথা পলাইলে?
কেন প্রভু হইলে নিদয়,
বৈধব্য-যন্ত্রণা সহিব ব'লে কি নাথ,
রেখে গেলে অভাগীরে?
আঁখি-নীরে কতকাল ভাসিব প্রাণেশ?
হারে পোড়া প্রাণ!
এতই পাষাণ তুই?
এ হেন আঘাতে তুই রহিলি অটল?
না না—অমঙ্গল ডেকে আনি কেন?
বেঁচে থাক্ পাঁচটি রতন,
তাহাদের মুখ চেয়ে রেখেছি জীবন।
ভগবন্!
সর্ব্বনাশ ক'রেছ আমার;
জীবনের সার নিধি কেড়ে নে'ছ বিধি!
অভাগীর এই নিবেদন,
যেন আর সর্ব্বনাশ হয় না আমার,
পুত্রহারা ক'রোনা আমায়।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। দেবি, কেন আর বিলাপ তোমার ?
যা' হ'বার হইয়াছে বিধির বিচারে।
কেন ফেল অশ্রুজল ?
অকুশল কেন কর বাছাদের ?
প্রাণ স্থির কর,
রোদনে কি ফল আর ?
অতীত গিয়াছে চলি,
অতীতের সুখ—
অদৃশ্য হ'য়েছে সতি, বিধির লীলায়।
ভবিষ্যত সম্মুখে তোমার,
আত্মকর্ম্মে দাও মন,
পূর্ব্ব হ'তে হও সাবধান।
অবশেষে যাহে তুমি নাহি পাও ক্লেশ,
যত্ন কর বিধিমতে,
পড়িবে না দুঃখের সলিলে পুনঃ।
হের আসে—
জ্যেষ্ঠ পুত্র-যুধিষ্ঠির তব,
দশদিশি উজলিয়া প্রতিভা-ছটায়—
অতি ধীর সরল সন্তান।
ভুলে যাও পতিহারা বৈধব্য-যাতনা,
ভুলে যাও পতিশোক,
বুক বাঁধ সন্তানের মুখ নিরখিয়ে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

কুন্তী। আয় আয়—
ধর্ম্মপুত্র ধীর যুধিষ্ঠির !

আয় আয় মা ব'লে কোলেতে আয়;
দেখি রে দেখি রে মুখখানি!
দগ্ধপ্রাণী স্থির হ'ক্।

(ক্রোড়ে গ্রহণ)

একি বাছা,
ছল ছল কেন দু'-নয়ন,
কেন তব অবনত মুখ?
কাটে বুক নিরখিলে, বিরস বদন।
বল্‌রে—বল্‌রে—পুত্রধন।
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদে—
কালিমার রেখা কেনরে দেখিতে পাই?
দে' বাপ উত্তর,
পাগলিনী মায়ে আর কাঁদাস্‌নে বাছা।

যুধিষ্ঠির। মা—মা,
অশ্রুজল সম্বরিতে বহু চেষ্টা করি,
কেন নাহি পারি মা আমার?
অনিবার কেন ঝরে আঁখি?

(রোদন)

কুন্তী। বাপরে,—মৃগাঙ্ক-আঁখি—
জলভরা নেত্রারিলে—
থাকে কি মায়ের প্রাণ স্থির?
বাছাধন, শিশু তুমি,
শিশুর নয়নে কেন জলবিন্দু সারি?

বাছা,
কি অভাবে অশ্রুজল কর বরিষণ ?

যুধিষ্ঠির। জননি গো, শুন মন দিয়া,
ফাটে হিয়া স্মরিতে সে কথা।
সুযোধনে ভীমসেনে কেন ভিন্ন ভাব ?
কিসের কলহ তারা করে দিবানিশি ?
পৈশাচিক ব্যবহার স্বচক্ষে দেখেছি।
জানিয়াছি মা আমার,
অস্ফুটন্ত কুসুম-কোরকে,
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে হিংসা আছে লুকাইয়া।
মাগো, বুক ফেটে যায়,
কুসুমেতে সর্পের আবাস ?
এই কি গো ঈশ্বরের বিধি ?
এই কি গো ধর্ম্মের মহিমা ?
সকলের আদরের প্রার্থনীয় ধনে,
করে কিনা সর্পবাস ?
বিষে ভরা হউক বাতাস,
সর্ব্বনাশ হোক্ ধরাধামে।

কুন্তী। একি গো দেবর !
শিশুমুখে একি কথা শুনি ?
কেন রে বাছনি, শুনি এ হেন বচন ?

বিদুর। বৎস যুধিষ্ঠির !
জননীর প্রাণে কেন দাও ব্যথা ?
শুন মোর কথা ;—
এ সংসার দুঃখের ভাণ্ডার,
সুখ নাই দুঃখে আচ্ছাদিত।
এ অরণ্য নিবিড় আঁধার,
পথ নাই কণ্টকে পূরিত।

এ প্রান্তর মরুভূমি প্রায়,
নাহি জলাশয়,
ধূ ধূ করে যতদূর দৃষ্টি চলে!
নাহি রবি—নাহি শশী এই অন্ধকারে।
ফুটন্ত-সরল-ফুলে কীটের নিবাস,
মেঘে পূর্ণ সুনীল আকাশ,
মিষ্টফল পূর্ণ হলাহলে।
স্থির কর মতি,
ক্ষুণ্ণ ত্যজি প্রফুল্লতা দাও হৃদে স্থান।
এ পৃথিবী ঘূর্ণিভূত ঘটনা চক্রেতে;
সর্ব্বদাই কি হয় কি হয়,
এই আশঙ্কায়,
স্তম্ভিত পৃথিবীবাসী।
কেহ কারো শত্রু নয় জেন' রে নিশ্চয়,
প্রাণে প্রাণে বদ্ধ আছে;
এক হ'তে শত কোটী,
কোটী মাঝে তুমিও জনেক।
বৎস, এবে তব কিশোর সময়,
খেলা ধূলা নাহি সাজে আর,
শিক্ষাই এখন তব জীবনের সার,
এই ব্রতে করহ নিবেশ চিত।
ক্রমে ক্রমে যত বড় হ'বে,
সংসারের বিভীষিকা ততই হেরিবে।
বিশ্বক্ষেত্রে সাবধানে কর বিচরণ,
সঁপ মন ধর্ম্মের চরণে,
কোন দিন (ও) নাহি পাবে ক্লেশ।
ছিছি বাছা, মুছ আঁখিনীর;
অভাগিনী পতিহারা জননীরে তব—

কর রে সান্ত্বনা—

দিওনা বেদনা মা'র প্রাণে।

যে করিবে অনিষ্ট তোমার,

করিনু আশীষ,

সেই রে পড়িবে নিজ অনিষ্টের জালে।

যাও বাছা,

ওই দেখ সঙ্গিগণ তব—

তোমা তরে আছে পথ চেয়ে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান)

এস ভগ্নি, চল অন্তঃপুরে,

কহিতে বিশেষ কথা আগমন হেথা।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(প্রমোদ-কাননের অপর পার্শ্ব)

দুর্য্যোধন।

গীত।

বৃন্দাবনী-সারঙ্গ ——আড়াঠেকা।

ধূ ধূ করে দশ দিশি হু হু জ্বলে প্রাণ আমার,
অগ্নি-শিখা-সমীরণ ছুটিতেছে চারিধার।
স্তম্ভিত জগতবাসী,
অতিশয় ভয়বাসি,
মনোপাখী শাখে বসি, করিতেছে হাহাকার।
এ হ'তে উত্তাপ মম হৃদয়েতে চাপা আছে,
জ্বলিত-জ্বলন-ভানু পরাজিত তার কাছে ;—
এ হৃদয়ে নাহি মেঘ,
যাহে শান্ত করি বেগ,
ধিকি ধিকি জ্বলে চিতে—চিতানল অনিবার।

পরমায়ু ক্ষয় হয় প্রতিহিংসা সনে।
কি করি—কি করি,
কিসে লই প্রতিশোধ,

এ দারুণ মনস্তাপ কিসে দূর হয় ?
কিসে শান্ত হয় হৃদি ?
কোথা যাব – কে দিবে মন্ত্রণা ?
ভীম কাছে কেমনে পাইব ত্রাণ ?
একা ভীমের নিকট
পরাজিত শতেক সোদর মোরা ?
হায় হায়, কি উপায় করি,
দিন দিন তনু হয় ক্ষীণ।
অন্ধকার হৃদয় আগার,
ক্রমে ক্রমে আরো যেন হ'তেছে প্রগাঢ়।
কোথা যাই –
চিন্তানলে চিতানল দিই মিশাইয়া।
তা'তেও কি শান্ত হ'ব ? না—না—
প্রতিহিংসা-সাধ কই মিটিল আমার ?
প্রতিহিংসা প্রতিশোধ মহাব্রত মোর !
কেন আমি ত্যজিব জীবন ?
আত্মহত্যা পাপে—
কেন আমি হইব নীরয়গামী ?
নিষ্কণ্টক করিব এ প্রাণ !
মরিলে কি—
প্রতিহিংসা জ্বালা ঘুচিবে আমার ? ওহো,—
তাইবা কিরূপে আমি ভীমেরে নাশিব ?

(চিন্তা)

(দুর্ম্মতির প্রবেশ)

দুর্ম্মতি। হে রাজকুমার!
কুরুকুল বংশধর অন্ধের ভরসা!
উচ্চ বংশে জন্ম তব।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল তুমি,
মহাজ্ঞানী মহাবলশালী!
আশীর্ব্বাদ করি—
চিরজীবি হও যুবরাজ!
দিন দিন মিত্র বলে হও বলীয়ান,
অরাতি-অন্তক হ'য়ে রহ রাজ্যসুখে।

দুর্য্যোধন। চাহি না এ আশীর্ব্বাদ,
মিত্রবল চাহি না সুহৃদ্!
প্রতিকূল হোক বিশ্ববাসী,—
যাই চলে যমালয়ে!
কি কাজ ধরায় র'য়ে আর?

দুর্ম্মতি। একি প্রভু, কেন হেন ভাবান্তর?
আত্মনাশে কেন সমুদ্যত?
স্থির হও, শেল-ক্ষেপ কোরোনা হৃদয়ে,
চল চল প্রাসাদ ভিতরে।
পিতা তব পাগলের প্রায়,
করে হায় হায় তোমা লাগি,
কাঁদিতেছে মাতা তব ব্যাকুল হইয়া।

দুর্য্যোধন। বোলো তুমি জননীরে পিতারে আমার,
আমা লাগি যেন তাঁরা না হ'ন কাতর।
প্রতিজ্ঞা করেছি হে দুর্ম্মতি!
হয় প্রাণ তেয়াগিব আজি,

নহে—ভীমের হৃদয়-পিণ্ড করিয়া উচ্ছেদ—
শান্তির হিল্লোলে হৃদি করিব সুস্থির ।
দুর্য্যোধন যুবরাজ বলি—
যদি কিছু থাকে তব মায়া,
কর উপকার—কর দয়া,
বলে দাও সে উপায় কিবা ?
কিসে সাধি প্রতিহিংসা মোর ?

দুর্ম্মতি । এ কারণে এত ম্রিয়মাণ ?
আত্ম-প্রাণ এই হেতু ত্যজিতে উৎসুক ?
শুন প্রভু, একান্ত মনেতে সদুপায় ;—
দুর্ম্মতি সুনাম ধরি,
দুষ্কর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি আমি ।
গঙ্গাতীরে জলক্রীড়া ছলে—
মনস্কাম পূরাব তোমার ।
ক্রীড়নক-স্থানে
ল'য়ে চল মূর্খ পঞ্চজনে !
ভোগ্যবস্তু নানাবিধ করাও প্রস্তুত,
চোর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়ে,
পরিপূর্ণ করিবারে দেহ আজ্ঞা দান ।
চল অবিলম্বে—অতি দম্ভে কর শত্রুনাশ,
মনঃ আশ পূরিবে তোমার !
বিষমাখা মিষ্টান্ন আনিয়ে,
সংগোপনে ভীমের বদনে দিবে তুলি,—
পরে জ্ঞান-হারা হ'লে,
গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করহ মূঢ় ভীমে,
তা হ'লেই সহজেতে হ'বে বৈরী ক্ষয় ।

দুর্য্যোধন । বন্ধুবর ! যুক্তিযুক্ত তোমার মন্ত্রণা,
তোমারই যুক্তিমত করিনু গ্রহণ,

প্রাণ সমর্পণ আমি করিনু তোমায়।
অকুশল কুশল আমার,
দিনু ভার তোমার উপর,
রাখ মান রাখ প্রাণ হে মন্ত্রকুশলী ?

দুর্ম্মতি। কেন ভাব বৃথা ভয় ?
অবশ্য হইবে জয়,
অবশ্যই ভীমসেন যাবে যমালয়ে!
নাহিক অন্যথা ইথে আর ;
আজীবন পরিস্কার হ'বে গম্য-পথ,
সুনিশ্চয় মনোরথ পূরাব তোমার।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(কক্ষ)

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় গো পিতৃব্য !
নিরন্তর জ্বলে হৃদি ভ্রাতৃ-শোকানলে।
সর্ব্বদাই শশঙ্কিত মন !
অনুক্ষণ ভাবি অমঙ্গল।
বক্ষঃস্থল কি আঘাতে যেন
হইয়াছে ভগ্নপ্রায় !
দেখি কুস্বপন গভীর নিশায়,
প্রাণ ধায় যেন কার কাছে।
অন্ধ বলি' কভু না দুঃখিত আমি,—
ভুলে যাই সকল যন্ত্রণা,
কাছে এলে শতেক তনয় মোর।
বল, বল হে গাঙ্গেয় !
দুর্ব্বিসহ কি যেন যাতনা—
আলোড়িত করে কেন প্রাণ ?
কভু প্রাণ উন্মাদ সমান,—
কভু যেন জ্ঞান হয় পৃথিবী শ্মশান !
কে যেন সর্ব্বদা আহা, হাহাকার করে,
শুনি যেন চারিদিকে গম্ভীর নিশ্বাস,
কভু যেন মনশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়,
দেখি যেন ভস্মরাশি—

উড়িতেছে ব্যোম-সমীরণে।
কভু হয় মনে, কে যেন সবলে মোরে
সুমেরুর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গেতে তুলি
দেয় ঠেলি গভীর সাগরে.—
পুনঃ যেন ধীরে ধীরে কে তুলি আমায়—
রক্ষি' মোরে—বিষদগ্ধ করে!

ভীষ্ম। কি চিন্তা তাহাতে বৎস, কেন ভাবান্তর?
স্থির কর চিত,
অনুচিত ভাবনা অলীক।
দুর্য্যোধন আদি
একশত কুমার তোমার,
ক্রমে ক্রমে হ'তেছে বর্দ্ধিত,
শিক্ষার কি আয়োজন করিয়াছ তুমি?
শস্ত্র শাস্ত্রে কর সুশিক্ষিত,
বীরবংশে অবীর রেখোনা,
নিষ্কলঙ্ক কুলে যেন কালিমা রো'পনা।

ধৃতরাষ্ট্র। সত্য মানি মতিমান, বচন তোমার,
তব কথা শিরোধার্য্য করি।
কিন্তু—
শিক্ষার প্রারম্ভে হেরি একি বিপরীত?
একি একি বৈরীভাব?
শিশু প্রাণ মিশ্রিত হিংসায়?
হায় হায়—
বাহুবলে এত বলীয়ান্?
শুন তাত, মনের বেদনা;
ভীমসেন সুযোধনে একত্রিত হ'লে,
বৈরীভাবে দেখে পরস্পরে।
ভীমের সে ভীমমূর্ত্তি

(দেখিয়াছি মনশ্চক্ষু দিয়ে,
জানিয়াছি কত বল তার !)
মৃতপ্রায় করে সে বাছায়।
হে গঙ্গানন্দন ! দাও সংযুক্তি মোরে,
কিসে যায় বৈরীভাব হেন ?

ভীষ্ম। সংযুক্তি নাহি প্রয়োজন ;
বৈরীভাব জ্ঞানের সহিত
ক্রমে ক্রমে হ'বে অপলোপ।
ওই আসে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠির সনে
ধীর ধীরে সোদর সমান।
স্থির হও অন্ধরাজ !
দুর্য্যোধনে ক্রোড়ে করি ভুল' দুঃখ রাশি।

(দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

ধৃতরাষ্ট্র। কোথারে—কোথারে—সুযোধন !
বড় ব্যথা পাইতেছি তোমার কারণ।
আয় আয়—
পলে পলে কেন বাছা, ফাঁকি দিস্ মোরে ?
মনোভাব হ'য়েছে কি অপহৃত তোর ?

যুধিষ্ঠির। জ্যেষ্ঠতাত ! ক্ষমা কর তব ভীমসেনে,
বড়ই দুর্দ্দান্ত শিশু ;
নাহি মানে কাহারো বারণ—
কাহারেও করে না ভ্রুক্ষেপ।
সে দিন দুর্জ্জয় শিশু, সুযোধনে আহা—
কঠিন প্রহারে
জর্জ্জরিত করিয়াছে দেব !
অসহায় পিতৃহীন মোরা,
ভুলিয়াছি পিতার সন্তাপ—
সেবিয়া চরণ দু'টি তব।

তুমি এবে পিতা আমাদের!
ক্ষমা কর দুষ্ট ভীমসেনে—
আপন সন্তান ভাবি।

ধৃতরাষ্ট্র। কেন বৎস, এতই শঙ্কিত?
দ্বিধাভাব কেন ভাব যুধিষ্ঠির?
কে বলে শতেক পুত্র মোর?
একশত পঞ্চজন তনয় আমার;
পুত্রভাবে দেখি তোমাদের,
কিছু নাহি ভাব মনে ধর্ম্মের নন্দন?

দুর্য্যোধন। পিতা, ক্ষমা কর মোরে;
দারুণ প্রহারে হ'য়েছিল মতিচ্ছন্ন মোর,
তাই আমি করিয়াছি বহু অপরাধ।

ধৃতরাষ্ট্র। ক্ষমা দিনু,—
ছাড়্‌রে শৈশব খেলা হেন?
আর যেন কাঁদিতে হয় না মোরে—
আর যেন নাহি শুনি আচরণ হেন।

দুর্য্যোধন। আজি হ'তে শিশু খেলা তেয়াগিনু আমি,
আর বৃথা কাল' নষ্ট করিব না পিতা।
করেছি মনন আজি,
ভ্রাতৃগণে ল'য়ে যাব জাহ্নবীর তটে,
করিব বিবিধ খেলা সঙ্গিগণে মেলি—
এই খেলা শেষ খেলা মোর।
দাও পিতঃ, আদেশ আমায়—
গঙ্গাতীরে যাই সবে চলে?

ধৃতরাষ্ট্র। ভাল বৎস, তাই হোক,
যাহা তব অভিরুচি।
যুধিষ্ঠির, কিবা তব মত?
আছ কি প্রস্তুত তুমি খেলিতে এ খেলা?

যুধিষ্ঠির। আজ্ঞাকারী দাস আমি,
তব বাণী সর্ব্বদাই প্রতিপাল্য মম,
শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।
(স্বগত) – একি। কে যেন বলিল কাণে কাণে,—
"নহে শিশু-খেলা এই,
প্রাণনাশী বিপর্য্যয় খেলা!"
কি করিব—যাব কি সেথায়?
না না—
গুরুর আদেশ কভু না লঙ্ঘিতে পারি।
(প্রকাশ্যে)—চল ভাই সুযোধন, মিলি ভ্রাতৃগণে,
চল যাই উদ্যান অঙ্গনে;
করিব বিবিধ ক্রীড়া যাহা লয় প্রাণে।

দুর্য্যোধন। আসি তবে, প্রণাম চরণে।
প্রণাম চরণে তব পিতামহ গুরো!
পিতৃকুল-মুখোজ্জলে দাও গো ভরসা।

ভীষ্ম। মঙ্গল হইবে তো'সবার।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(গঙ্গা পুলিন)

(দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরাদির গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

মিয়ামল্লার———একতালা।

বাজারে দামামা বাজারে দুন্দুভি,
বাজারে মৃদঙ্গ দে' দে' করতালি,
ররাবের তালে নাচিয়া নাচিয়া,
যাক্ যাক্ দাপে ধরণী কাঁপিয়া।
তোল তোল তান গগন ভেদিয়া,
যাক্ যাক্ ধ্বনি সমীরে মিশিয়া,
নদীর তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া,
বহে যাক্ স্বর দূর দেশ দিয়া।

গীত।

গৌড়——যৎ।

দুর্য্যোধন। নীরদ-প্রতিম নীল ফেনিল লহরী' পরি,
গা'ভাসান্ দেরে দেরে সাঁতারি সুতান ধরি।

যুধিষ্ঠির। আয় ভাসি ধীরি ধীরি,
সাঁতারিয়ে ফিরি ফিরি,
দূর-দিগন্তে ধাই, চল্ সারি সারি।

জাজ্ মল্লার——ত্রিতালী।

ভীম। আয় আয় ডুবে থাকি গঙ্গানীরে,
জলকেলী করি এস ডুবায়ে শরীরে।

দেশ-মল্লার——পোস্তা।

সকলে। স্রোতের ধারে চল্‌রে ধেয়ে সঙ্গীগণে মেলি।
চিৎসাঁতারে চল্ ওপারে,
চাবনা কাহার পানে,
চল্ চল্ আপন মনে, আয় সকলে করি কেলি।

(সকলের জলে অবতরণ)

দেশ-মল্লার——ঝাঁপতাল।

ভীম। আয় ভাই ডুবে থাকি জলের ভিতরে,
কে পারে থাকিতে দেখি শ্বাস রোধ ক'রে?

সকলে। আমি পারি আমি পারি—আয় ডুবি সারি সারি।

(সকলের এককালে মগ্ন হওন;
সহসা ভীমের দ্রুত উত্থান)

ভীম। এইখানে ডুবেছেনা মূঢ় দুর্য্যোধন ?
ডুবাহয়ে মারি তারে যা থাক্ কপালে।

(মগ্ন হওন ; দুর্য্যোধন ব্যতীত সকলের উত্থান)

যুধিষ্ঠির। কে আগে উঠিল দুঃশাসন ?

দুঃশাসন। সকলেই এককালে উঠিয়াছি মোরা।

যুধিষ্ঠির। কই কই সুযোধন ভীমসেন কোথা ?

অর্জ্জুন। এখনও উঠে নাই তারা।

যুধিষ্ঠির। এখনও উঠে নাই ?
কই কই—উঠনাবে—ভীম-সুযোধন !
কেন কেন ডুবে থাক ?
উঠ উঠ প্রাণের সুহৃদ দুটি !
কেন কেন—
এখনও উঠিলনা কেন ?
কি করি !—কি করি !—
ক্রমে যে অস্থির হ'য়ে পড়ি !!
ভাইরে অর্জ্জুন, কি হ'বে রে !
এখনও কি হেতু উঠেনা তারা ?

অর্জ্জুন। দাদা, কেন কর ভয় ?
এখনি উঠিবে তব ভীম-সুযোধন।

যুধিষ্ঠির। না না,
অমঙ্গল সদা উঠে প্রাণে !
তিলেক বিচ্ছেদ মোর প্রলয় সমান,
কই ভাই, এখন ত উঠিল না ?
কোথারে কোথারে ভীম, কোথা সুযোধন !
মানিলাম তোমরাই জিতিয়াছ ;—
উঠ উঠ——

(দুর্য্যোধনের উত্থান)

বল বল স্যুযোধন কোথা গেল ভীম ?
কেন নাহি দেখি তারে ?

দুর্য্যোধন। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে)
দাদা, বড় বেঁচে গে'ছি আমি ;
যবে ডু'ব আছি জলে,
কে যেন সহসা মো'র কৈশ আক্রমণ।—

(অদূরে ভীম ভাসমান)

যুধিষ্ঠির। ওইনা ওইনা ভীম, অদূরে নেহারি।—

(দ্রুত ধাবমান)

ভাল খেলা খেল' ভীম,
উঠ উঠ—
এতক্ষণ বড়ই অস্থির ছি'নু।

ভীম। শুন দাদা। মোর তরে হযোনা উতলা,
ভীমের কঠিন প্রাণ—
সহজে যাবার নয়।

(দুর্ম্মতির প্রবেশ)

দুর্ম্মতি। এস রাজপুত্রগণ। গৃহের ভিতরে।
ওই দেখ,
সূর্য্যদেব ডুবিছে জলধি-জলে,
বহুক্ষণ জলে থাকা নহেক বিধেয়।

দুর্য্যোধন। চল ভাই যুধিষ্ঠির, চল ভীমসেন,
এস এস ভ্রাতৃগণ।
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি অতিশয়,
চল ভীম,
খাদ্যদ্রব্যে পূরাবে উদর।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(ক্রীড়াস্থল)

চতুর্দ্দিকে ভক্ষ্যদ্রব্য সজ্জিত।

রাজকুমারগণ।

(পরস্পর পরস্পরের মুখে আহার প্রদানে নিযুক্ত)

লুম——ঠুংরি।

যুধিষ্ঠির। দে ভাই বদনে আমার,
বাছি বাছি ভক্ষ্যগুলি,
আমিও দি'নুরে তোর মুখে,
সুখাদ্য আহার তুলি।

ঝিঁঝিট—একতালা।

দুর্য্যোধন। বদনে অমৃত তুলে দিলে,
পূর্ণ ভালবাসা জানাইলে,
দাও দাদা, আহার্ মুখে তুলে,
পূর্ণ করি উদর আমার।

কীর্ত্তন।

ভীম। দে'না কিছু দুর্য্যোধন!
ক্ষুধায় যে জ্বলে মরি ভাই?
আর যে কিছু নাহি পাই,—

দে'না ভাই—দে'না ভাই—
তোর ওই স্বাদু-ভোজ্যগুলি ?

(দুর্য্যোধনের আহার কাড়িয়া মুখে নিক্ষেপ ও
দুর্য্যোধনের ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি)

দুঃশাসন। ওই যাঃ—
সকলি যে ফুরায়ে গেল,
ও দাদা, শূন্য হ'ল যে পাতাখানি আমার,
কি আর তবে মুখে দিব ?

সহদেব। এই নে ভাই, আর আমি খেতে পারিনি,
যা' আছে আমার খাদ্য সকলি দিলাম।

অর্জ্জুন। পেট ভরে গেলরে ! আর খেতে পারিনি,
কে নেবে আমার পাতাখানি ?—

ভীম। আমায় দেনা—আমায় দেনা—
যে যত না পার্‌বি খেতে স'বি—আমায় দেনা।

নকুল। সেজদাদার এঁটো তুমি কেন খেতে যাবে ?

ভীম। তাই ত রে বটে বটে,
এঁটো খেতে কেন যাব ?
বড় দাদার এঁটো খেলে স্বর্গে চলে যাব।

(যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের অন্ন কাড়িয়া লওন)

যুধিষ্ঠির। ওকি ভীম কি করিলে ?

ভীম। ভালই করেছি।

দুর্য্যোধন। কেড়ে নিলি ভাইটি আমার,
আমাদের সাধের আহার,—
আর কোথা পাব আবার?

ভীম। ওইনা হোথায় বন্ধু তোমার?
বলনা আনুক আবার।

দুর্য্যোধন। সেই ভাল, কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাক।

(দুর্ম্মতির প্রবেশ ও ত্রস্তে দুর্য্যোধনের গাত্রোত্থান;
দুর্ম্মতির প্রতি কাণে কাণে ইঙ্গিত;—
দুর্ম্মতির প্রস্থান)

দুর্য্যোধন। (স্বগত)
এইত'রে সুসময়!
আহারেতে সবে একমন।
বিষান্ন ভীমের তরে দুর্ম্মতি সংহতি,—
করেছি প্রস্তুত আমি অতি সংগোপনে।
এলে হয় সুহৃদ্ আমার,
খাদ্যদ্রব্য আনিবারে গিয়াছে কখন।
ভাবিলে কি হবে এবে?
প্রতীক্ষায় রহি কিছু কাল।

(আগমন)

ভীম। কই দুর্য্যোধন! কই আনিলে আহার?
কিছুতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি না হয় আমার।

দুর্য্যোধন। ক্ষণেক অপেক্ষা কর ভাই!
গিয়াছে দুর্ম্মতি তব আহার্য্য আনিতে,
স্থির হও কিছুক্ষণ ভাইটি আমার?
পেট ভ'রে খেয়ো ভাই!—

যুধিষ্ঠির। ছি ছি ভাই ভীমসেন!
বড়ই পেটুক তুমি।

ভীম। যাহা হয় পরে বোলো,
ক্ষুধা না মিটিলে কি করিব বল দাদা ?

দুর্য্যোধন। (স্বগত)
কাল-ক্ষুধা কে মিটাতে পাবে।

(দুর্ম্মতির প্রবেশ)

এনেছ কি সহচর,
ভীম তবে যথেষ্ট আহাব ?

অনুচর। আনিয়াছি বহু যত্নে ভোজ্য-দ্রব্যগুলি,
এই লহ দাও তুলি ভীমেব বদনে।

(বিষ মিশ্রিত খাদ্য লইয়া)

কীর্ত্তনেব সুব।

দুর্যোধন। এইনে ভাই খেয়েনে খেয়েনে,
এমন খাদ্য আর পাবিনে ;
তৃষ্ণা তব আর পাবে না,—
আর রবেনা ক্ষুধার জ্বালা।

(ভীমেব মুখে বিষান্ন দেওন)

ভীম। আহা কি সুস্বাদু মবি মবি !
অতি অল্পে ভরিল উদব।

(গলাধঃকরণ)

যুধিষ্ঠির। ক্ষুধাতুব !
মিটিল কি ক্ষুধার পিযাসা ?

ভীম। যথেষ্ট হযেছে দাদা, আর ত' চাহিনা ?

দুর্ম্মতি। শুন বাজপুত্রগণ।
জলক্রীড়া ভোজক্রীড়া হ'য়েছে কি শেষ ?
চল চল শ্রান্তি নিবারিবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(শয়নাগার)

রাজকুমারগণ নিদ্রিত।

দুর্য্যোধন। (ধীরে ধীরে)

স্তব্ধ চারিদিক,—
সুষুপ্ত প্রকৃতি এবে ;
জীব সবে আচ্ছন্ন নিদ্রায়,
নিশাবায় চুপি চুপি ভ্রমিয়া বেড়ায়।
এই ত সোদরবৃন্দ ঘুমায়ে পড়িল,
ওই ত ঢলিল ভীম হলাহল পানে!
নাহি জ্ঞান কণ্ঠাগত প্রাণ।
এখনো কি বেঁচে আছে ভীম ?
এখনো কি হস্তীবল আছে দেহে তার ?—
দেখি দেখি—
নিশ্বাস কি বহিছে নাসায় ?

(ধীরে ধীরে উঠিয়া গমন ও ভীমের নাসায় হস্ত দিয়া)

উঃ! এখনো যে বহেছে নিশ্বাস!
বিষেও কি নাহিরে মরণ ?
আরো কিছু থাকি অপেক্ষায়।

(দুর্ম্মতির নিকটে আগমন)

সখে, সখে, উঠ উঠ !—

দুর্ম্মতি । আছি প্রভু, নিদ্রাভানে নিমীলিত চ'খে ;
এখনও মরে নাই ভীম,
স্থির হ'য়ে কিছুকাল থাক ।

দুর্য্যোধন । রে অস্থির প্রাণ !
স্থির হ'য়ে কিছুক্ষণ র'রে,
কিছুক্ষণ র'রে ঘুমাইসে,
বৈরীপাত অবিলম্বে হ'বে ।
ঘুমা'রে ঘুমা'রে ভীম, চিরকাল মত,
আর বল জানাতে হ'বেনা,
আর দুঃখ সহিতে হবেনা ।

(নীরবে আপনার স্থানে গিয়া শয়ন, কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দুর্ম্মতির ভীমের নিকট গমন ও নাসিকায় হস্ত প্রদান এবং দুর্য্যোধনের নিকট পুনরাগমন)

দুর্ম্মতি । উঠ উঠ যুবরাজ !
ভীমরবি গেছে অস্তাচলে,
প্রাণান্ত হয়েছে তার বিধির কৃপায়,
এস এস চুপি চুপি !—

দুর্য্যোধন । (সাহ্লাদে)
মরিল—মরিল ভীম ?
অসীম আনন্দে হৃদি ভাসিল আমার !

দুর্ম্মতি । চুপ—চুপ,—
নিঃশব্দে আইস সাথে ।

(উভয়ের নীরবে গমন ও ভীমকে ধরাধরি করিয়া লইয়া প্রস্থান)

যুধিষ্ঠির। (ত্রস্তে জাগিয়া)
কি হ'ল—কি হ'ল!
অর্দ্ধপ্রাণ কে যেন ছিঁড়িল।
বুকে কেন লাগিল আঘাত?
একি হ'ল!
কিছুই যে না পারি বুঝিতে?
ভীম—ভীম!
ওকি. শূন্য কেন ভীমের আসন?
কোথা গেল ভীম প্রাণধন।
অর্জ্জুন—অর্জ্জুন—ওঠ্‌রে—ওঠ্‌রে!
ভীমে কেন না দেখিতে পাই?

অর্জ্জুন। কেন দাদা, ভীম লাগি হ'তেছ কাতর?
ভীমতরে কি হেতু চিন্তিত এত?
জাননাকি ভীমের বিনাশ—
কিছুতেই হইবার নয়?
চন্দ্র সূর্য্য যতকাল উদিবে গগনে,
ভীমের জীবন-কীর্ত্তি
ততকাল রহিবে ধরায়।

যুধিষ্ঠির। নারে—নারে—প্রাণের অর্জ্জুন!
সন্তাপিত চিতে
প্রবোধ যে নাহি পায় স্থান।
দেখ্‌রে—দেখ্‌রে কোথা গেল!
কোথা গেল প্রাণাধিক ভীম?
দেখ্—দেখ্‌রে অর্জ্জুন!—
শূন্য স্থান পড়িয়া র'য়েছে।
ওরে, তোরা চার ভাই—
অধিকার ক'রেছিস্ হৃদয় আমার,
দেখ্—দেখ্, বুক চিরে দেখ্,—

ভীম-শূন্য প্রাণ ওহো হ'য়েছে আমার।

সহদেব। একি ভাই, দাদা আজি উদ্‌ভ্রান্ত কি হেতু ?
'ভীম—ভীম' বলি কেন কাঁদেন সঘনে ?

যুধিষ্ঠির। কেরে সহদেব ?
ভীমসেনে দেখেছিস্ ভাই ?—
উঠ উঠ সবে,—
কর কর অন্বেষণ !
দেখ দেখ কোথা গেল ভীম।
আমি যাই বাহিরে এখন,
প্রাণ যেন বলিতেছে ভীম গঙ্গাতীরে।

(বেগে প্রস্থান)

সকলে। দেখ—দেখ, খোঁজরে সকলে,
কোথা গেল ভীমসেন।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নাগলোক—সলিলাশ্রম)

নাগবালাগণ।

গীত।

ভীমপলাশী——————একতালা।

১ম। চলিছে অনিল, কাঁপায়ে সলিল,
মৃদু মৃদু কুলু স্বরে,
ভাসিল কায়, ডুবিল কায়,
সাঁতারি আয়, সুতান ধরে।

২য়। ভেসে ভেসে চল লহরে-লহরে ;
চল ধীরি ধীরি, আয় ফিরি ফিরি,
সাঁতারি সাঁতারি, অতি দূরে দূরে।

সকলে। চলে ফুল ভেসে ভেসে,
কুসুম-মুখ দেখিয়ে সবে—
যাবে মরি দেশে দেশে।
চাঁদের্ কর খেল্‌ছে ফুলে,
উঠে ঢেউ ফুলে ফুলে,
কুসুমটি প্রেমে ভুলে,
কে পরিবে চিক্কণ কেশে ?

(প্রস্থান)

(নাগকুমারগণের প্রবেশ)

মল্লারমিশ্র———কাহার্ব্বা।

নাগকুমারগণ।　দেখ্ দেখ্ দেখ্ আস্‌ছে কেরে,
ডুবে ভেসে বেলার'পরে,
নাগের দেশে মানুষ কেন ?
ফেল্ ফেল্ ফেল্‌রে মেরে।
উঃ দেখ্ ভীষণ আকার !
জল কেটে আস্‌ছে এধার,
দংশা দংশা কর্‌রে হিংসা,
মার্ মার্ মার্ জ্যান্ত ধরে।

(ভাসিতে ভাসিতে ভীমের প্রবেশ ও
সর্পগণের উপর্য্যুপরি দংশন)

(ভীম ক্রমে চেতনা পাইয়া)

ভীম।　অনন্ত নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিনুরে,
কে আমার সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করিলরে ?—
একি একি বিষধরগণ !
কেন কেন কররে দংশন ?
জাননাকি কে আমি এসেছি হেথা ?
শুন কথা,
কেন বৃথা—হারাবে জীবন ?

(নাগগণের পুনঃ পুনঃ দংশন)

(সক্রোধে)　রে—রে—ক্রূর বিষধর !

শুনিলিনা বচন আমার?
মৃত্যুপথ হ'ল পরিস্কার—তো' সবার!—

(সক্রোধে আক্রমণ ও নাগগণের পরাস্থ হওন)

১ম নাগ। একি হ'ল!
কে এলরে মানবের বেশে?
যাই যাই নাগপতি কাছে।
সহেনারে—সহেনারে—প্রচণ্ড আঘাত!—
যাই যাই—
কহি তাঁরে এ সব কাহিনী!

(বেগে নাগগণের প্রস্থান)

ভীম। কোথা হ'তে এ'নু আমি—কেনরে হেথায়?
কেন কেন গঙ্গায় পতিত?
কে আমায় গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিলেরে!
কোথা গেল সহোদরগণ?
কেন কেন হইল এমন রে!
কোথা যাই—কোথা কূল পাই!
এযে অকূল পাথার—
শূন্য চারিধার—
কতক্ষণ দিববে সাঁতার।

(নাগগণের পুনঃ প্রবেশ)

নাগগণ। ক্ষমা কর বীরবর!
এতক্ষণ চিনিতে পারিনি,—এস এস মোদের আশ্রমে,
নাগেন্দ্র দৌহিত্র তুমি।
করিয়াছি বহু অপরাধ, ক্ষমা কর ক্ষমা কর!—

(ভীমকে লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রত্নাকর)

সিংহাসনে নাগরাজ ; হেমময় বিচিত্র আসনে
মাল্য-চন্দন-বিভূষিত ভীম ; চতুর্দ্দিকে
নাগ ও নাগিনীগণ।

গীত।

সিন্ধুরা———ধামার।

চিরংজীব রহো হে পবন-সুত !
অরাতি মর্দ্দন করহে সুখে রহো এ ধরায় !
অযুত-মত্ত-হস্তী-বল
ধারণ করহে অঙ্গে,
আশীর্ব্বাদ করহে সকলে—
জয় জয় জয় নাগরায় !

নাগরাজ। হে মহাবাহো !
আমার দৌহিত্র তুমি।
বংশের দুলাল ! বংশোজ্জল কর,
শত্রুনাশ কর দিনে দিনে।
অষ্টকুম্ভ অমৃত কররে পান,
অযুত-মাতঙ্গ-মত্ত-বল হ'বে তুমি ;

অধৃষ্য হইবে রণে,
বিপদে না পড়িবে কখন।

(ভীমের অষ্টকুম্ভ অমৃত পান)

নাগগণ!
রেখে এস হস্তিনার পথে
প্রাণাপেক্ষা ভীমসেনে এবে।
যাও ভীম, অদর্শনে তোমার জননী,
তোমা হারা হ'য়ে উন্মাদিনী
কাঁদিছেন এই অষ্টদিন।

ভীম। সার্থক হইনু আমি তোমার কৃপায়,
চরিতার্থ হইলাম আজি ;
ধন্য ধন্য মোর প্রাণ!
আসি তবে মাতামহ!
আটদিন আছি আমি মাতৃহারা হ'য়ে,
দেহ দেব, বিদায় আমায়।

নাগরাজ। স্বস্তি!—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(হস্তিনা—অন্তঃপুর)

কুন্তী।

কুন্তী। কেন মন হয়রে উন্মন ?
অলক্ষণ কেন গায় প্রাণ ?
অবিরল চক্ষে বহে জল,
অমঙ্গল কেনরে চৌদিকে ?
কি যেন অশুভ শীঘ্র ঘটিবে আজি রে!
পুত্র বিনা সবি যে অশুভ,
সেই পুত্র'পরি ঘটিবে কি অমঙ্গল ?
দিগ্বিজয়ী নন্দন আমার তারা,
তা'দের কি কভু অশুভ ঘটিতে পারে ?
গিয়াছে নন্দনগণ কুরুদের সনে
গঙ্গাতীরে ক্রীড়নক-স্থানে।
এখনি আসিবে তারা 'মা—মা' বলিয়ে,—
কখন রে বুকে ল'য়ে বুক জুড়াইব ?
আয় আয় আনন্দ-বর্দ্ধনগণ!
জুড়ারে নয়ন—
আয় আয় মা' বলিয়ে কোলে আয়!
বড়ই দুর্দ্দান্ত তারা হইতেছে ক্রমে।
বিশেষতঃ ভীমসেন,

সবার অধিক বলবান,
বড় অত্যাচার করে বাছাদের প্রতি।
এত তিরস্কার করি,
এত দিই হিত উপদেশ,
কিছু নাহি শুনে কাণে,
কেবল কুমারগণে প্রহারে কাঁদায়।
কেন এত বিলম্ব হ'তেছে ?
আটদিন দেখি নাই বাছাদের মুখ !
আটদিন—ওহো বহুদিন।
ভীমের ত অকল্যাণ হয়নিরে কিছু ?
মাগো বিপদ-বারিণি !
বড় অভাগিনী আমি !
আর মোরে কাঁদাওনা,
সহিবে না আর জ্বালা অবলার প্রাণে !

(যশোদার প্রবেশ)

যশোদা। দেবি, আর কাঁদিতে হ'বে না।
ওই দেখ আসিতেছে রাজপুত্রগণ,
আহা, শান্ত হইল জীবন !
স্থির হও সতি,
হেরি সন্তানের স্নেহের বদন।
ওই গেল দুর্য্যোধন অন্ধরাজ কাছে
মেলিয়ে সোদরগণে।
একবার ছুটে গিয়ে দেখি !

(প্রস্থান)

কুন্তী। আঃ শান্ত হইল পরাণ !
হেরি পঞ্চ কমলবয়ান।

ওই না আসিছে যুধিষ্ঠির ?
কই, ভীম কোথা !
ওই ত ক্রমেই তারা হইল নিকট ?
না না, বুঝি আসিছে পশ্চাতে।
আয় আয়—
অত ধীর পদক্ষেপে কেন রে আসিছে ?
কার তরে এতই শঙ্কিত সবে ?
কেন কেন বিষণ্ণ বদন ?
আহা, গলে গে'ছে রৌদ্রতাপে নবনীত দেহ।
সয় কিরে রবিতাপ তো' সবার ?
ওকি! ওকি! সজল-নয়ন কেন সবে ?
ভীম বুঝি ক'রেছে প্রহার ?

(দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। মা, মা,—
এসেছে কি ভীমসেন ?
কুন্তী। কি বলিস্ কি বলিস্ বাছা !
গিয়াছিল ভীমসেন তোমাদের সনে,
কেন কেন বলরে এমন ?
যুধিষ্ঠির। মাগো, আসে নাই ভীমসেন ?
তবে বুঝি ভীমহারা হইলাম মোরা,—
আর না দেখিতে পাব ভীমসেনে পুনঃ।
ভীমরে—ভীমরে ! কোথায় লুকালি ভাই ?
কুন্তী। কি বলরে যুধিষ্ঠির !
ভীম নাই—ভীম ছেড়ে গেছে ?
হা ভীম !—

(মূর্চ্ছা)

যুধিষ্ঠির। দ্যাখ্ রে অর্জ্জুন!
পুনঃ বুঝি মাতৃহারা হই!
হা অদৃষ্ট!
শিশুকালে হারালাম পিতা,
পিতৃহীন হ'য়ে কাঁদিতাম মনে মনে।
পুনঃ একি হ'ল!
ভীম ছেড়ে গেল,
সেই শোকে—
জননীও বুঝি ত্যজিল জীবন।
মাগো, বুক ফেটে যায়—
হেরি তোমা ধূলাতে লুটায়।
হায় হায়, কি হ'বে গো।
উঠনা উঠনা মা আমার,
এত ডাকি বার বার,
কেন মাগো নিদয় হইলে?

কুন্তী। ভীম—ভীম! এসেছ কি বাপধন?
কই কই—কোথা ভীম?
হা হা কোথা পাব!
প্রাণ থেকে চলে গেছে!

(উঠিয়া)

ওই না আসিছে ভীম?
সত্য সত্য দেখি যে রে!
দ্যাখ্ দ্যাখ্ যুধিষ্ঠির!
জ্ঞানশূন্যা হইয়াছি আমি;
দেখ্ দেখি ভাল করি—
আসে কি না ভীমসেন?

যুধিষ্ঠির। জননী গো!

অব্যর্থ হইল বাণী তব,
যথার্থই আসে ভীমসেন।

কুন্তী। যাই যাই—বুকে ক'রে আনি হৃদি ধনে!—

(প্রস্থান ও ভীমকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কুন্তী। বাপরে! জীবন ধন!

(মুখ চুম্বন)

কোথা ছিলি এতদিন মায়েরে ত্যজিয়ে?
কত কষ্ট দিলি বাছাধন!
কোথা ছিলি এত দিন বাবা?

ভীম। নাগেন্দ্র ভবনে মাগো, ছিনু এতদিন।
সকলই গিয়াছিনু ভুলি,
ভুলেছিনু এ সংসার!
পূজ্যপাদ অগ্রজে আমার
ভুলেছিনু মা জননি,
ভুলেছিনু সহোদরগণে!
মাগো, কি বলিব!
তোরেও মা ভুলেছিনু,—
ভুলেছিনু তোর ওই চরণ দু'খানি!
শুন মাতা অপূর্ব্ব ঘটনা!—
কালস্রোতে কে যেন ভাসিয়ে দিল মোরে
ভেসে ভেসে যাই নাহি কূল পাই,—
যেন বহুবর্ষ বহুযুগ!—
জ্ঞান দূরে গেল,
কি যেন কি হ'ল,
কভু ডুবি—কভু ভাসি—
কভু ধাই ধীরে ধীরে।
তারপর কে যেন আমার হাত ধরি,

ল'য়ে গেল জনপূর্ণ-স্থানে!
ভুজঙ্গম তীক্ষ্ণবিষধারী,
ফণা তুলি দংশিল আমারে।
যেন গো বিষেতে আমি আচ্ছন্ন আছিনু,
উড়ে গেল পূর্ব্ব বিষ সর্পের দংশনে।
মাতামহ নাগরাজ,
অতিযত্নে অতি সমাদরে
রাখিলেন সে সুখ আগারে।
অষ্টকুম্ভ সুধাপান করিনু জননি,
অযুত মাতঙ্গ-বল পাইলাম দেহে,—
সাদরে বিদায় পরে দিলেন আমারে।
মাগো, ভয় কি তোমার ভীমে?
জেন' মনে—যেখানে রহিবে ভীম,
তব আশীর্ব্বাদে,
বিবাদ বা অমঙ্গল সব দূরে যাবে।

কুন্তী। চিরজীবি হও বাছা করিনু আশীষ,
পাঁচভায়ে সুখে থাক বাছা।

(বিদুরের প্রবেশ)

বিদুর। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ—
ভীমে পুন নিরখিনু সবে।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম গতি,
কে বুঝিতে পারে এ ধরায়?
ধন্য ধন্য ভোজপুত্রি—পাণ্ডবজননি!
রত্নগর্ভা তুমি,
তেঁই হেন পঞ্চনিধি ধ'রেছ জঠরে।

এস ভদ্রে, এস বৎসগণ !
মাতি এস ধর্ম্ম নামমঙ্গল'য়ে,
ধর্ম্ম-স্রোতঃ ঢালি অবনীতে।

গীত।

ভৈরবী———একতালা।

সকলে। জীবজন্তু যে যেখানে আছ,
সত্য-ধর্ম্ম করহ সার,
একপ্রাণে একতানে
সত্য—ধর্ম্ম কর প্রচার।
গাওরে বিহগ ব্যোমে ভাসি,
গাও তারারাজী গাও রবি শশী,
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ—
ব্রহ্মাণ্ডে হোক একাকার।

শ্রীমহাভারত নামক নাট্যকাব্যে আদিপর্ব্বান্তর্গত সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়ে
"পাণ্ডবের জলক্রীড়া" সমাপ্ত।

পাণ্ডবের জলক্রীড়ার চরিত্রবৃন্দ।

বক্তা	...	...	...	ব্যাসশিষ্য-বৈশম্পায়ন।
শ্রোতা	...	...	...	পরীক্ষিতাত্মজ জন্মেজয়।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।	নাগরাজ।
ভীষ্ম।	যুধিষ্ঠির।
ধৃতরাষ্ট্র।	ভীমসেন।
বিদুর।	অর্জ্জুন।
দুর্য্যোধন।	নকুল।
দুঃশাসন।	সহদেব।
দুর্ম্মতি।	রাজাগণ।
	অনুচরগণ।
	নাগকুমারগণ।

স্ত্রী চরিত্র।

গান্ধারী।
কুন্তী।
দুঃশলা।
যশোদা।
বালিকাগণ।
নাগবালাগণ।

মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।

সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়।

কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা।

"যদি কৃপা হ'য়ে থাকে দ্রোণাচার্য্য দেব !
এই শিশুগণে
অস্ত্রশিক্ষা করা'ন যতনে।
সদত পূজিত হ'য়ে প্রসন্ন হৃদয়ে
কর বাস এ রাজ-আলয়ে।"

ওঁ

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥"

কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হিমালয় হইতে ভাগীরথী নিঃসৃতা)

দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণাচার্য্য। রে পাষণ্ড দ্রুপদ নৃপতি!
দীনগতি ছন্নমতি কত দিনে হ'বি?
কত দিনে তোর দম্ভ বিচূর্ণ করিব!
ধিক্ রে! ধিক্ রে! তোর নৃপতির নামে,—
ধিক্ তোর শৈশব-প্রণয়ে!
আরে নরাধম!
রাজৈশ্বর্য্যে মত্ত হ'য়ে
ভুলে গে'লি সুখের কিশোর?
অহো, দর্পমাখা সুতীক্ষ্ণ বচন তোর
মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধেছে রে!
বাল্যকালে সুরম্য আশ্রমে,

খেলিতাম তুরাচার দ্রুপদের সনে;
তু'টি প্রাণ এক প্রাণে মিলাইয়া মোরা
নিশিদিন ভ্রাতৃ-ভাবে
যাপিতাম কিশোর-ক্রীড়ায়।
দূরে বসি ভরদ্বাজ জনক আমার,
দ্রুপদের পিতা পৃষৎ নৃপতি সনে
কহিতেন সাদরে মোদের;—
'বৎসগণ!
এই ভ্রাতৃ-ভাব যেন থাকে চিরদিন।'
এই শুনে তুই ও রে প্রতিজ্ঞা করিলি;—
'প্রিয়সখা ভরদ্বাজ-সুত!
যতদিন এ দেহে রহিবে প্রাণ,
ততদিন এই ভাবে থাকিব তু'জনে,
এ প্রণয় চিরস্থায়ী হইল মোদের।
যবে আমি রাজদণ্ড করিব ধারণ,
প্রাণের সুহৃদ-শ্রেষ্ঠ করিব তোমায়।'
রে পামর! সে প্রতিজ্ঞা—সে সত্যবচন,
একেবারে ভুলে গে'লি রাজত্ব লভিয়ে?
হায় রে অদৃষ্ট!
কল্পতরু ভৃগুরাম কাছে
প্রয়োগ সংহার সহ—অস্ত্রগণ লভিয়া যখন—
পূর্ব্ববাণী করিয়া স্মরণ,
যাইলাম নবরাজ দ্রুপদ সমীপে,
মহাক্রোধে কহিল বর্ব্বর;—
'হে ব্রহ্মণ! কেবা সখা তব?
কার সখ্য-প্রেমে বদ্ধ হ'য়ে
বারম্বার সখা বলি করহে আহ্বান?
সামান্য ব্রাহ্মণ তুমি; আরে আরে!—

নৃপতির সনে—দরিদ্রের
কভু কি মিত্রতা হ'তে পারে ?
সম ভাব না হ'লে দু'জনে,
প্রাণে প্রাণে নাহি মিলে।
মূর্খসহ বিদ্বানের মিত্রতা হইবে ?
রাজসনে—
একাসনে ভিখারী বসিবে ?
অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের সখা ?
যাও যাও—
মিত্রতার স্থান হেথা নয়।'
উঃ—একি মর্ম্মভেদী বাণী !
রে দ্রুপদ—পাঞ্চাল-নৃমণি !
কিছুকাল রাজা ল'য়ে থাক্,
অল্পদিন অল্পদিন সুখভোগ কর্।
কাল তোর হ'তেছে নিকট,
জ্বলন্ত লালসা—
একেবারে করিব নির্ব্বাণ !
পৃথিবীর মান-স্তম্ভরূপ ওহে হিমগিরি !
তব তলে জন্ম মম,
অযোনী-সম্ভব আমি দ্রোণ মধ্যে জাত।
ভরদ্বাজ প্রাণের নন্দন,
জন্মস্থান সাক্ষ্য করি কহিতেছে শুন,—
'তব সম অত্যুচ্চ গরব দ্রুপদের,
মোর শিষ্য কাছে শীঘ্র বিচূর্ণিত হ'বে !
মাগো ভাগীরথি !
সাক্ষ্য থাক,—
আমা হ'তে দীন-দশা হইবে দ্রুপদ,
নচেৎ সমস্ত মিথ্যা হউক আমার !'   (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(হস্তিনা—অন্তঃপুরস্থ পথ)

যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন।

যুধিষ্ঠির। বারবার করিয়ে বারণ—
ভাই ভীমসেন!
দুর্য্যোধন প্রতি কেন ভাই কর অত্যাচার?
ধর ধর বচন আমার;
আর মোরে দিওনা যাতনা,
আর আমি সহিতে পারিনা।
পদে পদে পড়িছ বিপদে,
বিসম্বাদে কলহ ভাল নয়;
তাই কহি তোরে,—
আজ্ঞাবহ যেমন আমার তুই,
সেইরূপ হ'য়ে ভাই তাহারো নিকটে।

ভীম। দাদা! জানিনা কেমন তব মন,
তোমা সম মানিবহে পাপী দুর্য্যোধনে?
ও কথা ব'লোনা মোরে আর,
তপ্তশেল বাজে যেন বুকে।
পৃথিবীতে যদি কেহ
পূজ্যপাদ পূজনীয় ভক্তিময় থাকে,
সে ত' তুমি দাদা!
তব তুল্য দেখিব তাহারে?
যাঁহার শ্রীপদ নেহারিলে,

সকল যন্ত্রণা যাই ভুলে,
এ সংসার নাহি থাকে মনে ;
যাঁর শ্রীচরণ,—
ধ্যানে জ্ঞানে অহর্নিশ জাগিছে অন্তরে।
ধর্ম্মে পুণ্যে গঠিত শরীর যাঁর ;
নিরখিলে যাঁহার বদন,
কি এক আনন্দ-মূর্ত্তি পাইহে দেখিতে ;—
যাঁর মুখে ভীমসেন-বাণী,
শতধারা অমৃত বর্ষিত হয়,—
সেই দেব-তুল্য ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির মত,
দেখিব সে ক্রূরমতি পাপী দুর্য্যোধনে ?
অজ্ঞানে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জিল মোরে,
বিনাশের আশে
সর্ব্বদাই নানা ছল করে গোপনেতে ;
সর্ব্বদাই বিষদৃষ্টি,
ভীম নামে সর্ব্বদাই জ্বলিছে অন্তর তার ;
তবে বল মোরে,
সেই দুর্য্যোধন সনে থাকে কি প্রণয় ?
দাদা ! আজ্ঞা দেহ মোরে একবার,
সুকৌশলী মহাছলী সেই পাপাত্মার,
বধ-বাঞ্ছা মিটাই নিমেষে।

যুধিষ্ঠির। চুপ কর, ও কথা ব'লোনা আর,
ভুলে যাও সে সকল,
অমঙ্গল ঘটিবে এখনি।
ভাই ভীমসেন !
আবার কহিরে তোরে,
সেই কাল জল-ক্রীড়া,
কেহ যেন নাহি শুনে ;

জ্যেষ্ঠতাত আর আর পুরবাসী-কাণে,
নাহি যেন উঠে সে ঘটনা।
ওই আসে প্রাণাধিকগণ,
চল ভাই একত্র হইগে।

(প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন।

(উপবন)

(দুঃশাসন, যুযুৎসু ও বিকর্ণ দোলায় দোলায়মান)

গীত।

ভূপালী——দাদ্‌রা।

সাধের দোলায় মনের সাধে,
আয় ভাই দুলি সবাই মিলে ;
নেচে নেচে তালে তালে—
দোল্ দোল্ দোল্ বাতাস-কোলে।
কাণের কাছে তান তুলিয়ে,
গাইছে বাতাস সন্‌-সনিয়ে,
মধুর স্বরে স্বর মিলিয়ে,
আয় দুলি সবে সুতান তুলে।

দুঃশাসন। দোল্ দোল্ দোল্ দোল্—
বিকর্ণ। দোল্ দোল্ দোল্ দোল্—
যুযুৎসু। দোল্ দোল্ দোল্ দোল্—

(সকলের ব্যায়াম সহকারে দোলায়মান)

(অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবের প্রবেশ)

নকুল। মোদের দোলায় কেন চ'ড়েছ তোমরা ?
ভীমসেনে নাহি কর ভয় ?
জাননারে তাঁহারি কনিষ্ঠ মোরা ?

সহদেব। ওকি দুঃশাসন !
কেন নাহি শুনিলে বচন ?
শাস্তি পাবে এখনি ভীমের কাছে।
যদি ভয় থাকে,
নেবে এস ও দোলা হইতে।

গীত।

ইমনী——দাদ্‌রা।

দুঃশাসন। দোল্‌ খেলে দোল্‌ লাগ্‌বে প্রাণে,
পড়্‌বি ঘুরে পাষাণ-ভূমে ;
কাজ কি চ'ড়ে এমন দোলায়,
মায়ের কোলে গিয়ে পড়্‌রে ঘুমে।
বিকর্ণ। যা' যা' ফিরে শোন্‌রে বালক,
তোদের দোলায় কি অধিকার ;—
...স্থ। হ'লেই বা ভাই তোমার দোলা,
খেলাব বস্তু করি খেলা ;
কি দোষ আছে খেল্‌লে পরে,
সকলকারি সাধের দোলা।

অর্জ্জুন। থাক্ ভাই সহদেব !
কি কাজ দোলায় দুলি ?
যে দোলায় দুলি নিরন্তর,
তার চেয়ে এ দোলা ত' নহে সুখকর ?
স্বাভাবিক যাহা তাই ভাল,
কৃত্রিমে কি সুখ ভাই ?
নকুল। আসিবেনা আমাদের কাছে ?
হের ওই ভীমসেন আসে।

(ভীম ও যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

সহদেব। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি)
কেন দাদা, মোদের দোলায়—
চড়িয়াছে দুঃশাসন, বিকর্ণ, যুযুৎসু ?

দুঃশাসন। না দাদা—না দাদা,—
এত আমাদেরি দোলা ?
কি হেতু নকুল, সহদেব,
অধিকার করিবারে চায় ?

যুধিষ্ঠির। কেন ভাই, বাধাও বিবাদ ?
কি ক্ষতি তাহাতে আছে চড়িলে দোলায় ?

ভীম। কেন কেন কি হেতু চড়িবে ?
অপরের অধিকারে কেন হস্ত দিবে ?
শুধু কি মোরাই দোষী হ'ব ?
আমরা যদি বা কভু অপকর্ম্ম করি,
যদি বা কাহারো দ্রব্য খেলিবারে চাই,
অমনি কি মহাদোষী হইলাম সবে ?
একি দাদা,
এযে দেখি বড় অবিচার !

যুধিষ্ঠির। ছি ছি, একি বল ভাই ?
কাজ নাই দুঃশাসন,
ত্বরা নেবে এস,
চল যাই অন্যত্র খেলিতে।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। কে যাইবে মোর সাথে লৌহগুলি ল'য়ে,
কে যাইবে—এস—এস—

সকলে। আমি যাব—আমি যাব—

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ)

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। মুহূর্ত্তে কোথায় গেল লৌহের গুলিকা?
ক্ষণমাত্র কোথা হারাইল?
আহা, কোথাও যে নাহি পাই খুঁজি?
কি হইবে—
তবে কিরে হারাইয়ে গেল?
না না—যতক্ষণ না পা'ব দেখিতে,
খুঁজিতে বিরত নাহি হ'ব।

(চতুর্দ্দিক অন্বেষণ ও কুমারগণের প্রবেশ)

এই ত' আইল সঙ্গিগণ,
বড় লজ্জা দিবেরে সকলে।

ভীম। ছি ছি দুর্য্যোধন!
এখনও শিশু তুমি?
বালক সমান,
পলে পলে হারাও খেলেনা?

দুর্য্যোধন। (স্বগত)
উঃ মর্ম্মভেদী স্বর!
সেই ভীম আরো যেন হইয়াছে ভীম।

(অন্বেষণ)

যুধিষ্ঠির। কেন সুযোধন!
ম্লান হ'য়ে গেল মরি শশাঙ্ক-বদন?

গুলিকা হারায়ে গে'ছে বলি,
তাই কিরে প্রাণাধিক, বিষণ্ণ হ'তেছ ?

দুর্য্যোধন। (স্বগত)
ওহো,—এ আবার ভীম চেয়ে লাগেরে কঠোর !
মিষ্ট হাসি—মিষ্ট বাণী—
বিষ ঢেলে দেয় যেন প্রাণে।

দুঃশাসন। সত্যই কি হারাইয়ে গেল ?
কেন দাদা, এত চিন্তাকুল ?
ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিব মোরা তন্ন তন্ন করি।
এস সঙ্গিগণ,
প্রত্যেকে সতর্ক হ'য়ে খুঁজি সে গুলিকা।

(সকলের অন্বেষণ)

ভীম। এস এস অভিমানী ছলী দুর্য্যোধন !
দেখে যাও লৌহের গুলিকা,
জলশূন্য কূপমধ্যে র'য়েছে নিহিত।

(সকলের কূপ-সন্নিধানে ধাবমান)

দুর্য্যোধন। (স্বগত)
যথার্থই হেরি কিরে লৌহের গুলিকা ?
উঃ—শতগুণে ভীমসেন শ্রেষ্ঠ হইতেছে !
শতেক সোদরে,
জয় করিতেছে ওহো সকল প্রকারে।

যুধিষ্ঠির। ধন্য ভীমসেন !
সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিরে তব দি'ই ধন্যবাদ,
সকলেই পরাজিত হ'ল তব কাছে।
সুযোধন !
ওই দেখ লৌহ-গুলি নিরুদক-কূপে,
কোনরূপে কর উত্তোলন।

দুর্য্যোধন। যে আমার লৌহ-গুলি তুলিতে পারিবে,
তারেই করিব দান কহিনু নিশ্চয়।
বিকর্ণ। এসনা যুযুৎসু ভাই, তুলি এ গুলিকা ?
পারি যদি পাব উপহার।
যুযুৎসু। কাজ নাই—কাজ নাই—
অন্ধকূপে মরিব রে শ্বাস-রুদ্ধ হ'য়ে।
দুঃশাসন। কি আশ্চর্য্য !
কেহ নাহি তুলিতে সক্ষম হ'ল ?
কি হে ভীম !
তেজ—গর্ব্ব কোথায় রহিল ?
ধিক্ - ধিক্ !
দুর্ব্বলের কাছে জানি বড় বল তব !
তোলনা গুলিকা দেখি—কত বল ধর ?
ভীম। দুঃশাসন ! নিতান্ত বালক তুমি ;
তেঁই কহ অসার বচন হেন।
জাননা ভীমের গতি তুমি,
জাননারে কত বল ধরে ভীমসেন ?
অন্ধতম কালকূপে,
ভীমবক্ষে পারিরে পশিতে।
কি ! সামান্য কূপে আমি পারিনা যাইতে ?
দাদা, যায় যাক্ প্রাণ ;
ভীমনামে দুর্ব্বল-কালিমা-রেখা,
না পারি সহিতে কভু।
যুধিষ্ঠির। স্থির হও—স্থির হও ভাই,—
হের ওই কে আসেন দ্বিজবেশী !
দেখ দেখ আজানুলম্বিত বাহু !
শুভ্রকেশ অগ্নিহোত্র-চিহ্নিত শরীরে,—
ব্রহ্মাণ্ডের বল যেন স্থিত একাধারে।

চন্দন-চর্চ্চিত কিবা
উন্নত ললাট-দেশ !
বীর অঙ্গে শুভ্র যজ্ঞোপবীত শোভিছে ;
ইনিই কি ভৃগুরাম—
ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী ?
হও সবে সাবধান !
ব্রহ্মতেজ হ'তেছে নিকট ক্রমে।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। নারায়ণ—নারায়ণ—

(কুমারগণের সাষ্টাঙ্গে প্রণাম)

শুভমস্তু !—
বীরের তনয় বীর বলি হও সুবিখ্যাত ;
সুখে রও—চিরজীবি হও।—

দুর্য্যোধন। কে তুমি হে মহাভাগ অগ্নি-হোত্রধারি !
ব্রহ্মতেজে পূর্ণিত-শরীরী ;
না পারি চিনিতে তোমা।

যুধিষ্ঠির। তুমিই কি ভৃগুমুনি ক্ষত্র-কুল-হারী ?—
তুমিই কি সেই অবতার ?
শিশুমতি মোরা,
কিরূপে চিনিব প্রভু ?
দেহ দেহ সঠিক উত্তর,
ম্রিয়মাণ মোদের অন্তর।

দ্রোণাচার্য্য। শুন শুন হে কুমারগণ !
নহি আমি ভৃগুমুনি,
তাঁর শিষ্য দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা-পিতা।—

দুর্য্যোধন। কৃপা কর দ্রোণাচার্য্য দেব !
আজি হ'তে ছাত্রনামে হইনু দীক্ষিত ;—

গুরুতত্ব কেমনে বুঁঝব ?
অজ্ঞান বালক মোরা,
পড়িয়াছি বড় সমস্যায় ;
লৌহগুলি পতিত কূপেতে,
না পারি তুলিতে ওই আদরের ধন।
বলে দাও যাহে পারি তুলিতে গুলিকা ;—
নহে, অনুগ্রহ ক'রে ওটি দাওহে তুলিয়া।

দ্রোণাচার্য্য। কি বলিব হে বালকগণ!
বড়ই বিস্ময়ে আমি প'ড়িনু এখন!
সকলের পরিচয় জানি।
জন্মিয়ে ভরত কুলে,
হীনবীর্য্য হইলে এমন ?
দুর্য্যোধন! ধিক তোমা ;—
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র জনক তোমার,
লক্ষ মত্ত-হস্তী-বীর্য্য শরীরে যাঁহার,
তাঁর পুত্র এতই নিস্তেজ ?
দেব-ব্রত ভীষ্মদেব,
যাঁর খ্যাতি ব্রহ্মাণ্ডে প্লাবিত,
যাঁর তুল্য নাহি হেরি অবনী-মাঝারে,
তাঁর পৌত্র হ'য়ে
কূপ হ'তে লৌহ-গুলি না পার তুলিতে ?
ছি ছি!—
এ দুঃখের কথা কার কাছে প্রকাশিব ?
হো—হো—পাণ্ডুনরমণি!
একি পুত্র হইল তোমার ?
ছি ছি যুধিষ্ঠির!
বড়ই দুঃখের কথা!
লৌহ-গুলি উদ্ধারিতে সকলে নারিলে ?

এই দেখ প্রভাব আমার।
ফেলিলাম অঙ্গুরীয় নিরুদক কূপে ;
লৌহ-গুলি, অঙ্গুরীয়,
ঈষিকা দ্বারায় এবে করিব উদ্ধার—
মোরে যদি করাও ভোজন।

যুধিষ্ঠির। মহাভাগ, কৃতকার্য্য হইলে এখন,
কৃপাচার্য্য অনুমতি-ক্রমে—
চিরকাল ভিক্ষা দিব তব শ্রীচরণে।

দ্রোণাচার্য্য। ভাল—ভাল ;—
এই যে ঈষিকা মুষ্টি দেখিতেছ সবে,
দেখ দেখ প্রভাব ইহার।
প্রথমেতে একটি ঈষিকা,
বিদ্ধ করি লৌহ-গুলি ;
পুনর্ব্বার আরেক্‌টি শর,
ওই ঈষিকায় ভেদ করি,
উপরি উপরি শরে তুলিয়া আনিব,
এইরূপে অঙ্গুরীও উঠিয়া আসিবে ;
এই দেখ কৌশল আমার।

(দ্রোণাচার্য্যের তথাকরণ)

যুধিষ্ঠির। চমৎকার—আশ্চর্য্য ব্যাপার !
অব্যর্থ সন্ধান তব,—
দেখিলাম অস্ত্রের প্রভাব অলৌকিক !
অদ্ভুত ক্ষমতা তব অপূর্ব্ব মহিমা,
চরিতার্থ হইল নয়ন।
ভাই সুযোধন !
কহ গিয়া পিতামহ কাছে,
বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য দৈব,

আসিছেন মোদের সহিত
আপনারে করিতে দর্শন।

(দুর্য্যোধনের প্রস্থান)

এস দেব, মোদের আলয়ে,
বিধিমতে আতিথ্য-সৎকার
করিব আমরা সবে মেলি।
শিষ্য বলি হইনু দীক্ষিত সবে।
এস গুরুদেব!
কৃপা কর ছাত্র-মণ্ডলীরে।

(দ্রোণাচার্য্যকে লইয়া সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(রাজসভা)

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর।

(দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। করি নতি গুরুজন পদে।
পিতা, পিতামহ,
সুসংবাদ শুনুন দাসের ;—
আজি প্রাতে রাজপথে সকলেতে মিলি,
লৌহ-গুলি ল'য়ে আনন্দে খেলিতেছিনু,
সহসা পড়িল গুলি নিরুদক কূপে।
ভীম আদি সকলেই অক্ষম হইনু,
কেহ মোরা তুলিতে নারিনু ;
বড় দুঃখ হ'ল মনে,—
কি করি, গুলিকাটিরে কে দিবে তুলিয়ে ?
ক্ষুণ্ণমনে বহু চেষ্টা করি,
কিন্তু যত্ন যত হইল বিফল।
হেনকালে অদূরেতে তেজঃপুঞ্জশালী,
মহাকায় জনেক ব্রাহ্মণ
ধীরে ধীরে কৈলা আগমন ;
পিতা, অপূর্ব্ব প্রভাব তাঁর !
ভক্তিভরে সকলে মিলিয়ে,
রহিলাম চৌদিকে বেষ্টিয়ে।
জানিলাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ-ভরদ্বাজ-সুত—

দ্রোণাচার্য্য নাম তাঁর ;
গুরু বলি সাষ্টাঙ্গেতে কৈনু প্রণিপাত।
মহাহ্লাদে গদগদ হ'য়ে,—
কূপ হ'তে লৌহ-গুলি তুলিবার তরে,
নিবেদন করিনু তাঁহারে।
ওহো, পিতা, কি বলিব,
অলৌকিক শক্তি তাঁর।
অনায়াসে ঈষিকার বলে,
ক্রমে ক্রমে একে একে বিদ্ধ করি শর,
বিনা কষ্টে বিনা পরিশ্রমে
তুলিলেন সেই মহাভাগ।
হের দেব, ভ্রাতৃবৃন্দসনে
ওই আসিছেন বীরোত্তম।

(কুমারগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

ভীষ্ম। চরিতার্থ হ'ল দেব, হস্তিনানগর—
ও চরণ-রজে ;
ধন্য আমি—ধন্য হ'ল এ রাজভবন।
কহ দ্রোণাচার্য্য !
কি মানসে আগমন হেথা ?
কহ মনঃআশ,
পূরাইতে সাধ্যমত করিব প্রয়াস।

দ্রোণাচার্য্য। শুন তবে দেবব্রত, অন্তর উচ্ছ্বাস,
অভিলাষ কিরূপ আমার ;—
মহাত্মন,—
ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা আশে
গিয়াছিনু, পূর্ব্বে আমি অগ্নিবেশ কাছে ;
ব্রহ্মচর্য্য—আত্ম-সংযমেতে,

বহুকাল গুরুর সেবায়
রহিলাম জটাধারী হ'য়ে।
ওই কালে দ্রুপদ পৃষত-সুত
এসেছিল অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার কারণে
মহাতেজা অগ্নিবেশ স্থানে।
দুই জনে একস্থানে একত্র হইয়া,
বড় সুখে ছিলাম আমরা ;
ক্রমে ক্রমে, প্রিয়সখা হইল আমার।
একদা সে কহিল আমায় ;—
'প্রিয়সখা ভরদ্বাজ-সুত !
যতদিন এ দেহে রহিবে প্রাণ,
ততদিন এইভাবে থাকিব দু'জনে,
এ প্রণয় চিরস্থায়ী হইল মোদের।
যবে আমি রাজদণ্ড করিব ধারণ,
প্রাণের সুহৃদ-শ্রেষ্ঠ করিব তোমায়।'
এই কথা চিরকাল
জাগরুক রহিল হৃদয়ে।
হে শান্তনু তনয় !
কিছুদিন পরে পিতার আদেশে,
গৌতম-নন্দিনী কৃপীরে করিনু বি'ভা।
আদিত্য সমান মহাতেজা
অশ্বত্থামা প্রিয়পুত্র জন্মিল আমার।
অপুত্রক পাইল নন্দন,
পুন্নাম-নরক ভয় দূরে গেল দেব,
স্বর্গসুখ পাইলাম পুত্রমুখ হেরি।
একদা সে অশ্বত্থামা প্রাণের তনয়,
সঙ্গীবৃন্দ ধনীর নন্দনগণে—
দুগ্ধপানে রত হেরি,

সরোদনে কহিল আমায় ;—
'পিতা,—
দেখিলাম সঙ্গিগণ
করিতেছে দুগ্ধপান,
আমি পি'ব এনে দাও পিতা !'
ওহো, ভীষ্মদেব ! কি বলিব,—
স্নেহমাখা আধ আধ স্বর,
শেল যেন বিঁধিল হৃদয়ে।
বহুস্থান কৈনু অন্বেষণ ;
কিন্তু হায় দুরদৃষ্ট হেতু
দুগ্ধ না মিলিল ;
ব্যথিত-হৃদয়ে
আসিতেছি গৃহ অভিমুখে,
দেখিলাম শিশুগণ অশ্বত্থামা ধনে,
দুগ্ধভ্রমে পিষ্টোদক আনি,—
'এই দুগ্ধ—পান কর'
এই ব'লে দিতেছে সান্ত্বনা।
হায় হায় অকৃত জনক আমি !
পিতা হ'য়ে আপন সন্তানে,
দুগ্ধ দিতে হইনু অক্ষম !—
আত্ম-তিরস্কারে আমি মর্ম্মাহত হ'য়ে,
পূর্ব্ব বাণী করিয়া স্মরণ
যাইলাম দ্রুপদ সমীপে।
অতঃপর নবরাজে প্রতিশ্রুত-ভাষ,
দিলাম স্মরিয়ে আমি।
মহাক্রোধে অহঙ্কারে কহিল আমায় ;—
'হে ব্রহ্মণ ! কেবা সখা তব ?
কার সখ্য-প্রেমে বদ্ধ হ'য়ে

বারম্বার সখা বলি করয়ে আহ্বান ?
এক কালে ছিনু বটে সুহৃদ তোমার,
সে ত' শিশুকাল !
এবে রাজা আমি,
রাজ-সিংহাসনে আমি ব'সেছি সতেজে।
সামান্য ব্রাহ্মণ তুমি ;
নৃপতিব সনে ব্রাহ্মণেব
কভু কি মিত্রতা হ'তে পাবে ?
মূর্খসনে বিদ্বানেব মিত্রতা হইবে ?
বাজসনে একাসনে ভিখারী বসিবে ?
যাও যাও—
মিত্রতার স্থান হেথা নয় !'
হে গাঙ্গেয় !
পাপাত্মাব হেন কূটবাণী,
এ হৃদযে অগ্নিস্রোতঃ বহে নিরন্তর।
ক'রেছি প্রতিজ্ঞা যাহা,
অবিলম্বে পালিব যতনে।
বল বল কুরুশ্রেষ্ঠ !
কিবা প্রিয় কার্য্য তব করিব সাধন ?

ভীষ্ম। যদি কৃপা হ'য়ে থাকে দ্রোণাচার্য্য দেব !
এই শিশুগণে,
অস্ত্রশিক্ষা ক'রান যতনে।
সদত পূজিত হ'যে প্রসন্ন হৃদয়ে
কর বাস এ রাজ-আলয়ে।
যাবতীয় রাজ্য-ধন সকলেই অধীন হইবে,
কুরুগণ তোমারি হে আজ্ঞাবহ দাস ;
যা আছে অভাব তব,
প্রাণপণে সকলেই করিব পূরণ।

আজি হ'তে শিক্ষাগুরু তুমি ;—
গুরু-পদে কররে প্রণাম শিশুগণ।

সকলে। বহু ভাগ্যফলে হেন পাইনু শিক্ষক।

(সকলের প্রণাম ও প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(স্বর্গ—নন্দনকানন)

ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অপ্সরীগণ।

গীত।

পূরিয়া————একতালা।

চকোরী ভাসে, বিমলাকাশে,
পিযূষ আশে—পাগলিনী-লো!
উধায় উধায়, আরো বেগে ধায়,
কই, কোথা পায়?—ব্যাকুলিনী-লো!
মিটেনা পিয়াস, যত—তত আশ,
হৃদয়ে তরাস—সই-লো!
চাঁদ-চকোরে, দেখ আঁখি ভোরে,
শোভে একাধারে—ওই-লো!

ইন্দ্র। ঢাল সুধা, দেরে সুধা,—কোথা চিত্ররথ!
পূর্ণ কর প্রাণ মন সুধা বিতরিয়ে।
সুধাময়ী সুরাঙ্গনাগণ!
নৃত্য কর সম্মুখে সবার।

(চিত্ররথের প্রবেশ ও সকলের সুধা পান)

গীত।

বেহাগ——ঠুংরী।

অপ্সরীগণ। সুধা—পিওরে পিওরে—
প্রেমে মাতরে মাতরে।
ঢুলু ঢুলু আঁখি চল চল সখি!
সুধা পিও—তান তোল,
মাতোয়ারা প্রাণে—
আরো সুধা ঢাল!
মন মাতরে—সুধা পিওরে।

(সকলের সুধা পান ও মাতলির প্রবেশ)

মাতলি। প্রণমামি দেবরাজ।
মহর্ষি নারদ হরিনামে মত্ত হ'য়ে,
আসিছেন তব কাছে সাক্ষাৎ আশায়।

ইন্দ্র। আসিছেন দেবর্ষি নারদ?
(স্বগত) না জানি কি বিভ্রাট ঘটায়।
যাও যাও আন তাঁরে অতি সমাদরে।

(মাতলির প্রস্থান)

নেপথ্যে নারদের গীত।

গৌড়-সারঙ্গ——একতালা।

যদি পার হ'বে এ ঘোর সংসার,
কেন বৃথা আছ মায়ায় ভুলে?
যদি শান্তি পাবি রে মন আমার।
কার পানে চাও নয়ন তুলে?

ওই যে তোমার আত্মীয় স্বজন—
চেয়ে আছে কিবা তোমার পানে,
জাননা জাননা রে অবোধ মন !
ওই দৃষ্টি-ফাঁদ ক্রমেই টানে ?
ভুল'না ভুল'না ম'জোনা ম'জোনা,
বৃথা মায়া-চোখে দেখেও দেখোনা,
ত্যজ ভাব-জায়া—ত্যজ ভাব-কায়া,
এস এস জীব, হরি হরি বোলে।

(নারদের প্রবেশ)

হরিবোল—হরিবোল—

(দেবগণের প্রণাম)

ইন্দ্র। ধন্য হে দেবর্ষি তুমি !
হরিতত্ত্ব তুমিই বুঝিলে সার,
এক মাত্র হরিভক্ত তুমি,—
ধন্য আমি তব মুখে হরিনাম শুনি।
কহ হরিভক্ত মুনি !
কি কাহিনী শুনাতে আমায়—
পদার্পণ হ'ল দেব-পুরে ?

নারদ। হে দেবেন্দ্র !
কহিতে বিশেষ কথা আগমন হেথা।
আমি গোপনীয় স্থান বড় ভালবাসি,
তেঁই কহি হে কুলিশি !
গোপনীয় স্থানে
গোপনীয় কথা শুনাতে তোমায়,
আগমন তাই হে আমার।

ইন্দ্র। যথা আজ্ঞা,
এস মুনি গুপ্তকক্ষে মোর,
বড়ই উৎসুক আমি শুনিতে বচন।

(উভয়ের প্রস্থান)

দৃশ্য আবরিত।

(গুপ্তকক্ষ)

ইন্দ্র ও নারদ।

নারদ। শুন তবে সহস্রলোচন!
একদিন মহর্ষি দুর্ব্বাসা
অতিমাত্র ক্ষুৎপিপাসায়,
কুন্তি ভোজালয়ে
করিলেন আতিথ্য স্বীকার;
ভোজ-সুতা কুন্তীদেবী,
বিধিমতে পরিতুষ্ট করিলেন তাঁরে।
অতিথি সৎকারে পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে,
এই মহামন্ত্র তাঁরে দিলেন দুর্ব্বাসা ;—
'বৎসে কুন্তি-ভোজ-সুতে!
অতিশয় প্রীত হইনু তোমার সেবায়,
এই আমি মহামন্ত্র দিলাম তোমায়;
এই মন্ত্র পাঠ করি
যে দেবতা করিবে আহ্বান,
এই মন্ত্র বলে,
তদৌরসে—তব গর্ভে— পুত্র জনমিবে।'
মুনিবর করিলে প্রস্থান,
বাল-স্বভাব-সুলভা কুন্তীদেবী,
ভগবান্ সূর্য্যদেবে করিল আহ্বান।
কুন্তীর জঠরে
জনমিল কানীন নন্দন।

পরিশেষে আত্মদোষ প্রকাশের ভয়ে,
গঙ্গার সলিলে
বিসর্জ্জিত হ'ল সেই সূর্য্যের নন্দন।
মহাযশাঃ রাধাস্বামী,
সদ্যোজাত শিশু হেরি ভাসমান জলে,
স্নেহজালে আবদ্ধ হইয়ে,
তুলে নিল হৃদয় নিলয়ে।
কবচ-কুণ্ডলসহ জনম কারণ,
বসুষেণ নাম হ'ল যৌবন-জীবনে।
ওহে সহস্রলোচন!
দানশীল তার মত
নাহি আর অবনী মাঝারে।
প্রাতঃকাল হ'তে আর অস্তকালাবধি,
কল্পতরু হ'য়ে থাকে প্রাণপণ করি।
স্মর' স্মর' দেবরাজ!
দুর্ব্বাসার মহামন্ত্র বলে,
তোমারি ঔরসে আর কুন্তীর জঠরে,
জন্মিয়াছে মহাপুত্র অর্জ্জুন প্রবীর।
যাও ইন্দ্র, অর্জ্জুনের হিত সাধিবারে,
ছল গিয়া রাধা-সুতে;
কোনরূপে অঙ্গজ কবচ তার,
লও হরি বজ্রধর!
কুরুক্ষেত্রে রণানল প্রজ্বলিত হ'লে,
নাহিক নিস্তার র'বে তব অর্জ্জুনের।

ইন্দ্র। যথা আজ্ঞা দেবঋষি!
চলিলাম অর্জ্জুনের হিত সাধিবারে,
দানশীল রাধা-সুত কাছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গঙ্গাগর্ভ)

মুদিতনেত্রে যোগাসনে বসুষেণ।

(জলবালাগণের উত্থান)

গীত।

রামকেলী——জলদ্ একতালা।

নব রাগে—অনুরাগে—
ওই দেখ্‌লো মিহির উঠ্‌ল গগনতলে,
রাঙ্গা-আভা রঙ্গিল ছায়া,
প'ড়্‌ল এসে গঙ্গাজলে।
ভানু-কর ধর্‌না জলে,
দেনা টিপ কুতূহলে,
ঢেউগুলি গাঁথ্‌না লো সই—
পরিয়ে দে'না বসুর গলে।

(শূন্যে অলক্ষিতভাবে কিরণবালাগণের আবির্ভাব)

গীত।

যোগীয়া——একতালা।

বিশ্ব-নয়ন, মিল' নয়ন,
ধীরে ধীরে চাও অবনীপানে,
ঢাল জ্যোতি, জ্যোতি-আধার—
আঁধার নাশ—নীল-বিমানে।

খোল নয়ন, প্রিয় নন্দন,
উজ্জ্বল কর—পরাণ মন,
দিনবন্ধু, দিননাথ—
সপ্রকাশ নয়নে।

(কিরণবালাগণের তিরোভাব ও জলবালাগণ বিলীন হওন)

বসুষেণ। গীত।

মঙ্গলভৈরব——চৌতাল।

শুভ্র-অরুণ ছটা মাঝে, নীলাম্বরে জাগ দিনদেব,
দেখা দাও হে—দেখা দাও হে, সহস্রলোচন জগত-প্রাণ!
পূর্ণ-রূপ অনন্তের সাথী,
ডাকি ডাকি তব নামে মাতি,
একমাত্র বিশ্বের গতি, মূঢ়মতি করে তোমারি ধ্যান।
জয় জয় পূর্ণব্রহ্ম পাপ দহন—জ্যোতিষ্ক-বরণ,
ভূত-ভাবন—অনন্ত জীবন, ভয়-হর ভব-তারণ;—
যোগ-জীবন, যোগে ডাকি,
অকূল পাথারে ভাসি একাকী,
তুলে লও হে—তুলে লও হে,—এসহে পিতা বিশ্ব-নয়ন।

জাগ দেব, বিশ্বের আধার!
অন্ধকার কর দূর হে আঁধারনাশী!
ঢাল ঢাল স্বর্ণ-কর-রাশী,
সর্ব্বদাই অভিলাষী,
দীনে দেখা দাওহে তপন।
তমোময় প্রাণ মন

বিভাষিত কর পিতৃদেব!
চারিদিকে অকূল পাথার!
তুমি বিনা কে করিবে আমায় নিস্তার?
পৃথিবীর মূল-মন্ত্র তুমি;
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে প্রলয় অবধি,
সৃষ্টি স্থিতি অনন্ত। তোমার।
প্রদীপ্ত-কিরণ-চ্ছটা, ব্রহ্মাণ্ড বিকাশে;
জলে ভাসে—স্থলে শোভে—
ব্যোমে ভাসে, অপার করুণা তব।
তুমি দেব পুরাণ-পুরুষ—জ্যোতির্ম্ময়!
লোকসাক্ষী সহস্রাক্ষি তব
দেখেও কি দেখনা আমায় প্রভু?
অনন্ত মমতা তব জ্যোতিঃমাখা করে—
কিঞ্চিৎ মিশায়ে দাও,
ভুলে যাই আপনায়,
ভোলা প্রাণে, ভোলা হ'য়ে থাকি।
পিতা, আমি যে একাকী।
কারো স্নেহ নাহি লাগে প্রাণে;
কিছুই চাহিনা তাত!
সর্ব্বদাই কল্পতরু আমি,
যে যা' চায় তাই দিই আশ মিটাইয়ে।
না পারি দেখিতে প্রভো! কাহারো অভাব;
আমারো অভাব কিগো পূর্ণ করিবে না?
দাও পিতঃ। স্নেহ দাও,
দেখা দাও—একবার দীন-সুতে চাও,—
পূরাও পূরাও আশা,
আত্ম-ভোলা হ'য়ে যাই,—
ডুবে যাই স্নেহের সাগরে।

(নিমীলিত নেত্রে ধ্যান ও ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ওহো! কিবা স্থির মূর্ত্তি প্রশান্ত সুন্দর!
ইষ্ট দেবে, পূর্ণভাবে চিন্তায় মগন!
যথার্থই সূর্য্যের নন্দন,
শত সূর্য্য, প্রকাশিছে বিশাল শরীরে,
জ্বলন্ত আগ্নেয় গিরি যেন মহানীরে,
কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকি,
দেখি—দেখি মহাভাব কতক্ষণ রয়।

(অন্তরাল হওন)

(অলক্ষিতে কিরণবালাগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও প্রস্থান)

ভৈরবী———একতালা।

উষা ফুটিল, ব্যোম ভাতিল,
দিনকর কেন উদিল না,
উৎস ছুটিল, বিশ্ব প্লাবিল,
অচলে ডুবিল ভাসিল না,
মন-সাধ বুঝি পূরিল না।

বসুষেণ। কি মাধুরী স্রোতঃ, বহে যায়—
বিশুষ্ক অন্তরে মোর,
স্নেহ-করে ভাসিলয়ে এ বিশ্ব জগত।
ওই পিতা উদিলেন উদয়-অচলে!
প্রণমামি, দিনমণি!
স্নেহ রস ঢালিলে হৃদয়ে,
মনস্কাম পূরিল আমার দিবাকর!

(ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ধন্য ধন্য বসুষেণ সূর্য্যের নন্দন!
সার্থক জনম তব—
ধন্য ধন্য ভক্তিভাব,
ভক্তি পরাকাষ্ঠা তব ব্রহ্মাণ্ড দেখিছে।
দান ধর্ম্মে সর্ব্বদাই রত;
অবিরত অবিরাম—
যে' যা' চায় কর দান,
কত পুণ্য করিছ সঞ্চয়।
ওহে দানশীল!
পূর্ণ কর অভাব আমার,
তাই আমি আসিয়াছি তোমার নিকটে।

বসুষেণ। হে ব্রাহ্মণ! নমি আমি তোমার চরণে,
কি সাধ্য আমার
আশা পূর্ণ করিব তোমার?
কিবা প্রয়োজন,
প্রাণ দিয়া করিব পূরণ।

ইন্দ্র। শুন তবে রাধা-সুত!
ভিক্ষা চাহি অঙ্গস্থ কবচ তব,
তাই আসা সমীপে তোমার।

বসুষেণ। পণে বদ্ধ হইয়াছি আমি,
অবশ্যই দিব দান অঙ্গজ কবচ।
এই লও মুনিবর!
আশীর্ব্বাদ কর—পূরে যেন মনস্কাম মোর।

(কবচ প্রদান)

ইন্দ্র। কার্য্য তব নহে সাধারণ!
কি বলিব আমি,

হেন দাতা দেখি নাই কভু,
এই দান-গুণে জগতে বিখ্যাত হ'বে।
চিরজীবি হও বসুষেণ!
ধর্ম্ম পথে চিরকাল থাকে যেন মতি,
অতিশয় তুষ্ট হইনু তব দান হেরি।
এই লও বৎস!
আমিও ক'রিনু দান
এই এক পুরুষ-ঘাতিনী-মহাশক্তি!
এই শক্তি বলে,
সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ,
যার প্রতি করিবে নিক্ষেপ,
নিপাতিত হ'বে শক্তি তেজে।
আজি হ'তে
বৈকর্ত্তন নামে তুমি হ'লে অভিহিত।

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

গীত।

খাম্বাজ———তেওরা।

সূর্য্য-নন্দন-দাতা, ভঙ্গ ক'রনা প্রাণ-আশা,
সূর্য-প্রেমে বিভোরা, বর্দ্ধিত হউক আয়ুরেখা।
বীরদাপে কম্পিত হ'বে,
বসুন্ধরা স্তুতি করিবে,
বিলাও বিলাও রতনরাশি, বৈকর্ত্তন কর্ণ দাতা!—
কতই পুণ্য সঞ্চিত হ'ল, নাহি যায়—নাহি যায়—লেখা।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শিক্ষাভূমি)

দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বত্থামা।

দ্রোণাচার্য্য। শুন বৎস অশ্বত্থামা।
ইন্দ্রপুত্র তৃতীয়পাণ্ডব,
সবার অধিক বুদ্ধিমান,
ক্ষিপ্র-হস্ত, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি—অর্জ্জুনের চেয়ে
কেহ নাহি শিষ্যগণ মাঝে,
আজি আমি পরীক্ষা করিব।
ওই দেখ জলকুম্ভ সারি,
উহাতেই পরীক্ষার চূড়ান্ত হইবে।
শিষ্যবৃন্দ এখনি আসিবে,
পাঠাইব বারি তরে জাহ্নবীর তটে ;
অবিলম্বে কে আসিতে পারে,
কার বুদ্ধি সবার অধিক,
উহাতেই জানা যা'বে।
কহি তাই শুন রে বাছনি !
অর্জ্জুনেরে পরাজিতে হ'বে।
ওই লও বিস্তীর্ণ কলস,
অবিলম্বে তোমারই জল পূর্ণ হ'বে,
অবিলম্বে মোর কাছে তুমিই আসিবে।
ওই আসে ছাত্রগণ,
যা বলিনু মনে যেন থাকে।

অশ্বত্থামা। যথা আজ্ঞা পূজ্যপাদ পিতঃ !—

(কুমারগণের প্রবেশ)

সকলে। গুরুদেব! প্রণাম চরণে।

(সকলের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

দ্রোণাচার্য্য। এস এস কর সবে পিতৃ-মুখোজ্জ্বল,
বৎসগণ!
কর সবে নির্দ্দেশ পালন মোর।
গঙ্গাতীরে ল'য়ে যাও জলকুম্ভ সবে,
অবিলম্বে কে আসিতে পার,
তাহারই পরীক্ষা হইবে।
এই লও দুর্য্যোধন! মৃণ্ময়কলস,
যুধিষ্ঠির! প্রাণাধিক তৃতীয়পাণ্ডব!
এই লও কমণ্ডলু;—
লহ তুলি অশ্বথামা!
যাও সবে অবিলম্বে আসিবে হেথায়।

(দ্রোণাচার্য্য ও কুমারগণের প্রস্থান;
সূপকারিণী বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া। ওমা! মাথাটা খ'সে গেল গো!—
কি হ'বে গো!—
মাথাটার ভেতর উনুন জ্ব'লে গেল গো!
মাগো! চোক্ চাইতে পাচ্ছিনি!
উহুঃ হুঃ গেলুম—গেলুম—গেলুম!!—

(মস্তক ধরিয়া উপবেশন ও দ্রোণাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। ওকে! কে হোথায় রয়েছে বসিয়া?
কে গো তুমি—
শিক্ষাভূমি কর অকল্যাণ?
দেখিতেছি নারী তুমি,

জাননা-কি শিক্ষাভূমি মাঝে আসিবার,
স্ত্রীলোকের নাহি অধিকার ?

বিজয়া। গুরু গো ! আমাকে মাপ কর,
আমার মাথার ভেতর ঝুমঝুমি বাজ্‌ছে,
উঃ বড্ড কট্ কট্ ক'চ্ছে !—
ওমা ওমা—ওই গো—ওই গো !—

দ্রোণাচার্য্য। কে—বিজয়া ?
কি অসুখ হ'য়েছে তোমার ?
বোধ হয় শিরঃপীড়া রোগে,
হইতেছ অতীব কাতর।

বিজয়া। হ্যাঁ গো গুরু ঠাকুর ! তাই,—
মাথার খুলি আজ বুঝি ফাট্‌লো !—

(দ্রোণাচার্য্যের ত্রস্তে জ্যা-রোপণ ও সজোরে টঙ্কার)

বিজয়া। আঃ, বাঁচ্‌লুম গুরু ঠাকুর !
পায়ের ধূলো দাও,—
ঘুর্‌ঘুরে পোকাটা উড়ে গেল—
আমাকে বাঁচিয়ে দিলে।
আঃ আঃ—প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল।
ঠাকুর মশাই গো !
রেঁধে রেঁধে আর আগুন তাতে,
আমার হাড়ের ভেতর এক আঁজ্‌লা ঝুল প'ড়েছে,
মাথার খুলিতে আর একটা উনুন্ হ'য়েছে ;—
আর রাঁধ্‌তে পারিনা !
আশীর্ব্বাদ কর—যেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির গঙ্গা পাই।

দ্রোণাচার্য্য। আশীর্ব্বাদ করিনু তোমায়,
গঙ্গালাভে মুক্তি পাবে তুমি
শুন বিজয়া পাচিকা !

অন্ধকারে অর্জ্জুনেরে অন্ন উপযোগ—
করিতে দিওনা তুমি,
নিষেধ করিনু আমি।
যাও এবে অন্তঃপুরে—
শিষ্যগণ আসিছে অদূরে।

(বিজয়ার প্রস্থান ও অর্জ্জুনের দ্রুত প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এই লও গুরুদেব,
বারি পূর্ণ কমণ্ডলু,
সবার অগ্রেতে আমি আসিনু হেথায়।

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য !
এত শীঘ্র আসিয়াও তবু,
অর্জ্জুনেরে পরাজয় করিতে নারিনু !
হা—ধিক্ মোরে !

(অধোবদন ও যুধিষ্ঠিরাদির প্রবেশ)

সকলে। গুরুদেব !
এই নি'ন্ বারি পূর্ণ মৃণ্ময়-কলস।

দ্রোণাচার্য্য। ভাল, শোন সবে !
এককালে সকলেরে
পাঠাইনু বারি তরে—জাহ্নবীর তীরে ;
কে আগে আসিতে পার,
তাই আজি পরীক্ষা করিনু,—
সবা আগে অর্জ্জুনই আসিল হেথায়।
এবে জানিলাম,
তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, বুদ্ধিমান, দ্রুত-পাদক্ষেপে,
জিনিল জিনিল পার্থ তোমা সবাকারে।
তৃতীয়পাণ্ডব!

পরম সন্তুষ্ট হৈনু তোমা প্রতি আমি !
দীর্ঘায়ুঃ হউক তব ;
শিষ্য-মাঝে তুমিই হইবে সুপ্রধান ।

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপাচার্য্য। অস্তাচলে ডুবে যায় দেব দিননাথ,
সন্ধ্যা ক্রমে হইল নিকট ;
সায়ং-কৃত্য সমাপনে—
আসুন আচার্য্য দেব !

দ্রোণাচার্য্য। এস বৎসগণ !

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(গৃহদ্বার)

অর্জ্জুন ভোজনে নিযুক্ত ও দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত।

অর্জ্জুন। (অন্যমনে)
অস্ত্রবিদ্যা-অনুরাগে—
সর্ব্বদাই স্থিরমনা হওরে অর্জ্জুন!
সমরে নিপুণ হ'বে,
নাহি র'বে পরাজয়-ভয়।—

(মুখে অন্ন প্রদান)

বাহুদ্বয় দৃঢ় কর পাণ্ডুর নন্দন!
মুষ্টি ধর, বজ্র-রূপে বাঁধ,
বক্ষস্থল পাষাণে আবৃত কর,
শির কর কঠিন লৌহের গুলি সম,
জয় জয় বুলি—
অবিরাম ধররে রসনা!—

(মুখে অন্ন প্রদান)

প্রাণ কর নির্ম্মম নির্দ্দয়!
আত্ম-কর্ম্মে ভুলোনা মজোনা!
রমণী-রোদনে—
আর্দ্র যেন হইওনা কভু।
আঁখি, বারি শূন্য হও,—
বৈরী পাতে উচ্ছ্বসিত হ'য়োনা কখন,
নারী-প্রেমে হ'য়োনা মগন।

(সহসা প্রবলবেগে বাত্যা উত্থিত ও প্রদীপ নির্ব্বাপিত ;
শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ রূপে আবির্ভাব)

দীপ্যমান-দীপশিখা হ'ল নির্ব্বাপিত,
অন্ধকার হইল ভবন!

(সহসা জ্যোতিঃ প্রকাশ)

ঘোর তমো-মাঝে,
একিরে বিজলী-ছটা!
একি একি!—
পূর্ণ জ্যোতিঃ ছোটে চারিদিকে!
একি একি—অপূর্ব্ব আলোক!
অন্ধকার-প্রাণে কেন হেন প্রভা ছোটে?
অহো! পূর্ণ-ভাব মোর!
কোথা আমি—কে আমিরে!—
কেরে প্রাণ টেনে লয়—
কোথা যায় প্রাণ মোর?—
অর্জ্জুন—অর্জ্জুন!—কোথা তুই—কোথা তুই?
ভুলে যারে ভুলে যারে প্রাণ!
যাই সখা!
যাই—যাই—দীনবন্ধু হৃদয়ে তোমার—
মিশে যাই—একাকার হই!—

(মুগ্ধাবস্থায় আত্মভোলা হইয়া)

আহা! কোথা ছিলি এতদিন?
ভুলে যাস্ কেন ভাই?
দেখ্ দেখি আঁখি-মিলে—কে আমি—কে তুই?
যেই আমি—সেই তুমি—মনে কি পড়েনা?
কি বিভিন্ন তোমা' সনে?
তুমি হাস—আমি হাসি—

তুমি কাঁদ—আমি কাঁদি—
ক্ষণেক রহিতে নারি তুমি ভিন্ন হ'লে।
এস এস মিশে এস,—
এস এস প্রাণে এস,—
এস এস একাকার হই দু'জনায়।

(সহসা অর্জ্জুন অদৃশ্য ও নর-নারায়ণ রূপে পূর্ণ-ভাবে আবির্ভূত ; দেব ও ঋষিগণের প্রবেশ)

গীত।

দেশ-মল্লার———ত্রিতালী।

নিরখ নয়ন, নর-নারায়ণ, অদ্ভূত রূপ-মিলন,—
নীল নীল মিশ্রিত দেহ, নীলাম্বুদে শোভে নীলবরণ।
পীত-বসন নীল-অঙ্গে,
কাদম্বিনী দমকে রঙ্গে,
নীলাম্বর মিশি ত্রিভঙ্গে, নীল সঙ্গে নীলকান্ত ধন,—
জয় জয় প্রভু নারায়ণ! দাও জগ-জনে অভয় চরণ।

(সকলের অন্তর্দ্ধান)

—

পট পরিবর্ত্তন।

(প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান)

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে অর্জ্জুন বৃক্ষতলে নিদ্রিত ;
সহসা এক অলৌকিক আলোক
প্রকাশ ও মায়াদেবী এবং
সঙ্গিনীগণের আবির্ভাব)

গীত।

সিন্ধু-খাম্বাজ——দাদরা।

দে' লো দে' পরিয়ে গলে সুন্দর মন্দার হার,
নয়নে ঢাল জ্যোতিঃ—ঘুচে যাক্ অন্ধকার!
প্রাণ্ সনে প্রাণ্ কইছে কথা,
তবু কেন প্রাণের ব্যথা—
ঘোচেনা স্বজনি লো?—
ওই দ্যাখ্‌লো দ্যাখ্‌লো—এল এল এল—
নয়নের তারা সুখের আগার।

(মায়াদেবী ও সঙ্গিনীগণের তিরোভাব)

অর্জ্জুন। অর্জ্জুন রে!
স্থির হ'রে—স্থির কর্ অস্থির পরাণ!
ওহো, গুরুদেব!
তোমা হ'তে কত দূরে আছি আমি প্রভু?
কৃপা দিও—দেখা দিও—অধম সন্তানে।
(গাত্রোত্থান)

জয় জয় শিক্ষাদাতা দ্রোণাচার্য্য গুরু!

(জ্যা-রোপণ ও ধনুষ্টঙ্কার ; চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত শরত্যাগ ও দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। একি ! একি! একি-রে অর্জ্জুন!
রাত্রিকালে একিরে টঙ্কার শুনি!
আহারেতে ছিলে রত—
কেন অন্ন ত্যাগ করি—
ধনুর্ব্বাণ করিছ অভ্যাস ?

অর্জ্জুন। অন্নাহার কেন প্রয়োজন—
এতদিনে বুঝিয়াছি গুরুদেব!
অন্ন যথা অভ্যাস নরের,
অন্ন বিনা নাহি রয় মানব-জীবন ;
অস্ত্রশিক্ষা আমারও প্রাণের অভ্যাস,
অস্ত্র বিনা নাহি রয় আমারো জীবন।
তেঁই গুরু!—
এ অভ্যাস করি আমি অন্ন পরিত্যজি'।

দ্রোণাচার্য্য। কি বলিব রে অর্জ্জুন! বিস্মিত হ'য়েছি!
হেন শিষ্য দেখি নাই অবনী-মাঝারে!
অদ্‌ভূত শিক্ষা তোর,—
অদ্‌ভূত গুরু-ভক্তি,—
এই গুণে, চিরকাল কিনিলি আমার।

কুন্তী। (নেপথ্যে) বাপ্‌রে—অর্জ্জুন!
খেতে খেতে চ'লে যাস্ কোথা ?
আয় বাপ্!—
অন্ন ল'য়ে তোর তরে রয়েছি দাঁড়িয়ে।

অর্জ্জুন। গুরুদেব! দাও হে বিদায়—
অন্ন ল'য়ে মা আমার ডাকিছেন মোরে।

দ্রোণাচার্য্য। এস বৎস!—

কুন্তী। (নেপথ্যে) কই বাপ্—এখনো এলিনি?

অর্জ্জুন। যাই মা—যাই মা—

অন্ন তুলে দে' মা, তোর সন্তানের মুখে।

(প্রস্থান)

দ্রোণাচার্য্য। ওহো, ব'হে যায় প্রেমাশ্রু নয়নে!

ধন্য ধন্য রে অর্জ্জুন! অস্ত্রশিক্ষা তোর!

বহু ভাগ্যে পাইয়াছি শিষ্য তোমা হেন,

ধন্য তোর গুরুদেব!—

(প্রস্থান)

— —

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(শিক্ষাভূমির অপর পার্শ্ব)

একলব্য।

একলব্য। এই সেই হস্তিনানগর!
এই সেই শিক্ষাভূমি!
এই স্থানে আশা মোর হইবে পূরণ।
কত কষ্টে, কত দেশ-পর্য্যটন করি—
আসিয়াছি হস্তিনানগরে;
কিন্তু কই—দ্রোণাচার্য্য কোথা?
কই মোর অন্তরের শিক্ষা-গুরু?
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য আমি,
অস্ত্রশিক্ষা আশে, দ্রোণাচার্য্য পাশে—
আসিয়াছি দূর-দেশ হ'তে।
অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলি—
হেয় ঘৃণা করিবে কি দ্রোণাচার্য্য মোরে?
না না—শিক্ষায় কি জাতিভেদ আছে?
আমি শিষ্য—তিনি গুরু,
গুরু শিষ্যে জাতিভেদ নাই।
পদে ধ'রে কাঁদিব রে 'গুরু গুরু' বলি,
অশ্রু-জলে মন তাঁর ভিজাইয়া দিব।
দেখি দেখি—
শিষ্য বলি ল'ন কিনা তুলে।

(দূরে দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। একি একি অমঙ্গল!

অস্পৃশ্য চণ্ডাল কেন শিক্ষা-ভূমি মাঝে ?
ছি ছি ছি ছি ; প্রাতঃকালে—
নীচ-মুখ করিনু দর্শন ?—
নাহি জানি কি ঘটে ললাটে !
কে তুমি—কি হেতু হেথা কর অবস্থিতি ?
হেথা হ'তে করহ প্রস্থান !

একলব্য। প্রণাম চরণে গুরুদেব !

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

'নীচ' বলি কেন ঘৃণা কর দ্বিজোত্তম ?
মনস্কাম পূরাও আমার প্রভু !
বহু দূর হ'তে আসিয়াছি তোমার নিকটে ;
হতাশ্বাস কোরোনা কোরোনা,
বড় ব্যথা পা'ব প্রাণে !
ধরি শ্রীচরণে, হে আচার্য্য দ্রোণ !
শিষ্য বলি করহে দীক্ষিত।

দ্রোণাচার্য্য। শুন শুন চণ্ডাল-কুমার !
আছে অঙ্গীকার,
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিনা
শিষ্যরূপে কোন জাতি না হ'বে আমার।
নতি স্তুতি কিছু না শুনিব,
যাও চলি স্বস্থানে ফিরিয়ে।

একলব্য। হে ব্রাহ্মণ ! শাস্ত্রজ্ঞানী তুমি ;
বল দেখি—কি বিভিন্ন তোমায় আমায় ?
জাতিভেদ কেন ভাব প্রভু ?
তুমিও যে—আমিও যে,—
এক হ'তে দু'জনেই সৃষ্ট হইয়াছি ;
যাঁহা হ'তে সৃষ্ট এই অনন্ত জগত,—

যাঁহা হ'তে জীব-শ্রেণী হ'য়েছে সৃজিত,
যাঁহা হ'তে তুমিও উদ্ভূত,—
সেই নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম পরমঈশ্বর
আমারো সৃজনকারী,—
তাঁহারো সন্তান আমি।
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে ভাব বিভিন্ন প্রকার ?
মহাশাস্ত্রবিৎ তুমি মহাজ্ঞানী হ'য়ে,
গুরুদেব ! বুঝাও আমায়—
যবে তুমি বদ্ধ ছিলে জননী-জঠরে,
দ্বিতীয় ঈশ্বর কিগো ব্রাহ্মণ বলিয়া—
অন্যরূপে গর্ভ-কোষে সৃজিলেন তোমা ?
তাঁর কাছে ভেদজ্ঞান নাই ;
জাতিভেদ ত্যাগ কর পিতৃসম গুরু !
ম্লেচ্ছ-জাতি ঘৃণ্য কভু নয়,
সকলেই স্নেহময়,
ভক্তিময়—একমাত্র জগৎপিতা কাছে।
গুরুদেব !
যে ব্যথা দিলে হে প্রাণে, বলিবার নয় !
বিষাদে ভরিল হৃদি,
নিরবধি ভাসিব বিষাদে।
দেহ গুরু ! পদধূলি,
ঘৃণ্য-জনে নিজ গুণে ক্ষম ক্ষমাবান্ !
কর আশীর্ব্বাদ—
যে কারণে আসিয়াছি,
পূর্ণ যেন হয় সে কারণ।
হইনু বিদায় ;—
দেখি দেখি—গুরুদেব !
'দ্রোণ' নামে অস্ত্রশিক্ষা হয় কি না মোর। (প্রস্থান)

দ্রোণাচার্য্য। উঃ!—

অলন্ত বীরত্ব ঢালি কে গেল? চণ্ডাল!
সন্দেহে পূরিল মন,
ভাল শিক্ষা পাইলাম আজি!
যাই যাই—বেলা ক্রমে বাড়ে,
নিত্য-ক্রিয়া সমাপন করি।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(শিক্ষাভূমি)

রাজকুমারগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

সোহিনী——একতালা।

রণভেরী বাজিয়ে !
চল চল ধনু লইয়ে ;—
মত্ত-হৃদয়ে বীর-দম্ভে—চল রণ-সাজে সাজিয়ে।
সিংহনাদ হুহুঙ্কারি,
কার্ম্মুক ধরি টঙ্কারি,
ঝন্ ঝন্ ঝন্—সন্ সন্ সন্,—
হু হু দূরে তীর পবনে জিনিয়ে,
ওই দ্যাখ্ কোথা যাইল মিলিয়ে !

দুর্য্যোধন। (ভীম প্রতি) এস ভীমসেন !
গদাযুদ্ধ করি দোঁহে হার-জিত রাখি ;
গুরু-পুত্র অশ্বত্থামা !
মধ্যস্থ রহিলে তুমি।—

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের পরাজয়)

সকলে। (উচ্চহাস্য) হো হো হো হোঃ !—
হারিয়াছে দুর্য্যোধন—দাও করতালি !—

(দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। আবার আবার সবে কর কোলাহল ?
স্থির হও—নিঃশব্দে অভ্যাস কর।
দুর্য্যোধন!
এখনো কৌশল তুমি নারিলে শিখিতে ?
এস এস পুনর্ব্বার শিক্ষা দিই তোমা'।

(দুর্য্যোধনকে শিক্ষা দেওন)

দেখি ভীম,
গদাযুদ্ধে কত দূর অভ্যাস তোমার।

(ভীমের সহিত গদাযুদ্ধ এবং সঙ্কীর্ণ, কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দেওন)

বড় তুষ্ট হৈনু ভীম! তব প্রতি আমি,
গদাযুদ্ধে অদ্বিতীয় হ'বে ভবিষ্যতে ;
যাও দূরে—আপনি অভ্যাস কর।

(ভীম কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অভ্যাস করণ)

দেখি যুধিষ্ঠির!
স্থির যুদ্ধে কত দূর করেছ উন্নতি,
দাও তারি পরিচয়।

যুধিষ্ঠির। এস গুরুদেব !—

(যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দেওন)

দ্রোণাচার্য্য। ভাল ভাল যুধিষ্ঠির!
প্রীত হৈনু সমর-কৌশল হেরি,
কিছুদিন এইরূপে কররে অভ্যাস।

(নকুল ও সহদেব প্রতি)

দেখি রে নকুল, সহদেব!

কর দোঁহে অসি-আস্ফালন—
জুড়াক নয়ন।—

(নকুল ও সহদেবের যুদ্ধ)

না—না—হ'বেনা ওরূপ,
ও নহে যুদ্ধের রীত!
এস—
তিনজনে এককালে করি অসি-রণ।

(দ্রোণাচার্য্যের সহিত তিনজনের অসিযুদ্ধ শিক্ষা)

এইরূপ অসি-সমর-পদ্ধতি।
থাক্ আজি এই'বধি,
কালি পুনঃ শিক্ষা দিব তোমা দোঁহাকারে।

(অর্জ্জুনের প্রতি)

বৎস অর্জ্জুন!
এইবার তোমার সমর;
এস দেখি গুরু-শিষ্যে করি দোঁহে রণ?
বাহুবল দেখাও সবারে।

অর্জ্জুন। এস পূজ্যপাদ গুরু!—

(অর্জ্জুনের সহিত দ্রোণের রীতিমত যুদ্ধ)

দ্রোণাচার্য্য। (স্বগত) কি বলিব—
আমিও যে পরাজয় হই পার্থ-রণে!
থাক্—থাক্ পার্থবীর!
যথেষ্ট হয়েছে শক্তি—অপূর্ব্ব—অসীম।
শুন শুন শিষ্যগণ! বচন আমার,
চল যাই উপবনে,
দূর-দৃষ্টি পরীক্ষার তরে।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(উপবন)

দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণাচার্য্য। নীল-পক্ষ-পক্ষী এক করেছি নির্ম্মাণ,
দেখিবারে শিক্ষার প্রমাণ
তারি আজি শুভদিন।
কৃত্রিম শকুন্ত এক—
পাদপের উচ্চ ডালে অলক্ষিতে রাখি ;
পক্ষীটিরে বিন্ধিবারে—
সবাকারে করিব আদেশ,
দেখি দেখি লক্ষ্য কার হ'য়েছে সুতীক্ষ্ণ।

(দ্রোণাচার্য্যের বৃক্ষে উত্থান ও কৃত্রিম শকুন্ত স্থাপন)

যাই এবে আনি শিষ্যগণে।

(প্রস্থান এবং শিষ্যগণ সহিত পুনঃপ্রবেশ)

শুন সবে মন দিয়া হে ছাত্র-মণ্ডলি !
দাও গুণ ধনুকেতে,
একে একে সকলকে করিব নিয়োগ।
প্রথমতঃ এস যুধিষ্ঠির !
কার্ম্মুকে যোজিয়া বাণ হওহে প্রস্তুত !

(যুধিষ্ঠির বাণ যোজনা করিয়া)

ভাল বৎস, শুন—
বটবৃক্ষ-শাখোপরি কর নিরীক্ষণ ;
ওই বৃক্ষের শিখর দেশে—

একটি মনোজ্ঞ পক্ষী করে অবস্থিতি,
স্থির লক্ষ্য করহ উহারে।

(যুধিষ্ঠিরের তথাকরণ)

হে ধর্ম্মনন্দন! কি দেখ এখন--
কি কি দ্রব্য দেখিতেছ?
এই বৃক্ষে, আমাকে বা অনুজবৃন্দেরে
দেখিছ কি যুধিষ্ঠির?

যুধিষ্ঠির। ভগবন! যা' যা' বল—সবই দেখিতেছি;
বৃক্ষসহ পক্ষীটিরে—আপনারে—
আর ভ্রাতৃগণে—
বার বার করি নিরীক্ষণ।

দ্রোণাচার্য্য। বড়ই ক্ষোভের কথা, ছি ছি যুধিষ্ঠির!
লক্ষ্য-বেধ তব কর্ম্ম নয়—
হেথা হ'তে হও অপসৃত।

(দুর্য্যোধন প্রতি)

দুর্য্যোধন! কি দেখিছ অনিমিষে,
বিশেষ লক্ষণ তুমি করিছ কাহারে?

দুর্য্যোধন। গুরো!
সবি দেখি, যুধিষ্ঠির যা' যা' দেখিয়াছে।—
বটবৃক্ষ, গুরুদেব, অনুজমণ্ডলী বিনা
কিছু নাহি দেখি আর।

দ্রোণাচার্য্য। না না যাও দূরে,—
নেত্রদ্বয় এখনও কররে মার্জ্জন।
আজি পরীক্ষার তৃতীয় দিবস;
কিন্তু সকলেই হায় হইলে অক্ষম।
এইবার চতুর্থ পরীক্ষা দিনে,
কোন মানা না শুনিব,

কোন বাধা নাহি যেন শুনি।
যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, ছাড়া
বল বল ছাত্রগণ,
কে' কি' দেখ—
বল অকপটে।

অর্জ্জুন। গুরুদেব! কাহাকেও নাহি দেখি আমি,
দেখি শুধু—
সুনীল পাখীটি ওই উচ্চ শাখোপরি।

দ্রোণাচার্য্য। ভাল ভাল,
শকুন্তে সম্যক্‌রূপে দেখ কি অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। না—না—গুরু!
শকুন্তের অবশিষ্ট মস্তকটি শুধু,
বার বার করি নিরীক্ষণ।
অনুমতি হয় যদি,
বিদ্ধ করি এই শরে শকুন্তের শির,
ভূতলে পাতিত করি।

দ্রোণাচার্য্য। দিনু রে আদেশ,
কাটি পাড় শকুন্ত-মস্তক।

অর্জ্জুন। যথা আজ্ঞা গুরুদেব!
সাক্ষী হও বনস্পতি, সাক্ষী গুরুদেব,
সাক্ষী তব শ্রীচরণ,
সাক্ষী হও ভ্রাতৃগণ,
ভুজদ্বয় সহ সাক্ষী হও ধনুর্ব্বাণ!
যদি আমি পক্ষি-শির না পারি বিন্ধিতে,
ধনুঃশর ধরিবনা করে,
দ্রোণ-শিষ্য অর্জ্জুন আমার নাম,
না ধরিব কভু আর।
অটল প্রতিজ্ঞা মম;

জয় জয় শিক্ষাদাতা দ্রোণাচার্য্য গুরু।—

(অর্জ্জুনের শরত্যাগ ও বৃক্ষ-শিখরস্থিত পক্ষী ছিন্নশিরাঃ হইয়া ভূতলে পতিত)

দ্রোণাচার্য্য। ধন্য ধন্য পার্থবীর !
তোমা হ'তে বংশোজ্জ্বল হইবে অচিরে,
'দ্রোণ' নাম উজ্জল করিলে,
পরাজিলে সঙ্গিদলে।
(স্বগত) রে দ্রুপদ ! রক্ষা তোর নাহি আর,
কাল সর্প শিয়রে পশিল তোর,
অচিরাৎ ধ্বংস হ'বি গৌরবের সহ !
চল চল শিষ্যগণ, যাই অন্য স্থানে।

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

(জাহ্নবী-তীর)

দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণাচার্য্য। দারুণ সংশয় মনে!
কে অর্জ্জুন? কিছু না বুঝিতে পারি!
সেই নব-ঘন-শ্যাম-তনু—
সেই মূর্ত্তি—সেই বিশ্বরূপ—
হেরি যেন অর্জ্জুনের দেহে।
একাধারে নর-নারায়ণ—
একাধারে সেই মূর্ত্তি-প্রতিবিম্ব পড়ে।
সেই কার্য্য—সেই অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য!
সেই তেজ—সেই মহা-বীর্য্য!
সেই ছায়া—অর্জ্জুনের কায় মাঝে হেরি।
দিবস শর্ব্বরী—
ধনুঃশরে চিত্ত-সমাবেশ,
অচল অটল গুরু-ভক্তি,
শর-শক্তি অলৌকিক,
এ হেন ধার্ম্মিক শিশু কভু দেখি নাই;
জ্ঞান হয় স্বয়ং শ্রীহরি—
অবতীর্ণ অর্জ্জুন-স্বরূপে।
আহা ধন্য আমি—
এ হেন শিষ্যের গুরু হ'য়ে।
পুণ্যময়ী ভাগিরথি!
করি নতি তোমার চরণে;

স্নান করি তব পূত-জলে,
আত্মা মোর হউক পবিত্র।

(জলে অবতরণ ও অবগাহন একটি কুম্ভীর কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া কাতরে)

কোথা শিষ্যগণ!
ভীষণ কুম্ভীর এক
জঙ্ঘাদেশ করিল গ্রহণ,—
প্রাণ যায় রক্ষা কর—রক্ষা কর—

(বেগে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। একি একি—কি কণ্ঠ শুনিরে!
গুরুদেব—গুরুদেব!—
ওহো না পাই, উত্তর!—

(রাজকুমারগণের প্রবেশ)

দাদা! এই মাত্র শ্রীগুরুর সকরুণ-রোল
পশিল শ্রবণে মোর,
পুনঃ আর শুনিতে না পাই,
গুরুদেব—গুরুদেব—কোথা তুমি?
দেখা দাও, পুনঃ সাড়া দাও।—

দ্রোণাচার্য্য। অর্জ্জুনরে! পড়েছিরে কুম্ভীরের করে,
সাধ্য থাকে কর প্রতিকার;
নহে সমক্ষে তোমার
গুরুহত্যা হয় আজ;—
অবিলম্বে প্রাণ যাবে।

অর্জ্জুন। আরে আরে দুরন্ত কুম্ভীর!
এত স্পর্দ্ধা—এত শক্তি তোর,
অর্জ্জুন সমক্ষে

গুরুদেবে করিবি নিধন ?
উপযুক্ত প্রতিফল কর্ উপভোগ।

(শরত্যাগ ও চীৎকার করিয়া কুম্ভীরের মৃত্যু)

উঠ উঠ গুরুদেব !
দুরন্ত কুম্ভীর নষ্ট হ'ল,
অভিলাষ আমার পূরিল।

(দ্রোণাচার্য্যের তীরে উত্থান)

দ্রোণাচার্য্য। আয় আয় বাছারে অর্জ্জুন !
আয়—বুকে আয়,
বক্ষস্থল জুড়ারে আমার !

(অর্জ্জুনকে বুকে লইয়া)

কি কহিব পার্থবীর !
এই ধরাধামে—
তোর তুল্য ধনুর্দ্ধর হইবে না কেহ।
যথার্থই কহি বৎস !
অদ্বিতীয়, বীর মাঝে তুমি।
শুন মহাবাহো !
'প্রয়োগ' 'সংহার' সহ—
অনিবার্য্য মহাতেজা 'ব্রহ্মশিরা' নামে,
এই এক মহা-অস্ত্র দিলাম তোমায়;
সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,—
পৃথিবীর যাবতীয় জীব জন্তুগণ,
এই অস্ত্র মুখে
কেহ নাহি তিষ্ঠিতে পারিবে,
অস্ত্রানলে ভস্ম হ'বে পতঙ্গের প্রায়।
কিন্তু বৎস সাবধান !

এই 'অগ্নিজিৎ ব্রহ্মশিরা',
ক্ষীণ তেজা মানবের প্রতি,
কভু যেন করোনা প্রয়োগ;
চরাচর এ বিশ্ব জগৎ
তখনি হইবে ভস্মসাৎ,
অচিরাৎ সৃষ্টিলোপ হ'বে।

(দ্রোণাচার্য্যের চরণ-মূলে পতিত হইয়া)

অর্জ্জুন। ক্ষীণ-বুদ্ধি, হীন-তেজা, অতি শিশু আমি,
কি গুণে তোমার দেব! করিব সন্তোষ?
কি শক্তি আমার,
যেই গুণে মহা-অস্ত্র পাই উপহার?
তোমারি কৃপায় গুরো, শক্তি পাইয়াছি,
ক্ষীণবাহু, বলবান্ তোমারি কৃপায়।

(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

দাদা! সার্থক জনম মোর,
সার্থক অনুজ তব;
এই দেখ—
গুরুদেব পুরস্কার দিয়াছেন মোরে।

(একটি বাণ-বিদ্ধ কুক্কুরের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন। দেখ দেখ দ্রোণাচার্য্য বীরত্ব লক্ষণ!
কুক্কুরের বদন বিবরে,
সপ্তশর সজোরে বিদ্ধিত।

যুধিষ্ঠির। আহা আহা, এ হেন নিঠুর কে আছেরে!
নির্দ্দোষের মুখে হেন অস্ত্রাঘাত করে?
গুরুদেব!

না পারি দেখিতে হেন নিঠুর আচার!
দেব! দিই শাস্তি প্রতিঘাতকেরে।

দ্রোণাচার্য্য। চল বৎস!
সবে যাই একত্র হইয়া।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কানন)

জটাধারী একলব্য।

(সম্মুখে দ্রোণাচার্য্যের কল্পিত মূর্ত্তি)

(একলব্য পূজায় রত)

একলব্য। গীত।

টোড়ী-ভৈরবী————ত্রিতালী।

প্রভু দ্রোণ গুরু! কোথা হে দেখা দাও,
তোমারি রূপ গড়ি—পূজি নিশি দিন,
তোমারি নামে শিখে অস্ত্র দীন-হীন।
এক প্রাণে ডাকি হে,
হ'বেনা সদয় কি হে?
হেয়-জাতি ব'লে দেব! দিবেনা দেখা কি হে?
একবার দেখা দাও, শুধিহে শিক্ষা-ঋণ!

জয় জয় দ্রোণাচার্য্য গুরু!

(ইতস্ততঃ নিরবচ্ছিন্ন শরত্যাগ)

উদ্দেশে প্রণাম করি হে আচার্য্য দ্রোণ!
কল্পিত-মূরতি সাক্ষী করি।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর,
এইরূপে শিক্ষা যেন হয় হে আমার।
জয় জয় গুরুদেব!—

(চতুর্দ্দিকে শরত্যাগ)

সহস্র বিমুখ যদি হ'ন গুরুদেব!
শিষ্য কভু ছাড়ে কি চরণ?
দেখি দেখি—
শর-শিক্ষা কতদিনে হয় হে আমার।
জয় জয় গুরুদেব!
জয় জয় ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ-সুত!

(দ্রোণাচার্য্য-মূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ঘন ঘন শর-বর্ষণ; দ্রোণাচার্য্য ও কুমারগণের প্রবেশ)

দ্রোণাচার্য্য। কেরে কেরে—ডাকিস্ আমায়?
আয় আয়—প্রাণের শিষ্যরে!
আয় আয় করি আলিঙ্গন!—

একলব্য। একি একি—কি দেখি—কি দেখি!
যথার্থই গুরুদেব—সম্মুখে আমার?
গুরো!
এতদিনে হ'লে কি সদয়?
দয়াময়!
শ্রীচরণে স্থান দাও অভাগায়,
কত কষ্টে পাইনু দর্শন,
বহু ভাগ্যে পাইনু হে অতুল-চরণ।
আমি সেই একলব্য হেয় বিজাতীয়,
নিষাদাধিপতি-হিরণ্যধনুর পুত্র আমি।

গুরুদেব!
তোমারিই একলব্য ছাত্র মহাপাপী।
উদ্দেশেতে ও চরণ করিতাম পূজা,
সদৃশ আকার তব স্থাপি এই স্থানে;
এবে পাইয়াছি আমি সাক্ষাৎ ও পদ,
আর কি ছাড়িব গুরুদেব?
বহু তপস্যার ফলে,
সিদ্ধকাম হইলাম এতদিনে আমি!—
দাও শিরে শ্রীচরণ,
ঘুচে যাক্ মনের আঁধার।—

অর্জ্জুন। একি একি—একিরে ব্য'ভার!
গুরুদেব!—
অঙ্গীকার ভঙ্গ কেন হইল এমন?
ছিল পণ,—
আমা'পেক্ষা কোন শিষ্য হইবেনা প্রিয়,
ব্যতিক্রম কেন হেন গুরো?
দেখিতেছি ম্লেচ্ছজাতি,
কেন প্রভু! এত পক্ষপাতী?

দ্রোণাচার্য্য। অর্জ্জুনরে! হতবুদ্ধি হইলাম আমি,
নাহি জানি,
কিরূপে এ শিষ্যমাঝে হ'ল অভিহিত।
বল বল, একলব্য।
কি প্রকারে ছাত্রমাঝে হইলে দীক্ষিত?

একলব্য। বিস্মৃত কি হ'লে গুরুদেব!
শুন শুন, বীরবর!—
একদিন গিয়াছিনু তোমার সমীপে,
অস্ত্রশিক্ষা আশে;
চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিলেন মোরে,

ঘৃণ্য বলি না শিখালে গুরো!—
সেই শোকে—সেই মনস্তাপে,
দ্রোণাচার্য্য-রূপ হেথা করিয়া গঠন,
অলক্ষিতে আপনারে সাক্ষী করি দেব!
বাণ-শিক্ষা করি আমি।
আজি পূর্ণকাম হ'ল চণ্ডাল-কুমার,
আজি মোর সার্থক জীবন,
সার্থক অস্ত্রের শিক্ষা।
গুরুদেব! বড় ভাগ্যবান্ আমি,
দ্রোণাচার্য্য এসেছেন আশ্রমে আমার।
প্রাণরে আমার—আঁখিরে আমার!—
দেখ্ দেখ্ দ্রোণাচার্য্য-রূপ,
দেখ্ দেখ্—
সেই মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপিত;
পায়ে লুঠে পড়ি দেব! কর হে করুণা।

(চরণে পতন)

দ্রোণাচার্য্য। আহা আহা—প্রাণের রতন!
উঠ উঠ,
করুণায় গলে যায় ব্রাহ্মণ হৃদয়,
তোর ভক্তি জলে—
সিক্ত হ'ল নীরস অন্তর।
আয় আয় জীবনের শিষ্য,
আলিঙ্গন দেরে একবার।

(একলব্যকে আলিঙ্গন)

সকলে। জয় জয় ভক্তিময় দ্রোণাচার্য্য গুরু!—
দ্রোণাচার্য্য। শিষ্যরে—শিষ্যরে!—
বড় তুষ্ট হৈনু তোর প্রতি;

লক্ষ্যবেধে পেয়েছি প্রমাণ,
আহত কুক্কুরে হেরি।
শিক্ষা তব হ'য়েছে পূরণ,
যথার্থই শিষ্য বলি হইলে আমার।
একলব্য!
যদি তোর গুরুদেব আমি,
দেরে দেরে দক্ষিণা আমায়—
ঋণ-মুক্ত হ'রে প্রাণ-শিষ্য!—

একলব্য। ভগবান! কি আছে অদেয় মোর?
প্রাণ মন অর্পিয়াছি চরণে তোমার,
বল বল গুরুদেব!—
কি দক্ষিণা দিলেহে তোমায়,
গুরু-ঋণে মুক্ত হ'তে পারি?
বল বল—
প্রাণ দিয়া করিব পূরণ।

দ্রোণাচার্য্য। শুন বৎস! যদি শিষ্য তুমি মোর,
দক্ষিণ-হস্তের একটি অঙ্গুলি মোরে,
গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপ,
দাওহে ছেদিয়া এবে।

একলব্য। শিরোধার্য্য গুরুর আদেশ।

(দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলি ছেদন করিয়া)

সাক্ষী হও অনন্ত জগত,
সাক্ষী হও অসীম অম্বর,
সাক্ষী হও পরমেশ,
সাক্ষী হও শ্রীগুরুর চরণ দুখানি,
গুরুঋণ এতদিনে কৈনু পরিশোধ,
ঋণ-মুক্ত হইলাম,

এই নিন্ গুরুদেব গুরুর দক্ষিণা।

(দ্রোণাচার্য্যের চরণে ছিন্ন-অঙ্গুলি স্থাপন)

দ্রোণাচার্য্য। দ্যাখ্‌রে জগত এবে নয়ন-উন্মীলি,
দেখ দেখ বিশ্ববাসিগণ,
অত্যদ্ভুত গুরু-ভক্তি,
গুরু-ঋণ পরিশোধ আদর্শ প্রধান,
দেখ দেখ শিষ্যগণ।

সকলে। জয় জয় শিক্ষাদাতা দ্রোণাচার্য্য গুরু!
জয় জয় একলব্য, গুরু-ভক্ত-প্রাণ!

(সকলের প্রস্থান)

ক্রোড়াঙ্ক।

(আশ্রম)

পাতঞ্জলের ঊরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া
পরশুরাম নিদ্রিত।

পাতঞ্জল। ছদ্মবেশ—নবমূর্ত্তি—কার্য্যের কারণ,
কার্য্য লাগি ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর ধরি,
কার্য্য হেতু কত ছল উদ্ভাবন করি,
কার্য্য উদ্ধারের তরে এতই ছলনা?
বিশ্ববাসী কর্ম্মফেরে ঘোরে অবিরত,
কার্য্যে রত ভিন্ন ভিন্ন রূপে,
বিশ্ব-কূপে পতিত কর্ম্মেতে।

(ইত্যবসরে একটি বজ্রকীট পাতঞ্জলের ঊরুদেশ
ভেদ করিয়া ক্রমে উত্থিত)

ওহো,
পড়িনু দারুণ সমস্যায়,
বজ্রকীট ভেদ করে জানুদেশ মোর,
কি করি কি করি,—
কিসে পাই পরিত্রাণ?
ওহো, ক্রমেই যে অস্থিভেদ করে!
কি জ্বালা—কি জ্বালা!—
হায় হায়—
নিদ্রাগত অগ্নিশর্ম্মা দেব ভৃগুসুত,
কি করি, নিদ্রার ঘোর কি ক'রে ভাঙ্গিব?

নিদ্রাভঙ্গ পাপে আমি পড়িব নরকে,
গুরু কাছে পাবনা নিস্তার!—
উহুঃ!—
এদিকেও প্রাণ যায়!
প্রাণ প্রাণ! হ'রে স্থির,
উভয় সঙ্কটে তুমি প'ড়েছ এখন,
কিছুক্ষণ সহ্য ক'রে থাক,—
উঃ—বহে যায় রক্ত-প্রস্রবণ।

(জানুভেদ করিয়া বজ্রকীটের উত্থান এবং পরশুরামের কর্ণদেশে উপস্থিত হওন ও দংশন; নিদ্রাভঙ্গ হইয়া)

পরশুরাম। উহুঃ উহুঃ—কি দংশিল শ্রবণে আমার!
বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!—
পাতঞ্জল! দ্যাখ্ রে—দ্যাখ্ রে—

(সহসা জানুর প্রতি দৃষ্টিপাত)

একি একি পাতঞ্জল!
রক্ত-স্রোতঃ বহে কেন জানুদেশে?

পাতঞ্জল। (সভয়ে) গুরুদেব! তব নিদ্রাকালে,—
বজ্রকীট ভেদ করি মোর জানুদেশ,
স্পর্শিয়াছে শ্রবণ তোমার,
তেঁই রক্ত হ'তেছে নির্গত,
জাগরিত করি নাই নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে।

পরশুরাম। (সরোষে) কি—কি—

(এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত)

ব্রাহ্মণের এত বীর্য্য এত সহ গুণ?
না—না—

কখনই ব্রাহ্মণ নহিস্ তুই !—
নিদ্রিতাবস্থায় মোর শ্রবণে দংশিল,
জাগরিনু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া,
আরে রে কপটী !
সহিলি এতেক জ্বালা জাগ্রতে-সজ্ঞানে ?
জন্মিলে ব্রাহ্মণ কুলে,
তোর সনে এত মোর ভিন্ন ভাব রয় ?
থাক্ থাক্—দেখি দেখি,—
কেরে তুই ছদ্মবেশী ভণ্ড দুরাচার !—

(ধ্যান)

পাতঞ্জল। পুড়ে মরি পুড়ে মরি ব্রহ্ম-কোপানলে,
কোথা যাই কোথা স্থান আছেরে আমার !
ওহো গেল গেল প্রাণ !—
রক্ষা কর রক্ষা কর হে পিতঃ তপন !
ওই—ওই ধ্যান বুঝি ভঙ্গ হ'য়ে গেল !—
ওহো—কোথা যাই—কোথা যাই—
চারিদিকে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে !—

(চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও পরশুরামের
ধ্যান ভঙ্গ ; সদর্পে উত্থান)

পরশুরাম। (সরোষে) রে রে ! স্বার্থপর—কপটী ক্ষত্রিয় !
পণ ভঙ্গ করিলি আমার ?
নেরে নেরে—জ্বলন্ত-অমোঘ-ব্রহ্মশাপ !
প্রথম হইতে অদ্যাবধি,
যতদূর বাণ-শিক্ষা করেছিস্ মূঢ়,
সমস্তই নিষ্ফল—নিষ্ফল !—

পাতঞ্জল। (সকরুণে) গুরুদেব ! রক্ষা কর—রক্ষা কর !—
দ্বিধা কর বক্ষস্থল অশনি-কুঠারে,

যাক্ যাক্ নিষ্ফল জীবন,
কিছু মাত্র নাহি প্রয়োজন।

পরশুরাম। অব্রাহ্মণ দুরাচার!
সুত-পুত্র হ'য়ে,
পণ ভঙ্গ করি,
এত অপমান করিলি আমার মূঢ়!—
প্রতিফল অবশ্য ভুঞ্জিবি!

পাতঞ্জল। দয়াময়! বারেক সদয় হও,
জ্বলন্ত-অমোঘ শাপ
ফিরে লও—ফিরে লও প্রভু!
বীর্য্যহীন-শরীরে আমার,
কিবা কাজ আর?
লহ লহ প্রাণ, শ্রীচরণে দিই বিসর্জ্জন।

পরশুরাম। আরে মূঢ়! ভেবেছিলি ফাঁকি দিবি মোরে?
ভেবেছিলি অল্পবুদ্ধি সামান্য ব্রাহ্মণে,
স্তোক বাক্যে—রূপান্তর ধরি,
নিজ কার্য্য সাধিবি পামর?
এই তার উপযুক্ত ফল।

পাতঞ্জল। প্রভো! অনাথ-শরণ! দীনের দয়াল!
ভগবান্! সর্ব্ব-অন্তর্যামী তুমি!
এই দীনে না রাখিলে,
কে রাখিবে দীননাথ?
পিতৃসম তুমি গুরু—তব পুত্র আমি,—
রাখ রাখ তনয়েরে।
অজ্ঞান অধম যদি হয় গো সন্তান,
ক্ষমা-যোগ্য নহে কি পিতার?
হে পিতঃ—হে গুরুদেব!
নিজ গুণে ক্ষমা কর কুকৃতি-সন্তানে।

পরশুরাম। একদিন আমার আশ্রমে—
ছিলি তুই পুত্ররূপে,
পুত্রাধিক স্নেহ করিতাম;
আরে সুত-কুলাঙ্গার!
এই কি শুধিলি তার ধার?
ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী ভার্গব মুনিরে,
সামান্য ক্ষত্রিয় কিনা অনা'সে ছলিল?
এ বড় আশ্চর্য্য কথা!—
ব্রাহ্মণের ক্ষমাই ভূষণ,
এই হেতু ক্ষমা করিলাম তোরে।
এতদিন অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিনু আমি,
সমস্তই নিষ্ফল হইবে;
শুধু একদিন শক্তি পাবি,
দিনেকের শিক্ষা,
আজীবন করিবি সম্ভোগ।
তোর এই শাস্তি দেখুক জগত,
দেখুক ব্রহ্মাণ্ডবাসী,
ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে আছে কত ভিন্ন ভাব!
যারে মূঢ়! দূর হ'য়ে—আশ্রম হইতে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজসভা।

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য।

ভীষ্ম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ!
অপূর্ব্ব মহিমা তব,
অলৌকিক ক্ষমতা তোমার,
কুরুকুলে কীর্ত্তি-স্তম্ভ তুমিই প্রোথিলে,
কুরুকুল রক্ষা হ'ল তোমা হ'তে দেব,
সাধিলে মহৎ কর্ম্ম হে আচার্য্য দ্রোণ!
দ্বিজবর!—
বড় সাধ হইয়াছে মনে,
আপনি দেখিব আজি শিক্ষার পরীক্ষা,
দেখিবেন সমগ্র নৃপতিগণ,
দেখিবেন পুরবাসী-মহিলা সকল,
অস্ত্রের পরীক্ষা শিক্ষা কুমারগণের।
রঙ্গভূমি করহ নির্ম্মাণ,
যত অর্থ—প্রয়োজন,
সংগ্রহ করুন বিপ্র, রাজকোষ হ'তে।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি মোর অন্ধতা ঘুচিল,
এতদিনে সার্থক হইনু।
যে সকল চক্ষুষ্মান্ নৃপতি সমক্ষে,
দেখাইবে পুত্রগণ অস্ত্রের পরীক্ষা;
যবে প্রাণাধিকগণ,
বীরের নন্দন বলি ঘুষিবে উজ্জ্বল নাম,

নয়ন-আঁধার ঘুচিবে তখন মম।
হে দ্রোণ বীরোত্তম!
কবে হ'বে সেদিন আমার?

দ্রোণাচার্য্য। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র!
হে ধার্ম্মিক ভীষ্ম বীরমণি!
আমিও কৃতার্থ হইনু এতদিন পরে,
সার্থক হইল নাম দ্রোণাচার্য্য গুরু!—
হস্তি-বীর্য্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
মহাবীর অগ্নিকণা সম
পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন,
শিষ্যরূপে দীক্ষিত তাহারা,—
এর চেয়ে শুভাদৃষ্ট কি হবে আমার?
সুখকর কি আছে আমার আর?
দেখাইব শিক্ষা বল সমক্ষে সবার,
দেখাইব শিশু-বীর্য্য হস্তিনাবাসীরে।
অন্ধরাজ! শুভদিন সমাগত প্রায়,
শুভ তিথি শুভ নক্ষত্র দেখিয়া,
দিন স্থির করিতে চলিনু;
কত অর্থ—প্রয়োজন,
অবিলম্বে বলিব তোমায়;—
যাই আমি সুস্থান নির্দ্দেশ করিবারে।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

বিদুর। ক্ষণেক অপেক্ষা কর দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুরু!
যাইবকি জ্যেষ্ঠতাত! গুরুর সহিত?

দ্রোণাচার্য্য। ভাল ভাল,
চলুন দু'জনে গিয়া পরামর্শ করি।

(বিদুর ও দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান)

কৃপাচার্য্য। পরশুরামের শিষ্য যিনি,
যাঁর শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে অতুল,
যাঁর তেজ দেবগণও সহিতে নারেন,
সেই বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজ-সুত,
কুরুকুলে শিক্ষাগুরু হয়েছেন দেব,
অবিলম্বে শিক্ষাফল দেখিব সকলে।

ধৃতরাষ্ট্র। হে পূজ্যপাদ!
এতদিনে পিতা নাম সার্থক হইল!—
আহা, বহুদিন শুনি নাই
পুত্রদের স্নেহমাখা বুলি,
করি নাই মস্তক চুম্বন,
পাই নাই ধরিতে হে এ বক্ষে আমার;
জ্যেষ্ঠতাত!
কোথা মম শতেক কুমার?

ভীষ্ম। স্থির হও বৎস!
প্রতিহারী—প্রতিহারী—কে আছ ওখানে?—

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। কি আদেশ করিব পালন?

ভীষ্ম। ত্বরা করি আন হেথা রাজপুত্রগণে।

দূত। শিরোধার্য্য বাক্য দেব, চলিনু সত্বর।

(দূতের প্রস্থান ও কুমারগণের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

কুমারগণ। প্রণিপাত করি মোরা গুরুজন-পদে।

সকলে। মঙ্গল হউক সবাকার।

ধৃতরাষ্ট্র। আয়রে আয়রে বাছা অন্ধের নয়ন,
আয় আয় পুত্রগণ,

বক্ষঃস্থল বহুদিন শূন্য রহিয়াছে,
আয় আয় বুকে আয়।
কোথা কোথা যুধিষ্ঠির,
কই পার্থবীর,
কোথা প্রাণাধিক ভীম,
কই কই—কোথারে—নকুল, সহদেব?
আহা—আহা—
পিতৃহীন তোরা পাঁচ ভাই,
আয় আয় হৃদয় জুড়ারে!

(সকলকে একে একে আলিঙ্গন)

দুর্য্যোধন। পিতামহ!
কবে দিব অস্ত্রের পরীক্ষা?
কবে সেই শুভদিন পাইব আমরা?
দেখাইব কবে মোরা নিজ নিজ বল?

ভীষ্ম। স্বল্পদিন আছেরে, বাছনি,
অতি শীঘ্র দেখাইবে—
অস্ত্রের পরীক্ষা সবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ)

কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতের প্রবেশ।

১ম পণ্ডিত। কি বলেন সার্ব্বভৌম মহাশয়! এ বিষয়ে আপনার কি মত?

২য় পণ্ডিত। কি বিষয়?

১ম পণ্ডিত। যদি সন্তান মূর্খ হয়, তার প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত?

২য় পণ্ডিত। যদি ঔষধ ব্যবস্থা কর্ত্তে চান,—তবে উন্নত-বংশোদ্ভব-লাঠী; কারণ—'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্'।

৩য় পণ্ডিত। সার্ব্বভৌম মহাশয়! আপনি যথার্থই অনুমান করেছেন। আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি ওই দুর্দ্দান্ত-রোগাক্রান্ত হইলে ওই অমোঘ ঔষধের গুণে, এখন অনেক আরোগ্য হয়েছেন। প্রত্যেক প্রহরে প্রহরে ওই ঔষধ সেবন করান চাই; কি জানি, যদি পলকে পলকেই জীর্ণ করেন।

(প্রজাগণের সহিত জনৈক রাজঅনুচরের ভেরী বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ)

রাজঅনুচর। শুন শুন হস্তিনা-নগরবাসিগণ!
বংশধর রাজপুত্রচয়,
অস্ত্রশিক্ষা—পরীক্ষা দিবেন সবে কালি,
গঙ্গাতীরে রঙ্গভূমি হ'য়েছে নির্ম্মিত,
আমন্ত্রণ রহিল সবার।

(ভেরী বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান)

৩য় [illegible] কি বাচস্পতি মহাশয়! কিছু বোধগম্য হ'ল কি?

১ম পণ্ডিত। আজ্ঞে হাঁ, কাল প্রাতেই অস্ত্রশিক্ষা দর্শন কত্তে যাওয়া যাবে, সার্ব্বভৌম মহাশয়! যাবেন ত'?

২য় পণ্ডিত। বিলক্ষণ, যাবনা? পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অস্ত্রের—পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

উভয়ে। অবশ্য—অবশ্য।—

(সকলের প্রস্থান)
